Peace সিলেবাসের আলোকে

বিষয়ভিত্তিক

কুরআন ও হাদীস

সংকলন ১

বিষয়ভিত্তিক
কুরআন ও হাদীস
সংকলন-১

সংকলনে

মো: রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

মাওলানা শফিকুল ইসলাম খান

বিএসএস (সম্মান) এম.এ, এম.এম.

সম্পাদনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী

এম.এম, প্রথম শ্রেণী (প্রথম)
এম.এম, এম.এফ, এম.এ (প্রথম শ্রেণী)
মুফাসসীর
তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা
ঢাকা।

হাফেজ মাও: আরিফ হোসাইন

বি. এ (অনার্স সম্মান), এম.এ, এম.এম
পি এইচ ডি গবেষক [ঢাবি]
আরবী প্রভাষক
নওগাও রাশেদিয়া ফাজিল মাদরাসা
মতলব, চাদপুর।

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন-১

প্রকাশিকা
নারী প্রকাশনী
৪৫ পি কে রায় রোড
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, (৩য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০
ফোন : ০২-৯৫৭১০৯২, ০১৭১৫৭৬৮২০৯

প্রথম প্রকাশকাল : জানুয়ারি – ২০১১ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই – ২০১১ ইং
তৃতীয় সংস্করণ : এপ্রিল – ২০১২ ইং
চতুর্থ সংস্করণ : মার্চ – ২০১৩ ইং
কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন ও মাহফুজ কম্পিউটার
বাঁধাই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর
মুদ্রণে : আল আকাবা প্রেস
ওয়েব সাইট : www. peacepublication.com
ইমেইল : peacerafiq56@yahoo.com

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

উৎসর্গ

আল-কুরআন অনুসারীদের উদ্দেশ্যে

সম্পাদকীয়

প্রশংসার মস্তক অবনত করছি মহান করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে, যার একান্ত মেহেরবাণীতে **বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন-১** নামক গ্রন্থটি সংকলন করার সুযোগ হয়েছে। সালাত ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির একমাত্র দিশারী, শেষ নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন ও সাইয়্যেদুল কাওনাইন মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি। রুহের মাগফিরাত কামনা করছি আদি পিতা আদম (আ) থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যারা তাওহীদের কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য নিজেদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করে শহীদ হয়েছেন।

গতানুগতিকতার বাইরে কিছু বিশেষত্ব আনতে গিয়ে বইটির কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকাশের কাজ প্রকৃতপক্ষেই শ্রমসাধ্য হয়েছে। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। সকল বিষয়ে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। একজন মুসলিম হিসেবে যা জানা একান্ত কর্তব্য। সাধারণ মানুষ যেহেতু কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি এ বিষয়গুলো জানতে পারে না, তাই বিষয়ভিত্তিক আকারে গ্রন্থটি সম্পাদনা করা হল। তথাপি কুরআন সুন্নাহর প্রচার-প্রসারে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় কাজটি হাতে নিয়েছি। কুরআন-সুন্নাহ প্রেমিক মুসলিম ধর্মপ্রাণ ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষক নির্বিশেষে বইটি সকল পাঠকের যথেষ্ট উপকারে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ছাত্রজীবন থেকেই কুরআন হাদীসের জরুরী দলিল-প্রমাণগুলো সংকলনের চেষ্টা অব্যাহত থাকলেও তা ছিল অগোছালো। এবার সুযোগ আসায় তা সুবিন্যাস্ত করে পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার চেষ্টা করেছি। বইটির মান উন্নীত করার পাশাপাশি ব্যাপকতা বৃদ্ধি ও অনুবাদ কর্মে সাহিত্যমানের দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যতগুলো আয়াত ও হাদীস দেয়া হয়েছে প্রায় সবগুলোর সূত্র দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এ মূল্যবান গ্রন্থটির এটি চতুর্থ সংস্করণ। এতে বিশেষকরে হাদীসের বাদ যাওয়া সূত্রগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

এ কাজে যারা সময়, শ্রম ও মেধা কুরবানী করেছেন তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকদের সুচিন্তিত পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে প্রতিফলিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি রইল। "বইটি ভাল হলে অন্তত একজনকে বলুন আর আপত্তি থাকলে আমাদের বলুন" আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন!

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ

তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও। (সূরা নাহল : ৪৩, সূরা আম্বিয়া : ৭)

সূচিপত্র

বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস

১. আল কুরআনুল কারীম

২. তাজভীদ

৩. আল হাদীস

৪. ঈমান

৫. তাওহীদ

৬. রিসালাত

৭. আখিরাত

৮. শিরক্

৯. বিদআত

১০. শেষনবী

১১. ফেরেশতা

১২. জান্নাত

১৩. জাহান্নাম

১৪. সালাত

১৫. যাকাত

১৬. সাওম

১৭. হজ্জ

১৮. ইসলামী আন্দোলন

১৯. দাওয়াত

২০. ইসলামী সংগঠন

২১. জিহাদ

২২. শাহাদাত

২৩. বাইয়াত

২৪. আল্লাহর পথে ব্যয়

২৫. মু'মিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২৬. মু'মিনের বৈশিষ্ট্য

২৭. তাক্‌ওয়া

২৮. পর্দা

২৯. আনুগত্য

৩০. সবর বা ধৈর্য

৩১. পরামর্শ

৩২. সালাম

৩৩. জ্ঞানার্জন

৩৪. আল্লাহর উপর ভরসা

৩৫. ইহতিসাব

৩৬. ওয়াদা পালন

৩৭. সত্যবাদিতা

৩৮. আমানতদারিতা

৩৯. বিনয় ও নম্রতা

৪০. কৃতজ্ঞতা

৪১. ন্যায়-ইনসাফ

৪২. ক্ষমা

৪৩. যিকর

৪৪. তাওবা

৪৫. গর্ব-অহংকার

৪৬. গীবত

৪৭. চোগলখোরী

৪৮. মিথ্যাচার

৪৯. সুদ ও ঘুষ

৫০. কৃপণতা

৫১. অপচয় ও অপব্যয়

৫২. মদ, জুয়া ও লটারীর কুফল

৫৩. মুনাফিকের চরিত্র

৫৪. আত্মহত্যা

৫৫. পবিত্রতা

৫৬. ওযূ

৫৭. গোসল

৫৮. তায়াম্মুম

৫৯. মিসওয়াকের গুরুত্ব

৬০. পিতা-মাতার অধিকার

৬১. আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

৬২. প্রতিবেশীর অধিকার

৬৩. নারীর অধিকার

৬৪. শ্রমিকের অধিকার

৬৫. অমুসলিমদের অধিকার

৬৬. ইয়াতীমের অধিকার

৬৭. খিলাফত

৬৮. ইসলামী রাজনীতি বা ধর্মীয় রাজনীতি

৬৯. ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি

৭০. ইসলামের বিচার-ব্যবস্থা

৭১. ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

৭২. ইসলামে হালাল-হারাম

৭৩. ইসলামী সরকারের দায়িত্ব

৭৪. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

৭৫. বিবাহ

৭৬. বিবাহের মহর

৭৭. জন্মনিয়ন্ত্রণ

৭৮. যিনা-ব্যভিচার

৭৯. ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

৮০. বিশুদ্ধ নিয়ত

৮১. সন্ত্রাসবাদ

৮২. ইসলামে নির্বাচন

৮৩. তাসাউফ-তাযকিয়ায়ে নাফস/আত্মশুদ্ধি

৮৪. ইসলামী ছাত্রসংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও পাঁচ দফা কর্মসূচি

৮৫. বিশেষ আলোচনা

৮৬. মাসয়ালা-মাসায়েল

হজ্জের আহ্কাম

৮৭. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর শেখানো দৈনন্দিন দু'আসমূহ

৮৮. আল কুরআনে মুনাজাত

৮৯. সালাতের নিয়তের বিবরণ ও সালাতের কতিপয় দু'আ

৯০. আল আসমাউল হুসনা (আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ)

৯১. কবিরা গুনাহ কি, কয়টি ও তা থেকে বাঁচার উপায়

৯২. আল কুরআনের বিশেষ আয়াতসমূহের ফজিলত

৯৩. বিবিধ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. আল কুরআনুল কারীম

আল কুরআন পরিচিতি : اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি আরবী ভাষার একটি ব্যাপক পরিচিতিমূলক শব্দ। قُرْاٰنٌ শব্দটি قَرَاَ বা قَرَنَ শব্দমূল থেকে উৎকলিত। قَرَاَ অর্থ পড়া, আবৃত্তি করা, পাঠ করা। قُرْاٰنٌ যদি قَرَاَ শব্দ থেকে ধরা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে مَقْرُوْءٌ তথা পঠিত, যাকে পাঠ করা হয়েছে। যেহেতু কুরআন পৃথিবীর সকল ধর্মীয় বা অধর্মীয় তথা যে কোন গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক পড়া হয় তাই কুরআনকে اَلْقُرْاٰنُ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আবার قَرَنَ অর্থ মিলানো, সংযুক্ত করা, সম্পৃক্ত করা, শিং। আর قُرْاٰنٌ যদি قَرَنَ শব্দমূল থেকে ধরা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে مَقْرُوْنٌ তথা মিলিত, সংযুক্ত, সম্পৃক্ত ইত্যাদি। যেহেতু কুরআনের একটি অক্ষর আরেকটি অক্ষরের সাথে, একটি শব্দ আরেকটি শব্দের সাথে, একটি আয়াত আরেকটি আয়াতের সাথে এবং একটি সূরা আরেকটি সূরার সাথে ছন্দের মতো মিল থাকে, তাই কুরআনকে اَلْقُرْاٰنُ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

পারিভাষিক অর্থে اَلْمَنَارُ প্রণেতা বলেন–

هُوَ الْقُرْاٰنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ الْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلاً مُتَوَاتِرًا بِلاَ شُبْهَةٍ .

কুরআন এমন একটি কিতাব যা রাসূল ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ, যাকে মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যা সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআন হচ্ছে বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ হতে নাযিলকৃত মানবজাতির জন্য এক মহাপাথেয় যা ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তি নিশ্চিত করে এবং মানুষকে সত্যের পথ প্রদর্শন করে। নবী কারীম ﷺ-এর অনুপস্থিতিতে এ কুরআনই হলো মানবজাতির দিক-নির্দেশনার একমাত্র সম্বল। কেননা কুরআনই হল রাসূল ﷺ-এর পবিত্র জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

১. কুরআনের আলোকে কুরআন

কুরআন কী-এ প্রশ্নের উত্তর কুরআন নিজেই প্রদান করেছে–

(١) الٓمّٓ - ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -

১. আলিফ-লাম-মীম। এটা এমন একটি কিতাব, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। এটি হচ্ছে আল্লাহভীরুদের জন্যে পথ প্রদর্শক। (২–সূরা বাক্বারা : ১-২)

(٢) هٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ -

২. এ কিতাব আমি নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। অতএব, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। (৬–সূরা আনআম : ১৫৫)

(٣) هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ -

৩. এটা মানুষের জন্যে সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং আল্লাহভীরুদের জন্যে পথ প্রদর্শক ও উপদেশ। (৩–সূরা আলে ইমরান : ১৩৮)

(٤) وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ -

৪. আর এটা আপনার জন্যে এবং আপনার সম্প্রদায়ের জন্যে একটি উপদেশ। আর (এ নেয়ামত সম্পর্কে) শীঘ্রই আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন। (৪৩–সূরা যুখরুফ : ৪৪)

২. কুরআন পাঠের পূর্বে (اَلتَّعَوُّذُ) আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম পড়ার নির্দেশ

(١) فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ -

১. অনন্তর যখন আপনি কুরআন পাঠ করবেন তখন বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। (১৬– সূরা নাহল : ৯৮)

৩. (اَلتَّسْمِيَةُ) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ার নির্দেশ

(١) اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَ اِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

১. নিশ্চয় উহা (বিলকিসের কাছে প্রেরিত চিঠি) সুলাইমানের পক্ষ হতে এবং নিশ্চয় উহা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। (২৭–সূরা নামল : ৩০)

৪. কুরআন পড়া ফরয

(١) اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ

১. পড়, তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (৯৬–সূরা আলাক্ব : ১)

(٢) فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

২. কুরআনের যতটুকু সহজ লাগে তা পাঠ কর। (৭৩–সূরা মুয্যাম্মেল : ২০)

(٣) وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ط اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ـ

৩. ফজরে কুরআন পাঠ কর। কেননা এ কুরআন পাঠ সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হবে। (১৭ সূরা বনী ইসরাইল : ৭৮)

৫. কুরআন বুঝা সহজ

(١) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ـ

১. আমি কুরআন বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোনো চিন্তাশীল আছে কী? (৫৪–সূরা কামার : ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

(٢) اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

২. নিশ্চয়ই আমি এ কুরআনকে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (১২–সূরা ইউসূফ : ২)

৬. কুরআন সহীহ্ শুদ্ধভাবে পড়া ফরজ

(١) وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ـ

১. ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে সহীহ্ শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত কর। (৭৩–সূরা মুয্যাম্মিল : ৪)

৭. কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ

(١) وَاتْلُ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهٖ ـ

১. কুরআন হতে যে অংশটুকুই তোমার কাছে নাযিল হয় তা তিলাওয়াত কর এবং এর কথা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। (১৮–সূরা আল-কাহাফ : ২৭)

(٢) وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ وَاَنْ اَتْلُوَ الْقُرْاٰنَ ـ

২. আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই এবং কুরআন তেলাওয়াত করি। (২৭–সূরা আন নামল : ৯১-৯২)

(٣) اُتْلُ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ـ

৩. তুমি তেলাওয়াত কর কিতাব হতে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং সালাত কায়েম কর। (২৯–সূরা আনকাবূত : ৪৫)

নোট : ১. যারা ব্যস্ত তারা কুরআনের অংশ বিশেষ ফটোকপি করে পকেটে রাখতে পারেন, সময় পেলে যাতে পড়া যায়।

২. এবং যারা আরো ব্যস্ত তারা আযান হওয়ার সাথে সাথে ওজু করে মসজিদে চলে গেলে সালাত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন।

৮. কুরআন তিলাওয়াতে ঈমান বৃদ্ধি পায়

(١) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ـ

১. প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা একমাত্র তাদের রবের উপরই ভরসা করে। (৮–সূরা আনফাল : ২)

৯. কুরআন মহৌষধ

(١) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۤءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ـ

১. আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করছি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্যে রহমত। (১৭–সূরা বনী ইসরাইল : ৮২)

১০. কুরআনে সকল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে

(١) وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ـ

১. আমরা তোমার ওপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী। আর মুসলমানদের জন্যে হেদায়াত, রহমত এবং সুসংবাদ।

(১৬–সূরা নাহল : ৮৯)

(٢) مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ـ

২. আমি কুরআনে কোন কিছু উল্লেখ করতে বাদ দেইনি। (৬–সূরা আনআম: ৩৮)

১১. কুরআনে উত্তম কাহিনীর বর্ণনা করা হয়েছে

(١) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ـ

১. আমি তোমার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমনিভাবে এ কুরআন তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি। (১২– সূরা ইউসূফ : ৩)

১২. মানবজাতির জন্যেই আল কুরআন

(١) الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ـ

১. আলিফ-লাম্-রা, এই কিতাব, ইহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোকে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসাহ। (১৪– সূরা ইবরাহীম : ১)

(٢) كِتَابٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَبِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ـ

২. এটি একটি গ্রন্থ, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে করে আপনি এর মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করেন। অতএব, এটি পৌঁছে দিতে আপনার মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। আর এটা বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ। (৭–সূরা আরাফ : ২)

(٣) طٰهٰ ـ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى ـ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ـ

৩. ত্বা-হা! আপনি হতভাগা হয়ে থাকবেন– এজন্যে আমি আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করিনি; বরং এটা তাদের জন্য উপদেশ যারা ভয় করে (তাদের প্রতিপালককে) (২০–সূরা ত্বাহা : ১-৩)

(٤) لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ـ

৪. যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (৫৯–সূরা-হাশর : ২১)

১৩. আল্লাহই এর হেফাযতকারী

(١) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

১. নিশ্চয়ই আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী। (১৫–হিজর : ১৪)

হাদীসের আলোকে কুরআন

১৪. কুরআন শিক্ষা করা উত্তম কাজ

(١) عَنْ عُثْمَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ .

১. ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৪৬৩৯, তিরমিযী, হাদীস-২৯০৭)

১৫. কুরআন তিলাওয়াতকারীর দৃষ্টান্ত

(١) عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الْاُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لَا يَقْرَاُ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لَايَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ .

১. আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে উতরুজ্জা (লেবুতুল্য ফল) যার ঘ্রাণ মনোহর এবং স্বাদও আকর্ষণীয়। আর যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে খুরমা, যার ঘ্রাণ নেই এবং তার স্বাদ মিষ্টি। আর যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত সুগন্ধিফুল। যার ঘ্রাণ আকর্ষণীয় অথচ স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে না তার দৃষ্টান্ত "মাকাল"। যার কোন ঘ্রাণ নেই এবং স্বাদও তিক্ত। (মুসলিম-৩য় খণ্ড, অধ্যায়-ফাযাইলুল কুরআন, পৃষ্ঠা নং ১১৯) মিশকাত-২০১২

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ .

২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ বলেছেন, কুরআনওয়ালা ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তো বেঁধে রাখা উটের মতো তার দেখাশুনা করলে তাকে আটকে রাখতে পারে, আর তাকে ছেড়ে দিলে (নিরুদ্দেশ) চলে যায়। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৫০৩১, সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৮৯)

১৬. কুরআন সর্বোত্তম বাণী

(١) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ .

১. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে উত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মদ ﷺ-এর দেখানো পথ। (সহীহ মুসলিম)

১৭. কুরআন পড়া উত্তম ইবাদত

(١) عَنْ اَسِيْرِ بْنِ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ .

১. আসির ইবনে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : কুরআন পড়া হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত। (জামিউস সাগির, বুখারী)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَاَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لاَ اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ .

২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে সে উহার বদলে একটি নেকী লাভ করে আর একটি নেকী দশটি নেকীর সমান। আমি বলি

না যে, الٓمٓ একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, এবং মীম একটি হরফ। অর্থাৎ উহাকে তিনটি বর্ণরূপে গণ্য করা হয় এবং উহার জন্য ত্রিশটি নেকী অর্জিত হয়। (সহীহ তিরমিযী-২৯১০, মিশকাত-২১৩৭)

১৮. কুরআন বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করে

(١) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ.

১. মালেক ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুটি নির্দেশিকা রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ কখনও বিভ্রান্ত হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত (হাদীস)। (মুয়াত্তা)
(হাকেম, সহীহ তারগীব ১ম, ৩৬, জামে আস সগীর)

১৯. কুরআন সুপারিশ করবে

(١) عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِقْرَؤُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ.

১. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমরা কুরআন পাঠ কর, নিশ্চয়ই তা কেয়ামতের ময়দানে তার সাথীদের জন্যে সুপারিশ করতে উপস্থিত হবে (সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮২৪)

২০. কুরআনের আলোচনায় রহমতের ফেরেশতারা ঘিরে রাখে

(١) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنْ عِنْدَهُ.

১. আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন, কোনো সম্প্রদায় যখন কোথাও বসে যিকির (কুরআনের আলোচনা) করে তখন ফেরেশতাগণ তাদের ঘিরে রাখে, রহমত তাদেরকে ঢেকে রাখে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ তাঁর কাছে যারা আছেন (অর্থাৎ ফেরেশতা) তাদের মাঝে এদের কথা উল্লেখ করে তাদের নিয়ে গর্ববোধ করেন।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৬৯৯, ২৭০০)

২১. কুরআন শুদ্ধ ও সুন্দর করে পড়া

(١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে কুরআন সুন্দর উচ্চারণে পড়ে না সে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল নয়। (সহীহ বুখারী অষ্টম খণ্ড পৃ; ৩৫০ ও ইবনে মাজাহ -১ম খণ্ড পৃ-৪৮৬) মিশকাত-২০৯০)

২২. কুরআন না দেখে পড়ার চেয়ে দেখে পড়ার দ্বিগুণ সাওয়াব

١- عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِيْ يَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَّهٗ اَجْرَانِ -

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তি ঐসব ফেরেশতাদের শ্রেণীভুক্ত, যারা মহা পুণ্যবান এবং লেখার কাজে লিপ্ত। আর যে ব্যক্তি অতি কষ্টে ঠেকে ঠেকে কুরআন পড়ে সে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

২৩. সুন্দর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা

(١) عَنِ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ

১. বারাহ ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন– তোমরা সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত কর।
(ইবনে মাজাহ, হাদীস-১৩৪২, আবূ দাউদ-১৩২০, মিশকাত-২১৯৯, অনুবাদ মিশকাত-২০৯৫)

(٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ كَاَذَنِهٖ لِنَبِيٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُبِهٖ -

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ শব্দ করে সুর দিয়ে কুরআন তেলাওয়াতকারী নবীর প্রতি কান দেয়ার মতো অন্য কোনো কিছুর প্রতি কান লাগান না। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৭৫৪৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৯২)

(٣) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ لِاُبَيٍّ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ قَالَ اللّٰهُ سَمَّانِيْ لَكَ قَالَ اللّٰهُ سَمَّاكَ لِيْ قَالَ فَجَعَلَ اُبَيٌّ يَبْكِيْ -

৩. আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই (রা)-কে বললেন, মহান আল্লাহ তোমাকে (কুরআন) পড়ে শোনাবার জন্য আমাকে হুকুম করেছেন। উবাই (রা) বললেন, আল্লাহ (নির্দিষ্ট করে) আপনার কাছে আমার নাম নিয়েছেন কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ আল্লাহ আমার কাছে বিশেষ করে তোমার নাম বললেন। উবাই (রা) তখন কাঁদতে লাগলেন। (মুসলিম ৩য় খণ্ড, অধ্যায়-ফাযাইলুল কুরআন পৃষ্ঠা নং ১২০)

২৪. যে দেহে কুরআন নেই সে দেহ বিরান ঘর

(١) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَيْئٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যার মধ্যে কুরআনের কোনো অংশ নেই সে হচ্ছে একটি বিরান ঘরের মতো (যঈফ তিরমিযী-১৯১৩, মিশকাত-২১৩৫)

২৫. কুরআন পাঠকারীর পিতা-মাতার মর্যাদা

(١) عَنْ مُعَاذِ نِ الْجُهَنِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهٗ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا ـ

১. মুয়াজ জুহানী (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী আমল করে কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে নুরের টুপি (মুকুট) পরানো হবে, যদি সূর্য তোমাদের গৃহে প্রবেশ করত তাহলে ঐ সূর্যের আলো অপেক্ষাও ঐ টুপির আলো উজ্জ্বলতর হবে। এখন তোমরা চিন্তা কর যে ব্যক্তি কুরআনের নির্দেশ অনুসারে আমল করে, তাঁর মর্যাদা ও অবস্থা কত উত্তম হবে? (আবু দাউদ-১৪৫২ দুর্বল)

২৬. কুরআনের হাফিজের মর্যাদা

(١) عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ (رض) مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهٗ فِىْ عَشَرَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ـ

১. হাফস ইবনে সুলায়মান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি করআন পাঠ করে এবং উহা মুখস্থ করেছে অত:পর কুরআন যা হালাল করেছে সে নিজের জন্যে তা হালাল করেছে এবং কুরআন যা হারাম করেছে সে নিজের জন্য তা হারাম করেছে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং নিজ পরিবারের এমন দশ জনের জন্যে তার সুপারিশ কবুল করা হবে যাদের পরিণাম জাহান্নাম অবধারিত ছিল। (তিরমিযী-২৯০৫ যঈফ, ইবনে মাজাহ-২১৬ অধিক দুর্বল)

২৭. কুরআন পাঠকারী আল্লাহর পরিবারভুক্ত

(١) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) اِنَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهُ۔

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে তিনি বলেন যে, রাসূর ﷺ এরশাদ করেছেন– মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক, যারা আল্লাহর পরিবারভুক্ত। সাহাবীগণ আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল তাঁরা কারা? তিনি বলেন, যারা কুরআন পাঠকারী এবং উহার উপর আমলকারী। তারা হলেন আল্লাহর পরিবার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। (মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ-২১৫)

২৮. যে দুই ব্যক্তির ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায়

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ حَسَدَ اِلاَّ عَلٰى اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ قَامَ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَرَجُلٌ اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَالاً يَتَصَدَّقُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔

১. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল এরশাদ করেছেন দুই প্রকার ব্যক্তির ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায়। ১. যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআনের এলম (জ্ঞান) দান করেছেন এবং সে সারারাত সে জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত থাকে। ২. যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দান করেছেন এবং সে উহা দিবারাত্র আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে।

(বুখারী, হাদীস-৫০২৫, ৭৫২৯, মুসলিম-৮১৫, তিরমিযী-১৯৩৬, ইবনে মাজাহ-৪২০৯)

কুরআনের আনুষাঙ্গিক বিষয়

২৯. কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি

পবিত্র কুরআন অন্যান্য আসমানী কিতাবের ন্যায় একসাথে এক সময়ে নাযিল হয়নি; বরং মহানবী ﷺ-এর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনে প্রয়োজন অনুসারে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনো একটি সূরা, কখনো কয়েকটি আয়াত পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তদীয় ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে এ অহী প্রেরণ করতেন। প্রয়োজনানুপাতে বহুবার তিনি মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে আগমন করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

١. وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ.

১. নিশ্চয় এটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এটা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন বিশ্বস্ত আত্মা (জিব্রাঈল) আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। (২৬–সূরা শূআরা : ১৯২-১৯৫)

কুরআন সংরক্ষিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে লাওহে মাহফুজে। সেখান থেকে لَيْلَةُ الْقَدْرِ-এ একসাথে প্রথম আসমানের بَيْتُ الْعِزَّةِ নামক স্থানে এটি অবতীর্ণ হয়। সেখান থেকে রাসূল ﷺ -এর জীবনকালে অল্প অল্প করে দীর্ঘ ২৩ বছরের ব্যবধানে প্রয়োজনানুসারে তা অবতীর্ণ হয়। রাসূল ﷺ-এর নিকট অহী নিয়ে জিব্রাঈল (আ) আসলেও তিনি এ ওহী লাভ করেছিলেন বিভিন্ন পদ্ধতিতে। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হলো–

১. مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ (ঘন্টা ধ্বনির ন্যায়)

রাসূল ﷺ -এর নিকট কখনো কখনো ঘণ্টার আওয়াজের মতো আওয়াজ অনুভব হতো। এটা রাসূল ﷺ-এর জন্যে খুব কষ্টসাধ্য ছিল। ফলে তিনি ঘর্মাক্ত ও ক্লান্ত হয়ে যেতেন।

২. اَنْ يَّنْفُثَ فِىْ رَوْعِهِ الْكَلَامُ (অন্তরে ঢেলে দেওয়া)

জিব্রাঈল (আ) মাঝে মাঝে রাসূল ﷺ -এর অন্তরে ওহী ফুৎকার দিয়ে ঢেলে দিতেন।

৩. اَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الْمَلَكُ رَجُلًا (মানুষের আকৃতিতে আগমন)

কখনো কখনো জিব্রাঈল (আ) মানুষের আকৃতি ধারণ করে রাসূল ﷺ-এর কাছে কুরআন নিয়ে আসতেন। রাসূল ﷺ-এর জনৈক সাহাবী দাহিয়্যাতুল

কালবী (রা)-এর আকৃতিতে তিনি সাধারণত আসতেন। এটা ছিল রাসূল ﷺ -এর নিকট ওহী প্রাপ্তির সহজতর পদ্ধতি।

৪. اِتْيَانُهٗ فِى النَّوْمِ (ঘুমের মধ্যে আগমন)
অনেক সময় জিব্রাঈল (আ) রাসূল ﷺ-এর ঘুমের মধ্যে আগমন করে ওহী পৌঁছে দিতেন।

৫. اِتْيَانُهٗ فِىْ صُوْرَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ (নিজস্ব আকৃতিতে আগমন)
কয়েক বার জিব্রাঈল (আ) তাঁর নিজস্ব বিশাল আকৃতিতে রাসূল ﷺ -এর কাছে আগমন করেছেন, রাসূল ﷺ এতে অনেকটা ঘাবড়ে যেতেন, কিন্তু পরে অবস্থা স্বাভাবিক হতো।

৬. اَنْ يُّكَلِّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى (আল্লাহর সাথে কথা বলা)
স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ -এর সাথে কথা বলে ওহী বা প্রত্যাদেশ নাযিল করেছেন, হয় জাগ্রত অবস্থায় না হয় ঘুমন্ত অবস্থায়।

৭. وَحْىُ اِسْرَافِيْلَ (ইস্রাফীল (আ)-এর মাধ্যমে অহীর আগমন)
কখনো কখনো আল্লাহ তাআলা ইস্রাফীল (আ)-এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ -এর নিকট ওহি নাযিল করতেন।

নোট : জিব্রাঈল (আ) রাসূল ﷺ -এর নিকট মোট ২৪ হাজার বার আগমন করেছেন

৩০. আল কুরআন সংকলনের ইতিহাস

ওহী অবতীর্ণ হওয়ার শুরু হতেই আল কুরআন লিখবার ধারা আরম্ভ হয়। রাসূল কয়েকজন সাহাবীকে এই গুরু দায়িত্ব পালন করার জন্য নিয়োগ দান করেন। তাঁরা যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হত তখনই তা যথারীতি লিখার ব্যবস্থা করতেন। এই উদ্দেশ্যে তারা সাদা পাথরের টুকরো, খেজুরের প্রশস্ত ঢাল, পত্র এবং কাগজ ব্যবহার করতেন। এ লেখক সাহাবীগণ ছিলেন প্রথম স্তরের সাহাবী। যেমন ৪ খলিফা, আমীরে মুয়াবিয়া, আব্বান ইবনে সাঈদ, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, উবাই ইবনে কাব, যায়েদ ইবনে ছাবিত, ছাবিত ইবনে কায়স এবং আরকাম ইবনে আবুল আরকাম (রা)। এভাবে উল্লেখিত লেখক সাহাবীগণ রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই একটি বিশেষ ধারায় কুরআন সংকলন করেছিলেন এবং তদানুসারে অনেক সাহাবী তা হিফজ করেছিলেন। তবে বর্তমানে কুরআন যেভাবে সংকলিত আমরা পাই তখন এ রকম ছিল না।

অত:পর প্রথম খলিফা আবু বকর (রা)-এর সময় জঘন্য মিথ্যাবাদী মুসায়লামা নামক এক ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটলে তার বিরুদ্ধে ইয়ামামা নামক স্থানে রক্তক্ষয়ী

যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে কুরআনের প্রায় ৭০ জন হাফেজ শহীদ হন। এতে সাহাবীগণ কুরআন বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করেন। তখন উমর (রা) আবু বকর (রা)-কে কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলনের পরামর্শ দেন।

আবু বকর (রা) প্রথমে সম্মত না হলেও পরে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এ কাজে রাজি হন। তিনি ওহী লেখক زَيْدُ بْنُ ثَابِتْ (জায়েদ ইবনে সাবেত)-কে প্রধান করে একটি সংকলন বোর্ড গঠন করে তাঁদের ওপর কুরআন সংকলনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ বোর্ডের সদস্যগণ কঠোর সাধনা করে প্রস্তর খণ্ড, খেজুরের শাখা ও চামড়া ইত্যাদিতে বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত কুরআনকে একত্রিত করে হাফেজদের হিফজের সাথে মিলিয়ে একটি (Muster Copy) গ্রন্থ সংকলন করেন। এ কাজে উমর (রা) সহ আরো বেশ ক'জন বিশিষ্ট সাহাবী তাঁকে সাহায্য করেন। এটি হচ্ছে আল কুরআনের প্রথম সংকলন।

আবু বকর (রা)-এর ইন্তিকালের পর এ কপিটি উমর (রা)-এর তত্ত্বাবধানে ছিল। উমর (রা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর কন্যা রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। এরপর উসমান (রা)-এর শাসনামলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআনের তিলাওয়াতের হেরফের দেখা দেয়। তিনি হাফসা (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত কপিটি নিয়ে একই ধরনের ৭ (সাত) টি কপি করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন এবং একটি নিজের কাছে রেখে অবশিষ্ট সমস্ত কপি বিনষ্ট করে ফেলেন। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে সে রীতির কুরআনই বিদ্যমান রয়েছে। উসমান (রা)-এর কাজে অগ্রণী ভূমিকা রেখে জাতিকে কুরআন পাঠে বিভক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেন বিধায় তাঁকে جَامِعُ الْقُرْآنِ বা কুরআন সংকলনকারী বলা হয়।

৩১. এক নজরে আল-কুরআনের পরিচয়

* **আল কুরআনের আলোচ্য বিষয় কী?**
  আল কুরআনের আলোচ্য বিষয় মানুষ। (১৪–সূরা ইব্রাহীম : ১)
* **আল কুরআনের উদ্দেশ্য কী?**
  আল কুরআনের উদ্দেশ্য মানুষের হেদায়াত। (২– সূরা বাক্বারা : ২)
* **আল কুরআন কত হিজরী পূর্ব নাযিল হয়?**
  আল কুরআন হিজরী পূর্ব ১৩ সনে (৬১০ খ্রিস্টাব্দ) রমযান মাসে লাইলাতুল ক্বদরে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।
* **আল কুরআন কত হিজরী সনে অবতীর্ণ শেষ হয়?**
  হিজরী ১১ সনে (৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) সফর মাসে অবতীর্ণ শেষ হয়।
* **আল কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত কোনটি?**
  আল কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াতগুলো হচ্ছে: সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত।

* **আল কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা কোনটি?**
আল কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা হচ্ছে: সূরা আল ফাতিহা।
* **আল কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত কোনটি?**
আল কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে : সূরা মায়েদার ৪ নং আয়াত।
* **আল কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা কোনটি?**
আল কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা হচ্ছে : আন নাছর।
* **হিজরী কত সালে এবং কে পূর্ণাঙ্গ আল-কুরআন লিখিতরূপ দেন?**
হিজরী ১২ সনে (৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে) প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রা) আল কুরআনের পূর্ণাঙ্গ লিখিতরূপ দেন ।
* **কত হিজরীতে এবং কে সর্বপ্রথম আল কুরআনে হরকত সংযোজন করেন?**
হিজরী ৭৫ সালে (৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সর্বপ্রথম আল কুরআনের হরকত (যের, যবর, পেশ) প্রদান করেন।
* **আল কুরআনের পারা কতটি?**
আল কুরআনের পারা-৩০ টি।
* **আল কুরআনের সূরা কতটি?**
আল কুরআনের সূরা ১১৪ টি।
* **আল কুরআনের মাক্কী সূরা কতটি?**
আল কুরআনের মাক্কী সূরা ৮৬টি অথবা ৮৯টি।
* **আল কুরআনে মোট মাদানী সূরা কতটি?**
আল কুরআনে মোট মাদানী সূরা ২৮টি অথবা ২৫টি।
* **আল কুরআনে মোট মনজিল কতটি?**
আল কুরআনে মনজিল সংখ্যা ৭ (সাতটি)
* **আল কুরআনে মোট রুকু কতটি?**
আল কুরআনে মোট রুকু ৫৬১টি।
* **আল কুরআনে মোট শব্দ কতটি?**
আল কুরআনে মোট শব্দ ৮৬৪৩০টি অথবা ৭৭৪৩৯টি অথবা ৭৬৪৪০টি।
* **আল কুরআনে মোট অক্ষর কতটি?**
আল কুরআনে মোট অক্ষর ৩,২৩,৬৭১টি অথবা ৩,১২,৬৯০টি।
* **আল কুরআনে মোট ওয়াক্‌ফ (বিরতি চিহ্ন) কতটি?**
আল কুরআনে মোট ওয়াক্‌ফ (বিরতি চিহ্ন) ৫০৫৮টি।
* **আল কুরআনে আল্লাহ ٱللَّٰهُ শব্দটি মোট কত জায়গায় আছে?**
আল কুরআনে আল্লাহ (ٱللَّٰهُ) শব্দ মোট ২৫৮৪ জায়গায় আছে।

* **আল কুরআনে মুহাম্মদ (مُحَمَّدٌ) শব্দটি মোট কত জায়গায় আছে?**

আল কুরআনে মুহাম্মদ (مُحَمَّدٌ) শব্দ মোট ৪ জায়গায় আছে।

* **'লা-ইলাহা- ইল্লাল্লাহু' কুরআন মজিদে মোট কত জায়গায় আছে?**

লা-ইলাহা- ইল্লাল্লাহু اللهُ। اِلَّا। اِلٰهَ। لَا কুরআন মজিদে মোট ২ জায়গায় আছে।

* **আল কুরআনে সিজদা কতটি?**

আল কুরআনে সিজদা ১৪টি। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে ১৫টি।

* **আল-কুরআনে মোট যবর, যের, পেশ, মদ, তাশদীদ এবং নুক্তা কতটি আছে?**

আল কুরআনে মোট ৫৩২৪৩টি যবর, ৩৯৫৮২টি যের, ৮৮০৪টি পেশ, ১৭৭১টি মদ, ১২৫৩টি তাশদীদ, এবং ১০৫৬৮১টি নুক্তা আছে।

৩২. কুরআনের আয়াত সংখ্যা

আয়েশা (রা)-এর মতে ৬৬৬৬, ওসমান (রা)-এর মতে ৬২৫০, আলী (রা)-এর মতে ৬২৩৬, ইবনে মাসউদ (রা)-এর মতে ৬২১৮, মক্কার গণনা মতে ৬২১২, বসরার গণনা মতে ৬২২৬, ইরাকের গণনা মতে ৬২১৪। ঐতিহাসিকদের মতে আয়েশা (রা)-এর গণনাই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যদিও আমাদের এখানে প্রচলিত কুরআনের নোসখাসমূহ থেকে আয়াতের সংখ্যা গুনলে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় না। আমাদের এখানে প্রচলিত কুরআনের মধ্যে ৬২৩৬ টি আয়াত পাওয়া যায়।

নোট : এখানে ব্যাপক মতভেদের কারণ হল রাসূল ﷺ কোন কোন সময় কিছু কিছু আয়াত শেষে থামতেন আবার কখনও না থেমে মিলাইয়া পড়তেন। তাই কেউ কেউ সে সকল আয়াতকে পৃথক ধরেছেন, আবার কেউ কেউ মিলিয়ে হিসেব করেছেন, যার ফলে এ রকম মতভেদের সৃষ্টি হয়।

৩৩. কুরআনের কেন্দ্রীয় বিষয়

কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ। এ মর্মে কুরআনের বাণী–

١. اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ.

১. আমার এ আমানত (কুরআন)-কে আকাশমণ্ডলী, যমীন ও পাহাড়-পর্বতের কাছে পেশ করলাম, কিন্তু এরা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলো না। তারা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তাকে স্বীয় স্কন্ধে (হেদায়াতের জন্যে) তুলে নিল। (৩৩-সূরা আহযাব : ৭২)

মূলত: কুরআন মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ নির্দেশ করে। আল-কুরআন যেহেতু মানুষের জন্যেই নাযিল হয়েছে, তাই এর আলোচ্য বিষয় মানুষ।

৩৪. কুরআনের কিছু নাম

আল কুরআনের অসংখ্য নাম রয়েছে। কুরআনুল কারীমের নামসমূহ নামকরণের কারণসহ উল্লেখ করা হল। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) তাঁর রচিত اَلاِتْقَانُ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে কুরআনের ৫৫টি নামের উল্লেখ করেছেন। যেমন–

১. اَلْقُرْاٰنُ (কুরআন) : এটা উক্ত গ্রন্থের নির্দিষ্ট নাম। যেমন– بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ অথবা, قُرْاٰنٌ بِمَعْنَى الْمَقْرُوْءِ বা অধিক গঠিত গ্রন্থ বিধায় এটাকে قُرْاٰنٌ নামকরণ করা হয়েছে।

২. اَلْكِتَابُ (কিতাব) : যেহেতু এর মধ্যে সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঘটনাবলী এবং গঠিত সংবাদ উত্তমরূপে একত্রিত করা হয়েছে তাকে اَلْكِتَابُ বলা হয়। যেমন– ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَرَيْبَ فِيْهِ

৩. اَلْمُبِيْنُ (স্পষ্ট) : مُبِيْنٌ অর্থ স্পষ্ট যা বাতিল থেকে হক এবং সত্যকে প্রকাশ করে। এজন্য কুরআনকে مُبِيْنٌ বলা হয়। যেমন– حٰمٓ - وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ

৪. اَلْكَرِيْمُ (মহাসম্মানিত) : এটা আসমান এবং যমীনে মর্যাদাবান বা সম্মানিত গ্রন্থ তাই একে اَلْكَرِيْمُ নামকরণ করা হয়েছে– اِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ

৫. اَلْفُرْقَانُ (পার্থক্যকারী) : কেননা কুরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। যেমন আল্লাহ বলেন– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ

৬. اَلْحَكِيْمُ (মহাসম্মানিত) : যেহেতু এটা গভীর অর্থবোধক ও বিজ্ঞানময়। যেমন– يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ

৭. اَلْكَلاَمُ (কথাবার্তা) : যেহেতু কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। যেমন–

حَتّٰى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّٰهِ -

৮. اَلْمَوْعِظَةُ (উপদেশ) : যেহেতু এটা মানব জাতির জন্য নসীহতস্বরূপ। যেমন– قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

৯. اَلنُّوْرُ (আলো) : কেননা এটা দ্বারা হালাল-হারামের অন্ধকর দূর হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন– قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ

১০. اَلْمُهَيْمِنُ (সংরক্ষণকারী) : কেননা এটা পূর্ববর্তী কিতাব ও জাতির ঘটনাবলী সংরক্ষণ করে। যেমন আল্লাহর বাণী–

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ـ

১১. اَلتَّذْكِرَةُ (উপদেশ) : কেননা এটা বহু উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থ যেমন– আল্লাহর বাণী– وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ

১২. اَلشِّفَاءُ (উপশমকারী) : কারণ কুরআন মানুষের শারীরিক ও আত্মিক রোগ উপশমকারী। যেমন– وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ ـ

১৩. هُدًى (হেদায়াত) : কেননা কুরআন মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ।

১৪. اَلرَّحْمَةُ (রহমত বা অনুগ্রহ) : এটা মানব জাতির জন্য রহমতস্বরূপ।

هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ـ

১৫. اَلْعَجَبُ (বিস্ময়কর) : কেননা এটা সঠিক বিবেচনায় এক বিস্ময়কর গ্রন্থ। যেমন আল্লাহর বাণী– قُرْاٰنًا عَجَبًا

১৬. اَلْوَحْيُ (প্রত্যাদেশ) : কেননা কুরআন আল্লাহর প্রত্যাদেশ। যেমন আল্লাহর বাণী– اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُّوحٰى

১৭. اَلرُّوحُ (আত্মা) : কেননা কুরআন হৃদয় ও আত্মাকে পুনর্জীবিত করে। যেমন আল্লাহর বাণী– وَاَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا

১৮. اَلْمَجِيْدُ (সম্মানিত) : যেহেতু এটা অত্যন্ত মর্যাদাশীল বা সম্মানিত কিতাব। যেমন– بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ

১৯. ذِكْرٌ (উপদেশ) : কেননা এতে অনেক উপদেশ এবং পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনার আলোচনা বিদ্যমান। যেমন আল্লাহর বাণী– وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ

২০. اَلْمُبَارَكُ (বরকতময়) : পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য বরকতময় গ্রন্থ। যেমন– আল্লাহর বাণী– وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ اَنْزَلْنَاهُ

২১. اَلْعَلِيُّ (সুমহান মর্যাদা) : কেননা এর মর্যাদা সুমহান। যেমন আল্লাহর বাণী– لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ

২২. اَلْحِكْمَةُ (প্রজ্ঞাপূর্ণ) : কেননা এটি অত্যন্ত হেকমত বা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। যেমন আল্লাহর বাণী– وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

২৩. صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (সহজ-সরল রাস্তা) : কারণ এটা বেহেশতের পথ প্রদর্শন করে যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই। যেমন আল্লাহর বাণী- وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا

২৪. حَبْلُ اللّٰهِ (আল্লাহর রজ্জু) : কেননা উক্ত কুরআন যে আকড়ে ধরবে সে জান্নাতে যাবে। যেমন- وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا

২৫. اَلْعَرَبِىْ (আরবি ভাষা) : কেননা এটা আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন- اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

২৬. اَلْقَيِّمُ (সুদৃঢ়) : যেহেতু এটা সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী বাণী। যেমন- قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بِهِ

২৭. اَلْقَوْلُ (কথা) : কেননা এটা আল্লাহর অমীয় বাণী।

২৮. اَلْفَصْلُ (পার্থক্যকারী) : এ কুরআন সত্য ও অসত্যের মাঝে পার্থক্যকারী। যেমন- اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ

২৯. اَلنَّبَاُ الْعَظِيْمُ (মহাসংবাদ) : যেহেতু এটা পুনরুত্থানের সংবাদ প্রদান করে। যেমন- عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ

৩০. اَحْسَنُ الْحَدِيْثِ (উত্তমবাণী) : যেহেতু কুরআন সর্বোত্তম বাণী। যেমন রাসূল ﷺ বাণী- اَحْسَنُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ

৩১. اَلْمَثَانِىْ (বারবার আলোচিত বিষয়) : যেহেতু এর মধ্যে বিভিন্ন ঘটনা ও উপদেশ বারবার আলোচিত হয়েছে তাই তাকে مَثَانِىْ বলা হয়। যেমন আল্লাহর বাণী - وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

৩২. اَلْمُتَشَابِهُ (সাদৃশ্যপূর্ণ) : যেহেতু তাঁর এক আয়াত অপর আয়াতের সদৃশ্য তাই তাকে مُتَشَابِهٌ বলা হয়।

৩৩. اَلتَّنْزِيْلُ (ধীরে ধীরে অবতীর্ণ) : কেননা কুরআন প্রয়োজনানুসারে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন- وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

৩৪. اَلْبَصَائِرُ (সর্বদ্রষ্টা) : কেননা কুরআন মানুষের জন্য সব কিছু দেখিয়ে দিয়েছে। যেমন- هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ

৩৫. اَلْبَيَانُ (বর্ণিত) : যেহেতু কুরআনে সব কিছুর বর্ণনা রয়েছে।
যেমন- هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ

৩৬. اَلْعِلْمُ (জ্ঞান) : কেননা এটা সকল জ্ঞানের উৎস।
যেমন আল্লাহর বাণী- مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ.

৩৭. اَلْحَقُّ (সত্য) : কেননা এটা সত্য ও ন্যায়ের বাহক।
যেমন- اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ

৩৮. اَلْهَادِىْ (পথ প্রদর্শক) : কারণ এটা জান্নাতের পথ দেখায়-
اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ

৩৯. اَلْمُصَدِّقُ (সত্যায়নকারী) : যেহেতু এটা পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে সত্যায়ন করে। যেমন- لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا

৪০. اَلْعُرْوَةُ الْوُثْقٰى (মুক্তির একমাত্র অবলম্বন) : কেননা এটা মুক্তির একমাত্র অবলম্বন। যেমন আল্লাহর বাণী- فَمَنِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

৪১. اَلصِّدْقُ (সত্যবাণী) : কারণ, কুরআন অকাট্য সত্যবাণী-
যেমন- وَالَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ

৪২. اَلْعَدْلُ (ন্যায়পরায়ণতা) : কেননা এটা ন্যায়পরায়ণতার কথা বলে। যেমন আল্লাহর বাণী- وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً

৪৩. اَلْاَمْرُ (আদেশ) : কেননা এটা আল্লাহ তা'আলার আদেশের পাণ্ডুলিপি।
যেমন- ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ

৪৪. اَلْمُنَادِىْ (আহবায়ক) : কারণ এটা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে, যেমন আল্লাহর বাণী- وَمُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ

৪৫. بُشْرٰى (সুসংবাদ) : কেননা এটা পারলৌকিক মুক্তির সুসংবাদ দেয়। যেমন-
هُدًى وَّبُشْرٰى

৪৬. اَلزَّبُوْرُ (যাবুর গ্রন্থ) : কেননা তা অন্যান্য কিতাবের মত।

৪৭. اَلْبَشِيْرُ (সুসংবাদদাতা) : কারণ এটা জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করে।

৪৮. اَلنَّذِيْرُ (ভীতিপ্রদর্শক) : এ কুরআন জাহান্নাম থেকে ভয় প্রদর্শন করে করে। যেমন আল্লাহর বাণী- كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰيَاتُهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

৪৯. اَلْعَزِيْزُ (পরাক্রমশালী) : কেননা কুরআনের বিরোধীর জন্য এটা প্রবল পরাক্রমশালী। যেমন– وَاِنَّهٗ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ

৫০. اَلْبَلَاغُ (প্রচারক) : কেননা এটা তৌহিদের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। যেমন– هٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ

৫১. اَحْسَنُ الْقَصَصِ (উত্তম ঘটনাবলী) : কেননা কুরআনে বর্ণিত ঘটনাসমূহ সত্য, সুন্দর ও বিশুদ্ধ। যেমন– نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ

৫২. اَلْمُصْحَفُ (গ্রন্থ) : যেহেতু এ গ্রন্থ মাসহাফে লিখিত গ্রন্থাবলী

৫৩. اَلْمُكَرَّمَةُ (অতি সম্মানিত) : কারণ কুরআন অতি সম্মানিত কিতাব।

৫৪. اَلْمَرْفُوْعَةُ (উন্নত) : কেননা, এ গ্রন্থ উন্নত মর্যাদার অধিকারী।

৫৫. اَلْمُطَهَّرَةُ (পুত পবিত্র) : এ কুরআন মহা পবিত্র। যেমন আল্লাহর বাণী–

فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ

নোট : ৫৫টি নামের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত নাম হল ৫টি যেমন–

১. اَلْقُرْاٰنُ (আল-কুরআন)

২. اَلْفُرْقَانُ (আল-ফুরকান)

৩. اَلْكِتَابُ (আল-কিতাব)

৪. اَلتَّنْزِيْلُ (আত-তানযিল)

৫. اَلذِّكْرُ (আয-যিকর)

৩৫. সূরা ফাতেহার নামসমূহ

১. فَاتِحَةُ الْكِتَابِ – কুরআনের ভূমিকা

২. اُمُّ الْقُرْاٰنِ – কুরআনের জননী

৩. سُوْرَةُ الْكَنْزِ – সম্পদের সূরা

৪. اَلْكَافِيَةُ – যথেষ্ট

৫. اَلْوَافِيَةُ – পরিপূর্ণ

৬. اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ – বারবার পঠিত সূরা
৭. سُوْرَةُ الشِّفَاءِ – উপশমকারী সূরা
৮. سُوْرَةُ الْاَسَاسِيِّ – ভিত্তির সূরা
৯. سُوْرَةُ الدُّعَاءِ – প্রার্থনার সূরা
১০. سُوْرَةُ الشُّكْرِ – কৃতজ্ঞতার সূরা
১১. سُوْرَةُ الْمُنَاجَاةِ – মুক্তির সূরা
১২. سُوْرَةُ الصَّلَاةِ – সালাতের সূরা
১৩. سُوْرَةُ السُّوَالِ – প্রশ্নের সূরা
১৪. اَلْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ – মহান কুরআন
১৫. سُوْرَةُ النُّوْرِ – আলোর সূরা
১৬. فَاتِحَةُ الْقُرْاٰنِ – কুরআনের শুরু
১৭. اُمُّ الْكِتَابِ – কিতাবের মাতা, মূল
১৮. سُوْرَةُ اللَّازِمَةِ – আবশ্যকীয় সূরা
১৯. سُوْرَةُ تَعْلِيْمِ الْمَسْئَلَةِ – প্রার্থনার নিয়ম শিক্ষার সূরা
২০. سُوْرَةُ التَّفْوِيْضِ – সোপর্দ করার সূরা
২১. سُوْرَةُ الْحَمْدِ الْقُصْرٰى – সংক্ষিপ্ত প্রশংসনীয় সূরা
২২. سُوْرَةُ الْحَمْدِ الْاُوْلٰى – প্রথম প্রশংসনীয় সূরা
২৩. سُوْرَةُ الرُّقْيَةِ – ঝাড়-ফুঁক দেয়ার সূরা
২৪. سُوْرَةُ الشَّافِيَةِ – সুস্থতার সূরা

৩৬. আল কুরআনে উল্লেখিত নবীগণের নামীয় তালিকা

১. আদম (আ)– কুরআনের ২৫ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
২. নূহ (আ)– কুরআনের ৪৩ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
৩. ইদ্রিস (আ)– কুরআনের ২ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. ইব্রাহীম (আ)– কুরআনের ৬৯ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
৫. ইসমাইল (আ)– কুরআনের ১২ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
৬. ইসহাক (আ)– কুরআনের ১৭ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
৭. ইউসুফ (আ)– কুরআনের ২৭ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
৮. ইয়াকুব (আ)– কুরআনের ১৬ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
৯. লূত (আ)– কুরআনের ২৭ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১০. হুদ (আ)– কুরআনের ১০ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১১. সালেহ (আ)– কুরআনের ৪ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১২. শোয়াইব (আ)– কুরআনের ১১ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১৩. মূসা (আ)– কুরআনের ১৩৬ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১৪. যাকারিয়া (আ)– কুরআনের ৭ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১৫. ইয়াহিয়া (আ)– কুরআনের ৫ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১৬. হারুন (আ)– কুরআনের ২০ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১৭. দাউদ (আ)– কুরআনের ১৬ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১৮. সোলায়মান (আ)– কুরআনের ১৭ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১৯. আইয়ুব (আ)– কুরআনের ৪ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
২০. জুলকিফল (আ)– কুরআনের ২ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
২১. ইউনুস (আ)– কুরআনের ৪ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
২২. ইলিয়াস (আ)– কুরআনের ৩ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
২৩. আল ইয়াসা (আ)– কুরআনের ১ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
২৪. ঈসা (আ)– কুরআনের ২৫ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
২৫. মুহাম্মদﷺ– কুরআনের ৪ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৭. 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-এর বিকৃত গাণিতিক রূপ ৭৮৬ (٧٨٦) লেখা

কুরআনের প্রতি হরফের জন্য একটি নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করা হয়েছে যাকে বলা হয় 'আবজাদ' মান। মাদরাসা পাঠ্য পুস্তক 'বাকুরাতুল আদব' এর পঞ্চম পৃষ্ঠায় এবং اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ নামক অভিধানে উল্লেখিত নিম্ন নমুনায় আরবি অক্ষরের গাণিতিক বা 'আবজাদ' মানের চিত্রটি লক্ষ্য করুন।

أَبْجَدْ

كَلِمَنْ	حُطِّيْ	هَوِّزْ	أَبْجَدْ
ضَظِّغْ	ثَخِّذْ	قَرْشَتْ	سَعْفَصْ

ن	م	ل	ك	ى	ط	ح	ز	و	ه	د	ج	ب	ا
٥٠	٤٠	٣٠	٢٠	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١

خ	ث	ت	ش	ر	ق	ص	ف	س ع
٦٠٠	٥٠٠	٤٠٠	٣٠٠	٢٠٠	١٠٠	٩٠	٨٠	٧٠٦٠

غ	ظ	ض	ذ
١٠٠٠	٩٠٠	٨٠٠	٧٠٠

আরবি বাক্য লেখার পদ্ধতিতে একটি অক্ষরের সাথে অন্য একটি অক্ষর মিলিয়ে লেখা হলে ঐ শব্দটি পাঠ করার সময় শব্দটির বাম পাশে হরকতবিহীন একটি আলিফ যোগ করে এক আলিফ টেনে পাঠ করতে হয়। আর অক্ষরটি বামের অক্ষরের সাথে মিলিয়ে লিখলে হরকতবিহীন আলিফকে ছোট আকারে 'যবর' যোগ করে অক্ষরের উপর দিলেও এক আলিফ টেনে পাঠ করতে হয়। উক্ত ছোট আলিফকে খাড়া যবর বলে। আলিফের গাণিতিক মান হচ্ছে ১। অক্ষরের উপর দেয়া ছোট আলিফের অর্থাৎ খাড়া যবরের মানও হচ্ছে ১।

আরবী অক্ষরের (হরফের) গণিতের মান দিয়ে কোড নম্বর লিখার পদ্ধতিটির আবিষ্কারক হচ্ছেন গ্রিসের প্রখ্যাত গণিত-বিশারদ (জ্যামিতিক) পিথাগোরাস। তিনি ছিলেন ইয়াহুদী। মুসলিমের প্রকাশ্য শত্রু। আরবি অক্ষরের মানের হিসাব কষে বিধর্মী কর্তৃক 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর যে সংখ্যা বা মান নির্ধারণ করা হয়েছে তা হল ৭৮৬।

অতএব, জানা গেল রাসূল ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর সংখ্যা নির্ণয়ক কোন মান লিখে যাননি। এ ছাড়া তিনি তাঁর সাহাবীগণ (রা) এদের কাউকে লিখতে অনুমোদনও দেননি। সুতরাং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর পরিবর্তে ৭৮৬ সংখ্যাটি ব্যবহার করা নি:সন্দেহে একটি বিদ'আত।

এবার আসুন, লক্ষ্য করি যে, কেন ৭৮৬ লেখা হচ্ছে। পিথাগোরাসের প্রবর্তিত অক্ষরের মান তথা 'আবজাদ' মান বসিয়ে দেখা যাক بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। 'বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহীম' এর মান কত হয়?

ب	س	م	ا	ل	ل	ا	ه	ا	ل	ر	ح
২	৬০	৪০	১	৩০	৩০	১	৫	১	৩০	২০০	৮

م	ا	ن	ا	ل	ر	ح	ی	م
৪০	১	৫০	১	৩০	২০০	৮	১০	৪০

অর্থাৎ ২+৬০+৪০+১+৩০+৩০+১+৫+১+৩০+২০০+৮+৪০+১+৫০+১+৩০+২০০+৮+১০+৪০=৭৮৮

পাঠকবৃন্দ! পিথাগোরাসের আবিষ্কৃত আরবি অক্ষরের গাণিতিক মান বসিয়ে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর কোড নম্বর পাওয়া গেল ৭৮৮, ৭৮৬ নয়। এক্ষণে মনে প্রশ্ন জাগবে যে, তাহলে আমাদের দেশের অনেক মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্যাশমেমো, ভাউচার, চাঁদার রসিদ, পোস্টার, সাইনবোর্ড, অফিসিয়াল প্যাড ইত্যাদি নানাবিধ দলীল বা কাগজ-পত্র তথা তাবিজের শিরোনামে যে ৭৮৬ কোড নম্বর লিখা হয়ে আসছে এর অর্থ কি? মুসলিম ভাই বোনেরা আৎকে উঠবেন না! আপনারা আরবিতে 'হরে কৃষ্ণা' هَرِىْ كُرِشْنَا লিখে উহার আবজাদ মান প্রয়োগ করুন। দেখতে পাবেন যে, এর কোড নম্বর বা আবজাদ মান দাঁড়াচ্ছে ৭৮৬

ا	ن	ش	ر	ك	ی	ر	هـ
১	৫০	৩০০	২০০	২০	১০	২০০	৫=৭৮৬

অর্থাৎ ৫+২০০+১০+২০+২০০+৩০০+ ৫০+১=৭৮৬

এবার চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহকে স্মরণ করতে গিয়ে না বুঝে বিধর্মীদের সবক নেয়া "আবজাদ" মান ব্যবহার করে আমরা নিজেদের অজান্তে কত বড় পাপের কাজ করে যাচ্ছি। অতএব সাবধান থাকুন এবং যাছাই-বাছাই না করে সংখ্যা তত্ত্বের হিসাব না জেনে দ্বীনি ব্যাপারে সংখ্যার ব্যবহার করবেন না, বরং আরবি শব্দ ব্যবহার করুন নতুবা নিজ ভাষায় লিখুন। মনে রাখবেন, রাসূল ﷺ বলেছেন–

সাওয়াবের উদ্দেশে দ্বীনের মধ্যে সংযোজিত প্রতিটি নতুন বিষয়ই বিদ'আত, প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রতিটি ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম। (মুসলিম. মিশকাত-১৪১ নাসাঈ-১৫৭৭)

৩৮. পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে আয়াত সংখ্যা

১.	ওয়াদার আয়াত –	১০০০
২.	ভীতি প্রদর্শক আয়াত–	১০০০
৩.	নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াত–	১০০০
৪.	আদেশসূচক আয়াত–	১০০০
৫.	উদাহরণ সম্বলিত আয়াত–	১০০০
৬.	ঘটনাবলী সম্বলিত আয়াত–	১০০০
৭.	হালাল বিধান সম্বলিত আয়াত–	২৫০
৮.	হারাম বিধান সম্বলিত আয়াত–	২৫০
৯.	তাসবীহ্ বিষয়ক আয়াত–	১০০
১০.	বিবিধ প্রসঙ্গের আয়াত–	৬৬
	সর্বমোট আয়াত–	৬৬৬৬

তবে আমরা কুরআনের আয়াত গণনা করে দেখলে ৬২৩৬টি পাবো।

৩৯. শানে নুযূল বা ঐতিহাসিক পটভূমি

আল-কুরআনুল কারীম-এর আয়াতসমূহ বর্ণনার দিক থেকে দু'ধরনের। যথা–

ক. এমন কিছু আয়াত যেগুলো কোনো উপলক্ষ ব্যতীত বর্ণনামূলকভাবে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন। যাতে কোনো ঘটনা বা প্রেক্ষাপট অথবা কোনো প্রশ্নের জবাব দানের জন্যে নয়।

খ. এমন আয়াতসমূহ, যা কোনো অবস্থা, প্রেক্ষাপট ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভূত কোনো সমস্যাকে সামনে রেখে আল্লাহ্ তার সমাধান কল্পে নাযিল করেছেন। এ ধরনের অবস্থা প্রেক্ষাপট ও ঘটনাকে ঐ আয়াতের বা অংশের শানে নুযুল বা ঐতিহাসিক পটভূমি বলা হয়।

৪০. শানে নুযূলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

অপরিপক্ক ইলমধারী কিছুসংখ্যক লোক শানে নুযূলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে মন্তব্য করেছেন যে, কুরআনুল কারীম এত স্পষ্ট যে, এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাফসীরের জন্যে শানে নুযূলের জ্ঞান অর্জন করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধারণা নিতান্ত ভুল ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বস্তুত কুরআনুল কারীমকে সত্যিকার অর্থে হৃদয়ঙ্গম করে তার সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাফসীর প্রদানের জন্যে শানে নুযূল সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান লাভ করা একটি অত্যাবশ্যকীয় ও একটি অপরিহার্য শর্ত। এতদ্ব্যতীত কুরআনের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করার অনুকূলে শানে নুযূলের ভূমিকা অপরিসীম ও গুরুত্বপূর্ণ।

৪১. আয়াত ও আয়াতের প্রকারভেদ

আয়াত (آيَةٌ) শব্দটির আভিধানিক অর্থ নিদর্শন। পরিভাষায় আয়াত হচ্ছে, আল কুরআনের একটি অংশ যা তার পূর্বের অংশ ও পরের অংশ থেকে পৃথক এবং সূরার অংশ হিসেবে সন্নিবেশিত। আয়েশা (রা)-এর গণনায় কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি।

হুকুমের দিক থেকে আয়াত ৩ প্রকার। যথা– ১. হালাল, ২. হারাম, ৩. আমসাল বা উদাহরণ।

শব্দের দিক হতে আয়াত ২ প্রকার। ১. মুহকামাত, ২. মুতাশাবিহাত।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى خَمْسَةِ اَوْجُهٍ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَمُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهٍ وَاَمْثَالٍ فَاَحِلُّوا الْحَلَالَ وَحَرِّمُوا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوْا بِالْمُحْكَمِ وَاٰمِنُوْا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوْا بِالْاَمْثَالِ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল কুরআনে পাঁচ প্রকার আয়াত নাযিল হয়েছে– ১. হালাল, ২. হারাম, ৩. মুহকামাত, ৪. মুতাশাবিহাত, ৫. পূর্বের জাতির দৃষ্টান্ত। তোমরা হালালকে হালাল জান, হারাম থেকে দূরে থাক, আল্লাহর হুকুম মোতাবেক কাজ কর, মুতাশাবিহাত (যার অর্থ অস্পষ্ট) আয়াতের প্রতি ঈমান রাখ এবং পূর্বের জাতির দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষাগ্রহণ কর।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

৪২. সূরার নামকরণ

সূরা (سُوْرَةٌ) হলো পবিত্র কুরআনের কতগুলো আয়াতের সমষ্টি। যার নিম্নসংখ্যা হচ্ছে তিন আয়াত। কুরআনের মোট সূরা সংখ্যা ১১৪টি। মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে, شَارِعٌ আল্লাহ বা মুহাম্মদ ﷺ কর্তৃক নির্দিষ্টভাবে সূরাগুলোর নামকরণ করা হয়েছে।

কুরআনের সূরাগুলোর নামকরণের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়ে থাকে।

প্রথমত: আলোচ্য বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যেমন– সূরাতুল ফাতেহা, ইখলাছ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত: সূরার মধ্যস্থিত কোনো একটা শব্দ অথবা বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে। যেমন- সূরা বাক্বারা, সূরা হুজরাত ইত্যাদি।

তৃতীয়ত: সূরার আলোচ্য বিষয়ের পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে নামকরণ করা হয়। যেমন– সূরাতুল ফীল, সূরা লাহাব ইত্যাদি।

৪৩. সূরার প্রকারভেদ

মৌলিকভাবে আল-কুরআনের সূরাগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১. **মক্কী সূরা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদিনায় হিজরতের পূর্বে যে সকল আয়াত ও সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে মক্কী সূরা বলা হয়। মক্কী সূরার সংখ্যা ৮৬টি।

২. **মাদানী সূরা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় হিজরতের পরে যে সকল আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে মাদানী সূরা বলে। মাদানী সূরার সংখ্যা ২৮টি।

৪৪. মক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য

১. মাক্কী সূরাগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, ঈমান ও হাশরের অবস্থা বর্ণনা ইত্যাদি।

২. মক্কী সূরাগুলো সাধারণত ছোট ছোট ছন্দময় আয়াত, অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী যা সহজে মুখস্থ করার যোগ্য।

৩. যেসব সূরায় يَاَيُّهَا النَّاسُ অর্থাৎ 'ওহে মানবজাতি! বলে সম্বোধন করা হয়েছে তা মক্কী।

৪. যেসব সূরায় كَلَّا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা মক্কী।

৫. রাসূল ﷺ কে দেয়া বিরাট দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ।

৬. যেসব সূরায় আদম (আ) এবং ইবলিসের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে তা মক্কী, তবে সূরা বাক্বারা এ মূলনীতির বাইরে।

৭. মাক্কী সূরার শুরুতে সাধারণত কসম করা হয়েছে।

৪৫. মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য

১. যেসব সূরায় يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ 'ওহে ঈমানদারগণ! বলে সম্বোধন করা হয়েছে তা মাদানী।

২. যেসব সূরায় জিহাদের নির্দেশ রয়েছে তা মাদানী।

৩. যেসব সূরায় মুনাফিকদের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে তা মাদানী।

৪. মাদানী সূরাগুলো সাধারণত আকারে বড় ও বিস্তারিত।

৫. যাকাত ও ওশরের নিয়ম কানুন আলোচনা হয়েছে।

৬. মাদানী সূরাগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে, শরীয়তের হুকুম-আহকাম, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক আচার-ব্যবহার, হালাল, হারাম, বিবাহ, তালাক, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, মিরাস, লেনদেন, স্বরাষ্ট্রনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, বন্দীনীতি এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার বিশদ সমাধান।

৪৬. প্রথম অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা

অন্যান্য আসমানী কিতাবের ন্যায় মহাগ্রন্থ আল-কুরআন একবারেই নাযিল হয় নি। প্রথমে بَيْتُ الْعِزَّةِ নামক স্থানে নাযিল হয়। তারপর রাসূল ﷺ-এর নবুয়তী জীবনের সুদীর্ঘ ২৩ বছরে প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়। জমহুর ওলামা ও মুফাসসিরগণের অভিমত হলো পবিত্র কুরআনের নাযিলকৃত সর্বপ্রথম আয়াত হচ্ছে সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত।

١. اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ -

১. পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা বড় দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৯৬ সূরা আলাক : ১-৫)

একদল আলেমের মতে, সর্বপ্রথম কুরআনের অবতীর্ণ আয়াত বা সূরা হলো সূরা আল মুদ্দাসির। তবে এর স্বপক্ষে তেমন জোরালো দলীল পাওয়া যায়নি।

৪৭. কুরআন মজীদে সিজদার আয়াতের বিবরণ

কুরআন মজীদে ১৪টি সিজদার আয়াত রয়েছে। যা তিলাওয়াত করলে পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের ওপর সিজদা করা ওয়াজিব। একে আয়াতে সিজদাহ্ বলে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো–

নং	পারা	সূরা	রুকু	আয়াত নং	সিজদার আয়াত
১	৯	আ'রাফ -৭	২৪	২০৬	اِنَّ الَّذِيْنَ ...... يَسْجُدُوْنَ
২	১৩	রা'দ -১৩	২	১৫	وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ .... وَالْاٰصَالِ
৩	১৪	নাহল-১৬	৭	৪৯-৫০	وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ .... مَا يُؤْمَرُوْنَ

৪	১৫	ইসরা-১৭	১২	১০৭-১০৯	قُلْ اٰمِنُوْا .... خُشُوْعًا
৫	১৬	মারইয়াম-১৯	৪	৫৮	اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ ..... وَبُكِيًّا
৬	১৭	হজ্জ-২২	২	১৮	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ .... مَايَشَاءُ
৭	১৯	ফুরকান-২৫	৫	৬০	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ .... نُفُوْرًا
৮	১৯	নামল-২৭	২	২৫-২৬	اَلَّايَسْجُدُوْا ..... الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
৯	২১	সিজদাহ-৩২	২	১৫	اِنَّمَايُؤْمِنُ .... لَايَسْتَكْبِرُوْنَ
১০	২৩	ছদ-৩৮	২	২৪-২৫	قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ ..... وَاَنَابَ
১১	২৪	হা-মীম-সিজদা-৪১	৫৩	৩৭-৩৮	وَمِنْ اٰيٰتِهٖ .... لَايَسْئَمُوْنَ
১২	২৭	নাজম-৫৩	১	৬২	فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا
১৩	৩০	ইনশিক্বাক-৮৪	১	২১	وَاِذَا قُرِئَ .... لَايَسْجُدُوْنَ
১৪	৩০	আলাক্ব-৯৬	১	১৯	كَلَّا ط لَاتُطِعْهُ ..... وَاقْتَرِبْ

নোট : হানাফী মাজহাব মতে ১৪টি সিজদার আয়াত আছে। আর শাফেয়ী মাজহাব মতে ১৫টি। আর তা হলো সূরা হজ্জের ৭৭ নং আয়াত। সর্বপ্রথম সিজদার আয়াত যে সূরায় অবতীর্ণ হয়েছে তা হলো সূরা নাজম।

৪৮. কুরআন অধ্যয়নের সমস্যা

মূলত: কুরআন বুঝা ও অধ্যয়ন করা খুবই সহজ, কিন্তু যেসব কারণে কুরআন বুঝা সমস্যা বলে মনে হয় তা হলো–

১. আরবী ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা।
২. অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থের ন্যায় মনে করা।
৩. একই বিষয়ের বারবার উল্লেখ থাকা।
৪. কোনো বিষয় সূচি না থাকা।
৫. নাযিলের প্রেক্ষাপট না জানা।
৬. অনেকের তিলাওয়াত সহীহ না হওয়া (অনেকে মনে করেন তাদের তো কুরআন তিলাওয়াতই সহীহ না। এটা অধ্যয়ন করে আর কী হবে? বিষয়টি মারাত্মক ভুল ধারণা। একটু একটু করে তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন দুটিই সম্ভব।)
৭. অন্যান্য বিষয় জানা ও বুঝার জন্য যেভাবে সময় ও সম্পদ ব্যয় করা হয় কুরআনের জন্য সেরকম বা তার ১০০ ভাগের এক ভাগও ব্যয় না করা।
৮. সর্বোপরি আল্লাহদ্রোহী সমাজ ব্যবস্থায় থেকে কুরআন বুঝা প্রায় অসম্ভব ।

৪৯. সমাধানের উপায়

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র কুরআনকে বুঝতে হলে সে রকম মন-মানসিকতা নিয়ে বসতে হবে, যে রকম মন-মানসিকতা দাস তার মনিবের জন্যে পোষণ করে থাকেন। এখানে কিছু সমাধান তুলে ধরা হলো।

১. অধ্যয়নের সময় একাগ্র মন-মগজ নিয়ে বসা।
২. নিজেকে আখেরাতমুখী করা।
৩. কুরআন (আয়াত বা সূরা) নাযিলের প্রেক্ষাপট বা শানে নুযূল জানা।
৪. রাসূল ﷺ ও সাহাবীদের জীবনী সম্পর্কে জানা।
৫. অধ্যয়নের যে আটটি (৮টি) সমস্যার কথা বলা হয়েছে তার সমাধান করা।
৬. সর্বোপরি ঘরে বসে কুরআন বোঝার চেয়ে কুরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হওয়া।

৫০. কুরআনের তাফসীর

তাফসীর (تَفْسِيْر) অর্থ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ। পবিত্র কুরআন নাযিলে মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঠিক রেখে নাযিলের প্রেক্ষাপট উল্লেখসহ সাধ্যানুযায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করার নাম তাফসীর। তাফসীর পড়লে কুরআন বোঝতে সহজ হয়। এ রকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তাফসীর হলো–

১. তাফহীমুল কুরআন।
২. তাফসীরে ইবনে কাসীর।
৩. ফী যিলালিল কুরআন
৪. মাআরেফুল কুরআন।
৫. তাফসীরে তাবারী প্রায় ত্রিশ হাজার হাদীস সম্বলিত তাফসীর।

অধ্যাপক গোলাম আযমের লিখিত, "কুরআন বুঝা সহজ" বইটিতে তিনি উল্লেখ করেন– ছাত্রজীবন থেকেই বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত তাফসীর দেখে কুরআন বুঝার চেষ্টা করেছিলাম। আলেম না হলে কুরআন বুঝা সম্ভব নয় মনে করেই এ চেষ্টায় ক্ষান্ত দিলাম। ১৯৫৪ সালে মরহুম আবদুল খালেক সাহেবের দারস কুরআন কিছুদিন শুনে সহজ মনে হল। জানতে পারলাম যে, মাওলানা মওদূদী (র)-এর লিখিত তাফহীমুল কুরআন থেকেই তিনি দরস দেন। তখন নতুন উৎসাহ নিয়ে এ তাফসীর অধ্যয়নে মনোযোগ দিলাম। বইটিতে তিনি তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্য এভাবেই উল্লেখ করেন তাফহীমুল কুরআন যে বৈশিষ্ট্যর দরুণ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী তা এ তাফসীরখানা না পড়া পর্যন্ত বুঝে আসতে পারে না। মধু কেমন তা খেয়েই বুঝতে হয়।

অন্যের কথায় মধুর স্বাদ ও মিষ্টতা সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। নবুয়তের ২৩ বছরে রাসূল ﷺ কালেমা তাইয়্যেবার দাওয়াত দেয়া থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সব ক্ষেত্রেই ইক্বামতে দ্বীনের যে মহান দায়িত্ব পালন করেছেন সে কাজটি করার জন্য কুরআন নাযিল হয়েছে। রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থায় ও পরিবেশে আল্লাহ প্রয়োজন মতো যখন যে হেদায়াত পাঠিয়েছেন তাই গোটা কুরআনে ছড়িয়ে আছে। তাই কুরআনের আসল রূপ দেখতে হলে রাসূল ﷺ-এর সংগ্রামী জীবনের সাথে মিলিয়ে তুলবার চেষ্টা করতে হবে। তাফহীমুল কুরআন এ কাজটিই করেছে। এখানেই এর বৈশিষ্ট্য।

৫১. দারসে কুরআন উপস্থাপন পদ্ধতি

যিনি দারসে কুরআন পেশ করবেন তাকে অবশ্যই সর্বপ্রথম বিশুদ্ধভাবে তারতীব অনুযায়ী তেলাওয়াতে অভ্যস্ত হতে হবে। অন্ততপক্ষে যে অংশটুকু হতে দারস দেবে, সে অংশটুকু সহীহ্ তেলাওয়াত ও প্রাথমিক ভাষাজ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। পরে যখন দারস উপস্থাপন করবেন তখন নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

১. নির্বাচিত অংশ বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা।
২. তিলাওয়াতকৃত আয়াতের হুবহু সরল অনুবাদ করা।
৩. সূরা বা আয়াতের নামকরণ (যদি থাকে)।
৪. তেলাওয়াতকৃত অংশের শানে নুযূল আলোচনা করা।
৫. যথাসম্ভব সূরা বা আয়াতের আলোচ্য বিষয় বা বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করা।
৬. আয়াত ও বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা বা তাফসীর উল্লেখ করা।
৭. পরিশেষে পয়েন্টভিত্তিক শিক্ষাগুলো উল্লেখ করা।
৮. তখনকার পটভূমির আলোকে বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে শিক্ষার বাস্তবায়ন পদ্ধতি আলোচনা করা।

২. তাজভীদ

৫২. ইলমুত তাজভীদ

সংজ্ঞা : তাজভীদ (تَجْوِيْدٌ) অর্থ সুন্দরভাবে বিন্যাস করা, সাজানো বা শুদ্ধ করা।

পরিভাষায় : যে পুস্তক পাঠ করলে কুরআনুল কারীম সুন্দররূপে পড়া যায় তাকে তাজভীদ বলে।

ইলমে তাজভীদের প্রয়োজনীয়তা : আল্লাহর নির্দেশ : وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

আল কুরআন তিলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। (সূরা মুয্যাম্মিল : ৪)

রাসূল ﷺ-এর সতর্কতা : رُبَّ قَارِئٍ لِّلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ

এমন অনেক কুরআন পাঠক রয়েছে, যারা কুরআন তিলাওয়াত করে, আর কুরআন তাদেরকে অভিশাপ দেয়।

তাছাড়া সহীহ শুদ্ধ করে না পড়লে অর্থের বিকৃতি ঘটে। যেমন- اَلْحَمْدُ لِلّٰه অর্থ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে। আর যদি পড়ে اَلْهَمْدُ لِلّٰه তা হলে অর্থ হবে সমস্ত ছিঁড়া কাপড় আল্লাহর জন্যে (নাউজুবিল্লাহ)। অনুরূপভাবে قُلْ - অর্থ আপনি বলুন, আর كُلْ - অর্থ আপনি ভক্ষণ করুন। সুতরাং একটির স্থলে অন্যটি বললে অর্থের বিকৃতি হয়ে যাবে।

৫৩. মাখরাজ

হরফ যে স্থান হতে উচ্চারিত হয়, ঐ স্থানকে ঐ হরফের মাখরাজ বলে।

আরবি ২৯টি হরফকে উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী ১৭টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ মাখরাজ ১৭টি। ১৭টি মাখরাজের বিবরণ নিচে দেয়া হলো-

১. এক নম্বর মাখরাজ- হলকের শুরু হতে (হামজাহ- হা) ء - ه
২. দুই নম্বর মাখরাজ- হলকের মধ্যখান হতে (আইন- হা) ع - ح
৩. তিন নম্বর মাখরাজ- হলকের শেষ ভাগ হতে (গাইন- খা) غ - خ
৪. চার নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার গোড়া তার বরাবর ওপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে দুই নোকতাওয়ালা (ক্বাফ) ق
৫. পাঁচ নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর ওপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে মধ্যখান পেচানো (কাফ) ك
৬. ছয় নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর ওপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে (জীম, শীন, ইয়া) ج ، ش ، ى
৭. সাত নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার গোড়ার কিনারা সামনের ওপরের একপাশের দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে (দোয়াদ) ض
৮. আট নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার আগার কিনারা সামনের ওপরের একপাশের দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে (লাম) ل
৯. নয় নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার আগা তার বরাবর ওপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে (নূন) ن
১০. দশ নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর ওপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে (রা) ر
১১. এগার নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার আগা সামনের ওপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে (তোয়া, দাল, তা) ط - د - ت

১২. বারো নম্বর মাখরাজ– জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে (সোয়াদ, সীন, যা) ص - س - ز

১৩. তেরো নম্বর মাখরাজ– জিহ্বার আগা সামনের ওপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে (যোয়া, যাল, ছা) ظ - ذ - ث

১৪. চৌদ্দ নম্বর মাখরাজ– নিচের ঠোঁটের পেট সামনের ওপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে (ফা) ف

১৫. পনেরো নম্বর মাখরাজ– দুই ঠোঁট হতে ওয়াও, বা, মীম উচ্চারিত হয়। و - ب - م

১৬. ষোলো নম্বর মাখরাজ– মুখের খালি জায়গা হতে মদ্দের হরফ পড়া যায়, মদ্দের হরফ তিনটি ا - و - ى। যবরের বাম পাশে খালি আলিফ, পেশের বাম পার্শ্বে জযমওয়ালা ওয়াও, জেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া। মদের হরফ এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন– بَا - بُوْ - بِىْ (বা, বু, বী)

১৭. সতের নম্বর মাখরাজ– নাকের বাঁশী হতে গুন্নাহ্ উচ্চারিত হয়। যেমন- আম্-মা- আন্-না اَمَّ - اَنَّ

৫৪. হরকত

এক যবর (ـَ) এক জের (ـِ) এক পেশকে (ـُ) হরকত বলে।

(ـُ ـِ ـَ) হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়।

(ـَ) যবরের উচ্চারণ বাংলা (া) আকার এর মতো যেমন بَ বা যবর = বা।

(ـِ) যেরের উচ্চারণ বাংলা (ি) ইকার এর মতো যেমন بِ বা যের = বি।

(ـُ) পেশের উচ্চারণ বাংলা (ু) উকার এর মতো যেমন– بُ বা পেশ = বু।

যেমন– اَحَدَ - اَخَذَ - اَمَرَ - بِشِرِ - غِسِلِ - مِسِلِ - لُطُفُ - اُفُقُ - غُلُبُ

৫৫. তানভীন

(ـً ـٍ ـٌ) দুই যবর, দুই যের, দুই পেশকে তানভীন বলে।

তানভীনের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়।

(দুই যবরের সাথে আলিফ ও ইয়া পড়া যায় না। আলিফ ও ইয়া রসমে খত বা লেখার নিয়ম। রসমে খত ওয়াকফের সময় এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।)

যেমন : بًا বা দুই যবর = বান

بٍ বা দুই যের = বিন

بٌ বা দুই পেশ= বুন

বান, বিন, বুন,

حَسَدًا - اَحَدِ - خُلُقٍ - بَحِلٌ - بَشَرٌ

আলিফ সব সময় খালি থাকে। তবে, (اَ - اِ - اُ - اْ) আফিলে যবর, যের, পেশ, জযম হলে ঐ আলিফকে হামজাহ বলে।

৫৬. জযম

(ـْ ـُ ـْ) জযমওয়ালা হরফ তার ডানদিকের হরকতের সাথে মিলিয়ে একবার পড়া যায়। জযমের আওয়াজ কাটা হয়ে নিচের দিকে যায়।

যেমন : اَتْ হামজাহ তা যবর= আত্

اِتْ হামজাহ তা জের = ইত্

اُتْ হামজাহ তা পেশ = উত্

আত, ইত, উত্

اَكْرَمَ - بَعْدُ - اَمْرِ - نَفْسِ - اَلْقَتْ

(আকরামা, বায়দু, আমরিন, নাফসিন, আলক্বাত)

আরবি ২৩ টি হরফের মাঝে এরূপ হয়।

(বাকি ৫টি হরফে জযম হলে ক্বলক্বলা করে পড়তে হয়)

৫৭. তাশদীদ

(ـّ) তাশদীদ ওয়ালা হরফ দু'বার পড়া যায়। ডান দিকের হরকতের সাথে একবার এবং নিচের হরকতের সাথে একবার। তাশদীদের আওয়াজ শক্ত এবং ঘেষানো।

যেমন : اَبَّ হামজাহ বা জবর = আব, বা জবর বা = আব্বা।

اَبِّ হামজাহ বা জবর = আব বা জের বি= আব্বি।

اَبُّ হামজাহ বা জবর = আব, বা পেশ বু= আব্বু।

আব্বা, আব্বি, আব্বু

اَتَّ اَتِّ اَتُّ - اَثَّ اَثِّ اَثُّ - اَجَّ اَجِّ اَجُّ - اَحَّ اَحِّ اَحُّ - بِرِّزَ - حُصِّلَ - كَذَّبَتْ - تَبَّتْ

৫৮. ওয়াজিব গুন্নাহ

(ـَ - ـُ - مّ نّ) হরকতের বামপাশে মীমে বা নূনে তাশদীদ হলে তাকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। ওয়াজিব গুন্নাহ মানেই কিছুক্ষণ গুন্নাহ করে পড়তে হয়। যেমন–

اَمَّ হামজাহ মীম জবর = আম, মীম জবর মা= আম-মা

اَمِّ হামজাহ মীম জবর = আম, মীম জের মি = আম- মি

اَمُّ হামজাহ মীম জবর = আম, মীম পেশ মু= আম-মু

আম-মা, আ,ম-মি, আম-মু

اِمَّ اِمِّ اِمُّ - اُمَّ اُمِّ اُمُّ - اَنَّ اَنِّ اَنُّ - اِنَّ اِنِّ اِنُّ - اِنَّكُمْ - جَهَنَّمَ - مُحَمَّدٌ - اَمَّنْ

৫৯. ক্বলকালা

ق - ط - ب - ج - د এই ৫টি হরফে জযম হলে ক্বলকলা করে পড়তে হয়। ক্বলকলার আওয়াজ লাফিয়ে উপরের দিকে যায়। শুনতে জবরের মতো শুনায়। যেমন–

أَقْ হামজাহ ক্বাফ যবর = আক্ব

إِقْ হামজাহ ক্বাফ জের = ইক্ব

أُقْ হামজাহ ক্বাফ পেশ = উক্ব

আক্ব, ইক্ব, উক্ব

أَطْ - اِطْ - أُطْ -أَبْ اِبْ أُبْ - أَجْ اِجْ أُجْ -أَدْ اِدْ أُدْ - نَقْـعًـا - بطْشًـا -

سَبْحًا - زَجْرَةً - عَدْنٍ

৬০. লাহান

কুরআন ভুল পড়াকে লাহান বলে। উহা দুই প্রকার–

ক. **লাহানে জলী :** অর্থ বড় ভুল। পরিভাষায় এক অক্ষরকে অন্য অক্ষরে পড়াকে লাহানে জলী বলে। অথবা এক হরকতের স্থানে অন্য হরকত পড়া। মাদ্দের টান নেই টান দেওয়া কিংবা মদ্দের টান থাকলে না দেওয়া, এভাবে সালাত পড়লে সালাত হয় না এবং এভাবে অর্থের বিকৃতি ঘটে। ইহা কবিরা গুনাহ। যেমন قُلْ এর স্থানে كُلْ পড়া অথবা أَنْعَمْتُ স্থলে أَنْعَمْتَ

খ. **লাহানে খফী :** অর্থ ছোট ভুল। উচ্চারণগত কোনো ভুলকে লাহানে খফী বলে। এটা ছগীরা গুনাহ। যেমন– ر বর্ণের ر কে মোটার স্থানে মোটা না পড়ে চিকন পড়া। এতে সালাত নষ্ট হয় না এবং অর্থের বিকৃতি ও ঘটে না। তবে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।

৬১. নূন সাকিন ও তানভীন

যে নূনের ওপর (ˆ) জযম থাকে তাকে নূন সাকিন এবং দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে তানভীন বলে। এই নূনে সাকিন ও নূনে তানভীনকে ৪ নিয়মে পড়া যায়।

ক. **ইজহার :** (স্পষ্ট করা) নূন সাকিন ও তানভীনের পরে হরফে হলকীর (ء - ه - ع - ح - غ - خ) যে কোনো একটি হরফ আসলে গুন্নাহ ব্যতীত পড়াকে ইজহার বলে। যেমন– مِنْ اَجَلٍ - عَذَابٌ عَلِيْمٌ

খ. **ইক্বলাব :** (পরিবর্তন করা) নূন সাকিন ও তানভীনের পরে (ب) অক্ষর আসলে, তখন এ নূন ও তানভীনকে (م) দ্বারা পরিবর্তন করে পড়াকে ইক্বলাব বলে। যেমন– مِنْ بَعْدِ - جُنُبٌ

গ. **ইদগাম :** (গুন্নাহের সাথে মিলাইয়া পড়া) নূন সাকিন ও তানভীনের পর ইদগামের বর্ণ (ي - ر - م - ل- و- ن) থেকে যে কোন একটি বর্ণ আসলে উক্ত বর্ণের সাথে সংযুক্ত করে পড়াকে ইদগাম বলে। যেমন- مَنْ يَّفْعَلْ مِنْ مَّالٍ ইহা দু'প্রকার- ১. ইদগামে বা গুন্নাহ, ২. ইদগামে বে গুন্নাহ।

নোট : নূন সাকিনের পর وَاو এবং يَاءْ থাকা সত্ত্বেও ৪টি শব্দে ইখফার গুন্নাহ হয় না। যেমন ৪টি শব্দ - صِنْوَانٌ - قِنْوَانٌ - بُنْيَانٌ - دُنْيَا

ঘ. **ইখফা :** (গুন্নাহ করে পড়া) নূন সাকিন ও তানভীনের পরে ইখফার হরফের যে কোনো একটি হরফ আসলে তাকে গুন্নাহ করে পড়াকে ইখফা বলে। **ইখফার হরফ হলো-**

ت - ث - ج - د - ذ - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ف - ق - ك

যেমন- قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ - مِنْ ثَمَرَةٍ - لَنْ تَفْعَلَ - مِنْ دُبُرٍ

৬২. মীম সাকিন

যে م এর ওপর (ْ) জযম থাকে, তাকে মীম সাকিন বলে। এ মীম সাকিনকে তিন নিয়মে পড়া যায়। যেমন-

ক. **ইখফা :** মীম সাকিনের পর যদি (ب) বর্ণ থাকে থাকে, তখন তাকে গুন্নাহ করে পড়াকে ইখফা বলে। যেমন- قُمْ بِاذْنِ اللّٰه

খ. **ইদগাম :** মীম সাকিনের পর যদি মীম থাকে, তবে উভয় মীমকে গুন্নাহসহ পড়াকে ইদগাম বলে। যেমন- عَلَيْهِمْ مَّطَرًا

গ. **ইজহার :** ب ও م ব্যতীত বাকি ২৭টি বর্ণের যে কোনো একটি বর্ণ যদি মীম সাকিনের পর থাকে, তবে তাকে গুন্নাহ ব্যতীত স্পষ্ট করে পড়াকে ইজহার বলে। যেমন- اَلَمْ تَرَ - وَهُمْ فَاسِقُوْنَ

৬৩. اَللّٰهُ শব্দ পড়ার নিয়ম

যদি اَللّٰهُ আল্লাহ্ শব্দের ل এর পূর্ব বর্ণে পেশ বা যবর থাকে, তবে ঐ ل কে মোটা এবং যদি ل এর পূর্ব বর্ণে যের থাকে, তবে তাকে (চিকন) করে পড়তে হয়। যেমন بِسْمِ اللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ

৬৪. رَاءْ পড়ার নিয়ম

رَاءْ যদি যবর ও পেশ বিশিষ্ট এবং এর সাকিন অবস্থায় পূর্ব বর্ণ যদি যবর বা পেশ বিশিষ্ট হয় তবে একে মোটা করে পড়তে হয়। আর যদি رَاءْ যের বিশিষ্ট অথবা সাকিন অবস্থায় পূর্বাক্ষর যের বিশিষ্ট হয়, তবে একে (চিকন) ক্ষীণ করে পড়তে হয়। যেমন- رَجُلٌ - رَسُوْلٌ - اُنْصُرْ - رِجَالٌ - اِرْحَمْ

৬৫. মদ্দ

টেনে বা দীর্ঘ করে পড়ার নাম মদ্দ, মদ্দের হরফ ৩টি। (ـِيْ - ـُوْ - ـَا) যবরের বাম পাশে খালি আলিফ, পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও এবং যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া।

মদ্দ যথাক্রমে (এক) আলিফ, (তিন) আলিফ ও (চার) আলিফ টেনে পড়তে হয়।

৬৬. এক আলিফের পরিমাণ

দুটি হরকত পড়তে যতটুকু সময় লাগে এক আলিফ টেনে পড়তে ততটুকু সময় লাগে। যেমন : بَ = بَ = بَا ؛ بُ + بُ = بُوْ ؛ بِ + بِ = بِيْ

৬৭. এক আলিফ মদ্দ

ক. ـَا - ـُوْ - ـِيْ জবরের বামপাশে খালি আলিফ, পেশের বামপাশে জযমওয়ালা ওয়াও এবং জেরের বামপাশে জযম ওয়ালা ইয়া হলে– এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন– قَالَ - نُوْحٌ - عَلِيْمٌ

খ. হরফের উপর (ـٰ - ـٖ - ـٗ) খাড়া জবর, খাড়া যের অথবা উল্টা পেশ হলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন– اٰمَنَ - الٰف لَهٗ

গ. লীনের হরফ : লীনের হরফ ২টি। ـَوْ - ـَيْ জবরের বামপাশে জযম ওয়ালা ওয়াও, জবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া। লীনের হরফ তাড়াতাড়ি পড়তে হয়।

লীনের হরফের বামপাশে ওয়াকফের সময় সাকিন হলে, এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন– خَوْفٌ - بَيْتٌ - نَوْمٌ (নাউম, বায়িত, খাওফ)

ঘ. দুই যবরের সাথে আলিফ পড়া যায় না। আলিফ রসমে খত বা লেখার নিয়ম। রসমে খত ওয়াকফের সময় এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন– تَوَّابًا - اَفْوَاجًا (আফওয়াযা, তাওয়াবা)

৬৮. তিন আলিফ মদ্দ

ক. ـَا - ـُوْ - ـِيْ মদ্দের হরফের বামপাশে ওয়াকফের সময় ছাকিন হলে,তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন– تَعْلَمُوْنَ - رَحِيْمٌ এটাকে মদ্দে আরেজী বলে।

খ. মদ্দের হরফের ওপরের চিহ্নটি (ـٓ) চিকন হলে, তিন আলিফ টেনেপড়তে

৬৯. চার আলিফ মদ্দ

ক. মদের হরফের ওপরের চিহ্নটি ـٓ মোটা হলে, চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন- الٓمٓ - اَتُحَآجُّوْنِّىْ

৭০. সকল اَنَا টানা মানা, চার জায়গার اَنَا ছাড়া

১. اَنَابَ-সূরা লুকমান, ১৫ নং আয়াত

২. اَنَابُوْا-সূরা যুমার, ১৭ নং আয়াত

৩. اَنَامِلَ-সূরা আলে ইমরান, ১১৯ নং আয়াত

৪. اَنَاسِىَّ-সূরা ফুরকান, ৪৯ নং আয়াত।

নোট : আসলে শিক্ষক ছাড়া সহীহ করে কুরআন পড়া খুবই কঠিন। এক্ষেত্রে এটিএন বাংলা চ্যানেলে (সকালে) এ কে এম শাহজাহান (কেন্দ্রিয় ওস্তাদ তালীমুল কুরআন) নিয়মিত ক্লাস নিয়ে থাকেন।

তাছাড়া মাওলানা আবুল হাসানাত মুহাম্মাদ ইমদাদুল্লাহ্ কুরআন শিক্ষা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর উদ্ভাবক। শব্দে শব্দে কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি যা সকালে এনটিভিতে দেখতে পারেন।

৩. আল হাদীস

৭১. হাদীস কী?

হাদীস (اَلْحَدِيْثُ) আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ- কথা, বাণী, সংবাদ, উপদেশ ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন-

(١) اَلْحَدِيْثُ هُوَ اَقْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ وَاَفْعَالُهٗ وَتَقَارِيْرُهٗ ـ

১. মহানবী ﷺ-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিই হাদীস।

মুফতি আমীমুল ইহসান (র) একটু ব্যাপকভাবে বলেছেন। তিনি বলেন-

(٢) اَلْحَدِيْثُ هُوَ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ قَوْلُ الرَّسُوْلِ ﷺ وَالصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ وَفِعْلُهٗ وَتَقْرِيْرُهٗ ـ

২. সাধারণ অর্থে রাসূল ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীদের উক্তি এবং রাসূল ﷺ-এর কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদীস বলে।

ড. মাহমুদ ত্বহান (র) বলেন,

(٣) اَلْحَدِيْثُ مَا اُضِيْفَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْتَقْرِيْرٍ -

৩. যে কথা, কাজ ও সমর্থনের সম্বন্ধ মহানবী ﷺ -এর দিকে করা হয়ে তাকে হাদীস বলে।

মূলত হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস ও মৌলিক দলীল। মানবজীবন পরিচালনার জন্যে কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। হাদীস হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা। হাদীসের জ্ঞান ব্যতীত পবিত্র কুরআন অনুধাবন করা এবং এর সঠিক তাৎপর্য বুঝা অসম্ভব। রাসূল ﷺ-এর জীবনাচরণ হলো কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা। বস্তুত কুরআন বুঝার জন্যে হাদীস জানা একান্ত অপরিহার্য।

৭২. রাসূল ﷺ নিজ থেকে কিছু বলেন না

(١) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ط اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى -

১. আর তিনি রাসূল ﷺ প্রবৃত্তির তাড়নায় কোনো কথা বলেন না; বরং ওহীর কথা বলেন যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। (৫৪–সূরা নাজম : ৩-৪)

৭৩. রাসূল ﷺ -এর আদেশ-নিষেধ পালন করা

(١) وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

১. রাসূল ﷺ তোমাদের জন্যে যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (৫৯–সূরা হাশর : ৭)

৭৪. রাসূলের আনুগত্য করা

(١) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

১. হে রাসূল ﷺ আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ মহাক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৩–সূরা আলে ইমরান : ৩১)

(٢) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ ـ

২. হে মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ্ এবং রাসূলের অনুগত্য কর এবং তোমাদের আমলসমূহকে নষ্ট করে দিও না। (৩৩–সূরা আহযাব : ২১)

(٣) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ـ

৩. হে মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ্ এবং রাসূলের অনুগত্য কর এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদের আনুগত্য কর। (৪–সূরা নিসা : ৫৯)

৭৫. সর্বোত্তম আদর্শ

(١) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ـ

১. নিশ্চয় তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-এর জীবনীতে রয়েছে উত্তম আদর্শ। এটা তাদের জন্যে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। (৩৩–সূরা আহযাব : ২১)

৭৬. রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ না করার পরিণাম

(١) قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ـ

১. বলুন, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুত তারা যদি বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ্ কাফেরদেরকে ভালবাসেন না। (৩–সূরা ইমরান : ৩২)

(٢) اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ـ

২. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। (৩৩–সূরা আহযাব : ৫৭)

৭৭. সর্বক্ষেত্রে রাসূলকে মেনে নেওয়া

(١) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

১. কিন্তু না, তোমার প্রভুর কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অত:পর মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংশয় সৃষ্টি হবে না বরং তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিবে। (৪–সূরা নিসা : ৬৫)

(٢) مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ـ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ـ

২. যে লোক রাসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহর হুকুম মান্য করল আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে তাদের জন্য রক্ষণা-বেক্ষণাকারী করে পাঠাইনি। (৪–সূরা নিসা : ৮০)

৭৮. হাদীস কি ওহী?

অহী আল্লাহ প্রদত্ত। অহী (اَلْوَحْىُ) শব্দটি আরবি। যার অর্থ– ইঙ্গিত করা, প্রেরণ করা বা প্রত্যাদেশ করা। জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে যুগে যুগে নবী-রাসূলদের কাছে মানুষের জন্যে উপযোগী উপদেশ সম্বলিত আল্লাহ তায়ালার অবতারিত ভাষণকেই অহী বলে।

মহান আল্লাহ রাসূল ﷺ-এর ওপর যে সকল অহী নাযিল করেছেন তা দু'প্রকার। যথা–

১. অহীয়ে মাতলু (وَحْىٌ مَتْلُوْ) বা পঠিত প্রত্যাদেশ।

২. অহীয়ে গায়রে মাতলু (وَحْىٌ غَيْرِ مَتْلُوْ) বা অপঠিত প্রত্যাদেশ।

৭৯. অহীয়ে মাতলু

مَتْلُوْ অর্থ– যা তিলাওয়াত করা হয়েছে। এর দ্বারা মূলত কুরআন উদ্দেশ্য। এটি এজন্য অহীয়ে মাতলু যে, এ প্রকার ওহী প্রথমত আল্লাহর বাণীবাহক জিবরাঈল (আ) রাসূল ﷺ-কে শব্দে শব্দে তিলাওয়াত করে শুনাতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক রমযান মাসে তা জিবরাঈল (আ)-কে তিলাওয়াত করে শুনাতেন। এক্ষেত্রে যে যে শব্দ ও বাক্যে অহী নাযিল হয়েছে তা হুবহু বহাল রাখতে রাসূল ﷺ বাধ্য ছিলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

(١) تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ـ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ـ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ـ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ـ وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ

১. এটা (কুরআন) বিশ্ব পালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ। (তিনি) মুহাম্মদ ﷺ যদি আমার নামে কোনো কথা রচনা করতেন তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। অত:পর কেটে দিতাম তার গ্রীবা বা ঘাড়। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না। এটা আল্লাহ্ ভীরুদের জন্য অবশ্যই একটি উপদেশ। (৬৯–সূরা আল হাক্কাহ : ৪৩-৪৮)

সালাতে কেবলমাত্র এ প্রকারের অহী-ই তিলাওয়াত করা যায়।

৮০. অহীয়ে গায়রে মাতলু

গায়রে মাতলু হলো অপঠিত অহী। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শুধুমাত্র বিষয়বস্তু অহী করা হতো। কিন্তু এ ধরনের অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত মূল বক্তব্যকে বা ভাবকে নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ ও উপস্থাপন করার অধিকার রাসূল ﷺ-এর ছিল। তবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সেই ভাবধারাটি রাসূলের ﷺ অন্ত:করণে সৃষ্টি করে দিতেন। তাই এটি অহীয়ে গায়রে মাতলু। এ ধরনের অহী সালাতে তিলাওয়াত করা যায় না। অহীয়ে গায়রে মাতলু দ্বারা হাদীস উদ্দেশ্য।

সুতরাং একথা বলা যায়, হাদীস অহী এবং তা পরোক্ষ অহী। ইসলামী শরীয়তের মূলভিত্তি হিসেবে কুরআনের পরই হাদীসের স্থান।

৮১. হাদীস সংকলনের ইতিহাস

রাসূল ﷺ-এর হাদীসসমূহ তাঁর ও সাহাবীদের যুগে তিনটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

১. লিখিত আকারে,

২. স্মৃতিতে ধরে রাখার মাধ্যমে এবং

৩. পঠন-পাঠনের মাধ্যমে।

এই ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে হাদীস সংগ্রহ, বিন্যাস ও পুস্তকাকারে সংকলন করা হয়েছে। সংকলনের এই সময়টাকে চারযুগে বিভক্ত করা যায়।

৮২. প্রথম যুগ

নবী করীম ﷺ-এর যুগ থেকে ১ম হিজরী শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীস সংকলনের প্রথম যুগ ধরা হয়। এ যুগে সাহাবায়ে কিরামগণের সাথে একদল মহান তাবিয়ী ছিলেন। সাহাবীগণ রাসূল ﷺ-এর বাণীসমূহ পালনের মাধ্যমে স্মৃতিতে ধরে রাখার পাশাপাশি পাথরে কিংবা সংরক্ষিত স্থানে লিখে রাখতেন। এ যুগের হাদীস সংরক্ষক ও সংকলকগণের মধ্যে প্রসিদ্ধতম সাহাবীগণ হলেন– আবু

হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, আনাস ইবনে মালেক, আবু সাঈদ খুদরী (রা) প্রমুখ। এই মহান সাহাবীদের প্রত্যেকেরই এক হাজারের অধিক হাদীস মুখস্থ ছিল। এ যুগের তাবিয়ীগণের মধ্যে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উরওয়া ইবনুয যুবায়ের ও সালেম ইবনে আবদুল্লাহ রাফে (র) অন্যতম।

৮৩. দ্বিতীয় যুগ

এই যুগটি ১ম শতকের শেষের দিকে শুরু হয় এবং দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমার্ধে গিয়ে শেষ হয়। এ যুগে তাবিয়ীদের একটি বিরাট দল তৈরি হয়ে যায় হাদীস সংকলনে। তারা প্রথম যুগের লিখিত ভাণ্ডারকে ব্যাপক সংকলনসমূহ একত্র করেন। এই যুগের হাদীস সংকলকগণের মাঝে ইমাম ইবনে যুহরী (র), ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র), আবদুল মালেক ইবনে জুরাইজ (র) ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র) ছিলেন প্রসিদ্ধ।

৮৪. তৃতীয় যুগ

এ যুগ প্রায় দ্বিতীয় হিজরী শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগে নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের সংকলন প্রস্তুত করা হয়। রাসূল ﷺ এর বাণীসমূহকে সাহাবী ও তাবিয়ীদের বাণী থেকে পৃথক করে সংকলন করা হয়। এভাবে যাচাই-বাছাই এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর দ্বিতীয় যুগের সংকলনসমূহ তৃতীয় যুগের বিখ্যাত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। এ যুগের প্রসিদ্ধ সংকলকগণ হলেন–

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র),
২. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (র),
৩. ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইনী আল-কুশাইরী (র),
৪. ইমাম আবু দাউদ আশয়াছ ইবনে সুলাইমান (র),
৫. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র),
৬. ইমাম আহমদ ইবনে শুয়াইব নাসায়ী এবং
৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী (র)।

৮৫. চতুর্থ যুগ

এ যুগ হিজরী পঞ্চম শতক থেকে শুরু হয় এবং তা বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এ সুদীর্ঘ সময়ে তৃতীয় যুগের গ্রন্থ রচনার কাজ সমাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ যুগে যে কাজ হয়েছে তার বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো–

১. হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির ভাষ্যগ্রন্থ, টীকা এবং অন্যান্য ভাষায় তরজমা গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

২. হাদীসের যেসব শাখা-প্রশাখার কথা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, সেসব বিষয়ের ওপর এ যুগের অসংখ্য গ্রন্থ এবং এসব গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও সারসংক্ষেপ রচিত হয়েছে।

৩. বিশেষজ্ঞ আলেমগণ নিজেদের আগ্রহ অথবা প্রয়োজনের তাগিদে তৃতীয় যুগের রচিত গ্রন্থাবলি থেকে হাদীস চয়ন করে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রস্তুত করেছেন। এ ধরনের কয়েকটি গ্রন্থের নাম হচ্ছে–

মিশকাতুল মাসাবীহ, রিয়াদুস সালেহীন, মুনতাকাল আখবার, বুলুগুল মারাম ও ইন্তেখাবে হাদীস ইত্যাদি।

৮৬. আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীস লেখার প্রারম্ভিক সময়

১০০ হিজরীতে উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রা)-এর সময় থেকে হাদীস আনুষ্ঠানিকভাবে লেখা শুরু হয়। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে নিম্নোক্ত ভাষায় ফরমান লিখে পাঠান–

١. اُنْظُرُوْا حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَجْمَعُوْا .

১. তোমরা মহানবী ﷺ-এর হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা সংগ্রহ ও সংকলন করতে শুরু করো। মদিনার শাসনকর্তা আবু বকর ইবনুল হাযম-এর নিকট ফরমান পাঠান–

(١) اُنْظُرُوْا مَاكَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسُنَّتِهٖ اَوْ حَدِيْثِ عُمَرَ اَوْنَحْوِ هٰذَا فَاكْتُبْهُ لِىْ فَاِنِّىْ خِفْتُ دُرُوْسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ .

২. রাসূলের হাদীস, তাঁর সুন্নাত কিংবা উমরের বাণী অথবা অনুরূপ যা কিছু পাওয়া যায়, তার প্রতি দৃষ্টি দাও এবং আমার জন্য লিখে নাও। কেননা আমি ইলমে হাদীসের ধারকদের অন্তর্ধান ও হাদীস সম্পদের বিলুপ্তির আশঙ্কাবোধ করছি।

৮৭. হাদীসের অন্যান্য নাম

হাদীসকে সুন্নাহ, খবর এবং আছারও বলা হয়।

সুন্নাহ : সুন্নাহ (سُنَّةٌ) হচ্ছে পদ্ধতি, পথ তথা রাসূল ﷺ-এর তরীকা বা পদ্ধতি। আল কুরআনের তথা মহান আল্লাহর প্রদত্ত আদেশ-নির্দেশ ও

নিষেধসমূহ ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কার্যকর করার জন্যে রাসূল ﷺ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাই হচ্ছে সুন্নাহ।

আবদুল হক মুহাদিস দেহলভী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে যা কিছু (জীবন চলার যে পদ্ধতি) এসেছে তা-ই সুন্নাত।

খবর : খবর শব্দের অর্থ– সংবাদ, হাদীসসমূহকে আরবি ভাষায় খবরও (خَبَــر) বলা হয়। কিন্তু খবর শব্দটি হাদীস অপেক্ষা ব্যাপক অর্থবোধক। খবর শব্দটি দ্বারা একই সাথে হাদীস ও ইতিহাস উভয়কেই বুঝায়।

কারো কারো মতে, রাসূল ﷺ-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকেই খবর বলে, যা হাদীসেরই নামান্তর। আবার কারো কারো মতে সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে খবর বলা হয।

আছার : আছার (اَثَــر) বলতে সাহাবী ও তাবেয়ীনদের কথা, কাজ, সমর্থন ও অনুমোদনকে বুঝায়। কিন্তু কেউ কেউ রাসূল ﷺ, সাহাবী ও তাবিয়ীনদের কথা, কাজ, সমর্থন ও অনুমোদনকে 'আছার' বলে অভিহিত করেছেন।

৮৮. হাদীসের শ্রেণী বিভাগ

বিষয়বস্তু বা মূল বক্তব্যের ভিত্তিতে হাদীস তিন প্রকার। যথা– ১. কাওলী, ২. ফেলী ও ৩. তাকরিরী।

১. **কাওলী :** রাসূল ﷺ-এর কথামূলক বা বিবৃতিমূলক হাদীসকে কাওলী হাদীস বলে।

২. **ফে'লী :** রাসূল ﷺ-এর বাস্তব জীবনে কর্মমূলক হাদীসকে ফে'লী হাদীস বলে।

৩. **তাকরিরী :** মৌন সম্মতিমূলক বা অনুমোদন ও সমর্থন প্রাপ্ত হাদীসকে তাকরিরী হাদীস বলে।

* **রাবীর সংখ্যার দিক দিয়ে হাদীস দু'প্রকার**

১. **হাদীসে মুতাওয়াতির :** এর অর্থ– একের পর এক আসা, ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ইত্যাদি। কাজেই হাদীসে মুতাওয়াতির ঐ হাদীস, প্রত্যেক যুগেই যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, যাদের মিথ্যাচারের ওপর ঐক্য হওয়া স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব।

২. **হাদীসে আহাদ :** ঐ হাদীস, যার বর্ণনাকারী মুতাওয়াতির পর্যায় পৌঁছায়নি।

* **হাদীসে আহাদ আবার তিন প্রকার**

১. **মাশহুর :** হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর পরে কোনো যুগেই বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিনের কম ছিল না।

২. **আজীজ :** যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোনো যুগেই দুই এর কম ছিল না।

৩. **গরীব :** যার বর্ণনাকারী সংখ্যা কোনো যুগে এক জনে পৌঁছেছে।

এই তিন প্রকারকে একত্রে খবরে আহাদ বলে।

* **রাবীদের সিলসিলা বা সনদের দিক থেকে হাদীস তিন প্রকার**

১. **মারফু' :** যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

২. **মাওকুফ :** যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে।

৩. **মাকতূ':** যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র তাবেয়ী পর্যন্ত পৌঁছেছে।

* **রাবী বাদ পড়ার দিক থেকে হাদীস দু'প্রকার**

১. **মুত্তাসিল :** শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে হাদীসের রাবী সংখ্যা অক্ষুণ্ন রয়েছে কখনো কোনো রাবী উহ্য থাকেনি, এরূপ হাদীসকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

২. **মুনকাতি :** যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন না থেকে মাঝখান থেকে রাবী উহ্য রয়েছে, এরূপ হাদীসকে হাদীসে মুনকাতি বলে।

* **মুনকাতি হাদীস তিন প্রকার**

১. **মুয়াল্লাক :** যে হাদীসের সনদের প্রথম থেকে কোনো বর্ণনাকারী উহ্য হয়ে যায় কিংবা গোটা সনদ উহ্য থাকে।

২. **মু'দাল :** যে হাদীসে ধারাবাহিকভাবে দুই বা তদুর্ধ্ব বর্ণনাকারী উহ্য থাকে।

৩. **মুরসাল :** যে হাদীসের বর্ণনা সূত্রে তাবেয়ী এবং রাসূল ﷺ-এর মাঝখানে সাহাবী রাবীর নাম উহ্য হয়ে যায়।

* **ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনার দিক থেকে হাদীস দু'প্রকার**

১. **শা'য :** যে হাদীসের বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত; কিন্তু তার চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার বিপরীত।

২. **মুয়াল্লাল :** যে হাদীসের বর্ণনা সূত্রে এমন সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে, যা কেবল হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরাই পার্থক্য করতে পারেন।

* **রাবীর গুণ অনুযায়ী হাদীস তিন প্রকার**

১. **সহীহ হাদীস :** যে হাদীস মুত্তাসিল সনদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা সূত্র) বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী, রাবী স্বচ্ছ স্মরণশক্তিসম্পন্ন এবং হাদীসটি শা'য এবং মুয়াল্লাল নয়।

২. **হাসান :** 'স্বচ্ছ স্মরণ শক্তি' ব্যতীত সহীহ হাদীসের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই যার মধ্যে বিদ্যমান।

৩. **জয়ীফ :** যে হাদীসে উপরিউক্ত সকল কিংবা কোনো উল্লেখযোগ্য ত্রুটি থাকে তাকে জয়ীফ হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী : ঐ হাদীস, যার ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর ভাষা রাসূল ﷺ-এর তাকে হাদীসে কুদসী বলে। হাদীসে কুদসীকে হাদীসে ইলাহী এবং জিবরাঈলও বলে। হাদীসে কুদসী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

হাদীসে নববী : হাদীসে কুদসী ব্যতীত সকল হাদীসই হাদীসে নববী।

৮৯. হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা

সনদ : হাদীস বর্ণনাকারীদের সূত্রকে সনদ বলে। অন্য কথায়, সনদ হচ্ছে হাদীস বর্ণনাকারীদের সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা।

মতন : হাদীসের মূল অংশ বা বক্তব্যকে মতন বলে।

রাবী : হাদীস বর্ণনাকারীকে রাবী বলে।

রেওয়ায়েত : হাদীসের বর্ণনাকে রেওয়ায়েত বলে।

দেরায়েত : হাদীস বাছাইয়ের পদ্ধতিকে দেরায়েত বলে।

রেজাল : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রেজাল বলে।

শায়খ : হাদীসের শিক্ষককে শায়খ বলে।

মুহাদ্দিস : সনদ-মতনসহ হাদীস চর্চা ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে মুহাদ্দিস বলে।

হাফিজ : সনদ-মতনসহ এক লক্ষ হাদীস আয়ত্ত্বকারীই হাফিজ।

হুজ্জাত : সনদ-মতনসহ তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত্বকারীকে হুজ্জাত বলে।

হাকীম : সনদ ও মতনসহ সমস্ত হাদীস আয়ত্ত্বকারী।

আসমাউর-রিজাল : রাবীদের জীবনীগ্রন্থ।

বেশি হাদীস বর্ণনাকারী : পুরুষের মধ্যে আবু হুরায়রা (রা) ৫৩৭৪টি ও মহিলাদের মধ্যে আয়েশা (রা) ২২১০টি।

সিহাহ সিত্তাহ : ৬টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ : বুখারী, ৭৩৯৭, মুসলিম ৪০০০, আবু দাউদ ৪৩০০, তিরমিযী ৩৮১২, নাসায়ী ৪৪৮২ ও ইবনে মাজাহ ৪৩৩৮।

সুনান : যে হাদীস গ্রন্থ ফিকাহের তারতীব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

মুসনাদ : যে হাদীস গ্রন্থে হাদীসসমূহকে সাহাবীদের নামানুসারে সাজানো হয়েছে এবং একজন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত সকল হাদীসকে একটি মাত্র গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে, তাকে মুসনাদ বলে। যেমন– মুসনাদে আহমদ।

জামে : যে হাদীস গ্রন্থে ৮টি বিষয় : আকাইদ, ছিয়ার, তাফসীর, আহকাম, আদব, ফিতান, আশরাত ও গুণাবলী (মানাকিব) সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আরবায়া : ৪টি হাদীস গ্রন্থ : ১. আবু দাউদ, ২. তিরমিযী, ৩. নাসায়ী, ৪. ইবনে মাজাহ।

সহীহাইন : বুখারী ও মুসলিমকে একত্রে বলা হয় সহীহাইন।

মুত্তাফাকুন আলাইহি : যে হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) একই রাবী থেকে স্ব-স্ব গ্রন্থে সংকলন করেছেন তাকে 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' বলে।

আদালত : বর্ণনাকারী মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানী হওয়া এবং ফিসকের উপায় উপকরণ থেকে মুক্ত ও বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকাকে আদালত বলে।

যবৃত : শ্রুত বিষয়কে জড়তা ও বিনষ্টি থেকে স্মৃতিশক্তিতে এমনভাবে সংরক্ষণ করা যেন তা যথাযথভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়, তাকে যবত্ বলে।

ছিকাহ : যে বর্ণনাকারীর মধ্যে আদালত ও যবৃত পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে ছিকাহ বা সাবিত বলে।

তাফসীরে মা'ছুর : হাদীসের আলোকে যে তাফসীর করা হয় তাকে তাফসীরে মা'ছুর বলে। যেমন- ইবনে কাসীর।

৯০. সাহাবায়ে কিরাম

সাহাবী : সাহাবী (صَحَابِىٌّ) আরবি শব্দ। বহুবচনে আসহাব (اَصْحَابٌ)। যিনি ঈমান ও প্রত্যয়ের সাথে রাসূল ﷺ-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঈমানের ওপর অটল ছিলেন, তাকে সাহাবী বলে। অন্য কথায়, যারা রাসূল ﷺ-কে দেখেছেন, ঈমান এনেছেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের ওপর কায়েম বা দৃঢ় ছিলেন তারা হলেন সাহাবী। রাসূল ﷺ-এর ওফাতের সময় প্রায় দেড়লক্ষ সাহাবী ছিলেন।

তাবিয়ীন : যিনি কোন সাহাবী (রা)-এর কাছে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন অথবা অন্তত পক্ষে একবার তাকে দেখেছেন তাকে তাবিয়ী বলে। তাবিয়ীনদের সংখ্যা হাজার হাজার। এরা সাহাবীদের কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেছেন। হাদীসের জ্ঞান আহরণ, তা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

তাবে-তাবেয়ীন : যিনি কোন তাবেয়ী (র)-এর কাছে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন বা তাকে দেখেছেন তাঁকে তাবে-তাবেয়ী বলে। তাদের সংখ্যাও হাজার হাজার। এরা তাবিয়ীদের কাছে থেকে হাদীসের ইলম সংগ্রহ করে সমগ্র উম্মতের মধ্যে তা ছড়িয়ে ছিলেন। এভাবে বিশ্বব্যাপী কুরআন-হাদীসের আলো ছড়িয়ে পড়ে।

৯১. কতিপয় অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী

ক্রমিক	নাম	মৃত্যু	জীবনকাল	হাদীস সংখ্যা
১.	আবু হুরায়রা (রা)	৫৭ হিজরী	৭৮ বছর	৫৩৭৪টি
২.	আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)	৬৮ হিজরী	৭১ বছর	২৬৬০টি
৩.	আয়েশা সিদ্দীকা (রা)	৫৮ হিজরী	৬৭ বছর	২২১০টি
৪.	আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)	৭৩ হিজরী	৮৪ বছর	১৬৩০টি
৫.	জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)	৭৮ হিজরী	৯৪ বছর	১৫৬০টি
৬.	আনাস ইবনে মালেক (রা)	৯৩ হিজরী	১০৩ বছর	১২৮৬টি
৭.	আবু সাঈদ খুদরী (রা)	৭৪ হিজরী	৮৪ বছর	১১৭০টি

এছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), আমর ইবনুল আস (রা), আলী (রা) ও ওমর (রা), সেই সব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫০০ থেকে ১০০০-এর মধ্যে।

৯২. হাদীসে কুদ্সী পরিচিতি ও কতিপয় হাদীসে কুদসী

হাদীসের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাদীসে কুদ্সী। এ হাদীসের মূল বক্তব্য সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত। কুদ্সী শব্দটি আরবী 'কুদুস' থেকে এসেছে, যার অর্থ পবিত্র ও মহান।

পরিচিতি : যে হাদীসের মূল কথা সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে সে হাদীসকে 'হাদীসে কুদ্সী' বলে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে 'ইলহাম' অথবা স্বপ্নযোগে এই মূল কথাগুলো জানিয়ে দিয়েছেন।

কুরআনের শব্দ, ভাষা, অর্থ, ভাব ও কথা সবই আল্লাহর নিকট থেকে সরাসরি সুস্পষ্ট ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ; আর হাদীসে কুদসীর শব্দ ও ভাষা রাসূলের; কিন্তু এর অর্থ, ভাব ও বিষয়বস্তু আল্লাহর নিকট থেকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত। নিম্নে কুরআন ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হল।

কুরআন ও হাদীসে কুদসীর মধ্যকার পার্থক্য

১. কুরআন বিশিষ্ট দূত ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে নাযিল হয়েছে এবং এর শব্দ ও ভাষা নিশ্চিতভাবে লওহে মাহফূজ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

পক্ষান্তরে হাদীসে কুদসীর মূল বক্তব্য আল্লাহর নিকট থেকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত। এর ভাষা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজস্ব।

২. সালাতে কুরআন থেকেই শুধু তেলাওয়াত করা হয়, কুরআন ছাড়া সালাত সহীহ হয় না।
পক্ষান্তরে সালাতে হাদীসে কুদসী পাঠ করা যায় না, হাদীসে কুদসী পাঠে সালাত আদায় হয় না।

৩. অপবিত্র অবস্থায় কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা হারাম।
কিন্তু হাদীসে কুদসী অপবিত্র ব্যক্তি স্পর্শ করতে পারে। এমনকি হায়েয নেফাস সম্পন্না নারীও স্পর্শ করতে পারে।

৪. কুরআন মজীদ একটি মু'জিযা; কিন্তু হাদীসে কুদসী মু'জিযা নয়।

৫. কুরআন অমান্য করলে কাফের হয়ে যায়; কিন্তু হাদীসে কুদসী অমান্য করলে গুনাহ্ হয় বটে তবে কাফের হয়ে যায় না।

৬. কুরআন নাযিল হওয়ার জন্য আল্লাহ ও রাসূলের মাঝখানে জিবরাঈল (আ) বাহক ছিলেন; কিন্তু হাদীসে কুদসীর জন্য জিবরাঈলের মাধ্যম জরুরী নয়।

নিম্নে কতিপয় হাদীসে কুদসী দেয়া হল–

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ حِصْنِىْ مَنْ دَخَلَهَا اَمِنَ عَذَابِىْ ـ

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আমার দুর্গ। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করল, সে আমার আযাব থেকে রেহাই পেল। (ইবনুন নাজ্জার)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ اِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهٗ وَاِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهٗ ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, মহা প্রতাপশালী আল্লাহ্ বলেন, "আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণার সাথে আছি। যদি সে আমার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করে তা তারই সাথে থাকবে। আর যদি আমার প্রতি খারাপ ধারণা করে তাহলেও তা তাঁর সাথে থাকবে।" (আহমদ)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِذَا اَحَبَّ عَبْدِىْ لِقَائِىْ اَحْبَبْتُ لِقَاءَهٗ وَاِذَا كَرِهَ لِقَائِىْ كَرِهْتُ لِقَاءَهٗ ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যখন আমার বান্দা আমার সাক্ষাত ভালবাসে, আমিও তার সাক্ষাত ভালবাসি। আর যখন সে আমার সাক্ষাত ঘৃণা করে, আমিও তার সাক্ষাত ঘৃণা করি।" (মুয়াত্তা ও বুখারী)

(٤) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِبْنَ اٰدَمَ اُذْكُرْنِىْ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً اَكْفِكَ مَا بَيْنَهُمَا -

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে আদম সন্তান! ফজর ও আসরের সালাতের পর কিছুক্ষণের জন্য আমাকে স্মরণ করো তাহলে উভয় সালাতের মাঝামাঝি সময়ে আমি তোমার সহায়তা করব।" (আবু নুয়াইম)

(٥) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِنِّىْ مَعَ عَبْدِىْ مَاذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ -

৫. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি আমার বান্দার সাথে থাকি, যতক্ষণ সে আমাকে স্মরণ করে এবং আমার যিকিরের মধ্যে তার উভয় ঠোঁট নড়াচড়া করে।" (ইবনে হিব্বান-৮১৫)

(٦) عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِىْ عَنْ مَسْئَلَتِىْ اُعْطِيْهِ قَبْلَ اَنْ يَّسْأَلَنِىْ -

৬. হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আমার স্মরণ যাকে এভাবে মাশগুল রাখে যে, সে আমার কাছে তার কাম্য বস্তু চাইবারও অবকাশ পায় না, আমি তার প্রয়োজন চাওয়ার আগেই তাকে দিয়ে থাকি।' (আবূ নুয়াইম)

(٧) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ فَكَتَبَ بِيَدِهٖ عَلٰى نَفْسِهٖ اِنَّ رَحْمَتِىْ تَغْلِبُ غَضَبِىْ -

৭. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা যখন সৃষ্টিকে প্রকাশ করলেন, তখন তিনি নিজ হাতে তাঁর নিজের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে লিখে দিলেন– 'নিশ্চয়ই আমার করুণা আমার রাগের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।' (ইবনে মাজাহ-৪২৯৫)

(٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ مُوْسٰى ابْنُ عِمْرَانَ يَارَبِّ مَنْ اَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ قَالَ مَنْ اِذَا قَدَرَ غَفَرَ ـ

৮. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, মূসা ইবনে ইমরান (আ) আরয করলেন, "হে প্রভু! তোমার বান্দাদের মধ্যে কে তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়?" আল্লাহ্ বললেন, "সেই ব্যক্তি, যে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়।"
(বায়হাকী, হাদীস-৮৩২, মিশকাত-৪৮৯৩ দুর্বল)

(٩) عَنْ اَنَسٍ (رضى) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُنَادِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ جِيْرَانِىْ اَيْنَ جِيْرَانِىْ فَتَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ رَبَّنَا وَمَنْ يَنْبَغِيْ لَهٗ اَنْ يُّجَارِكَ؟ فَيَقُوْلُ اَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ ـ

৯. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন উচ্চৈ:স্বরে ডাকতে থাকবেন, "আমার প্রতিবেশী কোথায়", "আমার প্রতিবেশী কোথায়"? তখন ফেরেশতাগণ আরয করবে, "হে আমাদের প্রভু! আপনার প্রতিবেশী হওয়ার কার পক্ষে সম্ভব?" তখন তিনি বলবেন, "মসজিদসমূহ আবাদকারীগণ কোথায়?" (ইবনুন-নাজজার)

(١٠) عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلاَثٌ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ كَانَ وَلِيِّ حَقًّا وَمَنْ ضَيَّعَهُنَّ فَهُوَ عَدُوِّىْ حَقًّا اَلصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ـ

১০. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তিনটি বস্তু আছে যে ব্যক্তি এদের হিফাযত করে সে আমার প্রকৃত বন্ধু। আর যে ঐগুলো নষ্ট করে সে আমার শত্রু। এগুলো হচ্ছে, সালাত, রোযা ও স্ত্রী সহবাসের গোসল। (ইবনুন নাজ্জার)

(١١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ ـ

১১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ্ বলেন, "তুমি আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ কর, তোমার জন্য খরচ করা হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

(١٢) عَنِ الْحَسَنِ (رض) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَا ابْنَ اٰدَمَ اَوْدِعْ مِنْ كَنْزِكَ عِنْدِىْ وَلاَ حَرَقَ وَلاَغَرْقَ وَلاَسَرَقَ اُوَفِّيْكَهُ اَحْوَجَ مَاتَكُوْنَ اِلَيْهِ .

১২. হাসান (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে আদমের সন্তান! তোমার ধন ভান্ডার আমার কাছে আমানত রেখে দাও, তোমার মালে না আগুন লাগবে, না তা পানিতে ডুববে, না তা চুরি হবে। যখন তুমি এর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অনুভব করবে, তখন আমি তা তোমাকে পূর্ণমাত্রায় দেব।" (বায়হাকী)

(١٣) عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ (رضى) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَبْعَثُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمًا مِنْ قُبُوْرِهِمْ تَاْجِجُ اَفْوَاهُهُمْ نَارًا اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا .

১৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা শেষ বিচারের দিন একদল লোককে কবর থেকে উঠাবেন। তাদের মুখে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকবে। (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা কি জ্ঞাত নও যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের সম্পদ খায়, নিশ্চয়ই তারা আগুন দিয়ে তাদের পেট পূর্ণ করে এবং অনতিবিলম্বে তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে? (ইবনে আবূ শায়বা)

(١٤) عَنْ صُهَيْبٍ (رضى) اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَتُرِيْدُوْنَ شَيْئًا اَزِيْدُكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا اَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنْجِيْنَا مِنَ النَّارِ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا اُعْطُوْا شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ اِلٰى رَبِّهِمْ .

১৪. সোহাইব (রা) হতে বর্ণিত, যখন বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদেরকে

আরো বেশি কিছু দান করি?' তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারাগুলোকে উজ্জ্বল করে দেন নি? 'আপনি কি আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান নি এবং দোযখ থেকে মুক্তি দেন নি?' তখন আল্লাহ্ তাঁর হিজাব (আল্লাহ পর্দা) খুলে দিবেন। এরপর তাদেরকে তাদের প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করার চাইতে অধিকতর কোন প্রিয় বস্তু দেয়া হবে না। (তিরমিযী, হাদীস-২৫৫২)

(١٥) عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ (رضى) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ (يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ) فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلٰى عَرَبِيٍّ فَضْلٌ وَلَا لِاَسْوَدَ عَلٰى اَبْيَضَ فَضْلٌ وَلَا لِاَبْيَضَ عَلٰى اَسْوَدَ فَضْلٌ اِلَّا بِالتَّقْوٰى يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَاتَجِيْئُوْا بِالدُّنْيَا تَحْمِلُوْنَهَا عَلٰى اَعْنَاقِكُمْ وَيَجِيْئُى النَّاسُ بِالْاٰخِرَةِ فَاِنِّىْ لَا اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا .

১৫. আদ্দা ইবনে খালিদ (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : 'হে মানবকুল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে একজন নর ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অত:পর তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সংযমী ব্যক্তিগণই আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে মর্যাদাশীল। অতএব কোন আরববাসী কোন অনারবের চাইতে মর্যাদায় অধিক নয়। কোন অনারবও কোন আরবীর উপর অধিক মর্যাদাশীল নয়; কৃষ্ণকায়ের উপর শ্রেতকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোন শ্রেতকায়ের উপরও কৃষ্ণকায়েরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব কেবলমাত্র তাক্ওয়া ও সংযমের জন্য।' হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা দুনিয়াকে তোমাদের কাঁধের উপর বহন করে এনো না। যেমনভাবে অন্যান্য সম্প্রদায় আখিরাতে আনবে। কারণ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কাছ থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে কোন কাজে আসব না। (তিবরাণী)

(١٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَسْطٌ مِّنْ اَصْحَابِىْ فَيَنْتَحِلُوْنَ عَنِ الْحَوْضِ فَاَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَصْحَابِىْ اَصْحَابِىْ

فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ اِنَّهُمْ اِرْتَدُّوْا بَعْدَكَ عَلٰى اَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرٰى

১৬. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমার সাথীদের একটি দল কিয়ামতের দিন আমার কাছে অবতরণ করবে এবং তাদেরকে হাউজ থেকে পানি আহরণ করতে বাধা দেয়া হবে। তখন আমি বলব, 'হে আমার প্রভু! তারা আমার আসহাব (আমার উম্মত)।' আল্লাহ্ বলবেন, "নিশ্চয়ই তারা তোমার পর ধর্মে যে নতুন প্রথার প্রবর্তন করেছে তার সম্বন্ধে তোমার জানা নেই। তোমার পরে তারা পশ্চায়দগমন করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।' (সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৫৮৫)

(١٧) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ حَزِيْمٍ (رضى) يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ لِلْحِسَابِ فَيَجِيْئُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَزِفُّوْنَ كَمَا تَزِفُّ الْحَمَامُ فَيُقَالُ لَهُمْ قِفُوْا لِلْحِسَابِ فَيَقُوْلُنَّ مَا عِنْدَنَا حِسَابٌ وَّاٰتَيْتَنَا شَيْئًا نُحَاسَبُ بِهٖ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ صَدَقَ عِبَادِىْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بَابُ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُوْنَهَا قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِيْنَ عَامًا ـ

১৭. সাঈদ ইবনে আমের ইবনে হাযীম (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা লোকদেরকে হিসেবের জন্য একত্র করবেন। এরপর দরিদ্র মু'মিনগণ কবুতর যেমন তাড়াতাড়ি উড়ে, তেমন তাড়াতাড়ি আসবে। তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা হিসেবের জন্য দাঁড়িয়ে যাও।' তারা বলবে, 'আমাদের কাছে কোন হিসেব নেই। আর আপনি কি আমাদেরকে এমন কিছু দিয়েছিলেন, যার জন্য আমাদের হিসাব নেয়া যাবে?' তখন আল্লাহ্ বলবেন, 'আমার বান্দাগণ সত্য বলেছে।' অতএব তাদের জন্য বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হবে। তারা অন্যান্য লোকদের সত্তর বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (আবূ ইয়ালা ও তিবরানী)

(١٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ (رضى) مَنِ اسْتَفْتَحَ اَوَّلَ نَهَارِهٖ بِخَيْرٍ وَخَتَمَهٗ بِخَيْرٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلاَئِكَتِهٖ لاَتَكْتُبُوْا عَلَيْهِ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ مِنَ الذُّنُوْبِ ـ

১৮. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে ব্যক্তি ভাল কাজ দিয়ে তার দিনের সূচনা করে এবং ভাল কাজ দিয়েই সমাপ্তি ঘটায়, আল্লাহ তা'আলা আপন ফেরেশতাগণকে বলেন, এর মধ্যবর্তী সময়ের কোন গুনাহ তার আমলনামায় লিখো না।' (তিবরানী)

(١٩) عَنْ اَنَسٍ (رضى) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ يَا اِبْنَ اٰدَمَ اِنَّ الشَّيْبَ نُوْرٌ مِنْ نُوْرِىْ وَاِنِّىْ اَسْتَحْيِ اَنْ اُعَذِّبَ نُوْرِىْ بِنَارِىْ فَاسْتَحْيُ مِنْهُ ـ

১৯. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ বলেন, 'হে আদম! নিশ্চয়ই বার্ধক্য আমার নূরসমূহের একটি নূর। আমি আমার নূরকে আমার আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে লজ্জা বোধ করি।' (আবুশ্-শায়খ)

(٢٠) عَنْ اَنَسٍ (رضى) مَكْتُوْبٌ فِى التَّوْرَاةِ مَنْ بَلَغَتْ لَهُ اِبْنَةٌ ثِنْتَىْ عَشَرَ سَنَةً فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَاَصَابَتْ اِثْمًا فَاِثْمُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ ـ

২০. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তাওরাতে লিখা আছে, যার কোন মেয়ে বার বছর বয়সে পৌঁছে, অথচ সে তাকে বিবাহ দেয় না–অত:পর সে কোন গুনাহ করে, তবে তার সেই গুনাহ তার পিতার উপর পতিত হয়।

(বায়হাকী-৮৩০৩, মিশকাত-৩০০৪ হাদীস মুনকার)

৯৩. প্রচলিত কতিপয় জাল হাদীস

আল হাদীসের নামে জাল হাদীসগুলো আমাদের সমাজের সম্মানিত আলেমদের মুখে আমরা শুনতে পাই। অনেকের হাদীসের সনদ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান না থাকার কারণে আল হাদীস ও জাল হাদীস এর মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন না। যদিও জাল হাদীসের কথা ইসলামের পক্ষে বলেই মনে হয়। তারপরও তা হাদীস হিসেবে মেনে নেয়া যাবে না।

(١) اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ اللّٰهِ وَالْمَدْرَسَةُ بَيْتِىْ ـ

১. মসজিদ আল্লাহর ঘর এবং মাদরাসা আমার ঘর।

(٢)مَنْ شَرِبَ الدُّخَانَ فَكَاَنَّمَا زَنٰى بِاُمِّهٖ فِى الْكَعْبَةِ ـ

২. যে ব্যক্তি ধূমপান করল, সে যেন কাবা ঘরের মধ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করল।

(٣) لَاصَلَاةَ اِلَّا بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ ـ

৩. অন্তরের উপস্থিতি ছাড়া সালাত হবে না।

(٤) اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ -

৪. দুনিয়া হলো আখেরাতের শষ্যক্ষেত্র।

(٥) اَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلاَثٍ لاَنِّىْ عَرَبِىٌّ وَالْقُرْاٰنُ عَرَبِىٌّ وَلِسَانُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِىٌّ -

৫. তিনটি কারণে আরবদেরকে ভালোবাসবে, কেননা আমি আরবি, কুরআনের ভাষা আরবি এবং জান্নাতের ভাষা আরবি।

(٦) اَلشَّيْخُ فِىْ قَوْمِهٖ كَالنَّبِىِّ فِىْ اُمَّتِهٖ -

৬. কোনো কওম বা গোত্রের মধ্যে শাইখ বা বয়স্ক মুরব্বী ব্যক্তি উম্মতের মধ্যে নবীর মতোই।

(٧) رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَاَهِّلِ خَيْرٌ مِّنْ اِثْنَتَيْنِ وَثَمَانِيْنَ رَكْعَةً مِّنَ الْاَعْزَبِ -

৭. অবিবাহিতের ৮২ রাকাত অপেক্ষা বিবাহিতের দুই রাকাত উত্তম।

(٨) لاَسَلاَمَ عَلٰى اٰكِلٍ -

৮. খাদ্য গ্রহণকারীকে সালাম দেয়া হবে না।

(٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَلَنْسُوَةً خُمَاسِيَّةً طَوِيْلَةً -

৯. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল ﷺ-এর মাথায় একটি লম্বা পাচভাঁগে বিভক্ত টুপি দেখেছি (পাঁচকল্লি টুপি)।

(١٠) مَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ اَنْ يَّحُجَّ فَقَدْ بَدَاَ بِالْمَعْصِيَةِ -

১০. যে ব্যক্তি হজ্ব সম্পাদনের আগে বিবাহ করল, সে পাপ দিয়ে শুরু করল।

(١١) مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ -

১১. যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, আমার শাফায়াত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে।

(١٢) اَلصَّلاَةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

১২. মুমিনের সালাত মী'রাজতুল্য।

(١٣) مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامِ الدُّنْيَا فِى الْمَسْجِدِ اَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ـ

১৩. যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবী কথা বলবে, আল্লাহ তার চল্লিশ বছরের আমল বাতিল বা বরবাদ করে দিবেন।

(١٤) حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْاِيْمَانِ ـ

১৪. দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।

(١٥) اَلْاِنْسَانُ سِرِّىْ وَاَنَا سِرُّهُ ـ

১৫. মানুষ আমার গুপ্ত রহস্য এবং আমি মানুষের গুপ্ত রহস্য।

(١٦) اُطْلُبُو الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ بِالصِّيْنِ ـ

১৬. চীনদেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান সন্ধান করো।

(١٧) نَوْمُ الْعَالِمِ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ ـ

১৭. মুর্খের ইবাদাতের চেয়ে আলিমের ঘুম উত্তম।

(١٨) مِدَادُ الْعُلَمَاءِ اَفْضَلُ مِنْ دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ ـ

১৮. শহীদের রক্তের চেয়ে জ্ঞানীর কালি উত্তম।

(١٩) كَرَامَاتُ الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ ـ

১৯. ওলীগণের কারামত সত্য।

(٢٠) اِخْتِلَافُ اُمَّتِىْ رَحْمَةٌ ـ

২০. আমার উম্মতের ইখতিলাফ (মতবিরোধ) রহমত বা করুণা স্বরূপ।

(٢١) مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ـ

২১. যে ব্যক্তি নিজেকে চিনলো, সে যেন তার রবকে চিনলো

(٢٢) اَلْجَنَّةُ تَحْتَ قَدَمِ زَوْجٍ ـ

২২. স্বামীর পায়ের নিচে বেহেশত।

(٢٣) مَنْ اَحَبَّ كَرِيْمَتَيْهِ فَلَا يَكْتُبَنَّ بَعْدَ الْعَصْرِ ـ

২৩. যে ব্যক্তি তার চক্ষুদ্বয়কে ভালোবাসে সে যেন আসরের পরে না লেখে।

(٢٤) مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ فَكَأَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ أَوْحُنَيْنٍ -

২৪. যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবীর জন্য এক দিরহাম দান করলো, সে যেন বদর বা হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো।

(٢٥) قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللّٰهِ -

২৫. মুমিনের হৃদয় আল্লাহর আরশ।

(٢٦) لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ -

২৫. আপনি না হলে আমি আসমান-যমিন বা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না।

তথ্যসূত্র : হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, সহযোগী অধ্যাপক, আল হাদীস বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৪. ঈমান (اَلْاِيْمَانُ)

ঈমান (اِيْمَانٌ) শব্দের অর্থ বিশ্বাস করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নির্ভর করা ও অবনত হওয়া। ইসলামের যাবতীয় ইবাদত ও নেক আমলের বুনিয়াদ হচ্ছে ঈমান। ঈমাম গাযালী (র) বলেন, নবী করীম ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবকিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলে। তবে সহজ কথা হলো কালিমায়ে তাইয়্যেবা এবং কালিমায়ে শাহাদাতের মর্ম অন্তর দিয়ে মেনে নিয়ে মুখে উচ্চারণ ও কর্মে বাস্তবায়ন করাকেই ঈমান বলে। যেখানে আল্লাহকে একক সত্তা হিসেবে মেনে নেয়ার এবং নবী মুহাম্মদ ﷺ -কে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করার ঘোষণা রয়েছে। ঈমান ছাড়া কোনো ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়, কোনো নেকী কবুল হবার নয় এবং পরকালে নাজাত পাওয়াও সম্ভব নয়। যে কোনো আমল দেখতে যতই নেক মনে হোক না কেন, যদি তার ঈমান না থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে তার কোনোই মূল্য নেই।

এ কারণেই ঈমানদারগণ ছাড়া যে যত বড়ই ভালো কাজ করুক না কেন, যতই কষ্ট স্বীকার করুক না কেন আল্লাহর কাছে তার কোনো মূল্য নেই এবং পরকালে এর জন্যে কোনো প্রতিদানও তার জন্যে নেই। একথা আমরা দুনিয়ার জীবনেই বুঝতে পারি যে, কোনো ব্যক্তি যদি একটা বিল্ডিং করে আর তার

ফাউন্ডেশন মজবুত করে নেয়, তবে উপরের দিকে যত ইচ্ছা তলা বৃদ্ধি করতে পারবে। কিন্তু ফাউন্ডেশন না থাকলে তার বিল্ডিং করা কেবল স্বপ্নই থেকে যাবে। যদিও কোনো রকম ইট বালি দিয়ে একতলা দাঁড় করায়, তবে তা যেকোনো মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে এমন আশংকায় সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হবে। তেমনি ঈমান ছাড়া যত নেক আমলই করুক না কেন তা কোনো কাজে আসবে না। মূলত ৭টি বিষয়কে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে মুখে বলাকে ঈমান আনা বলে। সাতটি বিষয় হচ্ছে– ১. আল্লাহ, ২. আল্লাহর তৈরি ফেরেশতা, ৩. আল্লাহর পাঠানো কিতাব, ৪. রাসূলদের প্রতি, ৫. পরকালের প্রতি ৬. আল্লাহর পক্ষ হতে ভালো-মন্দ তাকদীরের প্রতি এবং ৭. মৃত্যুর পর আবার জীবিত হতে হবে তার উপর।

ঈমানের ৭টি বিষয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহর পরিচয় জানতে হবে। আমাদের সমাজের অনেকের এ আকিদা যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। না, এটা বলা যাবে না। বরং আল্লাহ আরশে সমাসীন এবং সে আরশ থেকে তিনি তাঁর সৃষ্টি জগতের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। এ ব্যাপারে আমাদের ঈমাম আবু হানিফা রচিত "আল ফিকহুল আকবার" গ্রন্থটি পড়ে নেয়া আবশ্যক।

ঈমান সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য–

৯৪. আমরা রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করি না

(١) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ـ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ

১. রাসূল তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর যে হেদায়াত নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছেন। আর যেসব লোক ঐ রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও ঐ হেদায়াতকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে ও তাঁর রাসূলদেরকে মানে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি ও অনুগত হয়েছি। হে প্রভু! আমরা তোমার কাছে গুনাহ মাফের জন্যে প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে। (২–সূরা বাক্বারা : ২৮৫)

৯৫. যারা আল্লাহর নির্দেশিত পথে রয়েছে তারা সফলকাম

(١) اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ - اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

১. যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে যারা বিশ্বাস করে এবং পরকালে যারা দৃঢ় বিশ্বাসী তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। (২–সূরা বাক্বারা : ৩-৫)

৯৬. পিতা ও ভাইকেও ঈমানের প্রয়োজনে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না

(١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

১. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পিতা ও ভাইয়েরা যদি ঈমান অপেক্ষা কুফুরীকে বেশি ভালোবাসে তবে তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ কর না। আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অভিভাবক মানে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। (৯–সূরা তাওবা : ২৩)

৯৭. কুরআন শ্রবণে ঈমান বৃদ্ধি পায়

(١) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ -

১. প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, যাদের অন্তর কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং তাঁর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। (৮–সূরা আনফাল : ২)

৯৮. যারা আমলে সালেহ করে তারাই জান্নাতী

(١) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا - خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا -

১. অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে, আর নেক আমল করেছে, তাদের মেহমানদারী করার জন্যে ফেরদাউসের সুসজ্জিত বাগান রয়েছে। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। কখনো তা হতে তারা বের হতে চাইবে না। (১৮–সূরা কাহাফ : ১০৭-১০৮)

(٢) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ - خٰلِدِيْنَ فِيْهَا -

২. যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ সম্পাদন করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামত ভরা জান্নাত। সেখানে তারা অনন্তকাল বসবাস করবে।

৯৯. ঈমানদারদের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ

(١) اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

১. যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফুরী করে, তাগুত (শয়তান) তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে বের করে আনে। এরাই হলো জাহান্নামী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। (২–সূরা বাক্বারা : ২৫৭)

১০০. শয়তান ঈমানদারদের প্রকাশ্য শত্রু

(١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২–সূরা বাক্বারা : ২০৮)

১০১. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহ্ থেকে গাফিল না রাখে

(١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

১. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৩–সূরা মুনাফিকুন : ৯)

১০২. যে কোনো বিপদ-আপদ আল্লাহর অনুমতিক্রমেই হয়

(١) مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ـ

১. আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ দেখান। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। (৬৪–সূরা তাগাবুন : ১১)

১০৩. বিপদে পড়ে মানুষ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে

(١) وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهٖ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَا اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

১. আর মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন শুতে-বসতে, উঠতে আমাকে স্মরণ করে। অতপর আমি যখন তার কষ্ট দূর করে দেই তখন সে এমনভাবে চলে যায়, যেন কোনো বিপদেই আমাকে কখনো ডাকেনি। এমনিভাবেই দূরাত্মারা তাদের কীর্তিকলাপে মেতে রয়েছে। (১০–সূরা ইউনুস : ১১)

১০৪. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা

(١) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ـ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ـ

১. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে। (৯৮–সূরা বাইয়্যেনাহ : ৭-৮)

১০৫. সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত তবে ঈমানদার ছাড়া

(١) وَالْعَصْرِ ـ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ـ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ـ

১. শপথ মহাকালের। নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, সৎ আমল করেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে। (১০৩–সূরা আসর : ১-৩)

১০৬. ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

(١) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। ১. এ বলে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, ২. সালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেয়া, ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমযান মাসে রোযা রাখা।
(সহীহ বুখারী, হাদীস-৪৫১৪, মুসলিম, হাদীস-১৬, মিশকাত, হাদীস-৩)

১০৭. ঈমানের মাপকাঠি

(١) عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَّضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا ـ

১. আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে 'রব', ইসলামকে 'দ্বীন' এবং মুহাম্মদ ﷺ -কে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে, সে ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ১১৭ও বুখারী, মিশকাত-৮)

১০৮. আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও শত্রুতা

(١) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির ভালোবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না করা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই হয়ে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে-ই পূর্ণ ঈমানদার। (সহীহ্ বুখারী)

১০৯. ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنٰهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম শাখা হচ্ছে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলা আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে পথে বা রাস্তার মধ্য হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেয়া এবং লজ্জা হলো ঈমানের একটি শাখা। (মুসলিম ১ম খণ্ড, অ: ঈমান পৃ: ১১৮ ও বুখারী)

১১০. কালিমায়ে তাইয়্যেবা-ই হলো জান্নাতের চাবি

(١) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

১. মু'য়ায ইবনে জাবাল(রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন যে, জান্নাতের চাবি হলো এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রতিপালক নেই। (আহমাদ, হাদীস-২২১৫৫ হাদীসটি দুর্বল, মিশকাত-৩৬)

(٢) عَنْ عُثْمَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

২. ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র' ঘোষণা দেয় এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করে, তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম ১ম খণ্ড, অ: ঈমান, পৃ:-১০৮)

(٣) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ ـ

৩. উবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তার জন্যে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। (মুসলিম-১ম খণ্ড, অ: ঈমান, পৃ: ১১১)

১১১. ঈমানের অন্যতম তিনটি শর্ত

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ يَكْرَهُ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُلْقٰى فِى النَّارِ ـ

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, এমন তিনটি বস্তু রয়েছে, যে ব্যক্তির মধ্যে সেগুলো বিদ্যমান থাকবে কেবল সে-ই এগুলোর কারণে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে। সেগুলো হলো–

১. যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা সকল কিছু হতে অধিক পরিমাণে রয়েছে।

২. যে ব্যক্তি কোন বান্দাকে কেবল আল্লাহর জন্যে ভালোবাসে এবং

৩. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ কুফর হতে মুক্তি দেয়ার পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে অনুরূপভাবে অপছন্দ করে যেমনি অপছন্দ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে। (মুসলিম ১ম খণ্ড,অ: ঈমান পৃ:-১২২)

১১২. রাসূলের রিসালাতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণের পরিণাম

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَايَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَّلَا نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, সেই সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের জীবন। এ উম্মতের যে কেউ চায় সে ইয়াহুদী হোক বা নাসারা হোক আমার রিসালাতের কথা শুনবে, অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার ওপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই জাহান্নামের অধিকারী হবে। (সহীহ মুসলিম প্রথম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: নং-২০৩)

১১৩. মুসলমানের পরিচয়

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذَالِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهٗ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ فَلَاتُخْفِرُوا اللّٰهَ فِىْ ذِمَّتِهٖ -

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সালাত পড়ে, আমাদের কেবলাকেই কেবলা হিসেবে স্বীকার করে এবং আমাদের জবাইকৃত পশু খায় সে অবশ্যই মুসলমান। তবে এ ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই জিম্মাদার। অতএব তোমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না তার জিম্মার ব্যাপারে। (সহীহ বুখারী)

১১৪. বেশি আমল না করেও জান্নাতি হওয়া যায়

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهٗ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُ

بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّيْ الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ ـ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا شَيْئًا اَبَدًا وَّلَا اَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا۔

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ-এর দরবারে একজন বেদুঈন আগমন করে বলল, (হে আল্লাহর রাসূল!) আমাকে এমন কাজের দিকে পথ প্রদর্শন করুন যা করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবো। রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরয সালাতসমূহ প্রতিষ্ঠা করবে, নির্ধারিত হারে যাকাত প্রদান করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। অত:পর বেদুঈন লোকটি বলল, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন! আমি এর বেশি কিছু করবো না এবং এর কমও করবো না। এরপর যখন লোকটি চলে গেল তখন রাসূল ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতী লোক দেখে খুশি হতে চায়, সে যেন লোকটিকে দেখে। (মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ:-৯৪)

১১৫. অন্তর পরিচ্ছন্ন থাকা ঈমানের পরিচয়

(١) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ـ

১. নু'মান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, জেনে রেখো নিশ্চয় মানুষের শরীরে একটি গোশতের টুকরা আছে– তা বিশুদ্ধ থাকলে গোটা শরীর সুস্থ থাকে। আর তা বিনষ্ট হলে গোটা শরীরই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যায়। জেনে রাখো ঐ গোশতের টুকরাটি হলো মানুষের কলব বা আত্মা, (সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, অ: ঈমান পৃ:-৪০)

১১৬. ঈমান গ্রহণের তিনটি স্তর বা শর্ত

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ ـ

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ হচ্ছে– ১. মুখে স্বীকৃতি, ২. অন্তরে বিশ্বাস, ৩. ও ইসলামের মূল বিষয়গুলো কাজে পরিণত করা। (সিরাজী)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ -

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল ﷺ জনসম্মুখে বসা ছিলেন এমন সময় তাঁর কাছে একব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, ঈমান কী? তিনি বললেন- ঈমান হলো আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি (কেয়ামতরে দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। (বুখারী ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ৩৮ হাদীস জিব্রাঈল)

(٣) عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ -

৩. আলী ইবনে আবু তালেব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং দ্বীনি-বিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন। (ইবনে মাজাহ-৬৫, হাদীসটি মওযূ বা বানোয়াট)

৫. তাওহীদ

১১৭. তাওহীদের পরিচয়

তাওহীদ (تَوْحِيْدٌ) অর্থ একত্ববাদ। তাওহীদ হচ্ছে ইসলামী বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। একজন মুমিনের এ বিশ্বাসই তাওহীদ। আল্লাহর প্রতি একজন মুমিনের এমনভাবে বিশ্বাস আনতে হবে যেন জীবনের সব কিছুরই মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহর হুকুমেই পৃথিবীর যাবতীয় কাজকর্ম সংঘটিত হয়। তিনি অনন্ত সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী। তিনি চিরকাল আছেন ও চিরকাল থাকবেন। সারা পৃথিবী এবং এর সাথে যা কিছু আছে এ সবই তাঁরই সৃষ্টি। তার নির্দেশ ব্যতীত গাছের পাতাও ঝরে না। সৃষ্টি জগতের সবকিছুই তাঁর তাসবীহ পাঠ করে। তিনি সবকিছুই জানেন, দেখেন ও শুনেন। এমনকি বান্দার

মনের ভিতর কী আছে তাও তিনি অবগত রয়েছেন। তিনিই জীবন-মরণের মালিক। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি হও, বললেই সবকিছু হয়ে যায়। মোটকথা আল্লাহই হলেন চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, সর্বশক্তির অধিকারী। বাকি সব তাঁর সৃষ্টি এবং সকলেই ধ্বংসশীল। তাই জীবনের সবকিছু সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে উৎসর্গ করাই তাওহীদের মূলমন্ত্র।

১১৮. তাওহীদের প্রকারভেদ

তাওহীদ ৩ প্রকার– ১. تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ – আল্লাহর একত্ববাাদ।

২. تَوْحِيْدُ الْاُلُوْهِيَّةِ – আল্লাহর ক্ষমতার একত্ববাদ।

৩. تَوْحِيْدُ الْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ – আল্লাহর গুণবাচক নাম ও সিফাতের একত্ববাদ।

১১৯. আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষী আল্লাহই

(١) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

১. আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ্ নেই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৩–সূরা আলে-ইমরান-১৮)

(٢) وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.

২. তোমাদের ইলাহ এক ও একক ইলাহ। সেই রহমান ও রাহীম ইলাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই। (২–সূরা বাক্বারা : ১৬৩)

(٣) اِنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ.

৩. "নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক একক সত্তা। (১৮–সূরা কাহাফ : ১১০)

১২০. আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন

(١)قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

১. বলুন, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মান দান করো আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল। তুমি রাতকে দিনের ভিতরে এবং দিনকে রাতের ভিতরে প্রবেশ করাও। তুমিই মৃত হতে জীবিতের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবিত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। আর তুমি যাকে ইচ্ছা সীমাহীন জীবিকা দান করো। (৩–সূরা আলে-ইমরান : ২৬-২৭)

১২১. আল্লাহর পরিচয়

(١) اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ ـ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَاالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَايَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ـ

১. আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, অনাদি-অনন্ত। তাঁকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে এমন যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি সবই অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন। তাছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে আছে। এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (২–সূরা বাক্বারা : ২৫৫)

(٢) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

২. বলুন, তিনিই আল্লাহ একক, আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয় নি এবং কেউ-ই তাঁর সমকক্ষ নয়। (১১২–সূরা ইখলাছ ১-৪ আয়াত)

১২২. একাধিক ইলাহ্ থাকলে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যেত

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ـ

১. "যদি আসমান ও যমিনে এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ থাকতো, তাহলে উভয় স্থানে অবশ্যই বিশৃংখলা লেগে থাকতো।" (২১–সূরা আম্বিয়া : ২২)

১২৩. সকল রাজত্বই আল্লাহ্র হাতে

(١) تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ـ

১. মহা মহিমান্বিত তিনি, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন। যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে কাজে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (৬৭–সূরা মুলক : ১-২)

১২৪. গায়েবের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহ্রই হাতে

(١) وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ـ

১. অদৃশ্যের চাবি তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তা তিনিই জানেন। তাঁর অজান্তে একটি পাতাও ঝরে না, যমীনের অন্ধকারে এমন শস্য কণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। (৬–সূরা আনয়াম : ৫৯)

(٢) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

২. তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনিই রাজা, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তাদাতা, তিনিই আশ্রয়দাতা, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহংকারের দাবিদার। তারা যাকে শরীকদার করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৫৯–সূরা হাশর : ২২-২৪)

১২৫. আল্লাহই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী

(١) وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ـ

১. তিনিই (আল্লাহ) সঠিকভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যখন তিনি বলেন : (কুন) হয়ে যাও, (ফাইয়াকুন) তখনই হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য। যে দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে সে দিনের কর্তৃত্ব তো তাঁরই। অদৃশ্য ও দৃশ্য সব বিষয়ে তিনি অবগত। আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত। (৬–সূরা আনয়াম : ৭৩)

(٢) اِنَّ اللّٰهَ فٰلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ط يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذٰالِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ـ

২. নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী। জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। এ তো আল্লাহ, সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছো? (৬–সূরা আনয়াম : ৯৫)

১২৬. ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকা

(١) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْ لِّيْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ فَاسْتَقِمْ ـ

১. সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি শিক্ষা প্রদান করুন, যে সম্পর্কে আমাকে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না, তিনি আমাকে বললেন, বলো আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। অত:পর এ কথার ওপর অটল অবিচল থাকো। (সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২০, মিশকাত-১৪)

১২৭. অন্যতম কবীরা গুনাহ

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو(رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَبَائِرُ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন যে, কবীরা গুনাহ হলো– আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা। (সহীহ বুখারী)

১২৮. সূরা ইখলাসের প্রতি ভালবাসা

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلٰى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِاَصْحَابِهٖ فِىْ صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَلُوْهُ لِاَيِّ شَيْئٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَسَاَلُوْهُ

فَقَالَ لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ وَ اَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَءَ بِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهُ ـ

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি সেনাদলের অধিনায়ক করে যুদ্ধাভিযানে পাঠালেন। সালাতে সে যখন সঙ্গীদের ইমামতি করতো তখন قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ দিয়ে শেষ করতো। অভিযান শেষে ফিরে এসে লোকজন ঐ বিষয়টি নবী ﷺ-এর কাছে বললেন, তখন রাসূল ﷺ বললেন সে কেন এরূপ করে তা জিজ্ঞেস করো। সবাই তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, ওই সূরাতে আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তাই তা পাঠ করতে আমি ভালোবাসি। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্ও তাকে ভালোবাসেন। (সহীহ্ বুখারী)

১২৯. শিরক না করার ফলাফল

(١) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لَايُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَيُصَلِّيَ الْخَمْسَ وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهٗ قُلْتُ اَفَلَا اُبَشِّرُهُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ دَعْهُمْ يَعْمَلُوْا ـ

১. মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করেছে যে, সে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করেনি। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছে এবং রমযানের রোযা রেখেছে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। অতঃপর আমি বললাম : হে আল্লাহ্র রাসূল! ﷺ আমি কি লোকদেরকে এ বিষয়ে সুসংবাদ দেবো? তিনি বললেন, বরং তাদেরকে আমল করতে সুযোগ দাও। (সহীহ্ আহমদ, মিশকাত-৪৩)

(٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَاالْمُوْجِبَتَانِ؟ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَّاتَ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দুটি বিষয় অপর দুটি বিষয়কে অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, রাসূল সে

দুটি বিষয় কী? নবী করীম ﷺ বললেন, যে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করেছে, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে, পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

(সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড, অ: ঈমান, পৃষ্ঠা-১৫৩, মিশকাত-৩৪)

(٣) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

৩. ওসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যু বরণ করবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। (সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড, অ: ঈমান, পৃ:-১০৮)

১৩০. সবচেয়ে বড় জালেম যে

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ :وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ بِخَلْقِىْ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً اَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً اَوْ شَعِيْرَةً ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করেছেন : তাদের অপেক্ষা বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আমার সৃষ্টির সদৃশ সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে? তাহলে তারা একটা শস্যদানা কিংবা যব তৈরি করুক। (বুখারী ১০ম খণ্ড, অ: তাওহীদ, পৃ: ৬৩৮) (সা)

৬. রিসালাত

রিসালাত رِسَالَةٌ অর্থ পৌঁছানো। মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি তাঁর হুকুম-আহকাম ও হেদায়াত পৌঁছানোর জন্যে যে ব্যবস্থা করেন তাকে রিসালাত বলে। যাদেরকে আল্লাহ্ মানুষের মধ্য হতে নির্বাচন করে মানুষের কাছে তার হুকুম-আহকাম হেদায়াত পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে মনোনীত করেন তাদেরকে নবী-রাসূল বলে। পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল আগমন করেছেন। পবিত্র কুরআনে পঁচিশজন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ আছে। রিসালাত আল্লাহর বিরাট দান। যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। বলে বা চেয়ে কিংবা দাবি করে এ মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায় না। প্রত্যেক নবীর দাওয়াত ছিল একই। তাদের কোনো একজনকে অস্বীকার করলে সকলকে অস্বীকার করা বোঝায়।

নবীর প্রতি ঈমান আনার অর্থ এই যে, তাঁর পুরোপুরি আনুগত্য করা। আদম (আ) থেকে নিয়ে ঈসা (আ) পর্যন্ত যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূলকে আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাদের কেউ ছিল এলাকাভিত্তিক কিংবা জাতিভিত্তিক কিন্তু রাসূল ﷺ ছিলেন পুরো বিশ্ববাসীর জন্য নবী। নবী মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত এসে নবুয়ত শেষ হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না। তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্যে এবং যতদিন দুনিয়া থাকবে ততোদিনের জন্যে তাঁর নবুয়ত থাকবে। আল্লাহর কাছে তারাই নাজাত পাবে যারা তাঁর উপর ঈমান এনে তার আনুগত্যের অনুসারী হয়ে জীবন যাপন করবে। নবী করীম ﷺ কুরআন মাজীদ নিয়ে আসার পর তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল কিতাবের প্রতি আমল করা যাবে না।

১৩১. অহী রাসূলের তৈরিকৃত নয়

(١) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ .

১. তিনি যদি নিজের কথা আমার নামে চালিয়ে দিতেন তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম। তারপর নিশ্চয়ই তাঁর শাহরগ কেটে দিতাম। তখন তোমাদের কেউই আমাকে তা থেকে ফেরাতে পারত না। (৭০-সূরা মাআরিজ : ৪৪-৪৭)

(٢) وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهٗ . اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ

২. আমি রাসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তার জন্যে তা শোভনীয়ও নয়। এটাতো এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কুরআন। (৩৬–সূরা ইয়াসীন : ৬৯)

(٣) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ط اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى .

৩. তিনি তার প্রবৃত্তি থেকে কোন কথা বলতেন না। যা বলতেন তা শুধু অহী। (৫৩–সূরা নজম : ৩-৪)

১৩২. সকল নবী-রাসূলের একই দায়িত্ব ছিল

(١) وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ط فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ .

১. প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি এই বলে তাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাগুতের আনুগত্য পরিহার করো। এরপর তাদের মধ্য হতে কাউকে আল্লাহ হেদায়াত দান করলেন আর কারো ওপর গোমরাহী চেপে বসলো। সুতরাং তোমরা জমীনে পরিভ্রমণ করো আর দেখ মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কি হয়েছিল। (১৬–সূরা নাহল : ৩৬)

১৩৩. এক নবীর মর্যাদা অন্য নবীর উপর

(١) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ط وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْشَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا قف وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ـ

১. ঐ রাসূলগণ আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যাঁর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন। আর কারো মর্যাদা উচ্চতর করেছেন এবং আমি মরিয়ম পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট মু'জিযা দান করেছি এবং রুহুল-কুদ্দুস অর্থাৎ জিব্রাঈলের মাধ্যমে তাকে শক্তি দান করেছি। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে পরিষ্কার নির্দেশ আসার পর রাসূলদের পেছনে যারা ছিলো তারা লড়াই করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলো। ফলে তাদের মধ্যে কেউ ঈমান আনলো এবং কেউ কুফরী করলো। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো না। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। (২–সূরা বাকারা : ২৫৩)

১৩৪. প্রত্যেক নবীর প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছে

(١) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُوالْاَوْتَادِ ـ وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ الْئَيْكَةِ ط اُولٰئِكَ الْاَحْزَابُ ـ اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ـ

১. তাদের পূর্বেও মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, আদ ও বহু শিবিরের অধিপতি ফিরাউনের সম্প্রদায়-সামুদ, লুতের সম্প্রদায় আইকার লোকেরা। এরাই ছিলো এক একটা বিশাল বাহিনী। এদের প্রত্যেকেই রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ফলে তাদের ক্ষেত্রে আমার আযাব হয়েছে বাস্তব। (৩৮–সূরা ছোয়াদ : ১২-১৪)

১৩৫. কতিপয় নবী-রাসূলের দৃষ্টান্ত

(١) اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ج وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ج وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ط وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ج رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ج وَالْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا۔

১. (হে নবী!) আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং তাঁর পরবর্তী নবী-রাসূলদের প্রতি। আর ওহী পাঠিয়েছি ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সন্তানদের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যাবুর কিতাব। এছাড়া এমন রাসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত পূর্বে আপনাকে শুনিয়েছি এবং এমনও অনেক রাসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনাইনি। আর আল্লাহ মূসা'র সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি। সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলদের পাঠিয়েছি, যাতে রাসূলদের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মতো কোনো অবকাশ মানুষের জন্যে না থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়। আল্লাহ আপনার প্রতি যা নাযিল করেছেন তা তিনি জেনে-শুনেই নাযিল করেছেন। আল্লাহ নিজেই এর সাক্ষী এবং ফিরেশতাগণও সাক্ষী। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪–সূরা নিসা : ১৬৩-১৬৬)

১৩৬. প্রত্যেক নবী-রাসূলের প্রতি অহী প্রেরণ করা হয়েছে

(١) وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالاً نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ - وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّايَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَاكَانُوْا خَالِدِيْنَ -

১. আপনার পূর্বে আমি ওহীসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম। তোমরা যদি না জানো তবে যারা স্মরণ রাখে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো। আমি তাদেরকে এমন দেহ বিনিময় করিনি যে, তারা খাবার খেতো না এবং তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। (২১–সূরা আম্বিয়া : ৭-৮)

(٢) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

২. (ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ) প্রার্থনা করলেন) হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করো, যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২–সূরা বাকারা : ১২৯)

১৩৭. রাসূলের কাজ রিসালাতের দায়িত্ব পৌঁছে দেয়া

(١) يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ط وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ -

১. হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দিন। আর যদি তা না করেন- তবে তো আপনি তার পয়গামের কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ্ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না। (৫–সূরা মায়িদা : ৬৭)

১৩৮. রাসূল মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল

(١) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

১. তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছে, যে তোমাদের মধ্যে থেকেই একজন। তোমাদের ক্ষতি হওয়া তাঁর পক্ষে দু:সহ কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণেরই তিনি কামনাকারী। ঈমানদার লোকদের জন্যে তিনি সহানুভূতি সম্পন্ন ও করুণাসিক্ত। (৯–সূরা তওবা : ১২৮)

১৩৯. রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য

(١) هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ـ

১. তিনিই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পথ-নির্দেশ (আল-কুরআন) ও সত্য দ্বীন (আল-ইসলাম) সহ পাঠিয়েছেন, যাতে একে অন্য সব মতবাদের উপর বিজয়ী করেন। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪৮–সূরা ফাতাহ্ : ২৮)

১৪০. প্রকৃত ঈমানদারদের পরিচয়

(١) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হই।

(বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত, হাদীস-৬)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ ـ

২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ আকাঙ্ক্ষিত মানের মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের প্রবৃত্তিকে আমার আনীত বিধানের অধীন করে। (শরহে সুন্নাহ)

(আলবানী : যিলালুল জান্নাত, হাদীস-১৫, আত-তানকীল-৩/২৫৩ পৃষ্ঠা)

১৪১. মূসা (আ) এখনো জীবিত থাকলে রাসূলের অনুসরণ করতেন

(١) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْبَدَالَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِيْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْكَانَ مُوْسٰى حَيًّا وَّاَدْرَكَ نُبُوَّتِيْ لَاتَّبَعَنِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَا وَسِعَهُ اِلَّا اتِّبَاعِيْ -

১. জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-ইরশাদ করেছেন, সে মহান সত্তার শপথ যার মুঠিতে মুহাম্মদের প্রাণ রয়েছে, মূসাও যদি তোমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তোমরা তার অনুসরণ করো, আর আমাকে তোমরা পরিত্যাগ করো, তবে তোমরা নিশ্চতরূপে সঠিক সত্য পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বাস্তবিক মূসা যদি এখন জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুয়তের সময় পেতেন, তবে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন। অপর একটি সূত্রে বলা হয়েছে, তার পক্ষে আমার অনুসরণ ভিন্ন কোনো উপায় থাকতো না। (মিশকাত, হাদীস-১৮৪)

১৪২. ঈসা (আ)-এর পরিচয়

(١) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَ ابْنُ اَمَتِهِ وَ كَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ -

১. উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং নি:সন্দেহে মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। অবশ্যই ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁরই রাসূল এবং আল্লাহর বাদীর পুত্র ও তাঁর বাক্য كُنْ দ্বারা সৃষ্টি। যা তিনি মারইয়ামের কাছে পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ হতে একটি রুহ মাত্র। আর জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য। আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই হোক না কেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪৩. প্রত্যেক নবী-রাসূলেরই সঙ্গী-সাথী ছিল

(١)عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ(رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِيْ أُمَّتِهٖ قَبْلِيْ اِلَّا كَانَ لَهٗ فِيْ أُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَّأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَالَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ـ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার পূর্বে আল্লাহ এমন কোনো নবীকে তাঁর উম্মতের নিকট প্রেরণ করেননি যার জন্য তাঁর সে জাতি হতে কোনো সঙ্গী ছিল না। বরং সঙ্গীরা তাঁর সুন্নাতকে অনুসরণ করতেন এবং তাঁর নির্দেশ মান্য করে চলতেন, এরপর এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা অন্যদেরকে এমন কথা বলতো যারা নিজেরা তা করতো না এবং এমন সব কাজ করতো যার জন্যে তাদেরকে আদেশ করা হয়নি। অতএব এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লড়াই করবে সে মু'মিন। আর যে ব্যক্তি মুখে প্রতিবাদ করবে সেও মু'মিন। যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে তা প্রতিহত করার চিন্তা করবে সেও মু'মিন। এটাও যারা করবে না তাদের সাথে সরিষা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না। (সহীহ মুসলিম)

১৪৪. শেষ নবী ও পূর্ববর্তীদের মাঝে দৃষ্টান্ত

(١)عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مَثَلِيْ وَمَثَلَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بَيْتًا فَاَحْسَنَهٗ وَاَجْمَلَهٗ اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهٖ وَيَتَعَجَّبُوْنَ لَهٗ وَيَقُوْلُوْنَ هَلَّا وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ـ

১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উপমা হচ্ছে এরূপ : এক ব্যক্তি একটি সুন্দর সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করলো। কিন্তু সে এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিলো। অত:পর লোকেরা এসে অট্টালিকাটি ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো এবং তারা বিস্মিত হয়ে বলতে থাকলো-ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমিই সেই ইট, আমি সর্বশেষ নবী। (বুখারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, অ: আম্বিয়া কিরাম (আ), পৃ: ১৮৭ ও মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড, অ: ফযীলত, পৃ: ৩০৬)

৭. আখিরাত (اَلْاٰخِرَةُ)

'আখিরাত' আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পরিণাম, পরকাল, শেষ ফল ও শেষ পরিণতি ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মানুষের মৃত্যুর পর মুহূর্ত থেকে যে অনন্ত জীবন যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই তাকেই আখিরাত বলে। আখিরাতের দু'টি পর্যায়। 'আলমে বরযখ' অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর পর হতে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লোক চক্ষুর অন্তরালে যে মধ্যবর্তী সময় রয়েছে তাকে 'আলমে বরযখ' বলা হয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'কিয়ামত' বা পুনরুত্থান বা বিচার দিবস। কিয়ামতের আরো একটি স্তর হচ্ছে বিচারের পর শেষ আবাসস্থল। পৃথিবী লয়ের মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া আর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। অত:পর আল্লাহরই নির্দেশে এক নতুন জগত তৈরি হবে। প্রতিটি মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে। দুনিয়ার জীবনে সে ভালো-মন্দ যা কিছুই করেছে, তার হিসাব-নিকাশ সেদিন তাকে দিতে হবে আল্লাহর দরবারে। এটিকে বলা হয়েছে বিচার দিবস। এ দিবসের একচ্ছত্র মালিক ও বিচারক হবেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। আল্লাহর সাথে কেউ কথা বলার সাহস করবে না। তিনি যাকে অনুমতি দিবেন কেবল তিনিই সেদিন কঠিন মুহূর্তে সুপারিশ করতে পারবেন। আলমে বরযখ, কবর, হাশর, বিচার ব্যবস্থা, পুলসিরাত পর্যায়ক্রমে শেষ হওয়ার পর সর্বশেষ পরিণতি জান্নাত নতুবা জাহান্নাম। আর এটাই শেষ ঠিকানা।

১৪৫. সেদিন কোনো সুপারিশ গৃহীত হবে না

(١) وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَاهُمْ يُنْصَرُوْنَ ـ

১. আর তোমরা সেদিনের ভয় করো, যখন কেউ কারো সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোনো সুপারিশও কবুল হবে না, কারো কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না, আর তারা কোনো রকম সাহায্যও পাবে না। (২–সূরা বাকারা : ৪৮)

(٢) يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهٗ ج وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ـ يَوْمَئِذٍ لَّاتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ـ

২. সেদিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, যার কথা এদিক সেদিক হবে না এবং দয়াময় আল্লাহর ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ছাড়া তুমি কিছুই শুনবে না। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোনো উপকারে আসবে না। (২০–সূরা ত্বা-হা : ১০৮-১০৯)

(٣) اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ يَوْمَ لَايُغْنِىْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلَاهُمْ يُنْصَرُوْنَ ـ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ـ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ـ

৩. নিশ্চয় ফয়সালার দিন তাদের সবারই নির্ধারিত সময়, যেদিন কোনো বন্ধুই কোনো উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যও পাবে না। তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী দয়াময়। (৪৪–সূরা দুখান : ৪০-৪২)

(٤) زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ـ

৪. কাফেররা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন : অবশ্যই হবে। আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অত:পর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (৬৪–সূরা তাগাবুন : ৭)

১৪৬. দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়

(١) وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلاَّ لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ط وَلَلدَّارُ الاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ -

১. আর পার্থিব জীবনতো খেল-তামাশা ব্যতীত কিছুই নয়, আর মুত্তাকীদের জন্য পরকালের বাসস্থানই উত্তম, তোমরা কি ভেবে দেখো না? (৬–সূরা আনআম : ৩২)

১৪৭. আখিরাতের জীবন শুধুমাত্র মুত্তাকীদের জন্য

(١) تِلْكَ الدَّارُ الاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَيُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلاَفَسَادًا - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -

১. পরকালের আবাস আমি সে সব লোকের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেবো, যারা যমীনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও চায় না। আর পরিণামের চূড়ান্ত কল্যাণ কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্যই। (২৮–সূরা কাসাস : ৮৩)

১৪৮. যে দুনিয়া চায় আল্লাহ তাকে দুনিয়াই দান করেন

(١) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ - وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَالَهٗ فِى الاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ -

১. যে কেউ পরকালীন ফসল চায়, তার ফসল আমি বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল পেতে চায়, তাকে দুনিয়া হতেই দান করি, কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য থাকবে না। (৪২–সূরা শূরা : ২০)

১৪৯. কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা

(١) اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا. وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا - يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا - بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا. يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ - فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ -

১. যখন পৃথিবী তার আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে, যখন পৃথিবী তার ভার বের করে দেবে এবং মানুষ বলবে, এর কি হলো? সেদিন সে তার সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অত:পর কেউ অণুপরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণুপরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। (৯৯–সূরা যিলযাল : ১-৮)

(٢)وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ـ

২. এবং যখন সত্য প্রতিশ্রুতি আসন্ন হবে, তখন হঠাৎ কাফেরদের চোখ স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! আমরা তো উদাসীন ছিলাম এ বিষয়ে। বরং আমরাই ছিলাম পাপাচারী। (২১–সূরা আম্বিয়া : ৯৭)

১৫০. নেকের পাল্লা ভারী হলে জান্নাতী হালকা হলে জাহান্নামী

(١) فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ـ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ـ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ـ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ـ وَمَآ اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ ـ نَارٌ حَامِيَةٌ ـ

১. অতঃপর যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন-যাপন করবে। আর যার (নেকীর) পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়াহ্। আপনি জানেন, তা কি? তা হলো জ্বলন্ত আগুন। (১০১–সূরা কারিয়াহ : ৬-১১)

১৫১. বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না

(١) يَوْمَ تَاْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ـ

১. যেদিন প্রত্যেক মানুষ নিজেই পক্ষ সমর্থনে কথা বলবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি কৃতকর্মের বিনিময় পাবে, আর তাদের প্রতি যুলুমও করা হবে না। (১৬–সূরা নাহল : ১১১)

১৫২. কিয়ামতের দৃশ্য

(١) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَاْئُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَاْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিক্বাক পাঠ করে। (সহীহ আত্-তিরমিযী, হাদীস-৩৩৩৩)

(٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لاَحَدٍ .

২. সাহাল ইবনে সায়াদ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানবজাতিকে মথিত আটার রুটির ন্যায় লালিমাযুক্ত শ্বেতবর্ণ যমীনে একত্রিত করা হবে, যেখানে কারো কোনো ঘর-বাড়ির চিহ্ন থাকবে না।
(বুখারী, মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ, পৃষ্ঠা-২৯, মিশকাত-৫২৯৮)

১৫৩. বনি আদমের জন্য পাঁচটি প্রশ্ন

(١) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتَزُوْلُ قَدَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَ اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ اَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ اَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ .

১. ইবনে মাসউদ (রা) নবী করীম ﷺ এর নিকট হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এই পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে, ১. নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? ২. যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে? ৩. ধন-সম্পদ কোথা হতে উপার্জন করেছে? ৪. কোথায় তা ব্যয় করেছে? ৫. এবং সে (দ্বীনের) যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে?
(তিরমিযী, হাদীস-২৪১৬)

১৫৪. মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করার ফযীলত

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ وَ أَحْزَمُ النَّاسِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِّلْمَوْتِ وَ أَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا أُولٰئِكَ الْأَكْيَسُ ذَهَبُوْا بِشَرْفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْاٰخِرَةِ .

১. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো হে আল্লাহর নবী ﷺ লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে? উত্তরে নবী ﷺ বললেন, লোকদের মধ্যে যারা মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে এবং তার জন্যে যে সবচেয়ে বেশি প্রস্তুতি গ্রহণ করে সেই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার লোক। তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা উভয়ই লাভ করতে পারে। (তিবরানী ও মুজামুস-সগীর)

১৫৫. যালিম আল্লাহর কাছে মশার ডানার চেয়ে নিকৃষ্ট

(١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَايَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ اقْرَؤُوْا فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন একজন মোটা-তাজা বড় লোককে হাজির করা হবে আল্লাহর কাছে যার মর্যাদা একটা মশার ডানার সমানও হবে না। অত:পর রাসূল ﷺ অত্র আয়াত পাঠ করতে বললেন, "কিয়ামতের দিন তাদের জন্যে মিযান কায়েম করবো না। কারণ, তাদের পরিমাপ যোগ্য কোনো কাজ থাকবে না।" (বুখারী ও মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ, পৃ :২৯১)

১৫৬. মানুষ হাশরের ময়দানে বিবস্ত্র ও কাফের অধ:মুখে থাকবে

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةَ اَلْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَّنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ .

১. আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মানবজাতিকে খালি, উলঙ্গ ও খাৎনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এমতাবস্থায় তো নারী-পুরুষ পরস্পরের দিকে তাকাবে! নবী ﷺ বললেন, হে আয়েশা! সে দিনের অবস্থা এতো ভয়াবহ হবে যে, (নারী-পুরুষ) একে অপরের দিকে তাকাবার কোনো চিন্তাই করবে না। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত-৫৩০২)

(٢) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلٰى وَجْهِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ اَلَيْسَ الَّذِىْ اَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِى الدُّنْيَا قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّمْشِيَهُ عَلٰى وَجْهِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে কীভাবে মুখের ওপর হাটিয়ে একত্রিত করা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, যিনি দুনিয়াতে মানুষকে দু'পায়ে চালিয়ে দিলেন তিনি কি কিয়ামতের দিন তাকে মুখের ওপরে চালাবার ক্ষমতা রাখেন না?
(বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত-৫৩০৩)

১৫৭. জাহান্নামীদের চিত্র

(١) عَنْ عَدِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ يَحْجُبُهُ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهٖ وَيَنْظُرُ اَمَامَ مِنْهُ فَلَا يَرَاى اِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرٰى اِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهٖ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ -

১. আ'দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যার সাথে অচিরেই তার রব কথা বলবেন না। যে সময় তার এবং তার রবের মধ্যে কোনো অনুবাদক (সুপারিশকারী) অথবা কোনো আড়াল থাকবে না। সে ডান দিকে তাকাবে কিন্তু নিজের পূর্বকৃত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সে সামনের দিকে তাকাবে সেখানে জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। তাই তোমরা সে আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করো। এমনকি একটি খেজুরের অর্ধেক দিয়ে হলেও। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৮. কিয়ামতের সময়কাল

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ هِيَ لاَ يُقَالَ فِى الْاَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ -

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, পৃথিবীতে 'আল্লাহ আল্লাহ' বলার মতোও কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। (সহীহ তিরমিযী, হাদীস-২২০৭)

১৫৯. যে দিন সকল মানুষ আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ)اَنَّهٗ رَفَعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ مَنْ يَّقْوٰى عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِىْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ فَقَالَ يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتّٰى يَكُوْنَ عَلَيْهِ كَالصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ -

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, যে দিন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন, "যেদিন মানুষ বিশ্বের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে" সেদিন কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? (কারণ সেদিনের একদিন দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে।) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (সেদিন আল্লাহদ্রোহী ও পাপীদের জন্যে খুবই কঠিন ও দীর্ঘ হবে কিন্তু) মুমিনদের জন্য সেদিনটি হবে খুবই হালকা, ফরজ সালাত আদায় (মিশকাত, হাদীস-৫৩২৮, ২৯, বায়হাকী, দুর্বল)

৮. শিরক্ (اَلشِّرْكُ)

'শিরক' অর্থ-অংশ। ইসলামী পরিভাষায় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার জাত এবং সিফাতের সঙ্গে যে কাউকে তাঁর সমকক্ষ, সহায়ক এবং অংশীদার স্থির করাকে শিরক বলে। শিরক একটি কবীরা গুনাহ এবং জঘন্যতম অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা শিরককে বড় মিথ্যা এবং জুলুম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাছাড়া হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দার যেকোনো গুনাহকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু শিরকের গুনাহকে ক্ষমা করেন না। আমাদের সমাজে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন পন্থায় শিরক করা হয়ে থাকে। মানুষ পাথর, অগ্নি, গাছ, পীর ও কবর পূজা ইত্যাদির মাধ্যমে শিরক করে। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, বিবাহ-শাদী, রোগ-শোক, আয়-রোজগার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বিভিন্নভাবে

এবং বিভিন্ন পন্থায় শিরক করা হয়ে থাকে। মানুষ পাথর, অগ্নি, গাছ, পীর ও কবর পূজা ইত্যাদির মাধ্যমে শিরক করে। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, বিবাহ-শাদী, রোগ-শোক, আয়-রোজগার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন পন্থায় অহরহ শিরক করে থাকে। শিরককে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ১. আল্লাহর মূল সত্তায় শিরক, ২. আল্লাহর গুণাবলিতে শিরক, ৩. আল্লাহর অধিকারে শিরক ও ৪. আল্লাহর এখতিয়ারে শিরক।

১৬০. আল্লাহ্ শিরক ছাড়া সকল গুনাহ্ মাফ করে দেন

(١) إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا. إِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِلَّآ إِنٰثًا ج وَإِنْ يَّدْعُوْنَ إِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا.

১. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। তারা তাঁর পরিবর্তে শুধু দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে। (৪–সূরা নিসা : ১১৬-১১৭)

(٢) وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيْمُ لِأَبِيْهِ اٰزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا اٰلِهَةً ج إِنِّيْٓ أَرٰكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

২. স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বললেন : তুমি কি প্রতিমা সমূহকে উপাস্য মনে করো? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট। (৬ সূরা আনয়াম : ৭৪)

নোট : ইব্রাহীম (আ)-এর পিতার নাম– তারেক, যা অন্য বর্ণনায়ও পাওয়া যায়।

১৬১. শিরককারীরা আল্লাহর পুত্র কন্যা সাব্যস্ত করে

(١) وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ. بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ. أَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

১. তারা জ্বীনদেরকে আল্লাহর শরীক করে, অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। তিনি পবিত্র ও মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তিনি তার উর্ধ্বে। তিনি আসমান ও জমীনের আদি স্রষ্টা, কীরূপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে? অথচ তার কোনো সঙ্গিনী নেই, তিনি তো সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। (৬ সূরা আনয়াম : ১০০-১০১)

১৬২. আল্লাহ্ তাদের দাবি থেকে পূত-পবিত্র

(১)وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا۔

১. হে নবী! ঘোষণা করে দিন, সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র সেই আল্লাহর যিনি না কাউকে পুত্র বানিয়েছেন, না তার শাসন ও সাম্রাজ্যে কেউ শরীক আছে, আর না তিনি দুর্বল ও অক্ষম যে, কেউ তার পৃষ্ঠপোষক হতে হবে। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল : ১১১)

(২) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ- فَمَنْ عَمِلَ اَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِىْ فَاَنَا مِنْهُ بَرِىْءٌ وَهُوَ لِلَّذِىْ اَشْرَكَ ۔

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন : "আমি মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র। যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে আমাকে ছাড়া আর কাউকেও শরীক করা হয়েছে, আমি তার সাথে সম্পর্কহীন। তার সম্পর্ক তার সাথে যাকে সে শরীক করেছে। (ইবনে মাজাহ, হাদীস-৪২০২, ও মুসলিম)

১৬৩. আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের ইবাদত করে তারা তাদের কোনো উপকার করতে পারবে না

(১) يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ط ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۔ يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ط لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ۔

১. তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যে তাদের কোনো অপকার করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম বিভ্রান্তি যে, তারা এমন কিছুকে ডাকে, যার অপকার উপকারের আগে পৌঁছে। কত নিকৃষ্ট এই বন্ধু এবং কত নিকৃষ্ট এই সঙ্গী। (২২ সূরা হজ্জ : ১২-১৩)

১৬৪. স্বীয় পুত্রকে লুকমান (আ)-এর উপদেশ

(١) وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

১. যখন লুকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বললেন, হে বৎস! আল্লাহ্র সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। (৩১ সূরা লুকমান : ১৩)

১৬৫. পিতামাতার বাধ্য হয়ে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া যাবে না

(١) وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ لا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ج ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

১. তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শরীক করতে পীড়া-পীড়ি করে যার জ্ঞান তোমার নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। যে আমার অনুগামী হয় তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করবো। (৩১ সূরা লুকমান : ১৫)

٢. لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

২. স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য করা যাবে না। (বুখারী)

১৬৬. যে ব্যক্তি আল্লাহর দীদার চায় সে যেন শিরক না করে

(١) فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا.

১. অতএব যে ব্যক্তি তার রবের সাথে সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে যেন নিষ্ঠার সাথে সৎকর্ম সম্পাদন করতে থাকে আর তার রবের দাসত্ব ও ইবাদত-বন্দেগীতে যেন অপর কাউকেও শরীক না করে। (১৮ সূরা কাহাফ : ১১০)

১৬৭. আল্লাহর সাথে শিরক না করার নিষেধাজ্ঞা

(١) وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا۔

১. তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব ও ইবাদত করো। আর অন্য কোনো কিছুকেই তার সঙ্গে শরীক করো না। (৪ সূরা নিসা : ৩৬)

১৬৮. আল্লাহ্ ও বান্দার সম্পর্ক

(١) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ يُقَالُ لَهٗ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ تَدْرِيْ مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ وَمَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَايُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَاتُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا ۔

১. মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উকাইর নামক একটি গাধার পিঠে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মু'আয, তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক কি? এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কি? আমি বললাম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো, বান্দা তাঁর ইবাদত করবে এবং তার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করলে তাকে আল্লাহ্ শাস্তি দিবেন না। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমি কি লোকদেরকে এ সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন, না, তুমি লোকদেরকে এ সুসংবাদ দিও না, তাহলে লোকেরা (এর উপরই) নির্ভর করে বসবে। (বুখারী ৫ম খণ্ড; অ: জিহাদ, পৃ: নং-১৪৭, মিশকাত, হাদীস-২২)

১৬৯. লোক দেখানো ইবাদাত শিরক তুল্য

(١) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ

১. শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলে কারীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি লোক দেখিয়ে সালাত পড়ল সে শিরক করল। আর যে ব্যক্তি লোক দেখিয়ে রোযা রাখল সেও শিরক করল। (মুসনাদে আহমদ, মিশকাত, হাদীস-৫০৯৯ দুর্বল)

(٢) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) اَنَّهٗ خَرَجَ يَوْمًا اِلٰى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِالنَّبِيِّ ﷺ يَبْكِيْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ يُبْكِيْنِيْ شَيْءٌ سَمِعْتُهٗ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ يَسِيْرًا الرِّيَاءِ شِرْكٌ ـ

২. উমর ইবনুল খাত্তাব, (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ এর মসজিদে উপস্থিত হলে সেখানে দেখেন, যে মু'য়ায ইবনে জাবাল (রা) রাসূল ﷺ-এর কবরের কাছে বসে কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন কেন কাঁদছো? মু'য়ায বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ থেকে একটা কথা শুনেছিলাম, এ কথাই আমাকে কাঁদাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, সামান্যতম রিয়াও (অহংকার) শিরক। অর্থাৎ কেবলমাত্র মূর্তির সামনে সিজদা করাই শিরক নয় বরং অপরকে সন্তুষ্ট করা এবং দেখানো কাজও শিরক। (মিশকাত, হাদীস-৫০৯৬ দুর্বল)

১৭০. শিরক ও সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ

(١)عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاهُنَّ قَالَ اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَ التَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ হতে বিরত থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে সাতটি পাপ কী কী? তিনি বললেন, এগুলো হলো– ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. শরীয়তের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা, ৬. জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং ৭. পুতঃপবিত্র ঈমানদার মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা। (বুখারী ও মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ১৫১)

(٢) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاالْمُوْجِبَتَانِ؟ قَالَ :مَنْ مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ- وَمَنْ مَّاتَ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু'টি বিষয় অপর দু'টি বিষয়কে অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! সে দু'টি বিষয় কী? নবী করীম ﷺ বললেন, যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে মরেছে, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে সে অব্যশই জান্নাতে যাবে। (মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ১৫৩)

১৭১. যে আল্লাহর সাথে শিরক করে না সে জান্নাতে যাবে

(١) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ)قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِكَ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى سَرَقَ .

১. আবু যর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন, জিব্রাঈল (আ) আমাকে এ মর্মে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তোমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে ইন্তিকাল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে তারপরও কী? তিনি বললেন, যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে। (মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ১৫০)

৯. বিদআত اَلْبِدْعَةُ

১৭২. বিদআত পরিচয়

بِدْعَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ নতুন কোন বিষয় সৃষ্টি করা, কোন যন্ত্র, উপাদান, কাল বা স্থানের সাহায্য গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন বস্তু উদ্ভাবন করা। এজন্য আল্লাহ্ তাআলার একটি গুণবাচক নাম হল আল বাদী (اَلْبَدِيْعُ) উহার অর্থ হল যে আল্লাহ্ হলেন এরূপ সত্তা, যিনি কোনরূপ নমুনা বা আদর্শ না দেখেই নিজ উদ্ভাবনী ক্ষমতা বলে কোনও অভিনব বস্তু সৃষ্টি করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– (بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ) আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা (২–সূরা বাক্বারা : ১১৬)

শরীয়াতের পরিভাষায় : দ্বীনদারী কিংবা আমল ও ইবাদতের নামে নব উদ্ভাবিত এমন সব কাজ, যা রাসূল ﷺ কোন সময় করেন নি এবং যার কোন নমুনা ছাহাবী কিংবা তাবেয়ীনদের যুগেও পাওয়া যায়নি। সুতরাং সে দ্বীনদারী কিংবা ইবাদতের নমুনা আল্লাহর রাসূল ﷺ বা সাহাবায়ে কেরাম অথবা তাবেয়ীনদের কাছ থেকেও পাওয়া যায় না, তা কোন দ্বীনদারী নয় এবং কোন ইবাদতও নয়।

বিদআতের কয়েকটি সহজ পরিচয় হল বিদআত সুন্নাতের চেয়ে অতিরিক্ত, সুন্নাতের একরূপ বিদআতের বহুরূপ, সুন্নাত আল্লাহ রাসূল থেকে অনুসৃত আর বিদআত ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক উদ্ভাবিত, তাই বিদআতের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন–

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল, যা করা সম্পর্কে আমাদের কোন হুকুম বা নির্দেশনা নেই তা অগ্রাহ্য।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَنَعَ اَمْرًا عَلٰى غَيْرِ اَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ .

যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনি কাজের উপর অন্য কোন কোন কাজ আবিষ্কার করল তা হবে অগ্রাহ্য। (আবু দাউদ, হাদীস-৪৬০৬, ইবনে মাজাহ, হাদীস-১৪)

اِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ.

সাবধান, তোমরা দ্বীনে নতুন কোন (ইবাদত) কিছু করা হতে বিরত থাকবে। কেননা, এতে প্রত্যেক নতুন কিছু করার নামই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহী হবে জাহান্নামী। (আবু দাউদ-৪৪৪৩, ইবনে মাজাহ-৪৬)

বিদআতীদের পরিণাম

১. যারা বিদআত করে তারা হাশরের ময়দানে হাউযে কাওসারের পানি পান করতে পারবে না।

২. দুনিয়াতে তাদের দোয়া কবুল করা হবে না।

৩. বিদআতীরা চরমভাবে লাঞ্ছিত।

৪. বিদআতীদের চূড়ান্ত পরিণাম জাহান্নাম।

১৭৩. আমাদের সমাজে সুন্নাতের নামে প্রচলিত কিছু বিদআত–

১. সম্মান করার নামে কদমমুসী করা।

২. নতুন দোকান, বাড়ী, অফিস বা গাড়ী উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে কুরআন খতম, মিলাদ মাহফিল বা খতমে গাউছিয়া পড়া।

৩. ছেলে বা মেয়ের পরীক্ষা, বিদেশে যাত্রার প্রাক্কালে, বিপদ থেকে রক্ষা বা আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কোন আলেম বা মৌলভী দ্বারা কুরআন খতম করানো।

৪. হাফেজ দ্বারা খতমে সবিনা পড়ানো।

৫. রাসূল ﷺ নিদের্শিত দুরুদ ছাড়া অন্য দুরুদ পড়া। যেমন– দুরুদে লাখি, দুরুদে তাজ, দুরুদে হাজারী, দুরুদে মুক্কাদাস, দুরুদে নারীয়া, দুরুদে মাহী, দুরুদে মুজাদ্দেদিয়া, দুরুদে কাদরিয়া, দুরুদে চিস্তিয়া, দুরুদে নকশবন্দিয়া বা অন্য সকল দুরুদ যা ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক রচিত।

৬. রাসূলের উপস্থিতি মনে করে দাঁড়িয়ে দুরুদ পড়া।

৭. ইসতিনজার ক্ষেত্রে ঢিলা বা টয়লেট পেপার দিয়ে পুরুষাঙ্গ হাতে ধরে এদিক ঐদিক হাঁটাহাঁটি কিংবা চল্লিশ কদম হাটা, মাটিতে জোরে জোরে পা মারা, এক উরু দিয়ে অন্য উরুতে চাপ দেয়া, যা ভদ্রতা, সভ্যতা, সুরুচি, দ্বীনী মর্যাদা ও লজ্জার বিপরিত।

৮. আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম পেশ করা।

৯. সালাত শুরু করার পূর্বেব إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ এ দোয়া পড়া।

১০. মুখে নিয়্যাত উচ্চারণ করে পড়া।

১১. সালাতের শেষে ইমামের নেতৃত্বে মুনাজাতকে আবশ্যিক মনে করা।

১২. জুমআর খুতবার সময় ইমাম কারুকার্য সম্পন্ন ও লম্বা লাঠি ব্যবহার করা।

১৩. রোজার নিয়্যাত মুখে মুখে বলা।

১৪. কোন পীর অলীর মাজার জিয়ারাত করা।

১৫. রবিউচ্ছানীর ১১ তারিখ ফাতেহা ইয়াজদাহুম এর নামে বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী সাহেবের নামে ফাতেহা বা উরস করা।

১৬. শবে বরাত ও শবে মেরাজের বিশেষ সালাত পড়া।

১৭. নারায়ে রিসালাত ও নারায়ে গাউসিয়া শ্লোগান দেয়া।

১৮. হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়ে প্রথমে বায়তুল্লাহ না গিয়ে সরাসরি মদীনা শরীফ জেয়ারাত করা।

১৯. তসবীহের ছড়া দিয়ে তাসবীহ্ গণনা করা বিদআত, আঙ্গুলের গিরা দ্বারা গননা করা সুন্নাত। কেননা আঙ্গুল সমূহ হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দিবে (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

২০. কুরআন তিলায়াতের সময় কানে মুখে হাত দিয়ে চেহারা বিকৃত করে তেলায়াত করা এবং শেষে- صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ বলা।

১০. শেষনবী (خَاتَمُ النَّبِيِّنَ)

পথভ্রষ্ট মানুষকে হেদায়াতের জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন তাদের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তারপরে আর কোনো নবী পৃথিবীতে আসবেন না। তিনি হলেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য মনোনীত নবী। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে তারা তার উম্মতের মধ্যেই গণ্য হবে। রাসূল ﷺ আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকার এ মহান জিম্মাদারী তাঁর উম্মতের মাঝে যারা কুরআন হাদীসের জ্ঞানে-জ্ঞানী তাদের উপর দিয়েছেন। তিনি একথাও বলেছেন, তার পরে যদি কেউ নবী হতো সে হতো ওমর (রা)। কিন্তু পৃথিবীতে আর কোনো নবী আসবে না। আদম (আ) প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী ছিলেন। তাকে দিয়ে নবীদের দরজা খোলা হয়েছে এবং মহানবী ﷺ এর মাধ্যমে এ দ্বারা বন্ধ করা হয়েছে।

১৭৪. মুহাম্মদ ﷺ শেষ নবী

মুহাম্মদ ﷺ যে শেষ নবী এই সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

(١) مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ - وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا -

১. মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। বরং তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (৩৩–সূরা আল আহযাব : ৪০)

১৭৫. মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমনের সুসংবাদ পূর্ববর্তী কিতাবেও আছে

(١) يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا ۢبِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ ۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ـ

১. হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর পাঠানো রাসূল, সত্যতা বিধানকারী সেই তাওরাতের, যা আমার পূর্বে এসেছে, আর সুসংবাদদাতা এমন একজন রাসূলের যে আমার পরে আসবে, যার নাম হবে আহমদ। (৬১–সূরা আস-সফ : ৬)

১৭৬. মুহাম্মদ ﷺ বিশ্ব মানবতার নবী

(١) قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ

১. হে নবী আপনি বলে দিন হে মানব জাতি, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। (৭–সূরা আ'রাফ : ১৫৮)

(٢) وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

২. (হে নবী) আমি তোমাকে সারা বিশ্বের জন্যে রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি। (২১–সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

(٣) وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

৩. আমি আপনাকে সমগ্র জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (৩৪–সূরা সাবা : ২৮)

১৭৭. মুহাম্মদ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন

(١) وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ـ

১. মুহাম্মদ তো রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল গত হয়েছেন। এমতাবস্থায় তিনি যদি মারা যান কিংবা নিহত হন, তবে তোমরা কী (তার আদর্শ হতে) ফিরে যাবে? মনে রেখো, যে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বরং আল্লাহ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (৩–সূরা আলে ইমরান : ১৪৪)

১৭৮. মুহাম্মদ ﷺ নবুওয়াতের সীল মোহর

(١) عَنْ عِرْبَاضِ بِنْ سَارِيَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنِّیْ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْتُوْبٌ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِیْ طِيْنَتِهٖ ـ

১. ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমি আল্লাহর নিকট খাতামুন্নাবিয়ীন হিসেবে তখনও লিখিত ও নির্দিষ্ট, যখন আদম (আ) মাটির গাড়া হিসেবে পড়েছিলেন।

(মুসনাদে আহমদ, শরহে সুন্নাহ, বায়হাকী ও হাকেম, মিশকাত-৫৫১২ দুর্বল)

(٢) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَثَلِیْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِی كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰی بُنْيَانًا فَاَحْسَنَهٗ وَاَجْمَلَهٗ اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهٖ يَعْجَبُوْنَ لَهٗ وَيَقُوْلُوْنَ هَلَّا وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَ قَالَ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন। আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এরূপ, এক ব্যক্তি একটি সুন্দর সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করল। কিন্তু এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিল। অত:পর লোকেরা এসে অট্টালিকা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল এবং তারা বিস্মিত হয়ে বলতে থাকল ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি সেই ইট, আমিই সর্বশেষ নবী (বুখারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৮৭ ও মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩০৬, মিশকাত-৫৪৯৯)

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ مَقَادِيْرَ الْخَلْقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ وَكَتَبَ فِی الذِّكْرِ اَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ـ

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে স্বীয় প্রতিটি সৃষ্টির তকদীর ঠিক করে দিয়েছেন এবং লাওহে মাহফুযে এই কথাও লিখে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ ﷺ খাতামুন্নাবিয়ীন। (সহীহ মুসলিম)

১৭৯. সকল নবী বৈমাত্রেয় ভাই

(١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسٰى اَلْاَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عِيْسٰى نَبِيٌّ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ঈসার সব চেয়ে নিকটবর্তী। নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সমতুল্য। আর আমার ও ঈসার মধ্যে কোনো নবী নেই। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত-৫৪৭৭)

১৮০. মূসা (আ) এখনো জীবিত থাকলে রাসূল ﷺ -এর নবুওয়ত মেনে নিতেন

(١) عَنْ جَابِرٍ (رضـ)قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْبَدَا لَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِيْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْكَانَ مُوْسٰى حَيًّا وَّ أَدْرَكَ نُبُوَّتِيْ لَاتَّبَعَنِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَاوَسِعَهُ اِلَّا اتِّبَاعِيْ -

১. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কসম সেই সত্তার! মুহাম্মদের জীবন যার হাতে। যদি মূসার পুনরাবির্ভাব ঘটে আর তোমরা আমাকে বাদে তাঁর অনুসরণ করো, তবে অবশ্যই তোমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে। মূসা যদি আমার নবুওয়াত পর্যন্ত বেঁচে থাকত, তবে অবশ্যই আমার অনুসরণ করত। অপর একটি বর্ণনায় আছে, আমার অনুসরণ ছাড়া তার কোনো গত্যন্তর থাকবে না। (মিশকাত-১৮৪, মুসনাদে আহমদ ও দারেমী)

১৮১. রাসূল ﷺ -এর তিনটি উপাধি

(١) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِيْ يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِيْ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِيْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ -

১. জুবাইর ইব্‌নে মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি আল মাহি–এমন ব্যক্তি যে আমার মাধ্যমে কুফরকে বিলুপ্ত করা হবে। আমি আল-হাশির–এমন ব্যক্তি যে, আমার পেছনে লোকদের সমবেত করা হবে। আমি আল-আকিব, আর আল-আকিব ঐ ব্যক্তি, যার পর কোনো নবী নেই। অর্থাৎ আমিই শেষ নবী। (মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড, অ: ফযীলত পৃ: নং-৩৪৭)

১১. ফেরেশতা (اَلْمَلَائِكَةُ)

১৮২. ফেরেশতা পরিচিতি

ফেরেশতা হচ্ছে আল্লাহর দূত এবং তাঁর রাজ্যের সেবক। আল্লাহ তাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। সর্বদা তারা আল্লাহর হুকুম পালনে ব্যস্ত থাকেন। অসংখ্য ফেরেশতার হিসাব কেবলমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের সাতটি মূল বিষয়ের একটি। তারা আল্লাহর ইবাদাত এবং প্রশংসা করা এবং আল্লাহ যা বলেন তা করা ছাড়া নিজ ইখতিয়ারে কিছুই করতে পারেন না। প্রধান ফেরেশতা চারজন। জিবরাঈল (আ), মিকাঈল (আ), আজরাঈল (আ) তথা মালাকুল মাউত ও ইসরাফিল (আ)। জিবরাঈল আমীন আল্লাহর বাণী নবী-রাসূলের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করতেন। মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে বাণী পৌঁছানোর মাধ্যমে তার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। মিকাঈল (আ) আল্লাহর সৃষ্টি জগতের প্রতিটি প্রাণীর রুজি ভাগ-বণ্টনের দায়িত্ব ও বৃষ্টিবর্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। আজরাঈল (আ) তথা মালাকুল মাউত সকল প্রাণীর জান কবজ করার দায়িত্বে আছেন এবং ইসরাফিল (আ) আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছেন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার জন্যে। তিনি শিঙ্গায় ফুঁ দিলে সমস্ত পৃথিবী আল্লাহর হুকুমে মুহূর্তের মধ্যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। বাকি সব ফেরেশতা আল্লাহর নিয়োজিত দায়িত্বে ব্যস্ত আছেন।

১৮৩. ফেরেশতা ও আদম (আ)

(١) وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ـ

১. সেই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন- আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক। তারা বলল, হে আল্লাহ! আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করতে চান যে জমিনে বিশৃঙ্খলা করবে এবং রক্তপাত করবে, বরং আমরাই আপনার তাসবীহ্ পাঠ করি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি। আল্লাহ্ বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। (২–সূরা বাকারা : ৩০)

(٢) وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا ـ

২. আর স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন ফেরেশতাগণকে বললাম- তোমরা আদমকে সিজদা করো, ফলে তারা সকলে (আদমকে) সিজদা করল। (২–সূরা আল বাক্বারা : ৩৪)

১৮৪. ফেরেশতারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِىْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ط يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাদেরকে করেছেন বার্তাবাহক। তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা শোভা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩৫–সূরা আল ফাতির : ১)

১৮৫. ফেরেশতারা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের শত্রু

(١) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ـ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَٰلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ ـ

১. (হে নবী!) বলে দিন, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু হয়, যেহেতু তিনি আল্লাহর আদেশে এ বাণী আপনার অন্তরে নাযিল করেন যা সত্যায়নকারী তাদের সম্মুখস্থ বাণীর এবং মুমিনদের জন্যে পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তার ফেরেশতা, রাসূলগণ, জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু সে জেনে রাখুক, আল্লাহও ঐ সব কাফেরদের শত্রু। (২–সূরা আল বাক্বারা : ৯৭-৯৮)

১৮৬. ফেরেশতারা কখনো আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না

(١) يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ـ

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে ভয়ংকর আকৃতি ও কঠিন হৃদয়ের ফেরেশতারা। যারা কখনো আল্লাহর অবাধ্যতা করে না বরং তারা আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন করে। (৬৬–সূরা আত তাহরীম : ৬)

(٢) لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ـ

২. মানুষের সম্মুখে পিছনে পালাক্রমে ফেরেশতারা বেষ্টন করে আছে। আল্লাহর হুকুমে তারা মানুষকে হিফাজত করে। (১৩–সূরা রা'য়াদ : ১১)

১৮৭. সম্মানিত লেখক ফেরেশতা

(١) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ ـ كِرَامًا كَٰتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ـ

১. নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে পাহারাদার রয়েছে। তারা সম্মানিত লেখক, তোমরা যা করো তা তারা জানে। (৮২–সূরা আল ইনফিতার : ১০-১২)

(٢) اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ . مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ .

২. স্মরণ রেখ, যখন ডান ও বামের দুজন মালাইকা পরস্পর সাক্ষাৎ করে, ঐ ব্যক্তি যা-ই বলবে ও করবে, তাই তারা সংরক্ষণ (লিপিব্ধ) করে রাখে। (৫০–সূরা আল কাফ : ১৭-১৮)

১৮৮. ফেরেশতারা মুমিনদের জন্য দুআ করে

(١) اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ .

১. যারা আরশকে বহন করছে, আর যারা তার চতুর্দিকে রয়েছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে ও ঈমানদারদের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (৪০–সূরা মু'মিন : ৭)

১৮৯. মু'মিনদের নিকট ফেরেশতাদের সকাল বিকাল আগমণ

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَ صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْئَلُهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ .

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের নিকট রাত্র দিন পালাক্রমে ফেরেশতা আসা-যাওয়া করেন এবং তারা ফজর ও আছরের সময় একত্রিত হন। অত:পর যারা তোমাদের সাথে রাত্রি যাপন করেছেন, তারা আকাশে আরোহণ করেন। তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? অথচ তিনি বান্দাদের বিষয়ে অধিক জ্ঞাত। উত্তরে তারা বলেন, তাদেরকে সালাত আদায় করতে দেখে এসেছি এবং তাদের কাছে সালাত আদায় অবস্থায় গিয়েছিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

১৯০. ফেরেশতাদের সংখ্যা অগণিত

(٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَافِى السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ مَوْضِعُ قَدَمٍ وَّلاَ شِبْرٍ وَّلاَ كَفٍّ اِلاَّ وَفِيْهِ مَلَكٌ قَائِمٌ اَوْ مَلَكٌ سَاجِدٌ اَوْ مَلَكٌ رَاكِعٌ فَاِذَاكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوْا جَمِيْعًا سُبْحَانَكَ مَاعَبَدْ نَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ اِلَّا اَنَّالَمْ نُشْرِكْ بِكَ شَيْئًا ـ

৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আকাশে ফেরেশতা ছাড়া পা ফেলার মতো এক বিঘত বা হাতের তালু পরিমাণ স্থানও খালি রাখেন নি। তাঁরা কেউ দণ্ডয়মান, কেউ সিজদায় এবং কেউ রুকুতে রত আছেন। তাঁরা কিয়ামতের দিন এক বাক্যে বলে উঠবেন তোমারই প্রশংসা হে আল্লাহ! আমরা তোমার উপযুক্ত ইবাদত করতে পারিনি, তবে তোমার সাথে কাউকেও শরীক করি নি। (তাবরানী)

(٤) ثَبَتَ فِىْ بَعْضِ اَحَادِيْثِ الْمِعْرَاجِ اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ لَهُ الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ الَّذِىْ هُوَ فِى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَقِيْلَ فِى السَّادِسَةِ بِمَنْزِلَةِ الْكَعْبَةِ فِى الْاَرْضِ وَهُوَ بِحِيَالِ الْكَعْبَةِ حُرْمَتُهُ فِى السَّمَاءِ كَحُرْمَةِ الْكَعْبَةِ فِى الْاَرْضِ وَاِذْ هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُوْنَ اِلَيْهِ اٰخِرَ مَاعَلَيْهِمْ ـ

৪. মি'রাজ সম্পর্কিত কোনো কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নবীর নিকট বায়তুল মামুর উপস্থিত করা হয়, যা সপ্তম অথবা ষষ্ঠ আসমানে অবস্থিত। আর যা জমিনে স্মৃতিবহ কাবাগৃহের সমপর্যায়ের মতো এবং তার বরাবর আকাশে তার সম্মান। প্রত্যহ এতে সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। তারপর তারা দ্বিতীয়বার প্রবেশের সুযোগ পায় না। (এভাবে ফেরেশতাদের আধিক্য বুঝানো হয়েছে) (সহীহ মুসলিম)

(٥) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ عَنِ التَّعَرِّىْ فَاسْتَحْيُوْا مِنْ مَلَائِكَةِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ مَعَكُمُ الْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ الَّذِيْنَ لَايُفَارِقُوْنَكُمْ اِلَّا عِنْدَ اِحْدٰى ثَلَاثِ حَالَاتِ الْغَائِطِ وَالْجَنَابَةِ وَالْغُسْلِ فَاِذَا اِغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ بِعَرَاءٍ فَلْيَسْتَتِرْ بِثَوْبِهٖ اَوْبِجِذْمِ حَائِطٍ اَوْبِغَيْرِهٖ -

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তোমাদেরকে নগ্ন হতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর ফেরেশতাদের লজ্জা করো। যারা তোমাদের সাথী অতি সম্মানিত এবং তোমাদের আমলনামার লেখক এবং তারা তিন অবস্থা ছাড়া তোমাদের হতে পৃথক হয় না। ১. পেশাবের সময়, ২.স্ত্রী সহবাসের সময় ও ৩. গোসলের সময়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন খোলা ময়দানে গোসল করে তখন সে যেন কাপড় অথবা দেয়াল অথবা অন্যকিছু দিয়ে আড়াল করে নেয়।

১৯১. ফেরেশতাদের ছয়শত ডানা রয়েছে

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جِبْرِيْلَ فِىْ صُوْرَتِهٖ وَلَهٗ سِتُّ مِائَةُ جَنَاحٍ وَكُلُّ جَنَاحٍ مِنْهَا سَدَّ الْاُفُقَ يَسْقُطُ مِنْ جَنَاحِهٖ مِنَ التَّهَاوَالدُّرِّ وَالْيَاقُوْتُ مَا اللّٰهُ بِهٖ عَلِيْمٌ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈলকে তাঁর নিজ আকৃতিতে দেখেছেন। তাঁর ছয়শত পাখা রয়েছে, প্রত্যেকটি পাখা আকাশের কিনারা পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁর পাখা হতে বিভিন্ন রংয়ের মণি-মুক্তা, ইয়াকুত ঝরে, যে সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।

(মিশকাত-৫৪১৮, ১৯ (আংশিক)

১৯২. ফেরেশতাদের আকৃতি

(٢) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُذِنَ لِىْ اَنْ اُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِّنْ مَلاَئِكَةِ اللّٰهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ مَابَيْنَ شَحْمَةِ اُذُنِهٖ اِلٰى عَاتِقِهٖ مَسِيْرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ ـ

২. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে আল্লাহর আরশ বহনকারী একজন ফেরেশতা সম্পর্কে কিছু বলতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর কানের লতি হতে গর্দান পর্যন্ত সাত শত বছরের রাস্তা। (আবু দাউদ-৪৭২৭, মিশকাত-৫৭২৭)

১২. জান্নাত (اَلْجَنَّةُ)

১৯৩. জান্নাত পরিচিতি

جَنَّةٌ (জান্নাত) শব্দটি আরবি। যার অর্থ বাগান। ফারসী ভাষায় যাকে বলে বেহেশত। জান্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ উদ্যান, বাগান, সুখময় স্থান ইত্যাদি। আর পরিভাষায় পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসানের পর মুমিনের অনন্ত সুখময় চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সুসজ্জিত আবাস প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাকে জান্নাত বা বেহেশত বলে।

(١) وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ط وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ لا وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

১. আর হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার নিম্ন দেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোনো ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে– এতো অবিকল সে ফল-ই যা আমরা ইতোপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। আর সেখানে তাদের জন্যে পবিত্র সঙ্গিনী থাকবে। আর তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (২–সূরা বাক্বারা : ২৫)

(২) وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ لا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

২. তোমরা তোমাদের প্রভু পরওয়ার দিগারের ক্ষমা লাভের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও এবং সে জান্নাতের প্রতি যার আয়তন আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সমান। যা মুত্তাকীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। (৩–সূরা আলে ইমরান- ১৩৩)

(৩) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط ذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

৩. আল্লাহ মুমিন নর-নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের। যার নিম্ন দেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান সেথায় তারা চিরদিন থাকবে। এই চির সবুজ শ্যামল জান্নাতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান। আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে তারা হবে সৌভাগ্যবান আর তা হবে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সাফল্য। (৯– সূরা তাওবা : ৭২)

১৯৪. মু'মিনের জন্য দুনিয়া জেলখানার ন্যায়,

জেলখানায় যেমন যা ইচ্ছা তাই করতে পারা যায় না, তেমনি মু'মিনরাও দুনিয়াতে যা ইচ্ছা তা করতে পারে না।

١ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন পৃথিবী মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাতের ন্যায়। (মুসলিম)

যে একবার জান্নাতে প্রবেশ করবে সে চিরকাল তথায় থাকবে। জান্নাত মোট আটটি। স্তর হিসেবে পর্যায়ক্রমে জান্নাতগুলো হচ্ছে–

১. জান্নাতুল ফিরদাউস (جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ)

২. দারুল মাক্বাম (دَارُ الْمَقَامِ)

৩. জান্নাতুল মাওয়া (جَنَّةُ الْمَاوٰى)

৪. দারুল ক্বারার (دَارُ الْقَرَارِ)

৫. দারুস সালাম (دَارُ السَّلَامِ)

৬. জান্নাতুল আদন (جَنَّةُ الْعَدْنِ)

৭. দারুন নাঈম (دَارُ النَّعِيْمِ)

৮. দারুল খুলদ (دَارُ الْخُلْدِ)

এগুলোর মধ্যে জান্নাতুল ফিরদাউস হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত।

১৯৫. জান্নাতুল ফিরদাউস

(١) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ـ

১. নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। (১৮–সূরা আল-কাহাফ : ১০৭)

১৯৬. দারুল মাক্বাম

(٢) الَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ج لاَ يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلاَ يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ـ

২. যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের স্থায়ী আবাস দিয়েছেন তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না, স্পর্শ করে না ক্লান্তি। (৩৫–সূরা ফাতির - ৩৫)

১৯৭. জান্নাতুল মাওয়া

(٣) اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى نُزُلاً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

৩. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। (৩২–সূরা সাজদাহ : ১৯)

১৯৮. দারুল ক্বারার

٤. يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ز وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ ـ

৪. হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। (৪০–সূরা মু'মিন : ৩৯)

১৯৯. দারুস সালাম

(٥) لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

৫. তাদের জন্য প্রতিপালকের নিকট নিরাপত্তার গৃহ রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু তাদের কর্মের কারণে। (৬–সূরা আনয়াম : ১২৭)

২০০. জান্নাতুল আদন

(٦) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ـ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

(৬) আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জনের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ তারা সেগুলোর মাঝে স্থায়ীভাবে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জনে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি আর এটিই হলো মহাসাফল্য (৯–সূরা তাওবা : ৭২)

২০১. দারুন নাঈম

(٧) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنَاهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ـ

৭. যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনতো এবং খোদাভীতি অবলম্বন করত তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নিয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করতাম। (৫–সূরা মায়েদা : ৬৫)

২০২. দারুল খুলদ

(٨) قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ـ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَّ مَصِيْرًا ـ

৮. বলুন এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে মুত্তাকিদেরকে? সেটাই হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান। (২৫–সূরা ফুরক্বান : ১৫)

২০৩. জান্নাতীরা জান্নাতে তাদের স্ত্রীদের সাথে থাকবে

(١) اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فَاكِهُوْنَ - هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَائِكِ مُتَّكِئُوْنَ - لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ - سَلٰمٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ -

১. সেদিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে থাকবে তাদের জন্যে ফলমূল এবং তাদের জন্যে চাহিদা অনুযায়ী সবকিছু। পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে সালাম। (৩৬-সূরা ইয়াসীন : ৫৫-৫৮)

২০৪. জান্নাতের নাজ-নেয়ামতের বর্ণনা

(١) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ - وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ - وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ -

১. পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থান নিম্নরূপ : তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারী ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহেযগারেরা কি তাদের সমান যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে? (৪৭-সূরা মুহাম্মাদ : ১৫)

২০৫. জান্নাতীর জন্য ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সাদর সম্ভাষণ

(١) وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتّٰى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ

فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ـ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ـ

১. যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং জান্নাতের রক্ষিরা তাদেরকে বলবে তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদা সর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদাপূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই না চমৎকার। (৩৯-সূরা যুমার : ৭৩-৭৪)

(٢) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ـ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ـ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ـ لَّاتَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ـ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ـ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ـ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ـ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ـ وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ـ

২. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে সজিব। তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট। তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। তথায় শুনবে না কোনো অসার কথাবার্তা। তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণা। থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন এবং সংরক্ষিত পানপাত্র। আর সারি সারি গালিচা এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (৮৮-সূরা গাশিয়া : ৮-১৬)

২০৬. অকল্পনীয় জান্নাত

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ وَاقْرَؤُوْا اِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : "আমি আমার নেক্‌কার বান্দাদের জন্যে (জান্নাতে) এমন সব নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি এবং কোনো অন্তরও তা সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে না। আর এর

সত্যতার জন্যে তোমরা ঐ আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পারো "ফালা তা'লামু নাফসুম মা উখফিয়া লাহুম মিন কুররাতি আয়ুনিন" অর্থাৎ "আল্লাহ চোখ জুড়ানো সে সব নেয়ামত নেক বান্দাদের জন্য দৃষ্টির অন্তরাল করে রেখেছেন, তা সম্পর্কে কেউ কোনো জ্ঞান রাখে না। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, পৃ:৩২২, মিশকাত-৫৩৭১)

২০৭. প্রাকৃতিক হাজাতমুক্ত জান্নাত

(١) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَاْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَايَنْفُلُوْنَ وَلَايَتَغَوَّطُوْنَ وَلَايَمْتَخِصُوْنَ قَالُوْا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ والتَّحْمِيْدَ - كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفَسُ -

১. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন– অবশ্যই জান্নাতবাসীরা তাতে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবে। কিন্তু তাদের থু-থু ফেলার, পেশাব-পায়খানা করার কিংবা নাক ঝাড়ার প্রয়োজন হবে না। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, তাদের ভক্ষণবস্তুর (পেটের) কি দশা হবে? রাসূল ﷺ বললেন, ঢেকুরের মাধ্যমে বের হবে। কিন্তু তা হবে মেশকের সুজের মতো। আর জান্নাতবাসীর অন্তরে আল্লাহর তাসবীহ্ ও তাহমীদ (প্রশংসাকরণ) এমনভাবে বেঁধে দেয়া হবে যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস (অর্থাৎ জান্নাতীরা শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করতে থাকবে)। (মুসলিম ৭ম খণ্ড-৩২৮, মিশকাত-৫৩৭৯)

২০৮. জান্নাত দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا -

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের একটা কোড়া (বেত্রদণ্ড) রাখার মতো স্থান দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব জিনিসের চাইতেও উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

২০৯. সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারীকে এ দুনিয়ার চেয়ে দশগুণ বড় জান্নাত দান করা হবে

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ وَخُرُوْجًا مِّنَ النَّارِ رَجُلٌ يَّخْرُجُ مِنَ

النَّارِ زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقْ فَاِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ اَخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ اَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِيْ كُنْتَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ نَعَمْ ؛ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ فَتَمَنّٰى فَيُقَالُ لَهُ لَكَ الَّذِىْ تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةَ اَضْعَافِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُوْلُ اَتَسْخَرُ بِىْ وَاَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ وَفِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى فَيَقُوْلُ اِنِّى لَاَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلٰكِنِّى عَلٰى مَا اَشَاءُ قَادِرٌ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম থেকে সর্বশেষে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আমি চিনি, তার অবস্থা হবে এই যে, সে হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বের হবে, তাকে বলা হবে চল, যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন দেখবে যে পূর্ব থেকেই সকল মানুষ জান্নাতে স্ব স্ব স্থান দখল করে রেখেছে। তখন তাকে বলা হবে তোমার কি ঐ সময়ের কথা স্মরণ আছে, যে সময় তুমি জাহান্নামে ছিলে? সে বলবে হ্যাঁ। তখন তাকে বলা হবে চাও, সে চাইবে তখন তাকে বলা হবে তোমার জন্য রয়েছে তুমি যা চেয়েছ তা এবং তার সাথে আরো দেয়া হল ইহজগতের চেয়ে আরো দশগুণ বেশি। তখন সে বলবে আল্লাহ! তুমি বাদশা হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছ? হাদিস বর্ণনাকারী বলেন : আমি দেখলাম একথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন এমনকি তাঁর দাঁত দেখা গেল। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তাকে বলা হবে নিশ্চয়ই আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। তবে আমি যা করতে চাই তাতে আমি সর্বশক্তিমান। (মুসলিম)

নোট : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তির জবাব শুনে এজন্য হেসেছেন যে, আল্লাহর ক্ষমতা প্রসঙ্গে বান্দাদের ধারণা এত অল্প যে, আল্লাহর নির্দেশকে অসম্ভব মনে করে, তা সে ঠাট্টা বলে সম্বোধন করেছে।

২১০. চিরস্থায়ী জান্নাত ও তার নাজ-নেয়ামত

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُنَادِىْ مُنَادٍ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا

فَلاَ تَسْقَمُوْا اَبَدًا . وَاَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوتُوْا اَبَدًا ، وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا فَلاَ تَهْرَمُوْا اَبَدًا، وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشَبُّوْا فَلاَ تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلاَ تَبَاسُوْا اَبَدًا . وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَاكُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ)

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যখন জান্নাতি লোক জান্নাতে পৌঁছে যাবে তখন এক ঘোষণাকারী (ফেরেশতা) ঘোষণা করবেন, হে জান্নাতবাসীরা! এখন আর তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়বে না, সর্বদা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকবে, কখনও তোমাদের মৃত্যু হবে না। সর্বদা জীবিত থাকবে, তোমরা সর্বদা যুবক হয়ে থাকবে, কখনও তোমাদের বৃদ্ধাবস্থা আসবে না। তোমরা সর্বদা স্বচ্ছল অবস্থায় থাকবে, কখনও অস্বচ্ছলতা ও অনাহারের মধ্যে পড়বে না। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ আপন কিতাবে বলেছেন : জান্নাতবাসীকে বলা হবে "যে জান্নাতের ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছিল তা হলো এই। তোমাদের কৃতকর্মের ফলে তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী করে দেয়া হয়েছে।" (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: জান্নাত-৩৩০)

(٢)عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ وَلَايَبْاَسُ لَا يَبْلٰى ثِيَابَهٗ وَلَا يَفْنٰى شَبَابَهٗ فِى الْجَنَّةِ مَا لاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ .

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যারা জান্নাতে যাবে তারা সর্বদা স্বচ্ছল অবস্থায় থাকবে, দারিদ্র ও অনাহারে কষ্ট পাবে না। তাদের পোশাক পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবন শেষ হবে না। জান্নাতে এমন সব নেয়ামত আছে যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি এবং কোনো মানুষের ধারণায় যা কখনও আসেনি। (তারগীব, তারহীব, মুসলিম ৭ম খণ্ড-৩২৯, মিশকাত-৫৩৮০)

২১১. জান্নাতীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাসমূহ

১. সাধারণ মুমিনদেরও দুটি করে বাগান দেয়া হবে, যাব বিশেষ বান্দাদের বাগানের তুলনায় কম মর্যাদাপূর্ণ হবে।

২. তাদের বাগানসমূহে ঝর্ণা ও সুস্বাদু ফল-মূল থাকবে।

৩. সতী, পবিত্র, সুন্দরী ও আকর্ষণীয় চোখবিশিষ্ট হুররা তাদের স্ত্রী হবে, যাদেরকে ইতোপূর্বে কেউ স্পর্শও করেনি।

(١) وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ .... فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ... فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّ نَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ..... حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ - .... لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ...... -

১. এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও দুইটি উদ্যান রয়েছে। .... উভয় বাগানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ ..... সেথায় রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও আনার .... তারা হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা .... তাদেরকে ইতোপূর্বে কোন মানুষ ও জ্বীন স্পর্শ করে নি......। (৫৫–আর রহমান : ৬২ – ৭৮)

২১২. জান্নাতে আল্লাহর দীদার

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ يَااَهْلَ الْجَنَّةِ ، فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ؟ فَيَقُوْلُ رَضِيْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَالَنَالَا نَرْضٰى يَا رَبَّنَا وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَلَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ يَارَبِّ وَاَىُّ شَىْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ ؟ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهٗ اَبَدًا -

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ জান্নাতবাসীদের বলবেন : হে জান্নাতবাসী! তারা বলবে : হে আমাদের রব! আমরা উপস্থিত আছি, সকল প্রকার মঙ্গল আপনার হাতে। কি নির্দেশ বলুন! আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন : তোমরা কি আমার পুরস্কার পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা জবাব দিবে : হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এমন সব নেয়ামত দিয়েছেন যা অন্য কাউকে দেননি, তাহলে আমরা সন্তুষ্ট হবো না কেন? তখন আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করবেন : আমি কি এর চাইতে তোমাদেরকে উত্তম ও উন্নত জিনিস দান করব না? তারা বলবে : এর চাইতে অধিক উত্তম জিনিস

আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ্ বলবেন : আমি চিরকাল তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকব, তোমাদের ওপর আর অসন্তুষ্ট হবো না।

(মুসলিম ৭ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৩২৪, বুখারী ১০ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৯৩, মিশকাত-৫৩৮৪)

২১৩. জান্নাতীদের চেহারায় দাঁড়ি-গোফ থাকবে না, চোখ অলৌকিক ভাবে লাজুক হবে এবং তাদের বয়স হবে ৩০ থেকে ৩৩ বছরের মাঝামাঝি

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكْحَلِيْنَ اَبْنَاءَ ثَلاَثِيْنَ اَوْثَلاَثٍ وَثَلاَثِيْنَ سَنَةً ـ

১. মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী কারীম ﷺ বলেছেন, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের সময় তাদের চেহারায় কোন দাড়ি গোঁফ থাকবে না। চক্ষুদ্বয় লাজুক হবে। বয়স হবে ৩০-৩৩ এর মাঝামাঝি।

(মিশকাত-৫৩৯৭ (হাসান হাদীস)

১৩. জাহান্নাম (جَهَنَّمُ)

২১৪. জাহান্নাম পরিচিতি

جَهَنَّمُ (জাহান্নাম) শব্দটি আরবি। যার অর্থ শাস্তির স্থান। আরবিতে জাহান্নামকে نَارٌ বলে, যার অর্থ আগুন। ফার্সী ভাষায় যাকে বলে দোযখ। জাহান্নাম শব্দের আভিধানিক অর্থ দু:খময় স্থান, শাস্তির জায়গা ইত্যাদি। আর পরিভাষায় শেষ বিচারের দিন যারা অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে, তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে স্থান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তাকেই জ াহান্নাম বলে। সেটি হবে ভয়াবহ কঠিন জায়গা। বিচার দিবসে যারা কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও পাপী হিসেবে সাব্যস্ত হবে তাদেরকে এহেন কঠিন আযাবের জায়গা জাহান্নামে যেতে হবে।

২১৫. জাহান্নামে যেভাবে আযাব দেওয়া হবে

১. বিষাক্ত, দুর্গন্ধময় খাবার ও উত্তপ্ত গরম পানীয় পরিবেশনের মাধ্যমে।

২. মাথায় উত্তপ্ত পানি প্রবাহিত করে শাস্তি।

৩. অগ্নিনির্মিত সংকীর্ণ অন্ধকার গৃহে রেখে শাস্তি।

৪. মুখমণ্ডলে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করে শাস্তি।

৫. গুর্জ ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে শাস্তি।
৬. বিষাক্ত সাপ ও বিচ্ছুর দংশনের দ্বারা শাস্তি।
৭. দেহকে বিশাল আকৃতি করে শাস্তি।
৮. অসহনীয় ঠাণ্ডা দিয়ে শাস্তি।
৯. আরো কতিপয় অজানা শাস্তি।
জাহান্নাম মোট সাতটি।

১. জাহান্নাম (جَهَنَّمُ) ২.হাবিয়াহ (هَاوِيَةٌ)
৩. জাহীম (جَحِيْمٌ) ৪. সাক্বার (سَقَرُ)
৫. সায়ীর (سَعِيْرٌ) ৬. হুতামাহ (حُطَمَةٌ)
৭. লাযা (لَظٰى)

২১৬. জাহান্নাম

(١) وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ـ

১. আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় করো, তখন তার পাপ তাকে অহংকারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্য দোজখই যথেষ্ট। আর নি:সন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা। (২–সূরা বাক্বারা : ২০৬)

২১৭. হাবিয়াহ

(٢) وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ ـ

২. আর যার পাল্লা হালকা হবে তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। (১০১–সূরা কারিয়াহ : ৮৯)

২১৮. জাহীম

(٣) اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا لا وَّلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ـ

৩. নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আর আপনি দোজখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না। (২–সূরা বাক্বারা : ১১৯)

২১৯. সাক্বার

٤. سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ـ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ ـ لاَتُبْقِىْ وَلاَ تَذَرُ ـ

৪. আমি তাকে দাখিল (প্রবেশ) করাব অগ্নিতে। আর আপনি অগ্নি সম্পর্কে কি জানেন? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। (৭৪–সূরা আল-মুদ্দাসির : ২৬-২৮)

২২০. সায়ীর

(٥) اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ـ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ـ

৫. নিশ্চয় যারা এতিমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (৪–সূরা নিসা : ১০)

২২১. হুতামাহ

(٦) كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ـ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ ـ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ

৬. কখনই না সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি পিষ্টকারী সম্পর্কে কি জানেন? এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। (১০৪–সূরা হুমাজাহ : ৪-৬)

২২২. লাযা

(٧) كَلاَّ اِنَّهَا لَظٰى ـ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ـ

৭. কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি। যা চামড়া তুলে নিবে। (৭০–সূরা মায়ারেজ : ১৫-১৬)

২২৩. জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না

(١) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَاتُقُبِّلَ مِنْهُمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ـ

১. নিশ্চয় যারা (আল্লাহর নির্দেশের অবমাননা করে) কুফুরী করেছে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে (এ সব কিছু) এবং এর সমান বস্তুও যদি এর সাথে দেয়া হয়, তবুও তা তাদের পক্ষ হতে গৃহীত হবে না। বরং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করবে, কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না, তাদের জন্য রয়েছে অনন্তকাল স্থায়ী আযাব। (৫–সূরা মায়িদাহ : ৩৬-৩৭)

২২৪. জাহান্নামীরা চিরস্থায়ী মৃত্যুবরণ করবে না

(١) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ـ

১. আর যারা কুফুরী করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (৩৫–সূরা ফাতির : ৩৬)

(٢) ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ـ

২. সেখানে সে মৃত্যুবরণ করবে না এবং জীবিতও হবে না। (৮৭ সূরা আ'লা : ১৩)

২২৫. জাহান্নামীদের চরম তিরস্কার

(١) وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ـ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ـ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ـ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ـ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ـ

১. যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। যখন তারা সেথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা বিকট গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আগমন করেনি? তারা বলবে : হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা তাকে মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম : আল্লাহ তায়ালা কোনো কিছু নাযিল করেননি। তোমরাতো মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে আছ। তারা আরও বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অতএব ধ্বংস জাহান্নামীদের জন্য। (৬৭ সূরা মুলক : ৬-১১)

২. وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ ـ

২. আর কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নেয়া হবে। এমনকি যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে তোমাদের নিকট কি কোনো আহ্বানকারী আসেনি? (৩৯–সূরা জুমার : ৭১)

(৩) سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ ـ لَاتُبْقِىْ وَلَاتَذَرُ ـ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ـ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ـ

৩. আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকারে (আগুনে)। আপনি কি জানেন সাকার কি? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না, মানুষকে দগ্ধ করবে। এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশজন ফেরেশতা। (৭৪–সূরা মুদ্দাসসির : ২৬-৩০)

২২৬. জাহান্নামীদের টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নেয়া হবে

(১) خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ـ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ـ ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ـ اِنَّهٗ كَانَ لَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ وَلَايَحُضُّ

عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ـ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ـ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ـ لَّا يَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ـ

১. ফেরেশতাগণকে বলা হবে : ধর একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, অত:পর নিক্ষেপ করো জাহান্নামে। পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত করো সত্তরগজ দীর্ঘ এক শিকলে । নিশ্চয় সে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিল না এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উৎসাহ প্রদান করত না। অতএব, আজকের দিন এখানে তার কোনো সুহৃদ নেই এবং কোনো খাদ্য নেই, ক্ষত-নি:সৃত পুঁজ ছাড়া। গোনাহগার ছাড়া কেউ এটা খাবে না। (৬৯–সূরা হাক্কাহ : ৩০-৩৭)

২২৭. জাহান্নামীদের পানীয়

(١) اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْۤ اَصْلِ الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَا اِلَى الْجَحِيْمِ ـ

১. আপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেষ্ঠ? না যাক্কুম বৃক্ষ? যালিমদের জন্য আমি এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ, এ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে। তার মোচা যেন শয়তানের মাথা, এটা থেকে তারা অবশ্যই ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে তা দ্বারা। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। অতপর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জলিত অগ্নির দিকে। তারা তাদের পিতৃ পুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী। (৩৭–সূরা সাফ্ফাত : ৬২-৬৯)

২২৮. জাহান্নামীদের খাদ্য-দ্রব্য

(١) اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَاۡ وَ اَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ـ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ـ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ـ

১. আমি অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও লেলিহান আগুন। নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র হতে। এটা একটা ঝর্ণা, যা থেকে আল্লাহর বান্দাহ্গণ পান করবে। তাঁরা একে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। (৭৬– সূরা দাহর : ৪-৬)

(٢) اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرصَادًا ـ لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ـ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ـ اِلَّاحَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ـ جَزَاءً وِّفَاقًا۔ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَايَرْجُوْنَ حِسَابًا۔ وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا۔

২. নিশ্চয়ই জাহান্নাম সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থল রূপে প্রতীক্ষায় থাকবে। সেথায় তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেথায় তারা ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত ঠাণ্ডা এবং কোনো পানীয় আস্বাদন করবে না। এটাই তাদের উপযুক্ত প্রতিফল। তারা কখনও হিসাবের আশা করত না এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করতো। (৭৮—সূরা নাবা : ২১-২৮)

২২৯. শুধুমাত্র আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহেই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ اَحَدٍ يَدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ فَقِيْلَ وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِىْ رَبِّىْ بِرَحْمَتِهٖ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: কোন ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যেতে পারবে না। জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমিও। তবে আমার প্রভু আমাকে স্বীয় রহমত দ্বারা ঢেকে নিবেন (মুসলিম)

২৩০. জাহান্নামের অগ্নি দুনিয়ার অগ্নি থেকে সত্তর গুণ বেশি

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَّ سِتِّيْنَ جُزْءً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের এ পৃথিবীস্থ অগ্নি তাপের দিক দিয়ে জাহান্নামের অগ্নির সত্তর ভাগের একভাগ। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর নবী! কেন, এ আগুনই কি যথেষ্ট ছিল না? রাসূল ﷺ বললেন, দুনিয়ার অগ্নি হতে জাহান্নামের অগ্নিকে (দাহিকা শক্তির দিক দিয়ে) উনসত্তর অংশে বর্ধিত করা হয়েছে। এর প্রতিটি অংশই আলাদাভাবে দুনিয়ার আগুনের সমতুল্য। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: কিয়ামত জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ পৃ: ৩৩২) মিশকাত-৫৪২১)

২৩১. জাহান্নামের শাস্তি শুধুই অগ্নি

(١) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ فِيْ اَخْمَصَ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهٗ ـ

১. নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন : জাহান্নামে যে ব্যক্তিকে সবচেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবে তা হলো দু'পায়ের তলায় জাহান্নামের আগুনের দু'টি অঙ্গার রেখে দেয়া হবে, যার ফলে কোনো চুলার উপর যেমনভাবে ফুটতে থাকে, তেমনিভাবে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে। (তারগীব ও তারহীব, বুখারী ১০ম খণ্ড অধ্যায় কোমল হওয়া পৃ: ৯৭ এবং মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: জাহান্নাম পৃ: ৭৬)

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَارَاَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا ـ

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামের মতো ভয়াবহ আর কিছুই আমি দেখিনি, অথচ তা থেকে যারা বাঁচতে চায় তারা ঘুমাচ্ছে এবং জান্নাতের মতো আরামদায়ক আর কিছুই দেখিনি অথচ যারা তা পেতে চায় তারাও ঘুমাচ্ছে।
(তিরমিযী ৫ম খণ্ড, হাদীস-২৬০১ হাদীস হাসান)

২৩২. জাহান্নামকে তিন হাজার বছর উত্তাপ দেয়া হয়েছে

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُوْقِدَ عَلَى النَّارِ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى احْمَرَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اَبْيَضَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اسْوَدَّتْ فَهِىَ سَوْدَاءُ مُظْلَمَةٌ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, জাহান্নামের অগ্নিকে হাজার বছর যাবৎ তাপ দেয়া হয়েছিল, ফলে তা রক্ত বর্ণ ধারণ করেছিল। অত:পর তাকে আরও হাজার বছর তাপ দেয়া হয়েছিল যার ফলে তা শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছিল। পরবর্তী পর্যায় আরও হাজার বছর উত্তপ্ত করার পরে উক্ত অগ্নি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। ফলে তা নিবিড়কালো অন্ধকারে রূপান্তরিত হয়েছে।
(ইবনে মাজাহ, হাদীস-৪৩২০, হাদীসটি দুর্বল)

২৩৩. দুনিয়ার ভোগ বিলাস জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে আছে

(١) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوٰتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ -

১. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (দুনিয়ার) ভোগ-বিলাস জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং দুঃখ-কষ্ট পরিবেষ্টন করে আছে জান্নাতকে। (মুসলিম ৭ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৩২১, মিশকাত-৪৯৩৩)

১৪. সালাত

২৩৪. সালাত পরিচয়

'সালাত' আরবি শব্দ। বাংলা ভাষায় প্রচলিত 'নামায' মূলত ফারসী শব্দ। সালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রার্থনা, অনুগ্রহ, পবিত্রতা বর্ণনা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা অথবা নত হওয়া, অবনত করা ও বিস্তৃত করা। ইসলামী পরিভাষায় শরীয়তের নিয়ম মোতাবেক এক বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহর গুণগান করা, রুকু-সিজ দাসহ আল্লাহর ইবাদত করাকে সালাত বলা হয়। ইসলামের মৌলিক ইবাদতের মধ্যে সালাত হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত। মিরাজের রাত্রে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়। ঈমানের পর ইসলামের প্রধান স্তম্ভ ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত হচ্ছে সালাত। ঈমান আনার সাথে সাথেই প্রত্যেক বালেগ ও আকেল (সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন) লোকের উপর সালাত ফরয। একজন ঈমানদার ও একজন কাফেরের মাঝে পার্থক্য হলো ঈমানদার সালাত পড়ে আর কাফের সালাত পড়ে না। সালাতই মুসলমানের পরিচয়। এই সালাতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এ কারণে হাদীসে সালাতকে মু'মিনদের মি'রাজ বলা হয়েছে।

২৩৫. আল কুরআনে বর্ণিত সালাতের নির্দেশনা

(١) اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ .

১. যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে ব্যয় করে। [২–সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-৩]

(٢) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ .

২. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, যারা আমার সামনে অবনত হয় তাদের সাথে তোমরাও আমার আনুগত্য স্বীকার করো।

[২–সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-৪৩]

(٣) وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ .

৩. তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ইহা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন।

[২–সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-৪৫]

(٤) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَاتَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ .

৪. আর যখন আমি বনী ইসরাঈলদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে সামান্য কিছুসংখ্যক লোক ছাড়া অধিকাংশই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছ। এভাবেই তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

[২–সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-৮৩]

(٥) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ـ

৫. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো ও যাকাত আদায় করো এবং যে সব নেকী তোমরা আল্লাহর কাছে অগ্রিম পাঠাবে, তা তাঁর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এর সব কিছু দেখতে পান।

[২–সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-১১০]

(٦) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

৬. হে মু'মিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। [২–সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-১৫৩]

(٧) لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ج وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ـ

৭. আর তোমাদের মুখ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরানোর মধ্যে কোন নেকী নিহিত নেই। তবে আসল কল্যাণ হচ্ছে একজন মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, পরকালের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, (আল্লাহর) কিতাবের ওপর, নবী-রাসূলদের ওপর এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ তাঁরই ভালোবাসা পাবার মানসে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও মুসাফিরের জন্যে ব্যয় করবে, সাহায্যপ্রার্থী (দুস্থ মানুষ, সর্বোপরি) মানুষকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার কাজে অর্থ ব্যয় করবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে– (তাছাড়াও রয়েছে সেসব

পুণ্যবান মানুষ); যারা প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করে, ক্ষুধা দারিদ্র্যের সময় ও দুর্দিনে ধৈর্য ধারণ করে মূলত এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং প্রকৃত আল্লাহভীরু।
[২–সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-১৭৭]

(٨) حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ـ

৮. তোমরা সালাতসমূহের ওপর (গভীরভাবে) যত্নবান হও, (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী সালাত এবং তোমরা আল্লাহর জন্য বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে যাও।
[২–সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-২৩৮]

ব্যাখ্যা : এ আয়াত দ্বারা আছরের সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে

(٩) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

৯. যারা আল্লাহ্ তা'আলার ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে, যাকাত আদায় করেছে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা সেদিন চিন্তিতও হবে না। [২–সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-২৭৭]

(١٠) وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ق اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ـ

১০. তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নাই। নিশ্চয়ই কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
[৪–সূরা নিসা : আয়াত-১০১]

(١١) وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ قف فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا

مِنْ وَّرَآئِكُمْ ص وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ج وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَنْ تَضَعُوْآ اَسْلِحَتَكُمْ ج وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ـ

১১. আর তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের সাথে সালাত কায়েম করবে তখন তাদের একদল তোমার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজদা করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা তোমার সাথে যেন সালাতে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিরগণ কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাতে তারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। [৪–সূরা নিসা : আয়াত-১০২]

(١٢) فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ج اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ـ

১২. যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে, যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।
[৪–সূরা নিসা : আয়াত-১০৩]

(١٣) لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ

الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۔

১৩. কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের জ্ঞানের গভীরতা রয়েছে তারা এবং এমন সব ঈমানদার যারা আপনার ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস করে, আপনার পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপরও বিশ্বাস করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলা ও শেষ দিনের ওপর ঈমান আনে। এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের অচিরেই আমি মহাপুরস্কার দিবো। [৪–সূরা আন্ নিসা : আয়াত-১৬২]

(١٤) وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۗ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۔

১৪. আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন, অতঃপর আমি (এ কাজের জন্যে) তাদের মধ্য থেকে বারো জন সর্দার নিযুক্ত করলাম; আল্লাহ তা'আলা তাদের বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা যদি সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, আমার রাসূলদের ওপর ঈমান আনো এবং (দ্বীনের কাজে যদি) তোমরা তাদের সাহায্য– সহযোগিতা করো, (সর্বোপরি) আল্লাহ তা'আলাকে তোমরা যদি উত্তম ঋণ প্রদান করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের অপরাধসমূহ মোচন করে দিব। আর তোমাদের আমি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয়। এরপর যদি কোন ব্যক্তি (আল্লাহকে) অস্বীকার করে, তাহলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। [৫–সূরা আল মায়িদা : আয়াত-১২]

(١٥) اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ـ

১৫. তোমাদের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল এবং সেসব ঈমানদার লোকেরা, যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং সদা অবনমিত থাকে। [৫–সূরা আল মায়িদা : আয়াত-৫৫]

(١٦) قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

১৬. বল, 'আমার সালাত, আমার 'ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ (সবকিছু) জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে।' [৬–সূরা আন'আম : ১৬৩]

(١٧) قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ـ

১৭. বল, 'আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের।' প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে। তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে। [৭–সূরা আ'রাফ : আয়াত-২৯]

(١٨) اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

১৮. (আল্লাহর ভরসাকারী তারাই) যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। [৮–সূরা আনফাল : আয়াত-৩]

(١٩) فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ج فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

১৯. অত:পর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৫]

(٢٠) فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ط وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ـ

২০. (এ সত্ত্বেও) যদি তারা তাওবা করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তারা হবে তোমাদেরই দ্বীনী ভাই। আমি সেসব মানুষের কাছে আমার আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করি, যারা (সত্য-মিথ্যার তারতম্য) বুঝতে পারে। [৯–সূরা আত্ তাওবা : আয়াত-১১]

(٢١) اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ قف فَعَسٰۤى اُولٰۤئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ـ

২১. আল্লাহ তা'আলার (ঘর) মসজিদ তো আবাদ করবে তারাই, যারা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের ওপর ঈমান আনে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া তারা কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, এরা হিদায়াতপ্রাপ্ত মানুষের অন্তর্ভূক্ত হবে। [৯–সূরা আত্ তাওবা : আয়াত-১৮]

(٢٢) وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ـ

২২. তাদের অর্থ-সম্পদ সাহায্য গ্রহণ করা হতে নিষেধ করা হয়েছে এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে। [৯–তাওবা : আয়াত-৫৪]

(٢٣) وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ، يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۥ اُولٰۤئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۥ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۔

২৩. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা হচ্ছে একে অপরের বন্ধু। তারা ন্যায় কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করে। এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ, যাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা অচিরেই দয়া করবেন। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [৯–সূরা আত্ তাওবা : ৭১]

(٢٤) وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۥ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۥ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۔

২৪. আর দেখ, দিনের দুই কিনারায় ও রাতের কিছু অংশ পার হওয়ার পর সালাত প্রতিষ্ঠা করো। নিশ্চয় সৎকাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। যারা আল্লাহকে স্মরণ করে তাদের জন্য এটা একটা উপদেশ। [১১–সূরা হূদ : আয়াত-১১৪]

ব্যাখ্যা : এ আয়াত দ্বারা এশা, ফজর ও মাগরিব সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(٢٥) قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ۔

২৫. আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মু'মিন তাদেরকে তুমি বল 'সালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে– সেই দিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না।'
[১৪–সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৩১]

(٢٦) رَبَّنَاۤ اِنِّيْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ لا رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْۤ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۔

২৬. 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদের প্রতিপালক! এজন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফল-ফলাদি দ্বারা তাদের রিয্কের ব্যবস্থা কর, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

[১৪–সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৩৭]

(٢٧) رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ق رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ـ

২৭. 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবূল কর।

[১৪–সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৪০]

(٢٨) اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ـ

২৮. (হে নবী!) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত (সময়ের ভেতর) সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং প্রতিষ্ঠা করবে ফজরের সালাত।

[১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭৮]

ব্যাখ্যা : এ আয়াত দ্বারা যোহর, মাগরিব এবং ফজরের সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(٢٩) وَجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ص وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ـ

২৯. যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে (তাঁর) অনুগ্রহভাজন করবেন। আর তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন আমি বেঁচে থাকি ততদিন যেন সালাত প্রতিষ্ঠা করি এবং যাকাত আদায় করি।

[১৯–সূরা মারইয়াম : আয়াত-৩১]

(٣٠) وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ـ

৩০. সে তার পরিবার-পরিজনদের সালাত প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত আদায় করার আদেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের একান্ত পছন্দনীয় ব্যক্তি।
[১৯–সূরা মারইয়াম : আয়াত-৫৫]

(١٤) اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ -

৩১. 'আমিই আল্লাহ্, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। অতএব আমার 'ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর। [২০–সূরা ত্বাহা : ১৪]

(٣٢) وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَانَسْئَلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى -

৩২. এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও তাতে অবিচলিত থাক, আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।
[২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-১৩২]

(٣٣) وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ -

৩৩. আমি তাদের নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে সুপথ দেখাত। নেক কাজ করা, সালাত প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত দেয়ার জন্য আমি তাদের কাছে ওহী পাঠিয়েছি। আর তারা আমারই আনুগত্য করত।
[২১–সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-৭৩]

(٣٤) اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

৩৪. যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হলে যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করে, এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। [২২–সূরা হাজ্জ : আয়াত-৩৫]

(٣٥) اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۔

৩৫. আমি যদি তাদের পৃথিবীতে রাজত্ব দান করি, তাহলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর সব কাজেরই চূড়ান্ত পরিণতি একান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাধীন। [২২–সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-৪১]

(٣٦) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

৩৬. হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজ্দা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের 'ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর, যাতে সফলকাম হতে পার।
[২২–সূরা হাজ্জ : আয়াত-৭৭]

(٣٧) وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ، هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ، مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ، هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ، مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ، هُوَ مَوْلٰكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۔

৩৭. আর আল্লাহ্ তা'আলার পথে তোমরা জিহাদ করো, যেভাবে তাঁর জন্যে জিহাদ করা উচিত। তিনি (দুনিয়ার নেতৃত্বের জন্যে) তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং জীবন বিধানের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীনের ওপর সুদৃঢ় থাক। তিনি আগেই তোমাদের 'মুসলিম' নাম রেখেছিলেন। এবং যেন রাসূল তোমাদের ওপর সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে এবং তোমরাও সমগ্র মানব জাতির ওপর (আল্লাহর দ্বীনের) সাক্ষ্য প্রদান করতে পারো। অতএব, সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত

আদায় করো এবং আল্লাহ্ তা'আলার রশি শক্তভাবে ধারণ করো। তিনিই হচ্ছেন তোমাদের একমাত্র অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী! [২২–সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-৭৮]

(٣٨) قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ـ

৩৮. নিঃসন্দেহে (সেসব) ঈমানদারগণ মুক্তি পেয়ে গেছে, যারা নিজেদের সালাতে একান্ত বিনয়-নম্র (হয়), অর্থহীন বিষয় থেকে বিরত থাকে এবং (রীতিমতো) যাকাত প্রদান করে। [২৩–সূরা আল মু'মিনূন : আয়াত-১-৪]

(٣٩) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ـ

৩৯. এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে। [২৩–সূরা মু'মিনূন : আয়াত-৯]

(٤٠) رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ـ

৪০. তারা এমন লোক– ব্যবসা বাণিজ্য যাদের কখনো আল্লাহ্ তা'আলা থেকে গাফেল করে দেয় না– বেচা-কেনা তাদের আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ, সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল রাখতে পারে না, তারা সে দিনকে ভয় করে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টিশক্তি ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে। [২৪–সূরা আন্ নূর : আয়াত-৩৭]

(٤١) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

৪১. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও, রাসূলের আনুগত্য করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে। [২৪–সূরা আন্ নূর : ৫৬]

(٤٢) وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ـ

৪২. এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজ্দাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থাকে। [২৫–সূরা ফুরকান : আয়াত-৬৪]

(٤٣) اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ـ

৪৩. যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। [২৭–সূরা নাম্‌ল : আয়াত-৩]

(٤٤) اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ـ

৪৪. তুমি আবৃত্তি কর কিতাব হতে যা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয় এবং সালাত কায়েম কর। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হতে। আর আল্লাহ্‌র স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন। [২৯–সূরা আনকাবূত : আয়াত-৪৫]

(٤٥) اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ـ

৪৫. যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) কিয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। [৩১–সূরা লুক্‌মান : আয়াত-৪]

(٤٦) يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ـ

৪৬. 'হে বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎ কর্মের নির্দেশ দিও আর অসৎ কর্মে নিষেধ কর এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। এটাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ। [৩১–সূরা লুকমান : আয়াত-১৭]

(٤٧) وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ـ

৪৭. আর (হে নারীরা) তোমরা ঘরে অবস্থান করবে, পূর্বেকার জাহেলিয়াতের যুগের (নারীদের) মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না, তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। আল্লাহ তা'আলা (মূলত) এসব কিছুর মাধ্যমে নবী পরিবার এবং তোমাদের মাঝ থেকে (সব ধরনের) অপবিত্রতা দূর করে (তোমাদের) পাক পবিত্র করে দিতে চান। [৩৩–সূরা আল আহযাব : আয়াত-৩৩]

(٤٨) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى ؕ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ؕ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ـ

৪৮. কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না; কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকেও উহা বহন করতে আহ্বান করে তবে তার কিছুই বহন করা হবে না– নিকট আত্মীয় হলেও। তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখিয়ে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। যে কেউ নিজকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আল্লাহরই দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। [৩৫–সূরা ফাতির : আয়াত-১৮]

(٤٩) اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ـ

৪৯. যারা আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নেই। [৩৫–সূরা ফাতির : আয়াত-২৯]

(٥٠) مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ

مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ـ

৫০. মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকূ' ও সিজ্‌দায় অবনত দেখবে। তাদের বৈশিষ্ট্য তাদের মুখমণ্ডলে সিজ্‌দার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকবে; তওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইঞ্জীলেও তাদের বর্ণনা এরূপই। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অত:পর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের। [৪৮–সূরা ফাত্‌হ : আয়াত-২৯]

(٥١) ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

৫১. তোমরা কি তোমাদের একাকী কথা বলার আগে সদকা আদায় করার আদেশে ভয় পেয়ে গেলে? যদি তোমরা তা করতে না পারো এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা দ্বারা তোমাদের ক্ষমা করে দেন, তবে তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করতে থাকো, যাকাত আদায় করতে থাক এবং (সর্ববিষয়ে) আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকো; তোমরা যা করছ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

[৫৮–সূরা আল মুজাদালাহ : আয়াত-১৩]

(٥٢) اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ـ

৫২. যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত। [৭০–সূরা মা'আরিজ : আয়াত-২৩]

(٥٣) وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ـ

৫৩. এবং তারা নিজেদের সালাতে যত্নবান। [৭০–সূরা মা'আরিজ : আয়াত-৩৪]

(٥٤) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ـ

৫৪. অতএব, তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। [৭৩–সূরা আল মুয্যাম্মিল : আয়াত-২০]

(٥٥) قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ـ

৫৫. তারা বলবে, 'আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

[৭৪–সূরা মুদ্দাছছির : আয়াত-৪৩]

(٥٦) وَمَا اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ٧ حُنَفَاۤءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ـ

৫৬. (অথচ) এদের এ ছাড়া আর কিছুরই আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীন ও ইবাদত নিবেদিত করে নিবে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দান করবে। কেননা, এটাই হচ্ছে সঠিক জীবন বিধান।

[৯৮–সূরা আল বাইয়্যিনাহ : আয়াত-৫]

(٥٧) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ٧ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ٧ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ـ

৫৭. সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে। [১০৭– সূরা মা'উন : আয়াত-৪-৬]

(٥٨) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ـ

৫৮. সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। [১০৮–সূরা কাওছার : আয়াত-২]

২৩৬. সন্তানদের প্রতি সালাত আদায়ের নির্দেশ ও সালাতের ফযীলত

(١) عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرُوْا اَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشَرَ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ ـ

১. আমর ইবনে শুয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের সন্তানদের সালাতের জন্য নির্দেশ দাও যখন তারা সাত বছরে উপনীত হয়। আর দশ বছর হলে তাকে প্রয়োজনে প্রহার করো, আর তাদের মাঝে বিছানা পৃথক করে দাও।

(আবু দাউদ, হাদীস-২৪৭, মিশকাত, হাদীস-৫৭২)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتُمْ لَوْاَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقِىْ مِنْ دَرَنِهٖ شَىْءٌ؟ قَالُوْا لاَ يَبْقِىْ مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلٰوتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো বাড়ির সামনে যদি একটা প্রবাহমান নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে কি? সাহাবাগণ বললেন, তার শরীরে কোনো ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূল ﷺ বললেন, এই হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর সাহায্যে আল্লাহ্ যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

(٣) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ (رضـ) قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوٰةٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ـ

৩. উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে সময় মতো সালাত আদায় করবে এবং রুকু সিজদায় খেয়াল রেখে মনোনিবেশের সাথে সালাত আদায় করবে, অবশ্যই আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। আর যে তা করবে না তার অপরাধ মাফ করে দেয়া সম্পর্কে আল্লাহর কোনো দায়িত্ব নেই। ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করতে পারেন, অথবা তাকে শাস্তিও দিতে পারেন।

(আবু দাউদ, হাদীস-৪২৫, মাজাহ্-১৪০১, নাসায়ী-৪৬১)

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَّلَا بُرْهَانًا وَّلَا نَجَاةً فَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَىِّ بْنِ خَلَفٍ .

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন– যে ব্যক্তি সালাতের সঠিকভাবে হিফাজত করবে, তার এই সালাত কিয়ামতের দিন তার জন্যে আলো, দলিল ও মুক্তির কারণ হবে এবং যে তার সঠিক হিফাজত করবে না, তার জন্যে সালাত কিয়ামতের দিন আলো, দলিল কিংবা মুক্তির কারণ হবে না। আর ঐ ব্যক্তি হাশরের দিন কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের ন্যায় কাফিরদের সাথে উঠবে। (আহমদ-৬৫৭৬, ইবনে হিব্বান-১৪৬৭, দারেমী-২৭৭১, হাসান হাদীস)

২৩৭. সালাত মুসলিম এবং কাফিরের মাঝে পার্থক্যকারী

(١) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ .

১. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– বান্দা (ঈমানদার) ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ করা। (তিরমিযী-২৬১৮)

২৩৮. নফল সালাত ফরয সালাতের পরিপূরক

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهٖ صَلَاتُهٗ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَةٍ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهٖ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মাঝে সর্বপ্রথম তার সালাত সম্পর্কে হিসাব নেয়া হবে। তার সালাত যদি যথাযথ সঠিক প্রমাণিত হয় তবে সে সাফল্য লাভ করবে। আর যদি সালাতের হিসেবেই খারাপ হয় তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হিসেবে সালাযের ফরযে যদি কিছু কম পড়ে, তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তখন বলবেন তোমরা দেখো, আমার বান্দার কোনো নফল সালাত বা নফল বন্দেগী আছে কি না, যদি থাকে তাহলে এর দ্বারা ফরযের কমতি পূরণ করো। পরে তার অন্যান্য সব আমানের ব্যাপারে এটিই বিবেচিত ও অনুরূপভাবে কমতি পূরণ করা হবে। (আবু দাউদ, হাদীস-৮৬৪-৬৬, মিশকাত, হাদীস-১৩৩০)

২৩৯. জামাআতে সালাতের ফযীলত

(١) عَنْ عُثْمَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى الْجَمَاعَةِ فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهٗ ـ

১. ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি ঈশার সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করেছে সে যেন অর্ধ রাত্রি সালাত আদায় করেছে, অত:পর যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করেছে সে যেন পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায় করেছে।

(মুসলিম, হাদীস-১৫২৩, আবু দাউদ-৫৫৫, আহমদ-৪০৮, হাসান সহীহ)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ـ

২. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- জামায়াতের সাথে সালাত আদায়কারী একাকী সালাত আদায়কারী থেকে সাতাশ গুণ বেশি ফযীলতের অধিকারী। (বুখারী-মুসলিম)

٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَدَ نَاسًا فِىْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُخَالِفُ اِلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْهَا فَاٰمُرُ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوْا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوْتَهُمْ وَلَوْعَلِمَ اَحَدُهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِيْنًا لَشَهِدَهَا يَعْنِىْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো এক সালাতে কোনো এক লোককে অনুপস্থিত পান। তখন তিনি বললেন, আমি সংকল্প করেছিলাম যে, কোনো একজনকে এই মর্মে আদেশ করি যে, সে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করুন এবং আমি তাদের পিছনে যাই, যারা সালাতে আসেনি। তারপর আমি নির্দেশ দেই যে, তাদের কাঠের আটি দ্বারা তাদেরসহ জ্বালিয়ে দেয়া হোক। তারা যদি জানত যে, এখানে আসলে মোটা হাড় পাওয়া যাবে, তবে নিশ্চয় এই সালাত অর্থাৎ এশার সালাতে উপস্থিত হতো। (মুসলিম-২য় খণ্ড, অ: সালাত পৃ : ৩৪০)

২৪০. সালাত অতীত গুনাহের কাফ্ফারা

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّلَوٰةُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ اِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আ এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান কাফফারা হয় সে সব গুনাহর জন্যে যা এদের মধ্যবর্তী সময়ে হয় যখন কবীরা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা হয়। (তওবা ব্যতীত কবীরা গুনাহ্ মাফ হয় না) (মুসলিম, হাদীস-৫৭৪, তিরমিযী, হাদীস-২১৪)

(٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْجُهَنِىْ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى سِجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُوْا فِيْهِمَا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

২. যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি দু'রাকয়াত সালাত আদায় করেছে আর তাতে ভুল করেনি, আল্লাহ্ তার (ছোট) গুনাহ মাফ করে দেবেন যা অতীতে হয়ে গেছে।
(আহমদ-১৭০৫৪, হাকিম-৪১৫, আবু দাউদ-৯০৫ (হাদীস যঈফ)

২৪১. সালাতে সূরা ফাতিহার পর আমিন বলা

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ اٰمِيْنَ وَالْمَلٰئِكَةُ فِى السَّمَاءِ اٰمِيْنَ فَوَافَقَ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতের মধ্যে আমীন বলবে ও ফেরেশ্‌তারা আকাশের ওপর আমীন বলবে এবং উভয়টি একই সময় হবে, তখন তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।
(মুসলিম, হাদীস-৯৪২, বুখারী, হাদীস-৭৩৮, আবু দাউদ-৯৩৬, তিরমিযী-২৫০, মুয়াত্তা-১৮০)

২৪২. ফরজ সালাতের পর মাসনূন দোয়াসমূহ

اَلْاَذْكَارُ الْمَسْنُوْنَةُ بَعْدَ الصَّلٰوةِ الْمَفْرُوْضَةِ

সহীহ্ হাদীসের আলোকে প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর যে সকল দোয়া পড়তে হয়।

১. সালাত শেষান্তে সালাম ফিরানোর পর বলবে– اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(বুখারী–১১৬ পৃ., মুসলিম–২১৭ পৃ., আবু দাউদ ১৪৪ পৃ., নাসায়ী ১৫৯ পৃ.)

২. তারপর পড়বে ৩ বার– اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

(মুসলিম, হাদীস-৪১৪, আবু দাউদ ২১২+২১৩ পৃ. নাসায়ী পৃ., ইবনে মাজাহ-২২ পৃ., তিরমিজি-৬৬ পৃ.)

অত:পর পড়বে–

(٣) لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

৩. আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক তার কোন শরীক নেই, সমুদয় প্রশংসা তারই জন্য। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! আপনি যা দিয়েছেন তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই আর আপনি যা প্রতিরোধ করেন তা ফিরিয়ে দেয়ার কেউ নেই। আপনি ছাড়া কোন মর্যাদা মর্যাদাবানকে উপকার করতে পারে না।

(বুখারী-১/২২৫, মুসলিম-১/৪১৪, আবু দাউদ-২১১ পৃ., তিরমিযী-৬ পৃ., নাসায়ী-১৫০ পৃ.)

তারপর পড়বে–

(٤) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ ـ

৪. হে আল্লাহ! আপনি শান্তিদাতা, আর আপনার থেকেই শান্তি আসে, আপনি বরকতময়, আপনি মহত্ত্বের অধিকারী এবং মহা সম্মানী।

(আবু দাউদ-১২১ পৃ., ইবনে মাজাহ-২২ পৃ.; তিরমিযী-৬৬ পৃ., নাসায়ী-১৫০ পৃ., মুসলিম-৪১৪)

অত:পর পড়বে–

(٥) اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

৫. হে আল্লাহ! আপনার জিকির, আপনার শুকরিয়া আদায় এবং উত্তম ইবাদতের জন্য আমাকে সাহায্য করুন। (আবু দাউদ, হাদীস-১৫২২)

অত:পর পড়বে–

(٦) لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ لاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنُ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ

৬. আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই এবং তার জন্যই সকল রাজত্ব। তার জন্যই সমুদয় প্রশংসা। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি নেই এবং তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আমরা শুধুমাত্র তারই ইবাদত করি। সকল নিয়ামত একমাত্র তারই, সকল অনুগ্রহ তারই এবং উত্তম প্রশংসা তারই, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, দ্বীন একমাত্র তারই জন্য। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

(মুসলিম-১/৪১৫, নাসায়ী-১৫০ পৃ., আবু দাউদ-২১১ পৃ.)

অত:পর পড়বে–

(৭) سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَاَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

৭. হে আল্লাহ! আমি আপনার তাসবিহ্ বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর আপনারই নিকট তাওবা করছি। (নাসায়ী, হাদীস-১৩৪৩, সহীহ)

অত:পর পড়বে–

(৮) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

৮. হে আল্লাহ! আমার পূর্বের -পরের গুনাহ, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সর্বপ্রকার পাপ মাফ করুন, এ ছাড়া আমার পাপ সম্পর্কে আপনি অধিক অবহিত। আপনিই প্রথম ও আপনিই শেষ, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।
(আবু দাঊদ, হাদীস-১৫০৯, মুসলিম)

৯. অত:পর পড়বে– সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস একবার করে।

(নাসায়ী-১৫০ পৃ., আবু দাঊদ-২০৬ পৃ.)

১০. অত:পর পড়বে– আয়াতুল কুরসী ১ আয়াত মতান্তরে ২ আয়াত, মতান্তরে ৩ আয়াত। (মেশকাত-১৮৫ পৃ., নাসায়ী)

১১. ডান হাতের আঙুলি দ্বারা তাসবীহ পড়া– সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, অত:পর বলবে–

(১১) لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

(আবু দাঊদ-২১১ পৃ., তিরমিযী-৫/৫১৫, আহমদ-৪/২২৭, নাসায়ী-১৫২ পৃ., মুসলিম-২১৯ পৃ.)

১৫. যাকাত (اَلزَّكٰوةُ)

২৪৩. যাকাত পরিচিতি ও আল কুরআনে যাকাতের ৮২ আয়াত

زَكٰوةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ اَلنَّمَاءُ - বৃদ্ধি; ক্রমবৃদ্ধি, প্রাচুর্য এর আর একটি অর্থ اَلطَّهَارَةُ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদি। ফিকহ'র পরিভাষায় যাকাত হচ্ছে একটি আর্থিক ইবাদত। পরিভাষায় নিজের ধনসম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গরীব মিসকিন ও অভাবী লোকদের মধ্যে বন্টন করাকে যাকাত বলা হয়। সালাতের পর ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনা শরীফে যাকাত ফরয হয়। -রোযার ন্যায় যাকাত সকল মুসলমানের ওপর ফরয নয়। যাকাত ধনীদের জন্যে ফরয করা হয়েছে। যাদের কাছে বাৎসরিক যাবতীয় খরচের পর ৭.৫০ (সাড়ে সাত) তোলা পরিমাণ স্বর্ণের সমমূল্যের সম্পদ কিংবা ৫২.৫০ তোলা পরিমাণ রৌপ্য বা রৌপ্যের সমমূল্যের সম্পদ গচ্ছিত থাকে, তাদের ওপরই যাকাত ফরয। গচ্ছিত সম্পদের ২.৫ শতাংশ যাকাত দিতে হয়। নিকটাত্মীয়দের মাঝে যারা গরিব তাদের যাকাত প্রদান করা উত্তম।

মোটকথা দরিদ্র অভাবী জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে যাকাত। যাকাত ইসলামী অর্থনীতির অনন্য রক্ষা কবচ।

আল কুরআনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিরাশি আয়াতে যাকাতের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যাকাত (اَلزَّكٰوةُ) – শব্দ দ্বারা ৩০ বার এছাড়া (اَلْاِنْفَاقُ) – শব্দ দ্বারা ৪৩ বার এবং (اَلصَّدَقَةُ) – শব্দ দ্বারা ০৯ বার। মোট ৩০ + ৪৩ + ০৯ = ৮২ বার।

২৪৪. اَلزَّكٰوةُ (যাকাত) শব্দ দ্বারা ৩০ আয়াত

সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ

(١) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ـ

১. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো আর যারা আমার সামনে অবনত হয় তাদের সাথে তোমরাও আমার আনুগত্য স্বীকার করো। [২–আল বাক্বারা : ৪৩]

বনী ইসরাঈলদের থেকে যাকাত আদায়ের প্রতিশ্রুতি

(٢) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَاتَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ـ

২. আর যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে। [২–আল বাক্বারা : ৮৩]

সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ

(٣) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ـ

৩. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো ও যাকাত আদায় করো এবং যে সব নেকী তোমরা আল্লাহর কাছে অগ্রিম পাঠাবে, তা তাঁর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই এর সব কিছু দেখতে পান। [২–আল বাক্বারা : ১১০]

(٤) لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى

الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۔

৪. আর তোমাদের মুখ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরানোর মধ্যে কোন নেকী নিহিত নেই। তবে আসল কল্যাণ হচ্ছে একজন মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, পরকালের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, (আল্লাহর) কিতাবের ওপর, নবী-রাসূলদের ওপর এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ তাঁরই ভালোবাসা পাবার মানসে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও মুসাফিরের জন্যে ব্যয় করবে, সাহায্যপ্রার্থী (দুস্থ মানুষ, সর্বোপরি) মানুষকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার কাজে অর্থ ব্যয় করবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে– [২–আল বাক্বারা : ১৭৭]

(٥) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔

৫. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ তা'আলার ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে, যাকাত আদায় করেছে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা সেদিন চিন্তিতও হবে না। [২–আল বাক্বারা : ২৭৭]

(٦) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۔

৬. তুমি কি তাদেরকে দেখনি? যাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও। [৪–নিসা : ৭৭]

(٧) لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۔

৭. কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের জ্ঞানের গভীরতা রয়েছে তারা এবং এমন সব ঈমানদার যারা আপনার ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস করে, আপনার পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপরও বিশ্বাস করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও শেষ দিনের ওপর ঈমান আনে। [৪–আন্ নিসা : ১৬২]

(٨) وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ ج وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ط وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ط لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ -

৮. আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের (কাছ থেকে আনুগত্যের) অঙ্গীকার গ্রহণ করল, অত:পর আমি (এ কাজের জন্যে) তাদের মধ্য থেকে বারো জন সর্দার নিযুক্ত করলাম; আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা যদি সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, আমার রাসূলদের ওপর ঈমান আনো এবং (দ্বীনের কাজে যদি) তোমরা তাদের সাহায্য– সহযোগিতা করো, (সর্বোপরি) আল্লাহ্ তা'আলাকে তোমরা যদি উত্তম ঋণ প্রদান করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের অপরাধসমূহ মোচন করে দেব। আর তোমাদের আমি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয়। [৫–আল মায়িদা : ১২]

(٩) اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ -

৯. তোমাদের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রাসূল এবং সেসব ঈমানদার লোকেরা, যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং সদা অবনমিত থাকে। [৫–আল মায়িদা : ৫৫]

(١٠) وَاكْتُبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ط قَالَ عَذَابِىْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ج وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ط فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ -

১০. তুমি আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ লিখে দাও, হিদায়াতের জন্যে আমরা তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ্ তা'আলা

বললেন, আমার শাস্তি আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই দেই এবং আমার দয়া তো (আসমান-জমিনের) সব কয়টি জিনিসকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আমি অবশ্যই তা লিখে দেব এমন লোকদের জন্যে, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, যাকাত আদায় করে এবং আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে। [৭-আল আ'রাফ : ১৫৬]

নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হলে যুদ্ধ

(١١) فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

১১. অত:পর এরপরও তারা যদি তাওবা করে (দ্বীনের পথে ফিরে আসে) এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও বড় দয়াময়। [৯-আত্ তাওবা : ৫]

যারা মুমিনদের দ্বীনি ভাই

(١٢) فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ۚ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ـ

১২. (এ সত্ত্বেও) যদি তারা তাওবা করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তারা হবে তোমাদেরই দ্বীনী ভাই। আমি সেসব মানুষের কাছে আমার আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করি, যারা (সত্য-মিথ্যার তারতম্য) বুঝতে পারে। [৯-আত্ তাওবা : ১১]

যারা মসজিদ আবাদ করার যোগ্য লোক

(١٣) اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ ۚ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ـ

১৩. আল্লাহ তা'আলার (ঘর) মসজিদ তো আবাদ করবে তারা, যারা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের ওপর ঈমান আনে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, এরা হিদায়াতপ্রাপ্ত মানুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। [৯-আত্ তাওবা : ১৮]

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু

(١٤) وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ م يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

১৪. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা হচ্ছে একে অপরের বন্ধু। তারা ন্যায় কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করে। এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ, যাদের ওপর আল্লাহ্ তা'আলা অচিরেই দয়া করবেন। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। [৯–আত্ তাওবা : ৭১]

ঈসা (আ)-কেও যাকাত আদায়ের নির্দেশ

(١٥) وَجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ص وَأَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ـ

১৫. যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে (তাঁর) অনুগ্রহভাজন করবেন। আর তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন আমি বেঁচে থাকি ততদিন যেন সালাত প্রতিষ্ঠা করি এবং যাকাত আদায় করি। [১৯–মারইয়াম : ৩১]

(١٦) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ـ

১৬. সে তার পরিবার-পরিজনদের সালাত প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত আদায় করার আদেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের একান্ত পছন্দনীয় ব্যক্তি। [১৯–মারইয়াম : ৫৫]

ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকেও যাকাত আদায়ের নির্দেশ

(١٧) وَجَعَلْنٰهُمْ أَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَإِقَامَ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ ج وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ـ

১৭. আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে সুপথ দেখাত, নেক কাজ করা, সালাত প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত দেয়ার জন্য আমি তাদের কাছে ওহী পাঠিয়েছি। আর তারা আমারই আনুগত্য করত। [২১–আল আম্বিয়া : ৭৩]

ইসলামী সরকারের মৌলিক দায়িত্ব ৪টি

(١٨) اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ـ

১৮. আমি যদি তাদের পৃথিবীতে রাজত্ব দান করি, তাহলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর সব কাজেরই চূড়ান্ত পরিণতি একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। [২২-আল হাজ্জ : ৪১]

সালাত ও যাকাতের বিধান কায়েম কর এবং জিহাদ কর

(١٩) فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط هُوَ مَوْلٰكُمْ ج فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ـ

১৯. অতএব, সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ তা'আলার রশি শক্তভাবে ধারণ করো। তিনিই হচ্ছেন তোমাদের একমাত্র অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী!

[২২-আল হাজ্জ : ৭৮]

(٢٠) قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ـ

২০. নি:সন্দেহে (সেসব) ঈমানদারগণ মুক্তি পেয়ে গেছে, যারা নিজেদের সালাতে একান্ত বিনয়-নম্র (হয়), অর্থহীন বিষয় থেকে বিরত থাকে এবং (রীতিমতো) যাকাত প্রদান করে। [২৩-আল মু'মিনূন : ১-৪]

(٢١) رِجَالٌ لا لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ص يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ـ

২১. তারা এমন লোক– ব্যবসা বাণিজ্য যাদের কখনো আল্লাহ্ তা'আলা থেকে গাফেল করে দেয় না– বেচা-কেনা তাদের আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ, সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল রাখতে পারে না, তারা সে দিনকে ভয় করে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টিশক্তি ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে।

[২৪-আন্ নূর : ৩৭]

সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ

(٢٢) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

২২. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও আর রাসূলের আনুগত্য করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে। [২৪–আন্ নূর : ৫৬]

(٢٣) اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ـ

২৩. যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) কিয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। [২৭–আন্ নামাল : ৩]

যাকাত আদায়ে সম্পদ বৃদ্ধি পায়

(٢٤) وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ـ

২৪. যা কিছু তোমরা সুদের ওপর দাও, (তা তো এ জন্যেই দাও) যেন তা অন্য মানুষদের মালের সাথে (অন্তর্ভুক্ত হয়ে) বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে তা বাড়ে না। অপরদিকে যে যাকাত তোমরা দান করো, তা (যেহেতু একান্তভাবে) আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে দান করো, তাই বৃদ্ধি পায়। এরাই হচ্ছে (সেসব লোক) যারা (যাকাতের মাধ্যমে) আল্লাহর দরবারে নিজেদের সম্পদ বহুগুণে বাড়িয়ে নেয়। [৩০–আর্ রূম : ৩৯]

(٢٥) اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ـ

২৫. যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) কিয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। [৩১- লুক্বমান : ৪]

বিশেষ করে নারীদের যাকাত আদায়ের নির্দেশ

ـيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

ـيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ اِنَّمَا يُرِيْدُ

الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ـ

২৬. আর তোমরা ঘরে অবস্থান করবে, পূর্বেকার জাহেলিয়াতের যুগের (নারীদের) মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না, তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। আল্লাহ্ তা'আলা (মূলত) এসব কিছুর মাধ্যমে নবী পরিবার এবং তোমাদের মাঝ থেকে (সব ধরনের) অপবিত্রতা দূর করে (তোমাদের) পাক পবিত্র করে দিতে চান। [৩৩-আল আহ্যাব : ৩৩]

কাফিররা যাকাত দেয় না

(২৭) اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ـ

২৭. তারা যাকাত দেয় না এবং তারা পরকালের ওপরও ঈমান আনে না। [৪১-হা-মীম আস্ সাজদা : ৭]

সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ

(২৮) ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمْ صَدَقٰتٍ ط فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

২৮. তোমরা কি তোমাদের একাকী কথা বলার আগে সদকা আদায় করার আদেশে ভয় পেয়ে গেলে? যদি তোমরা তা করতে না পারো এবং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় করুণা দ্বারা তোমাদের ক্ষমা করে দেন, তবে তোমরা সলাত প্রতিষ্ঠা করতে থাকো, যাকাত আদায় করতে থাক এবং (সর্ববিষয়ে) আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকো; তোমরা যা করছ আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন। [৫৮-আল মুজাদালাহ : ১৩]

(২৯) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ـ

২৯. অতএব, তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। [৭৩-আল মুয্যাম্মিল : ২০]

(৩০) وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ـ

৩০. (অথচ) এদের এ ছাড়া আর কিছুরই আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীন ও ইবাদত নিবেদিত করে নিবে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দান করবে। কেননা, এটাই হচ্ছে সঠিক জীবন বিধান।

[৯৮–আল বাইয়্যিনাহ : ৫]

২৪৫. যাকাত অর্থে اَلْاِنْفَاقُ শব্দ দ্বারা তেতাল্লিশ (৪৩) আয়াত

আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য তাকিদ

(١) اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

১. যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। [২–আল বাক্বারা : ৩]

(٢) وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَاَحْسِنُوْا ـ

২. আল্লাহর পথে খরচ করো এবং আপন হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেও না। ইহসানের পথে চলো। [২–আল বাক্বারা : ১৯৫]

(٣) يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۖ قُلْ مَّا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ـ

৩. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমরা কী খরচ করব? জবাব দিন, যে মালই (সম্পদ) তোমরা খরচ করো; নিজের পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতীম ও মিসকীনদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য খরচ করো। [২–আল বাক্বারা : ২১৫]

আল্লাহর পথে যতটুকু সম্পদ ব্যয় করা উচিত

(٤) وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ـ

৪. এরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমরা আল্লাহর পথে কী খরচ করব? জবাবে বলুন, যা তোমাদের প্রয়োজনের বেশি আছে। [২–আল বাক্বারা : ২১৯]

বিপদের দিন আসার পূর্বেই ব্যয় কর

(٥) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ـ

৫. হে ঈমানদারগণ! আমার দেওয়া ধন-সম্পদ থেকে (আমার পথে) ব্যয় করো– সে দিনটি আসার আগে, যেদিন কোন রকম বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা থাকবে না–আর থাকবে না কোন রকমের সুপারিশ। [২–আল বাক্বারা : ২৫৪]

আল্লাহর পথে ব্যয় করার উপমা

(٦) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ

৬. যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যদানা। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।
[২–আল বাক্বারা : ২৬১]

দান করার পর খোটা দেয়া যাবে না

(٧) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

৭. যারা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে, অত:পর যা ব্যয় করে তা বলে বেড়ায় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। [২–আল বাক্বারা : ২৬২]

(٨) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ـ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ـ

৮. হে ঈমানদারগণ! অন্যের কাছে বলে বেড়ায়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান খয়রাতকে নষ্ট করো না। যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার ওপর কিছু মাটি থাকে, অত:পর এর ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত একে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। [২–আল বাক্বারা : ২৬৪]

আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফলাফল

(৯) وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ـ

৯. আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করার জন্য সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা কোনো উঁচু ভূমিতে অবস্থিত একটি বাগান, যাতে মূষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তাতে ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। অত:পর যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। আর তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। [২–আল বাক্বারা : ২৬৫]

আল্লাহর পথে ব্যয় করার নির্দেশ

(১০) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ـ

১০. হে ঈমানদারগণ! যে মাল তোমরা উপার্জন করেছ এবং যা কিছু আমি জমিন থেকে তোমাদের জন্য বের করেছি, তা থেকে যা উত্তম তা আল্লাহর পথে খরচ করো। [২–আল বাক্বারা : ২৬৭]

(১১) وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ـ

১১. আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো অথবা যা কিছু তোমরা মানত করো, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন। আর জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। [২–আল বাক্বারা : ২৭০]

(١٢) وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ـ

১২. তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যই খরচ করে থাকো।
[২–আল বাক্বারা : ২৭২]

(١٣) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج لاَ يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ـ

১৩. এটা (যাকাত) প্রাপ্য সেসব অভাবগ্রস্ত লোকদের, যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত থাকায় জীবিকার জন্য জমিনে পদচারণা করতে পারে না এবং (আত্মসম্ভ্রমের কারণে) কারও নিকট হাত পাতে না বলে অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদের (দারিদ্র্যের) লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট মিনতি করে যাচনা করে না। আর যে কল্যাণকর কিছু তোমরা ব্যয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। [২–আল বাক্বারা : ২৭৩]

দিবা-রাত্র, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় দান করবে

(١٤) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

১৪. যারা নিজেদের সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। [২–আল বাক্বারা : ২৭৪]

প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে

(١٥) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ـ

১৫. তোমাদের ঐসব জিনিস, যা তোমরা ভালোবাস তা (আল্লাহর পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা পুণ্য হাসিল করতে পারো না। [৩–আলে ইমরান : ৯২]

কাফেরদের দান-খয়রাত

(١٦) مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۔

১৬. এই পার্থিব জীবনে তারা যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ু, তা যে জাতি নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে। আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি, তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে। [৩–আলে ইমরান : ১১৭]

সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করা

(١٧) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۔

১৭. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন।

[৩–আলে ইমরান : ১৩৪]

লোক দেখানোর জন্য দান করা যাবে না

(١٨) وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ۔

১৮. আর যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন না। আর শয়তান কারও সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ! [৪–আন নিসা : ৩৮]

আল্লাহর পথে দান করার নির্দেশ

(١٩) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ۔

১৯. আর তারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে রিযিক হিসেবে যা দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করলে তাদের কী ক্ষতি হতো? আর আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোভাবেই জানেন। [৪–আন নিসা : ৩৯]

(٢٠) اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

২০. যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। [৮–আল আনফাল : ৩]

(٢١) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ـ

২১. আল্লাহ্র পথ হতে লোকদের নিবৃত্ত করার জন্য কাফিররা তাদের সম্পদ ব্যয় করে, অনন্তর তারা সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে; অত:পর তা তাদের আফসোসের কারণ হবে, এরপর তারা পরাভূত হবে। আর যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে। [৮–আল আনফাল : ৩৬]

(٢٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

২২. হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত এবং সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং মানুষকে আল্লাহ্র পথ হতে নিবৃত্ত করে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দিন। [৯–আত তাওবা : ৩৪]

(٢٣) قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ط اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ـ

২৩. বলুন, তোমরা ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত ব্যয় করো, তোমাদের নিকট হতে তা কিছুতেই গৃহীত হবে না। নিশ্চয় তোমরা সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।
[৯–আত তাওবা : ৫৩]

(٢٤) وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ اِلاَّ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلاَ يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلاَّ وَهُمْ كُسَالٰى وَلاَ يُنْفِقُوْنَ اِلاَّ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ـ

২৪. আর তাদের থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে। [৯–আত তাওবা : ৫৪]

(٢٥) وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ط عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

২৫. আর মরুবাসীদের কেউ কেউ, যা তারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তা অর্থদণ্ড বলে গণ্য করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র তাদেরই হোক। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। [৯–আত তাওবা : ৯৮]

(٢٦) وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ط اَلاَ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ط سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

২৬. আর মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে এবং যা ব্যয় করে তা আল্লাহ্র সান্নিধ্য ও রাসূলের দুআ লাভের উপায় মনে করে। জেনে রেখ, নিশ্চয় তা তাদের জন্য আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের উপায়; আল্লাহ্ অচিরেই তাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [৯–আত তাওবা : ৯৯]

(٢٧) وَلاَ يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلاَ كَبِيْرَةً وَّلاَ يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

২৭. আর তারা ছোট বা বড় যাই ব্যয় করে এবং যেকোনো প্রান্তরই অতিক্রম করে তা তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয়, যাতে তারা যা করে আল্লাহ্ তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদেরকে দিতে পারেন। [৯–আত তাওবা : ১২১]

(٢٨) وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ـ

২৮. আর যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, তাদের জন্য শুভ পরিণাম। [১৩–আর রা'দ : ২২]

(٢٩) قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خِلٰلٌ ـ

২৯. (হে নবী!) আমার যে বান্দারা ঈমান এনেছে তুমি তাদের বলো, তারা যেন সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে (আমারই পথে) ব্যয় করে, গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে, (কিয়ামতের) সে দিনটি আসার আগে, যেদিন (মুক্তির জন্য) কোন রকম (সম্পদের) বেচা-কেনা চলবে না এবং কোন রকমের বন্ধুত্ব কাজে লাগবে না। [১৪–ইবরাহীম : ৩১]

(٣٠) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ـ

৩০. আল্লাহ তাআলা উপমা দিচ্ছেন, অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের যে কোনো কিছুর ওপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাকে তিনি নিজ হতে উত্তম রিযিক দান করেছেন, আর সে তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে।
[১৬–আন নাহল : ৭৫]

(٣١) وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ـ

৩১. আর তার ফল-সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেলে এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য আক্ষেপ করতে লাগল, যখন তা মাচানসহ ভূমিসাৎ হয়ে গেল। আর সে বলতে লাগল, হায়! আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক না করতাম। [১৮–আল কাহাফ : ৪২]

(٣٢) اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

৩২. আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয়, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। [২২-আল হাজ্জ : ৩৫]

(٣٣) اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

৩৩. তাদেরকে দুবার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে, যেহেতু তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভালো দ্বারা মন্দের মোকাবেলা করে, আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে। [২৮-আল কাসাস : ৫৪]

(٣٤) تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ز وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

৩৪. তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে।

[৩২-আস সাজদাহ : ১৬]

(٣٥) قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ط وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ج وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ـ

৩৫. বলুন, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা তা সীমিত করেন। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দেবেন। আর তিনি শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। [৩৪-সাবা : ৩৯]

(٣٦) اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ـ

৩৬. নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নেই। [৩৫-ফাতির : ২৯]

(٣٧) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ

৩৭. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করো। তখন কাফিররা মু'মিনদেরকে বলে, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারতেন আমরা কি তাকে খাওয়াবো? নিশ্চয় তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ। [৩৬–ইয়াসীন : ৪৭]

(٣٨) وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۠ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۠ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

৩৮. আর যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। [৪২–আশ শুরা : ৩৮]

আল্লাহর পথে ব্যয় করতে নির্দেশ

(٣٩) هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۭ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ـ

৩৯. তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে। আর যারা কার্পণ্য করে তারা তো নিজেদের প্রতিই কার্পণ্য করে। আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। [৪৭–মুহাম্মাদ : ৩৮]

(٤٠) اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۭ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ـ

৪০. তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় করো। অনন্তর

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। [৫৭–আল হাদীদ : ৭]

(٤١) وَمَا لَكُمْ اَلاَّ تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لاَيَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ـ

৪১. আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে কেন ব্যয় করবে না? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। [৫৭–আল হাদীদ : ১০]

সামর্থের আলোকে ব্যয় কর

(٤٢) فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ـ

৪২. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো, আর শ্রবণ করো, আনুগত্য করো ও ব্যয় করো তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য।

[৬৪–আত তাগাবুন : ১৬]

বিত্তবান সামর্থ অনুযায়ী ব্যয় করে

(٤٣) لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ ـ

৪৩. বিত্তবান নিজ সামর্থ অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। [৬৫–আত তালাক : ০৭]

২৪৬. যাকাত অর্থে (اَلصَّدَقَةُ) সদকা শব্দ দ্বারা নয় (৯) আয়াত।

গোপনে দান করা উত্তম

(١) اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاۤءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ـ

১. (আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য) তোমরা যা কিছু দান করো, তা যদি প্রকাশ্যভাবে (মানুষদের সামনে) করো, তা ভালো কথা (তাতে কোন দোষ নেই), তবে যদি তোমরা তা (মানুষদের কাছে) গোপন রাখ এবং (চুপে চুপে) অসহায়দের দিয়ে দাও, তা হবে তোমাদের জন্য উত্তম; (এ দানের কারণে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন, আর তোমরা যাই করো না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত রয়েছেন।

[২–আল বাক্বারা : ২৭১]

আল্লাহ্ দান সদকা বৃদ্ধি করেন

(٢) يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ -

২. আল্লাহ্ তা'আলা সুদ নিশ্চিহ্ন করেন, (অপর দিকে) দান সদকা (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি করেন; আল্লাহ্ তা'আলা অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের কখনো পছন্দ করেন না। [২–আল বাক্বারা : ২৭৬]

(٣) لَاخَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ ۢ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا -

৩. তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় সদাকাহ্, সৎকাজ বা মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় তা করবে, অনন্তর অচিরেই আমি তাকে মহা পুরস্কার দেবো। [৪–নিসা : ১১৪]

(٤) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ -

৪. আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সদাকাহ্ বণ্টন সম্পর্কে আপনাকে দোষারোপ করে, অত:পর এর কিছু তাদেরকে দেয়া হলে তারা পরিতুষ্ট হয়, আর এর কিছু তাদেরকে দেয়া না হলে তৎক্ষণাৎ তারা বিক্ষুব্ধ হয়।

[৯–আত তাওবা : ৫৮]

সদকা (যাকাত) ব্যয়ের খাত আটটি

(٥) اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ

৫. নিশ্চয় সদকা (যাকাত) হলো, ১. ফকীর, ২. মিসকীন, ৩. ঐসব লোকদের, যারা সদকার কাজে নিযুক্ত, ৪. তাদের, যাদের মন জয় করা প্রয়োজন। ৫. (তা ছাড়া) দাস মুক্ত করা, ৬. ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করা, ৭. আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী ও ৮. মুসাফিরদের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটা ফরয বিধান। আর আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং তিনি প্রজ্ঞাময়। [৯–আত্ তাওবা : ৬০]

(٦) وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

৬. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র নিকট অঙ্গীকার করেছিল, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে দান করলে আমরা অবশ্যই সাদাকাহ দেবো এবং নিশ্চয় সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবো। [৯–আত তাওবা : ৭৫]

নিষ্ঠা ও আগ্রহের সাথে মু'মিনদের দান

(٧) اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ط سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ز وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

৭. যারা আন্তরিক নিষ্ঠা ও আগ্রহের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার পথে দান করে (এবং যারা দান করার মতো) নিজেদের পরিশ্রম (-লব্ধ সামান্য কিছু সম্পদ) ছাড়া কিছুই পায় না, এসব মু'মিনদের যারা দোষারোপ করে এবং তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করে; এ (বিদ্রূপকারী)-দের স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাও বিদ্রূপ করতে থাকেন, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। [৯–আত্ তাওবা : ৭৯]

সদকা পবিত্র ও পরিশোধিত করে

(৮) خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۔

৮. তুমি তাদের ধন-সম্পদ থেকে (যাকাত) সদকা গ্রহণ করো, সদকা দ্বারা তাদের পবিত্র করে দিবে, তুমি তাদের জন্য দু'আ করবে; কেননা, তোমার দু'আ তাদের জন্য (হবে পরম) সান্ত্বনা; আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন। [৯–আত্ তাওবা : ১০৩]

(৯) اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۔

৯. তারা কি এ কথাটা জানে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তিনি (যাকাত) সদকা গ্রহণ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন তাওবা গ্রহণকারী ও পরম দয়ালু। [৯–আত্ তাওবা : ১০৪]

যাকাত প্রসঙ্গে যা জানা দরকার

যাকাত পাবে যারা

১. ফকীর।
২. মিসকীন।
৩. যাকাত বিভাগের কর্মচারি।
৪. মুআল্লিফাহ্ আল কুলুব (যাদের অন্তর জয় করা প্রয়োজন)।
৫. দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য।
৬. ঋণ মুক্তির জন্য।
৭. আল্লাহ্র পথে।
৮. মুসাফিরদের জন্য।

সূরা তাওবা ৬০ আয়াত

যাকাত পাবে না যারা

১. নিসাবের অধিকারী।
২. স্বামী,
৩. স্ত্রী,
৪. উপার্জনক্ষম,
৫. পিতা, মাতা এবং ঊর্ধ্বগামী,
৬. সন্তান এবং নিম্নগামী,
৭. বনী হাশিম,
৮. অমুসলিম,
৯. যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব আছে।

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলি

১. মুসলিম হওয়া,
২. স্বাধীন হওয়া,
৫. নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা,
৬. পূর্ণাঙ্গ মালিক হওয়া,

৩. বালিগ হওয়া,
৪. আকিল হওয়া, জ্ঞানবান হওয়া,
৭. পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা।

যাকাতযোগ্য মালের শর্তাবলি

১. পূর্ণাঙ্গ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া,
২. আবর্তনশীল হওয়া,
৩. নিসাব পরিমাণ হওয়া,
৪. প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া,
৫. ঋণমুক্ত হওয়া,
৬. এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া।

যেসব মালের যাকাত দিতে হবে

১. নগদ অর্থ,
২. পশু সম্পদ,
৩. সোনা-রূপা,
৪. ব্যবসায় পণ্য,
৫. ফল ফসল,
৬. খনিজ সম্পদ,
৭. মধু,
৮. গুপ্তধন।

নোট : আমাদের সমাজে অনেক মহিলার স্বর্ণ সাড়ে সাত ভরি বা রৌপ্য সাড়ে বায়ান্ন ভরি থাকা সত্ত্বেও যাকাত ফরজ হয়েছে মনে করে না। তাই তারা যাকাত দেয় না। সাবধান এ স্বর্ণ-গহনার যাকাত দেয়া ফরজ।

যেসব সম্পদে বছরপূর্ণ হওয়ার শর্ত নেই

১. ফল ফসল।
২. খনিজ সম্পদ (সোনা রূপা ছাড়া)।
৩. গুপ্তধন।
৪. বাণিজ্যিক খামারের মাছ।
৫. মধু।

যেসব সম্পদে যাকাত নেই

১. নিসাবের কম।
২. শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি, দালান কোঠা, দোকান ঘর ইত্যাদি স্থিতিশীল সামগ্রী।
৩. বসবাসের ঘর।
৪. গৃহস্থালীর ব্যবহার্য আসবাবপত্র।
৫. ব্যবহারের যানবাহন।
৬. ব্যবহারের ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, হাতী।
৭. ব্যবহারের পোষাক পরিচ্ছদ।
৮. ডিম উৎপাদনের হাঁস মুরগি।
৯. বাণিজ্যিক দুধ উৎপাদন, কৃষি ও সেচ কাজ এবং বোঝা বহনের গরু মহিষ।
১০. ব্যবহারের শিক্ষা উপকরণ।

২৪৭. যাকাত আদায়ের শপথ

(١) عَنْ جَرِيْرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ـ

১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীমের ﷺ কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি সালাত কায়েম করার, যাকাত দেয়ার এবং প্রতিটি মুসলমানের কল্যাণ কামনার জন্যে। (বুখারী, ৩য় খণ্ড অ: যাকাত পৃ: ৬ ও মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ১৩২)

২৪৮. অলংকারের যাকাত

(١) عَنْ زَيْنَبَ اِمْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْمِنْ حُلِيِّكُنَّ فَاِنَّكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী জয়নব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে খুত্‌বা দিলেন এবং বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা সাদকাহ করো (যাকাত দাও) যদিও তোমাদের গহনা পত্রের হয়। কেননা কিয়ামতের দিন তোমাদের অধিক অধিবাসী হবে জাহান্নামের। (তিরমিযী, হাদীস-৬৩৫)

২৪৯. যাকাত আদায় না করার করুণ পরিণতি

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شُجَاعًا اَقْرَعُ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে ধন-সম্পদ পেয়েছে কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ এমন বিষধর সর্পে পরিণত হবে যার মাথার উপর থাকবে দু'টি কালো দাগ। এ সর্প সে ব্যক্তির গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। অত:পর সাপ উক্ত ব্যক্তির গলায় ঝুলে তার দু'গালে কামড়াতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। (বুখারী ও নাসায়ী-২৪৮২)

(٢) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ رَّجُلٍ يَكُوْنُ لَهٗ اِبِلٌ اَوْ بَقَرٌ اَوْ غَنَمٌ لَايُؤَدِّىْ حَقَّهَا اِلَّا اُتِىَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَاتَكُوْنُ وَاَسْمَنَهٗ تَطَؤُهٗ بِاَخْفَافِهَاوَتَنْطَحُهٗ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا جَازَتْ اُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلَاهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ ـ

২. আবু যার গিফারী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যেকোনো ব্যক্তির উট, গরু বা ছাগল-ভেড়া থাকবে অথচ সে তার হক (যাকাত) আদায় করবে না, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তাকে অতি বড় ও অতি মোটা-তাজা অবস্থায় আনা হবে। তারা দলে দলে তাকে মাড়াতে থাকবে। নিজেদের ক্ষুর দ্বারা এবং শিং দ্বারা তাকে মারতে থাকবে। যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে যতক্ষণ না মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা শেষ হয়ে যায়। (বুখারী ৩য় খণ্ড, অধ্যায় যাকাত পৃ: ৩৮)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ كَنْزُ اَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ يَفِرُّمِنْهُ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يَطْلُبُهٗ حَتّٰى يُلْقِمَهٗ اَصَابِعَهٗ ـ

৩. আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: তোমাদের সংরক্ষিত সম্পদ কিয়ামতের দিন কেশহীন বিষাক্ত সাপ হবে এবং তা থেকে তার অধিকারী পলায়ন করতে চাইবে কিন্তু তা তাকে অনুসন্ধান করতে থাকবে যতক্ষণ না সে (খাদ্যরূপে) তার মুখে আপন অঙ্গুলীসমূহ দেয়।

(মিশকাত-১৬৯৯ সহীহ)

২৫০. যাকাত আদায়ের ফযীলত

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন। (বুখারী, হাদীস-১৩৫১, মুসলিম, হাদীস-২৩৮৭)

(٢) عَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهَبٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقُوْا فَاِنَّهُ يَاْتِىْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِى الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهٖ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْجِئْتَ بِهَا بِالْاَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِىْ فِيْهَا ـ

২. হারিসা ইবনে ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সদকা করো। কেননা অচিরেই তোমাদের উপর এমন সময় আসবে, যখন মানুষ সাদকার মাল নিয়ে ঘুড়ে বেড়াবে, তখন গ্রহীতা বলবে, গতকাল নিয়ে এলে অবশ্যই গ্রহণ করতাম কিন্তু আজ এর কোনো প্রয়োজন আমার নেই। (বুখারী ৩য় খণ্ড, অধ্যায় যাকাত, পৃ:-১৩)

২৫১. যে দুই ব্যক্তির ব্যাপারে ঈর্ষা করা যায়

(٣) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَحَسَدَ اِلاَّ فِىْ اِثْنَيْنِ رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ـ

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেবল মাত্র দু'ধরনের ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা রাখা যেতে পারে, একজন এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং ন্যায় পথে তা ব্যয় করার মতো ক্ষমতাবান বানিয়েছেন। অপরজন এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা দেন ও অন্যদেরকে তা শিক্ষা দেন। (বুখারী ৩য় খণ্ড, অ: যাকাত, পৃ: নং-১১)

(٤) عَنْ جَرِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَعَنْكُمْ رَاضٍ ـ

৪. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের নিকট যাকাত আদায়কারী আসবে, তখন সে যেন তোমাদের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়। (মুসলিম ৩য় খণ্ড অ: যাকাত পৃ: ৩৯৮)

২৫২. মাল পূর্ণ একবছর মালিকানায় থাকতে হবে

(١) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ فِيْهِ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ـ

১. আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্পদের মালিক হয়েছে, যে পর্যন্ত না উক্ত সম্পদ তার কাছে এক বছর থাকে সে পর্যন্ত তাকে তার যাকাত দিতে হবে না।

(তিরমিযী-৬৩১, ইবনে মাজাহ-১৭৯২)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ (رضى)قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا خَالَطَتِ الزَّكٰوةُ مَالاً قَطُّ اِلَّا اَهْلَكَتْهُ .

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্কে বলতে শুনেছি, যে সম্পদের সাথে যাকাতের (সম্পদ ও টাকা পয়সার) সংমিশ্রণ ঘটে তা সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়। (সহীহ বুখারী)

১৬. সাওম (اَلصَّوْمُ)

২৫৩. সাওম পরিচিতি

(اَلصَّوْمُ)'সাওম' বা 'সিয়াম' আরবি শব্দ। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত রোযা মূলত ফারসী শব্দ। সাওম অর্থ বিরত থাকা, দূরে থাকা, কঠোর সাধনা, অবিরাম চেষ্টা ও আত্ম সংযম। ইসলামী পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তের সঙ্গে পানাহার ও সকল প্রকার যৌন-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলা হয়। প্রিয়নবী রাসূল ﷺ হিজরতের পর মদীনার ইহুদীদের মধ্যে আশুরার রোযা পালন করতে দেখে মুসলমানদেরকে উক্ত দিনের রোযা পালন করতে নির্দেশ দেন। হিজ্ রতের আঠার মাস পর, 'কিবলাহ্' পরিবর্তনের পরে শা'বান মাসে রমযানের রোযা ফরয হবার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়। তখন থেকে আশুরার রোযা পালনের অপরিহার্যতা নাকচ হয়ে যায়। প্রত্যেক বয়:প্রাপ্ত, সুস্থ, মুকীম ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন মুসলিম নর-নারীর ওপর রমযানের রোযা ফরয। সঙ্গত কারণে উক্ত মাসে রোযা না রাখতে পারলে পরবর্তী সময় তা কাযা করা ফরয। তাছাড়া কাফ্ফারা আদায়েরও বিধান রয়েছে। মানুষের আত্মিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রোযা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

২৫৪. সিয়ামের নির্দেশনা

(١) يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

১. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্যে রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। আশা করা যায় তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হবে। (২–সূরা বাকারা : ১৮৩)

(٢) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

২. রমযান মাসই হলো সেই মাস, যাতে আল কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্যে জীবন বিধান এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্যে সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ। আর হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসটি পাবে সে যেনো এ মাসের রোযা রাখে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ বা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্যে সহজ করতে চান, তোমাদের জন্যে কঠিন করতে চান না। যাতে তোমরা এ সংখ্যা পূরণ করতে পারো এবং তোমাদের হেদায়াত দানের জন্যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পার। (২–সূরা বাকারা : ১৮৫)

২৫৫. সিয়ামের ফযীলত

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ঘোষণা করেছেন, যে লোক রমযান মাসের রোযা রাখবে ঈমান ও চেতনা সহকারে (সওয়াবের আশায়) তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যায় (বুখারী-৩৭, ১৮৭৫, মুসলিম-১৮১৭)

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا -

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে লোক একদিন আল্লাহর পথে রোযা রাখবে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডল জাহান্নাম হতে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে রাখবেন। (বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী-২২৪৭-২২৪৮, ইবনে মাজাহ-১৭১৮-১৭১৯, মুসনাদে আহমদ ও মুসলিম ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা-৪৭০)

২৫৬. সিয়ামের গুরুত্ব

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ صُفِدَتْ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের নিকট রমযান মাস উপস্থিত। এটি এক অত্যন্ত বরকতময় মাস। আল্লাহ্ তায়ালা এ মাসে তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজা-সমূহ উম্মুক্ত হয়ে যায়, এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এ মাসে বড় বড় ও সেরা শয়তানগুলো আটক করে রাখা হয়। আল্লাহর জন্যে এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়েও অনেক উত্তম। যে লোক এই রাত্রির মহাকল্যাণ লাভ হতে বঞ্চিত থাকল, সে সত্যই বঞ্চিত ব্যক্তি।

(নাসায়ী, হাদীস-২১০৬, মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকী)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ -

২. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, রোযা ও কুরআন রোযাদার বান্দার জন্যে শাফায়াত করবে, রোযা বলবে, হে আল্লাহ্! আমি এ ব্যক্তিকে দিনে খাবার ও অন্যান্য কামনা-বাসনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি

আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, হে আল্লাহ! আমি এ ব্যক্তিকে রাতের নিদ্রা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন, আল্লাহ্ তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন। (হাকিম-২০৩৬, আহমদ-৬৬২৬ হাসানসহীহ)

(٣) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং তদানুযায়ী আমল পরিত্যাগ করতে পারল না, তবে এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই (মুসলিম, তিরমিযী-৭০৭, ইবনে মাজা -১৬৮৯)

(٤) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهٗ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَاتَدْخُلُ مَعَهُمْ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَدْخُلُوْنَ مِنْهُ فَاِذَا دَخَلَ اٰخِرُهُمْ اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ .

৪. সাহল ইবনে সাদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন বেহেশতের একটি দরজা আছে তাকে রাইয়ান বলা হয়, এই দ্বার দিয়ে কিয়ামতের দিন একমাত্র রোযাদার লোকেরাই বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেই এই পথে প্রবেশ করবে না। সেদিন এই বলে ডাক দেয়া হবে রোযাদাররা কোথায়? তারা যেন এই পথে প্রবেশ করে, এভাবে সকল রোযাদার ভিতরে প্রবেশ করার পর দ্বারটি বন্ধ করে দেয়া হবে। অত:পর এ পথে আর কেউ প্রবেশ করবে না। (বুখারী-১৭৬৩, মুসলিম-২৭৬৬, ইবনে মাজাহ-১৬৪০, তিরমিযী-৭৬৫)

২৫৭. রোযাদারের বিশেষ দু'টি খুশি

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهٗ مِنْ اَجْلِىْ

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব দশগুণ হতে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন রোযা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা তা একান্তভাবে আমারই জন্যে। অতএব আমিই (যেভাবে ইচ্ছা) এর প্রতিফল দিব। রোযা পালনে আমার বান্দা আমারই সন্তোষ বিধানের জন্যে স্বীয় ইচ্ছা বাসনা ও নিজের পানাহার পরিত্যাগ করে থাকে। রোযাদারের জন্যে দু'টি আনন্দ। একটি ইফতারের সময় এবং অন্যটি তার মালিক-মনিব আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভের সময়। নিশ্চয়ই জেনে রেখো রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট সুগন্ধি হতেও অনেক উত্তম। (বুখারী ৩য় খণ্ড-অ: সাওম পৃ: ২৩৮ ও মুসলিম ৩য় খণ্ড-অ: সিয়াম পৃ: ৪৬৮)

২৫৮. সফরে রোযা না রাখার এখতিয়ার

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْاَسْلَمِىَّ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَصُوْمُ فِى السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَ اِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ ـ

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযাহ্ ইবনে আমর আসলামী (রা) বেশি বেশি রোযা রাখত। একদা সে নবী করিম ﷺ কে জিজ্ঞেস করল রাসূল আমি কি সফর অবস্থায় রোযা রাখতে পারি? মহানবী ﷺ বললেন, যদি চাও রাখতে পার, আর যদি না চাও ভাঙ্গতে পার। (বুখারী, ও মুসলিম ৩য় খণ্ড অ: সিয়াম পৃ: ৪৪৩)

২৫৯. রোযার কাফ্ফারা

(١) اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ط فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

১. (এই রোযা) নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্যে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে, অথবা সফরে থাকবে, তবে (সেই সময় রোযা না রেখে) অন্য সময় এই সংখ্যক পূরণ করে নিবে। আর এটি যাদের জন্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিস্‌কিনকে খাদ্য দান করবে। যে ব্যক্তি খুশির সাথে সৎকাজ করে, তা তার জন্যে কল্যাণকর হয়। আর যদি (কষ্ট সত্ত্বেও) রোযা রাখ, তবে তা তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার। (২–সূরা বাকারা : ১৮৪)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ـ

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মারা গেছে আর ফরয রোযা তার ওপর (কাযা) আছে, তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে রোযা (কাযা) আদায় করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

২৬০. রোযার রাতে স্ত্রী সহবাসের স্বাধীনতা

(١) اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ وَلَاتُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ـ

১. রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, তোমরা (রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে) আত্মপ্রতারণা করেছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের (অপরাধ থেকে) অব্যাহতি দিয়েছেন। অতএব তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো এবং যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্যে দান করেছেন তা আহরণ করো। আর পানাহার করো যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের সম্মুখে রাত্রির বুক হতে প্রভাতের আভা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপর রাত্রি পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ করে নাও। আর মসজিদে

ই'তিকাফ অবস্থায় তোমরা স্ত্রী সহবাস করো না। এই হচ্ছে আল্লাহ নির্দিষ্ট সীমাসমূহ। সুতরাং তোমরা এর নিকটবর্তী হবে না। এভাবেই আল্লাহ তার আয়াতসমূহ মানুষের জন্য বর্ণনা করে দেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে। (২–সূরা বাকারা : ১৮৭)

২৬১. শবে কদরের গুরুত্ব

(١) اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ . سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ .

১. নিশ্চয় আমি একে (কুরআনকে) নাযিল করেছি মহিমান্বিত রাত্রিতে। মহিমান্বিত রাত্রি সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? মহিমান্বিত রাত্রি হলো এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরাঈল) অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে। আর শান্তি বর্ষিত হতে থাকে ফজরের উদয় পর্যন্ত। (৯৭–সূরা ক্বদর)

৩৬২. রোযাদার নিজেকে প্রয়োজনে রোযাদার হিসেবে পরিচয় দেবে

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبُ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرَأٌ صَائِمٌ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ কোনোদিন রোযা রাখলে তার মুখ থেকে যেন খারাপ কথা বের না হয়। কেউ যদি তাকে গালমন্দ করে বা বিবাদে প্ররোচিত করতে চায় সে যেন বলে আমি রোযাদার। (বুখারী ও মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلٰى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ .

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের সিয়ামরত কোনো ব্যক্তিকে যদি খানা খাওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়, তবে তার বলা উচিত আমি রোযাদার। (মুসলিম ৩য় খ: অ: সিয়াম, পৃ: ৪৬৬)

১৭. হজ্জ (اَلْحَجُّ)

২৬৩. হজ্জ পরিচিতি

اَلْحَجُّ "হজ্জ" আরবি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ অভিপ্রায় বা সংকল্প করা, কোথাও যাবার ইচ্ছা করা। শরীয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখে মক্কার কা'বা ঘর এবং তার সংলগ্ন কয়েকটি স্থানে ইসলামের বিধানানুযায়ী অবস্থান করা বা যিয়ারত করাকে হজ্জ বলা হয়। ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম কা'বাকে কেন্দ্র করে আল্লাহর নির্দেশিত নিয়মে হজ্জ প্রবর্তন করেন। উম্মতে মুহাম্মদীর উপর নবম হিজরীতে তা ফরয হয়। শরীয়তের বিধান মোতাবেক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যক মুসলমানের ওপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। হজ্জ ফরয হবার শর্ত সাতটি যেমন– ১. সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া, ২. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, ৩. স্বাধীন হওয়া, ৪, সুস্থ হওয়া, ৫. যাতায়াত ও মক্কায় অবস্থানের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকা, ৬. রাস্তা নিরাপদ হওয়া, ৭. ফিরে আসা পর্যন্ত স্ত্রী লোকদের জন্যে স্বামী অথবা এমন কোনো আত্মীয় সফর সঙ্গী থাকা আবশ্যক যার সাথে বিবাহ হারাম। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের ভিতর কেবল হজ্জই শারীরিক এবং আর্থিক উভয় ইবাদতকে শামীল করে। মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে হজ্জ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২৬৪. হজ্জের কুরআনিক নির্দেশ

(١) وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ـ

১. মানুষের ওপর আল্লাহর এ অধিকার যে, বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাবার শক্তি সামর্থ্য যে রাখে, সে যেন হজ্জ করে এবং যে এ নির্দেশ অমান্য করে কুফরীর আচরণ করবে, তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্ব প্রকৃতির ওপর অবস্থানকারীদের মুখাপেক্ষী নন। (৩–সূরা আলে-ইমরান : ৯৭)

(٢) وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ـ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ

فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَارَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ـ

২. আর লোকদের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার নিকট সব দূরবর্তী স্থান হতে পায়ে হেঁটে ও উটের ওপর সওয়ার হয়ে আসবে। যাতে তারা তাদের কল্যাণ এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া জীবিকা হিসেবে চতুষ্পদ জন্তু যবেহ্ করার সময়। অত:পর তোমরা তা থেকে আহার করো এবং অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। (২২–সূরা হজ্জ : ২৭-২৮)

(٣) اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ـ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ـ

৩. হজ্জের মাসসমূহ সকলেরই জ্ঞাত। যে ব্যক্তি এ নির্দিষ্ট মাসসমূহে হজ্জের নিয়ত করবে, তাকে এ দিক দিয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, হজ্জকালীন তার দ্বারা যেন কোনো পাশবিক লালসা তৃপ্তির কাজ, কোনো যিনা-ব্যভিচার, কোনো রকমের লড়াই-ঝগড়ার কথাবার্তা অনুষ্ঠিত না হয়। আর তোমরা যা কিছু সৎকাজ করো, আল্লাহ্ তা জানেন। আর তোমরা উত্তম পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নি:সন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। হে বুদ্ধিমান লোকেরা! তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো। (২–সূরা বাকারা : ১৯৭)

(٤) وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى ط وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ـ

৪. যখন আমি কা'বা গৃহকে মানবজাতির জন্যে সম্মিলনস্থল ও নিরাপত্তা স্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম– তোমরা ইব্‌রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে সালাতের স্থান বানাও এবং ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকূ-সিজদাহ্‌কারীদের জন্যে পবিত্র রাখ। (২–সূরা বাকারা : ১২৫)

(٥) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُو اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ـ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

৫. তোমাদের ওপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ তালাশ করতে কোনো পাপ নেই। (হজ্জের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ নয়) অত:পর যখন তাওয়াফের জন্যে ফিরে আসবে আরাফাত থেকে, তখন 'মাশআরে হারামের' নিকট আল্লাহকে স্মরণ করো। আর তাঁকে স্মরণ করো তেমনি করে, যেমন তোমাদেরকে হেদায়াত করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই ইতোপূর্বে তোমরা ছিলে অজ্ঞ। অত:পর তাওয়াফের জন্যে দ্রুত গতিতে সেখানে থেকে ফিরে এসো, যেখান থেকে সবাই ফিরে আসে; আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাকারী ও করুণাময়। (২–সূরা বাকারা : ১৯৮-১৯৯)

(٦) اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ـ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ـ

৬. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের হজ্জ কিংবা উমরাহ সম্পন্ন করবে, এ দুই পর্বতের মধ্যে দৌড়ানো তার পক্ষে কোনো পাপের কাজ নয়। আর যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা-আগ্রহ ও উৎসাহে কোনো মঙ্গলজনক কাজ করবে আল্লাহ তার সম্পর্কে অবহিত এবং এর পুরস্কার দান করবেন, তিনি সর্বজ্ঞ। (২–সূরা বাকারা : ১৫৮)

(٧)وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ط فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ

يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ط ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ

৭. তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে যখন হজ্জ ও উমরার নিয়ত করবে, তখন তা পূর্ণ করবে, আর কোথাও যদি পরিবেষ্টিত হয়ে পড় তবে যে কুরবানী সম্ভব তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করে দিও এবং নিজেদের মুন্ডন কর না যতক্ষণ না কুরবানী এর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি এর মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোনো অসুখ থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোযা করবে কিংবা ফিদিয়া দিবে অথবা কুরবানী করবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা হজ্জ ও ওমরাহ্ একত্রে একই সাথে পালন করতে চায়, তবে যা কিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কুরবানী করাই তার ওপর কর্তব্য। বস্তুত যারা কুরবানীর পশু পাবে না, তারা হজ্জের দিনগুলোর মধ্যে তিনটি রোযা আর সাতটি রোযা রাখবে ফিরে যাবার পর এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ নির্দেশটি তাদের জন্যে, যারা মসজিদুল হারামের পাশে বসবাস করে না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহর আযাব বড়ই কঠিন। (–সূরা বাকারা : ১৯৬)

২৬৫. হাদীসে হজ্জের নির্দেশ

(٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَجُّوْا ـ

৮. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, হে লোকেরা, আল্লাহ তোমাদের জন্যে হজ্জ ফরয করেছেন। অতএব তোমরা হজ্জ আদায় কর। (বুখারী ও মুসলিম)

(٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلَّا الْجَنَّةَ ـ

৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন, তোমরা হজ্জ ও ওমরা পর পর সঙ্গে সঙ্গে আদায় কর, কেননা এ দু'টি কাজ দারিদ্র্য ও গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যেমন রেত লোহার মরিচা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের জঞ্জাল দূর করে দেয়। আর কবুল হওয়া হজ্জের সওয়াব জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়। (নাসায়ী ৩য় খণ্ড, অ : হজ্ব পৃ:-২৪২, তিরমিযী-৮১০, ইবনে মাজাহ-২৮৮৭ হাদীস হাসান)

২৬৬. হজ্জের গুরুত্ব

(١)عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কামনা-বাসনা (স্ত্রী সংগম) ও আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত থেকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হজ্জ কার্য সমাধা করে, সে যেনো মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ট (নিষ্পাপ) হয়ে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করল। (বুখারী-১৪২৮, মুসলিম-৩৩৫৭)

(٢)عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো কোন আমল অধিক উত্তম? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান। জিজ্ঞেস করা হলো অতঃপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ। জিজ্ঞেস করা হলো তারপর কোন আমলটি সর্বোত্তম? বললেন, কবুল হওয়া হজ্জ। (বুখারী-২৫, মুসলিম-২৫৮)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهٗ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নেই।

(নাসায়ী-৩য় খণ্ড, হজ্ব পৃ: ২৪২, আহমদ-৯৯৪১, তিরমিযী-৯৩৩)

২৬৭. হজ্জ তাড়াতাড়ি করা উচিত

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَاِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضُ تَفْقُدُ الرَّاحِلَةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ ـ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হজ্জের ইচ্ছা পোষণকারী যেন তাড়াতাড়ি তা সমার্পণ করে ফেলে। কেননা সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, তার উট হারিয়ে যেতে পারে বা তার ইচ্ছা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। (ইবনে মাজাহ-২৮৮৩, আবু দাউদ-১৯২২)

২৬৮. হজ্জ ফরজ হতে যা আবশ্যক

(١) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَايُوْجِبُ الْحَجَّ فَقَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল! কোন বস্তু হজ্জকে ফরয করে? রাসূল ﷺ বললেন, নিজের এবং পোষ্যদের যাবতীয় খাওয়া-পরার খরচ এবং সফর খরচ। (যে ব্যক্তি নিজ পোষ্যদের যাবতীয় খরচ ও মক্কা শরীফ পর্যন্ত যাতায়াত খরচ বহন করতে সক্ষম, তার জন্যই হজ্জ ফরয।) (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ ২৮৯৬, অত্যাধিক দুর্বল)

২৬৯. বদলী হজ্জ

(١) عَنْ اَبِىْ رَزِيْنِ الْعُقَيْلِيِّ (رض) اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَيَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ فَحُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ ـ

১. আবু রাজীন উকাইলী (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি নবী করীমের খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ। তিনি হজ্জ এবং ওমরা করতে পারছেন না। তিনি এত বৃদ্ধ যে বাহনে বসতে পারেন না। (এমতাবস্থায় কি করার আছে?) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও ওমরা আদায় করো। (তিরমিযী ৯৩০, ইবনে মাজাহ-২৯০৬)

২৭০. মহিলাদের হজ্জ হলো ক্ষেত্রবিশেষে জিহাদ তুল্য

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اِسْتَأْذَنْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُ كُنَّ الْحَجُّ .

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্যে অনুমতি চেয়েছিলাম। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের (মহিলাদের) জিহাদ হলো হজ্জ অর্থাৎ তোমরা হজ্জের মাধ্যমেই জিহাদের সওয়াব পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮. ইসলামী আন্দোলন (اَلْحَرْكَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ)

২৭১. ইসলামী আন্দোন পরিচিতি

আন্দোলনকে ইংরেজিতে Movement এবং আরবিতে اَلْحَـرْكَـةُ বলা হয়। এজন্য আধুনিক আরবি পরিভাষায় ইসলামী আন্দোলনের প্রতিশব্দ হলো اَلْحَـرْكَـةُ الْاِسْلَامِيَّةُ। কিন্তু আল-কুরআনের পরিভাষায় اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদ, যাকে আধুনিক বাংলা পরিভাষায় 'ইসলামী আন্দোলন' বলা হয়। যে আন্দোলনের মধ্যে নিম্নের পাঁচটি কাজ থাকবে তাকেই পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন বলা যাবে। সে কাজগুলো হলো : ১. দাওয়াত ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর দিকে আহ্বান। ২.শাহাদাত আলান্নাস অর্থাৎ মানুষের জন্যে বাস্তব সাক্ষ্য। ৩. কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য লড়াই। ৪. ইক্বামতে দ্বীন অর্থাৎ দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং ৫, আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের নিষেধ বা প্রতিরোধ। আল-কুরআনের আলোকে اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه। এর কাজগুলো ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরয। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন করা যে ফরয এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। যেই সমাজে কুরআনী বিধান চালু নেই সেই সমাজের মুসলমানদের জন্যে ইসলামী আন্দোলন করা ফরয। শুধু ফরযই নয় বরং সব ফরযের বড় ফরয। কারণ ঐ সমাজে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত না থাকাতে দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে চতুর্মুখী বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। এই জন্যেই ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে বড় ফরযটি আদায় করলে অন্যান্য ফরয আদায় করা সহজ হয়ে যায়। এ ফরজকে অস্বীকার করা হল ইসলামকে অস্বীকার করা।

২৭২. জিহাদের নির্দেশ

(١) وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ـ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

১. আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্যে বাছাই করে নিয়েছেন, আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হও। আর তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান। (২২-সূরা হজ্জ : ৭৮)

(٢)وَمَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ـ

২. তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে সেই সব পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করবে না, যারা দুর্বল এবং তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জনপদ হতে বের করে নাও, যার অধিবাসীগণ অত্যাচারী এবং তোমার পক্ষ হতে আমাদের জন্য একজন বন্ধু কিংবা একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (৪-সূরা নিসা : ৭৫)

(٣)اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ـ

৩. যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের (তাগুতের) পক্ষে। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাকো শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে– (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একেবারেই দুর্বল। (৪-সূরা আন্-নিসা-৭৬)

২৭৩. জিহাদ অপছন্দনীয় হতে পারে তথাপি তাতে কল্যাণ নিহিত

(١) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ـ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ـ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ـ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ ـ

১. জিহাদ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে, অথচ তোমাদের অসহ্য মনে হতে পারে। কোনো জিনিস তোমাদের অসহ্য মনে হলো, অথচ তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে ইহাও হতে পারে যে, কোন জিনিস তোমাদের ভালো লাগল, অথচ তাই তোমাদের জন্য খারাপ। প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। (২–সূরা বাকারা : ২১৬)

(٢) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّا قَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ـ

২. হে মুমিনগণ! তোমাদের হল কি যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয় তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূতলে ঝুকিয়ে পর? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনে ভোগের উপকরণ তো কিঞ্চিতকর। (৯–সূরা তাওবা : ৩৮)

২৭৪. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ তাও জিহাদ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ

১. তোমরা হলে উত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানব জাতির কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। (৩–সূরা আলে ইমরান : ৭৭)

(٢) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

২. তোমাদের মাঝে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা সৎকাজের প্রতি আহ্বান জানাবে, নির্দেশ দিবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই সফলকামী। আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পর বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব। (৩–সূরা আলে ইমরান : ১০৪-১০৫)

(٣) عَنْ حُذَيْفَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْلَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهٗ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ـ

৩. হোযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অব্যশই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোককে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহর আযাব নাযিল হবে। অত:পর তোমরা (তা হতে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য) দোয়া করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না। (তিরমিযী-২১৬৯ হাদীস হাসান, সিলঃ সহীহ-২৮৬৮)

(٤) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَّكُوْنُ فِيْ قَوْمٍ يَّعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى أَنْ يُّغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُمْ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَّمُوْتُوْا ـ

৪. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি, যে জাতির মধ্যে কোনো এক ব্যক্তি পাপ কার্যে লিপ্ত হয়, আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা হতে তাকে বিরত রাখে না, আল্লাহ সে জাতির উপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দিবেন।
(আবু দাউদ-৪৩৩৯, হাদীস হাসান)

২৭৫. আল্লাহর পথে সামান্য সময় ব্যয় করাও অনেক ফযীলতের কাজ

(١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। নবী করিম ﷺ বলেছেন, আল্লাহর পথে একটা সকাল ও একটা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। (সহীহ বুখারী পঞ্চম খণ্ড অ: জিহাদ পৃ: ১১০-১১৫)

(٢) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ مُّسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةُ ـ

২. মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। নবী করিম ﷺ বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি উটের দুধ দোহনের সমপরিমাণ সময় আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। (সহীহ তিরমিযী-১৬৫০)

২৭৬. ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তার সুফল

(١) عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرْتِ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاللّٰهِ لَيَتَمَّنَّ هٰذَا الْاَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّكْبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَ مُوْتَ لَا يَخَافُ اِلَّا اللّٰهَ ـ

১. খাব্বাব ইবনে আরতে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন– আল্লাহর শপথ! এ দ্বীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন যেকোনো উষ্টারোহী সানয়া থেকে হাজারা মাউত পর্যন্ত পথ নিরাপদে সফর করবে। এ সময়ে সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না। অর্থাৎ নিরাপদ একটি সমাজ কায়েম হবে। (সহীহ বুখারী)

১৯. দাওয়াত (اَلدَّعْوَةُ)

২৭৭. দাওয়াত পরিচিতি

দাওয়াত (دَعْـــوَةٌ) আরবি শব্দটি “দায়া” ধাতু হতে নেওয়া হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো–ডাকা, আহ্বান করা, আমন্ত্রণ জানানো ইত্যাদি। ইংরেজিতে Call, invite বলা হয়। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ইহকালীন কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তির জন্যে মানব জাতিকে ইসলামী জীবন বিধানের দিকে আহ্বান বা ডাকাকে ‘দাওয়াত’ বলা হয়। যুগে যুগে মানুষ যখন আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর বিধানকে ভুলে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে তখনই আল্লাহ তা'য়ালা মেহেরবানী করে

মানবজাতির মধ্যে থেকেই সঠিক পথ দেখানোর জন্যে নবী বা রাসূল পাঠিয়েছেন। আর সকল নবী-রাসূলগণই তৎকালীন তাঁর জাতির কাছে প্রথমেই তাঁর প্রকৃত মালিকের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর ওফাতের পর কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আর কোনো নবী-রাসূল আসবেন না। কিন্তু যারা তাঁর প্রকৃত অনুসারী তাঁরাই কুরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে মানুষকে আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হওয়ার জন্য দাওয়াতের কাজটি চালিয়ে যাবেন। সুতরাং দাওয়াত বা আহ্বানের কাজটি কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে।

২৭৮. আল্লাহর পথে আহ্বান

(١) اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ـ

১. হে নবী! তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও নসীহতের সাহায্যে আর লোকদের সাথে পরস্পর বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়। তোমার রবই অধিক অবগত আছেন কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, আর কে সঠিক পথে রয়েছে। (১৬–সূরা নাহল-১২৫)

(٢) وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

২. আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভালো কথা আর কার হতে পারে? যে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলমান। (৪১–হা-মীম সিজদা-৩৩)

(٣) قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ط وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

৩. (হে ইউসুফ! (আ)) বলে দিন : এই আমার পথ। আল্লাহর দিকে বুঝে বুঝে দাওয়াত দেই- আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ্ পবিত্র, আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (১২–সূরা ইউসুফ-১০৮)

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَ لَاحَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ

৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ হতে প্রচার কর। আর বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা কর। তাতে কোনো দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা আরোপ করে তার নিজ চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত। (তিরমিযী-২২৬৯)

(٥) عَنْ حُذَيْفَةَ (رضـى) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ـ

৫. হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোককে বারণ করবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহর আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা (আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে) দু'আ করতে থাকবে। কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল হবে না। (জামে তিরমিযী-২১৬৯, সিলসিলাহ সহীহ-২৮৬৮)

২৭৯. রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে রাসূলের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ

١ـ يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ـ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ـ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ـ

১. হে রাসূল! তোমার রবের পক্ষ হতে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা লোকদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। তুমি যদি তা না করো, তবে তা পৌঁছিয়ে দেয়ার 'হক' তুমি আদায় করলে না। লোকদের ক্ষতি ও দুষ্কৃতি হতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। (৫–সূরা মায়িদা-৬৭)

(٢) يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا- وَ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ـ

২. হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শকরূপে এবং আল্লাহর নির্দেশে তাঁর প্রতি আহবানকারী উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (৩৩–সূরা আহযাব-৪৫-৪৬)

২৮০. সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন

(١) لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

২. (আল্লাহ্ বলেন) নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর জাতির কাছে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন : হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ্ নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি। (৭–সূরা আল-আ'রাফ-৫৯)

(٢) وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ـ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُو اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ـ

২. এবং আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল, হে আমার দেশবাসী! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ্ নেই। এখনও তোমরা কি ভুল পথে চলা হতে বিরত হবে না? (৭–সূরা আ'রাফ-৬৫)

(٣) وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا- قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ

৩. এবং সামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই ছালেহকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তার সম্প্রদায়ের লোকদের ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল করো। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। (৭–সূরা আ'রাফ-৭৩)

(٤) وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ـ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ـ

৪. এবং মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শুয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাঁর ক্বাওমকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার ক্বাওম! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তোমাদের নিকট তোমাদের রবের সুস্পষ্ট দলীল এসে পৌঁছেছে। (৭–সূরা আ'রাফ-৮৫)

(٥) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ

৫. আমি তো মূসা (আ)-কে স্বীয় নিদর্শনাদিসহ পাঠিয়েছিলাম। তাকেও নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তুমি নিজের জাতির লোকদের অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে এসো। (১৪–সূরা ইব্রাহীম-৫)

٦. قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلاً وَّنَهَارًا ۙ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاۤءِىْۤ اِلاَّ فِرَارًا ـ

৬. (নূহ আ) সে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্বান করেছি, 'কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। (৭১–সূরা নূহ : ৫-৬)

২৮১. দাওয়াতী কাজে সহজ করতে হবে কঠিন করা যাবে না

(١) عَنْ اَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا بَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا ـ

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সহজ করো, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না। (বুখারী ১ম খণ্ড, অ: ইলম, পৃ: নং-৫৭)

২৮২. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ জাতীয় দায়িত্ব

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَىٰ مِنْكُمْ مُّنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ ـ

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন তা তার হাত দিয়ে ঠেকায়। আর যদি তার সে শক্তি না থাকে, তাহলে যেন মৌখিক নিষেধ করে। যদি সে মৌখিক বারণ করতেও অপারগ হয়, তাহলে যেন অন্তরে উক্ত কাজকে প্রতিরোধের চিন্তা করে। আর অন্তরে প্রতিরোধের চিন্তা করাটা হলো ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ। (সহীহ মুসলিম)

(٢) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِىْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرَ عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ اِلَّا اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا ـ

২. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবীকে একথা বলতে শুনেছি যে, যে জাতির মধ্যে কোনো এক ব্যক্তি পাপ কাজে লিপ্ত হয়, আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা হতে তাকে বিরত রাখে না, আল্লাহ সে জাতির উপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দিবেন। (আবু দাউদ-৪৩৩৯, হাদীস হাসান)

২৮৩. দাওয়াতী কাজের গুরুত্বপূর্ণ কথা একাধিক বার বলতে হবে

(١) عَنْ اَنَسٍ (رض) كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَدَهَا ثَلٰثًا حَتّٰى تَفْهَمَ عَنْهُ ـ

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যখন কোনো কথা বলতেন তখন তিনি তিনবার করে বলতেন (যখন প্রয়োজন বোধ করতেন) যেন তা মানুষ ভালোভাবে বুঝতে পারে। (সহীহ বুখারী)

২৮৪. দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে আমলও করতে হবে

(١) عَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِىَ بِىْ رِجَالًا تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَّارٍ قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ يَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ ـ

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মি'রাজের রাতে আমি দেখতে পেলাম, কতকগুলো লোকের ঠোঁট আগুনের কাচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। আমি জিব্রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হলো আপনার উম্মতের মোবাল্লিগ (প্রচারক)। যারা অপরকে নেক কাজ করার নসিহত করত কিন্তু নিজেরা তা আমল করত না। (মিশকাত-৪৫৯১)

(٢) قَالَ مُعَاوِيَةٌ (رضـ) سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَقُوْلُ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِىْ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِاللّٰهِ لَايَضُرُّهُمْ مَّنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِىَ أَمْرُ اللّٰهِ وَ هُمْ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

২. মুয়াবিয়া (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা এমন একদল লোক থাকবে, যারা হবে আল্লাহর হুকুমের বাহক ও তাঁর দ্বীনের রক্ষক। যে সমস্ত লোক তাদের মত পোষণ করবে না কিংবা তাদের বিরোধিতা করবে তারা (বিরোধিরা) তাদেরকে ধ্বংস করতে কিংবা তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহর ফয়সালা এসে যাবে। আর এই দ্বীনের রক্ষকেরা এ অবস্থার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

২০. ইসলামী সংগঠন (اَلتَّنْظِيْمُ الْاِسْلَامِيَّةُ)

২৮৫. ইসলামী সংগঠন পরিচিতি

সংগঠন শব্দের সাধারণ অর্থ সংঘবদ্ধকরণ। এর বিশেষ অর্থ দলবদ্ধ জীবন। সংগঠন শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Organization যার শাব্দিক অর্থ বিভিন্ন Orgon বা উপাদানকে একত্রিকরণ। সংগঠনের আরবি প্রতিশব্দ تَنْظِيْمٌ (তানযীম) আল্লাহর যমীনে বাতিল খোদাদ্রোহী.মতাদর্শ উৎখাত করে তথায় ইসলামী জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে যে সংগঠন প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালায় তাকে ইসলামী সংগঠন বলে।

২৮৬. আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর

(١) وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ج وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۔

১. তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে (আল্লাহর দ্বীনকে) মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নিয়ামতের (অনুগ্রহের) কথা স্মরণ করো যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অত:পর আল্লাহ তোমাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিয়েছেন। ফলে, এখন তোমরা তার অনুগ্রহে ও মেহেরবানীতে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারে দাঁড়িয়ে ছিলে। আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদেরকে বাঁচিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত লাভ করতে পার। (৩–সূরা আলে-ইমরান-১০৩)

(٢) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ فَضْلٍ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۔

২. যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর (দ্বীনকে) দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিবেন। (৪–সূরা নিসা-১৭৫)

(٣) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ الْبَيِّنٰتِ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

৩. তোমরা সেই সব লোকদের মতো হয়ো না যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে রয়েছে, তাদের জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। (৩–সূরা আলে-ইমরান-১০৫)

(٤) فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ـ هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ـ

৪. অতএব সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে (রজ্জুকে) শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। তিনি কতই না উত্তম মালিক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী। (২২–সূরা হজ্জ-৭৮)

(٥) وَاِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ـ

৫. তোমরা মূলত একই দলভুক্ত, আর আমি তোমাদের প্রভু, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করে চল। (২৩–সূরা মু'মিনুন-৫২)

(٦) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَابِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ـ

৬. আল্লাহ তোমাদের জন্যে সেই দ্বীনকে নির্ধারিত করেছেন যা তিনি নূহ (আ)-এর প্রতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আর আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল করেছি এবং আমি ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসা (আ)-কে একই নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (৪২–সূরা আশ-শূরা-১৩)

(٧) وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَ فِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ط وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

৭. তোমরা কেমন করে কুফ্রী করতে পারো, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াত এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রাসূল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে, সে অবশ্যই সত্য সঠিক পথ লাভ করবে। (৩–সূরা আলে-ইমরান-১০১)

২৮৭. পাঁচটি কাজের জন্য রাসূলের বিশেষ নির্দেশ

(١) عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِىْ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنَّهٗ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَشِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ اِلَّا اَنْ يَّرْجِعَ - وَمَنْ دَعَابِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثٰىءِ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ -

১. হারিস আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে যে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। তা হচ্ছে– ১. জামায়াতবদ্ধ হবে, ২. নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে, ৩. তার আদেশ মেনে চলবে, ৪. আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ বর্জন করবে এবং ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। যে ব্যক্তি ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল, যতক্ষণ না সে সংগঠনে ফিরে আসবে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের নিয়ম-নীতির দিকে (লোকদের) আহ্বান জানাবে, সে জাহান্নামের জ্বালানি হবে। যদিও সে রোযা রাখে, সালাত আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে। (আহমদ ও সহীহ তিরমিযী-২৮৬৩)

২৮৮. এক বিঘত পরিমাণও সংগঠন থেকে দূরে থাকা যাবে না

(١) عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ -

১. আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জামায়াত (সংগঠন) ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে যেন ইসলামের রশি তার গর্দান থেকে খুলে ফেলল। (আহ্মদ ও
(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ-৪৭৫৮)

২৮৯. জামায়াতহীন মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যুর তুল্য

(١) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً .

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নেতার (আমীরের) আনুগত্য পরিহার করে জামায়াত হতে পৃথক হয়ে যায় এবং সেই অবস্থায় মারা যায়, তবে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে। (মুসলিম)

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَايَجْمِعُ أُمَّتِىْ اَوْ قَالَ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلٰى ضَلاَلَةٍ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ .

২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতকে অথবা (বলেছেন) মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মতকে কখনও ভুল সিদ্ধান্তের উপর সংঘবদ্ধ করবেন না। (আর জামায়াতের উপরই আল্লাহর রহমত)। সুতরাং যে জামায়াত হতে বিচ্ছিন্ন হবে সে জাহান্নামে পতিত হবে। (জামে তিরমিযী-২১৬৭)

২৯০. সর্বদা নেতৃত্ব থাকা চাই

(١) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ .

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিনজন ব্যক্তি যখন সফরে বের হবে তখন অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর বানিয়ে নিবে। (আবু দাউদ-২৬০৮, ২৬০১ হাদীস হাসান সহীহ)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُوْنَ بِفَلاَةٍ مِّنَ الْاَرْضِ اِلَّا اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ ـ

২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তি যদি কোনো জঙ্গলেও বসবাস করে তবুও তাদের মধ্যে একজনকে নেতা নির্বাচন না করে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করা জায়েয নয়। (মুনতাকা)

২৯১. সংগঠন থেকে পৃথক থাকার পরিণতি

(١) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ ثَلٰثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلاَبَدْوٍلَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدْ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ ـ

১. আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোনো জঙ্গলে অথবা জনপদে তিনজন লোকও যদি একত্রে বসবাস করে, আর তারা যদি তখন (জামায়াতবদ্ধভাবে) সালাত সালাত আদায় করার ব্যবস্থা না করে তবে তাদের উপর শয়তান অব্যশই প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করবে। অতএব তুমি অবশ্যই সংঘবদ্ধ হয়ে থাকবে। কেননা নেকড়ের বাঘ পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগল-ভেড়াকেই শিকার করে খায়। (আবু দাউদ, নাসায়ী-৮৪৭ হাদীসটি হাসান)

(٢) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَاْخُذُ الشَّاةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ ـ

২. মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, মেষ পালের বাঘের (শত্রু) ন্যায় মানুষের বাঘ (শত্রু) হলো শয়তান। (মেষ পালের মধ্য হতে) বাঘ সেই মেষটিকেই ধরে নিয়ে যায়, যে একাকী বিচরণ করে। কিংবা (খাদ্যের অন্বেষণে) পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যায়। সাবধান! তোমরা দল ছেড়ে দুর্গম গিরি পথে যাবে না বরং তোমরা অবশ্যই দলবদ্ধভাবে সাধারণের সাথে থাকবে। (আহমদ)

২১. জিহাদ (اَلْجِهَادُ)

২৯২. জিহাদ পরিচিতি

جِهَادٌ (জিহাদ) শব্দটি আরবি। এর মূল শব্দ হচ্ছে- جَهْدٌ ও جُهْدٌ (জাহদুন ও জুহদুন)। এর আভিধানিক অর্থ হলো- কঠোর পরিশ্রম, সর্বশক্তি নিয়োগ, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও চূড়ান্ত চেষ্টা-সাধনা সংগ্রাম ও আন্দোলন করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দ্বীনকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইসলাম বিরোধী সকল প্রকার প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে মাল, জান, বুদ্ধি-জ্ঞান, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং শক্তি-সামর্থ্য উৎসর্গ করে সর্বাত্মক ও চূড়ান্ত সংগ্রাম করার নামই জিহাদ। اِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللّٰهِ তথা আল্লাহর বাণী বা আল্লাহ্ প্রদত্ত ব্যবস্থাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা, তার জন্যে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া এবং যাবতীয় শক্তিকে এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত করাই হলো জিহাদ।

২৯৩. জিহাদ করার নির্দেশ

(١) وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ـ

১. আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই (জেহাদ) করো যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অত:পর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোনো জবরদস্তি করো না, তবে যারা যালেম (তাদের ব্যাপার আলাদা)। (২–সূরা আল বাক্বারা-১৯৩)

٢. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

২. হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৫–সূরা মায়িদা : ৩৫)

নোট : এখানে ওসিলা বলতে বুঝানো হয়েছে নেক আমলকে।

(٣) اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

৩. তোমরা (যুদ্ধে) বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ করো আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল ও প্রাণ দিয়ে। এটা তোমাদের জন্যে অতি কল্যাণকর যদি তোমরা জানো। (৯–সূরা আত তাওবা-৪১)

(٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

৪. হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলব না, যা তোমাদেরকে ভয়াবহ শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে? তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্‌র রাহে তোমাদের মাল-জান কুরবান করে জিহাদ করবে, এটাই তোমাদের জন্যে সর্বোত্তম, যদি তোমরা অনুধাবন করতে পার। (৬১–সূরা আছ ছফ-১০-১১)

(٥) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ـ

৫. প্রকৃত কথা এই যে, মহান আল্লাহ্ তায়ালা মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন, এখন তাদের কাজ হবে, তারা সংগ্রাম করবে আল্লাহ্‌র পথে, সে সংগ্রামে তারা যেমন মারবে, তেমন মরবেও। (৯–সূরা আত তাওবা-১১১)

(٦) يَاَيُّهَاالنَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ

৬. হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করুন। তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম আর তা কতোই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থান (৯–সূরা আত তাওবা-৭৩)

(٧) يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج فَمَا مَتَاعُ

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ - اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

৭. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহ্‌র পথে বের হবার জন্যে তোমাদের নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তোমরা যমীনকে আঁকড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতৃপ্ত হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি নগণ্য। যদি (যুদ্ধে) বের না হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের পীড়াদায়ক শাস্তি দিবেন এবং অপর কোনো জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। আর তোমরা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (৯–সূরা আত তাওবা-৩৮-৩৯)

(٨) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ -

৮. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা এমনিই বেহেশতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ্ এখন পর্যন্ত প্রকাশ করেন নি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আল্লাহ্‌র পথে প্রাণপণ লড়াই করতে প্রস্তুত এবং তারই জন্য ধৈর্যশীল। (৩–সূরা আলে-ইমরান-১৪২)

(٩) عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ -

৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের মাল, জান ও মুখ (জবান) দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। (আবু দাউদ-২৫০৪)

(١٠) عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِىْ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ اِصْبَعُهُ فَقَالَ - هَلْ اَنْتَ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتِ - وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ

১০. যুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, কোনো এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি আঙ্গুল আঘাতে রক্তাক্ত হলে তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন। "তুমি তো একটি আঙ্গুল ছাড়া আর কিছুই নও, তুমি তো আল্লাহর পথেই রক্তাক্ত হয়েছ।" (বুখারী ৫ম খণ্ড অ: জিহাদ পৃ: নং-১২০)

(١١) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا ـ

১১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। বরং রয়েছে কেবল জিহাদ ও নিয়্যাত। যদি তোমাদের জিহাদের ডাক দেওয়া হয়, তা হলে বেরিয়ে পড়। (বুখারী ৫ম খণ্ড, অ: জিহাদ পৃ: ১১০)

২৯৪. সবচেয়ে উত্তম কাজ জিহাদ করা

(١) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اَلاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهِ ـ

১. আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্ আমল সর্বোত্তম ? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো সর্বোত্তম আমল কী? তিনি বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোন আমল? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মকবুল হজ্ব তথা গৃহীত হজ্জ। (বুখারী ১ম খণ্ড অ: ঈমান, পৃ: নং২৫)

(٣)عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ(رضـ) سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُّجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথের মুজাহিদ, অবশ্য আল্লাহই অধিক জ্ঞাত কে তাঁর পথে জিহাদ করেছেন, সর্বদা সিয়াম পালনকারী ও সালাত আদায়কারীর ন্যায়। (সহীহ বুখারী) (বুখারী ৫ম খণ্ড অ: জিহাদ পৃ: ১১২)

২৯৫. যুদ্ধের জন্য কাউকে প্রস্তুত করে দেওয়াও যুদ্ধের শামিল

(١) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا۔

১. যায়েদ ইবনে খালেদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীকে যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করে দেয়, সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদদের অনুপস্থিতিতে তাঁর পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশুনা করল, সেও যেন নিজেই জিহাদ করল। (বুখারী ৫ম খণ্ড, অ: জিহাদ পৃ: ১৪২)

২৯৬. জান্নাত তরবারীর নিচে

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ۔

১. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন তরবারীর ছায়ার নিচেই জান্নাত। (বুখারী ৫ম খণ্ড, অ: জিহাদ)

২৯৭. যারা জিহাদ করে আল্লাহ্ তাদের সহায় হন

١. وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۔

১. যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করিব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্ম পরায়ণদের সাথে থাকেন। (২৯-সূরা আনকাবূত : ৬৯)

২৯৮. রাসূল ﷺ-এর আহ্বানে যুদ্ধে না যাওয়ার পরিণাম

তাবুক যুদ্ধে রাসূল ﷺ সকল সাহাবীকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আহবান করলেন। সকল সাহাবীই যুদ্ধে গেলেন কিন্তু তিনজন গেলেন না। রাসূল ﷺ তাবুক যুদ্ধ শেষে সবাইকে নিয়ে বসে পর্যালোচনা শেষে জানতে চাইলেন কে যুদ্ধে যায়নি। মুনাফিকরা সবাই বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা পেলেন। কিন্তু যুদ্ধে না যাওয়া তিনজন সাহাবী মিথ্যা অজুহাতের আশ্রয় না দিয়ে সরাসরি নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন। তাদের এ অপরাধের সাজাস্বরূপ সমাজচ্যুতির আদেশ দেয়া হয়।

ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এহেন দুর্বিসহ অবস্থা ভোগের পর আল্লাহ্ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করেন।

উল্লেখ্য যে, তারা ইতোপূর্বে বায়'আতে আ'কাবা ও মহানবী ﷺ-এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ছিলেন। এ তিনজন সাহাবী হলেন–

১. কা'আব ইবনে মালেক (রা), ২. মুরারা ইবনে রবি'আ (রা), ৩. হেলাল ইবনে উমাইয়া। (বিস্তারিত দেখুন সূরা তাওবার ১১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)

২২. শাহাদাত (اَلشَّهَادَةُ)

২৯৯. শাহাদাত পরিচিতি

শাহাদাত شَهَادَةٌ শব্দটি একটি আরবি শব্দ। ش - ه - د শব্দ থেকে তার উৎপত্তি। এ শব্দ থেকেই নির্গত হয়েছে শহীদ شَهِيْدٌ; যার অর্থ দাঁড়ায় যিনি উপস্থিত হয়েছেন, যিনি দেখেছেন এবং জেনেছেন, যিনি স্বচক্ষে দেখে কিংবা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে উপলব্ধি করেছেন, সেই ব্যক্তি যিনি দেখা, জানা ও উপলব্ধি করা বিষয়ের বিবরণ বা সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করা বা সমুন্নত রাখার জন্যে সংগ্রাম করে নিহত হয় সে-ই শহীদ। একজন শহীদের মর্যাদা আল্লাহ্র কাছে অনেক বিরাট। শহীদি মৃত্যু অন্য যে কোনো মৃত্যুর চেয়ে শ্রেয়।

৩০০. শহীদেরা জীবিত

(١) وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ - بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ -

১. আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বল না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমরা অনুভব করতে পার না। (২–সূরা আল বাক্বারা-১৫৪)

(٢) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

২. আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা জীবিত এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত। (৩–সূরা আলে-ইমরান-১৬৯)

৩০১. যারা শহীদ হয় তাদের আমল বিনষ্ট হবে না

(٣) وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ـ سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ـ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ـ

৩. যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, আল্লাহ কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদের পথ দেখাবেন এবং তাদের অবস্থা সুসংহত করে দেবেন। আর সেই জান্নাতে তাদের দাখিল করবেন, যার সম্পর্কে পূর্বেই তাদের অবহিত করেছেন। (৪৭–সূরা মুহাম্মদ-৪-৬)

৩০২. যারা শহীদ হয় তারা আখেরাতের ক্রেতা

(٤) فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

৪. (এসব লোকের জেনে রাখা উচিত যে) আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করা কর্তব্য সেসব লোকেরই যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করবে ও নিহত হবে, কিংবা বিজয়ী হবে, তাকে আমি অবশ্যই বিরাট প্রতিফল দান করব। (৪–সূরা আন নিসা-৭৪)

(٥) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ـ

৫. তোমরা যদি আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ করো, তোমরা যা কিছু জমা করে থাক আল্লাহ্ তায়ালার ক্ষমা ও দয়া সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম। (৩–সূরা আলে-ইমরান-১৫৭)

৩০৩. যারা শহীদ হয় তাঁরা আল্লাহর রিজিক প্রাপ্ত

(٦) وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ـ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ـ

৬. যারা আল্লাহ্‌র পথে বাড়ি ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে, অথবা মারা গেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট রিযিক দান করবেন এবং আল্লাহ্ সর্বোৎকৃষ্ট

রিযিকদাতা। তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে প্রবেশ করাবেন, যাকে তাঁরা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ্ তো প্রজ্ঞাময়, সহনশীল। (২২-সূরা আল-হজ্ব-৫৮-৫৯)

(٧) مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً۔

৭. মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাৎ বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেও পরিবর্তন করেনি। (৩৩-সূরা আল-আহযাব-২৩)

৩০৪. শহীদদের বাসস্থান

(١) عَنْ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَصَعِدَابِى الشَّجَرَةَ فَاَدْخَلَانِىْ دَارًا هِىَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ لَمْ اَرَقَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا قَالَا اَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ۔

১. সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আজ রাতে স্বপ্নে আমি দেখতে পেলাম দু'জন লোক আমার নিকট আসল এবং আমাকে নিয়ে গাছে উঠল। অত:পর তারা আমাকে এমন একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল, যার চেয়ে সুন্দর ঘর আমি কখনো দেখিনি। অত:পর তারা উভয়ে আমাকে বলল, এই ঘরটি হলো শহীদদের ঘর। (বুখারী ৫ম খণ্ড অ: জিহাদ পৃ: ১১৫)

৩০৫. শহীদ ব্যক্তি বারবার শহীদ হওয়ার জন্য দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে।

(١) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَاِنَّ لَهٗ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَىْءٍ غَيْرَ الشَّهِيْدُ فَاِنَّهٗ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ فَيُقْتَلُ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ۔

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, জান্নাতের প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ছাড়া আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, অথচ তার জন্যে দুনিয়ার সবকিছুই (জান্নাতে)

থাকবে। সে ফিরে এসে দশবার শহীদ হবার আকাঙ্ক্ষা করবে। কেননা বাস্তবে সে শহীদের মর্যাদা সেখানে (জান্নাতে) দেখতে পাবে। (সহীহ বুখারী)

(٣) عَنْ عَمْرٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فَاَيْنَ اَنَا قَالَ فِى الْجَنَّةِ فَاَلْقٰى تَمَرَاتٍ فِىْ يَدِهٖ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ ـ

৩. আমর (ইবনে দীনার) হতে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে বলল, বলুন তো শহীদ হলে আমি কোথায় থাকব? তিনি (নবী সা) বললেন, জান্নাতে থাকবে। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো (যা সে খাচ্ছিল) ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল। (বুখারী সপ্তম খণ্ড অ: যুদ্ধাভিযান পৃ: ২৩)

৩০৬. রাসূল ﷺ-এর শহীদ হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ لَا اَنَّ رِجَالاً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَاتَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ وَلَا اَجِدُ مَااَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَاتَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ اَنِّىْ اُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের এমন একটি দল না থাকত, যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করে না এবং যাদের সকলকে সওয়ারী দিতে পারব না বলে আশংকা করতাম, তা হলে যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছে, আমি সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গী হওয়া থেকে বিরত থাকতাম না। সেই সত্তার কসম। যার হাতে আমার প্রাণ, আমি পছন্দ করি আমাকে যেন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, এরপর শহীদ করা হয়, আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়। (বুখারী ৫ম খণ্ড, অ: জিহাদ, পৃ: ১১৭)

৩০৭. শহীদ হওয়াটা সামান্য দংশন মাত্র

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهِيْدُ لَا يَجِدُ اَلَمَ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ اَلَمَ الْقَرْصَةِ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেমন দংশনে ব্যথা পায়, শহীদ ব্যক্তি তেমন ছাড়া নিহত হওয়ার ব্যথা অনুভব করে না। (মিশকাত, ইবনে মাজাহ-২৮০২, তিরমিযী-১৬৬৮ হাসান সহীহ)

২৩. বাইয়াত (اَلْبَيْعَةُ)

৩০৮. বাইয়াত পরিচিতি

বাইয়াত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-এর নিকট বাইয়াত হয়েছেন। بَيْعَةٌ শব্দটি আরবি بَيْعٌ শব্দ থেকে নির্গত। بَيْعَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেন, চুক্তি, আনুগত্যের শপথ, অঙ্গীকার, নেতৃত্ব মেনে নেওয়া। যাকে ইংরেজিতে বলে To sell, to buy. to make a contract. Agreement, Arrangement, business deal. ইত্যাদি। আর শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের মাল ও জানকে ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীলের নিকট আনুগত্যের শপথের মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে সপে দেওয়ার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির নাম বাইয়াত।

নোট : বর্তমান আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পর্দা লঙ্ঘন করে পীরের হাতে হাত রেখা যে বাইআত করে তা নাজায়েজ।

৩০৯. রাসূলের হাতে বাইয়াত নেয়ার অর্থই হলো আল্লাহর নিকট বাইয়াত নেয়া

(١) اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ط يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

১. হে রাসূল! যেসব লোক আপনার নিকট বাইয়াত নিয়েছিল, তারা আসলে আল্লাহ্র নিকটই বাইয়াত নিয়েছিল। তাদের হাতের উপর আল্লাহ্র কুদরতের হাত ছিল। অত:পর যে এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কুফল তার উপরই

বর্তাবে। আর যে তা পূর্ণ করবে যা সে আল্লাহ্‌র সাথে করেছে। তবে খুব শীঘ্রই আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। (৪৮–সূরা ফাতাহ্-১০)

(٢) لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ . فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا .

২. হে রাসূল! আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে আপনার নিকট বাইয়াত হচ্ছিল। আর আল্লাহ্‌র জানা ছিল তাদের মনের অবস্থা। এ জন্য তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন। পুরস্কার হিসেবে তাদেরকে তিনি নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন। (৪৮–সূরা আল ফাতাহ্-১৮)

৩১০. বাইয়াত পূর্ণ করা প্রতিশ্রুতির অন্যতম অংশ

(١) وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ .

১. তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করো যা তোমরা শক্ত করে করেছিলে এবং নিজেদের কসম পাকা পোক্তভাবে করার পর ভেঙ্গ না। যখন তোমরা আল্লাহ্‌কে সাক্ষী বানিয়ে (বাইয়াত) নিয়েছ। আল্লাহ্ তোমাদের সব কাজ-কর্ম সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত। (১৬–সূরা নাহল-৯১)

(٢) بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ .

২. আর যে ব্যক্তি তার ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ করবে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে, সে আল্লাহ্ এর প্রিয়জন হবে। আর নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। (৩–সূরা আলে-ইমরান-৭৬)

৩১১. নির্দিষ্ট কতিপয় জিনিসের ব্যাপারে বাইয়াত নেওয়া

(١) يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

১. হে নবী! ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, মিথ্যা অপবাদ করবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্য হবে না, তখন তাদের বায়আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নি:সন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (৬০–সূরা আল মুমতাহিনা-১২)

(٢) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَاَنْ لَّا نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهٗ وَاَنْ نَقُوْمَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ ـ

২. উবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ-এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি শ্রবণ ও আনুগত্যের ব্যাপারে এবং স্বাভাবিক অবস্থা, কঠিন অবস্থা, আগ্রহ ও অনাগ্রহ সর্বাবস্থায়ই প্রযোজ্য। আমরা আরো বাইয়াত গ্রহণ করেছি যে, আমরা কোনো ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবো না এবং সর্বাবস্থায়ই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকব। এ ব্যাপারে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করব না। (নাসায়ী হাদীস-৪১৫২, ৫৩)

(٣) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) (وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ اَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَ حَوْلَهٗ عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لَّا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَاتَسْرِقُوْا وَّلَاتَزْنُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَّلَا تَأْتُوْنَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ اَرْجُلِكُمْ وَّلَاتَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَفَاعَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَاقَبَهٗ فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذَالِكَ ـ

৩. উবাদা ইবনে সামেত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং তিনি 'আকাবা' রাত্রিতে নিযুক্ত নেতাদের অন্যতম যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তখন তাঁর চার পার্শ্বে সাহাবাদের একটি দল উপস্থিত ছিল, তোমরা আমার নিকট এ

কথার উপর বায়আত করো যে, ১. তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, ২. তোমরা চুরি করবে না, ৩. যিনা করবে না, ৪. তোমাদের সন্তানকে হত্যা করবে না, ৫. তোমরা পরস্পরের উপর সামনা-সামনি মিথ্যা দোষারোপ করবে না এবং ৬. তোমরা ভালো কাজের ব্যাপারে কখনও নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে এ 'বায়আত' যথাযথভাবে পালন করবে, তার প্রতিফল এবং পুরস্কার দান আল্লাহ্‌র উপর বর্তাবে। আর যে, এ নিষিদ্ধ কাজগুলোর মধ্য হতে একটিও করবে এবং সেজন্যে দুনিয়ার কোনো শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে। তবে তা হবে তার গুনাহের কাফফারা। আর যে এর মধ্যে হতে কোনো একটি কাজ করবে, কিন্তু আল্লাহ্ তা গোপন করবেন, তবে এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে গুনাহ্ ক্ষমা করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন। আর আমরা এ কথাগুলো মেনে নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট 'বায়আত' গ্রহণ করলাম। (বুখারী ১০ খণ্ড অ: আহকাম পৃ: ৪৪৬)

৩১২. বাইয়াত ছাড়া মৃত্যু জাহেলি মৃত্যু

(١) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মারা গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

৩১৩. সামর্থ্য অনুযায়ী বাইয়াত

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كُنَّا اِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْهَا اسْتَطَعْتُمْ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূল ﷺ-এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করতাম শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর এবং তিনি আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী উক্ত আমল করার অনুমতি দিয়েছেন। (বুখারী ১০ম খণ্ড অ: আহকাম পৃ: ৪৪০)

৩১৪. সারা জীবন বাইয়াতের উপর বিদ্যমান থাকা ফরয

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ، فَقَالَ :

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ، فَاغْفِرِالْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ فَاَجَابُوْا :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا ﷺ * عَلَى الْجِهَادِ مَابَقِيْنَا اَبَدًا ۔

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ শীতের এক সকালে বের হলেন। মুহাজির ও আনসাররা তখন খন্দক (পরিখা) খননের কাজে লিপ্ত ছিল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণই তো প্রকৃত কল্যাণ, অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও। তারা এর জবাবে বলল, আমরাও সেই জামাআত যারা আজীবন জিহাদ করার জন্য মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। (বুখারী ১০ম খণ্ড অ: আহকাম পৃ: ৪৪০)

৩১৫. আল্লাহর অবাধ্যচারিতায় বাইয়াত পালন না করা জরুরি

আবু বকর (রা) খলিফা হওয়ার পর প্রথম ভাষণে জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন

(١)عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ (رضـ) اَمَّابَعْدُ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ قَدْ وُلِّيْتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَاِنْ اَحْسَنْتُ فَاَعِيْنُوْنِىْ وَاِنْ اَسَاْتُ فَقَوِّمُوْنِىْ اَطِيْعُوْنِىْ مَا اَطَعْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنْ عَصَيْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَلَاَطَاعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ قُوْمُوْا اِلٰى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ ۔

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। আবু বকর (রা) আল্লাহ্র প্রশংসার পর বলেন, হে সমবেত জনগণ! আমাকে তোমাদের রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করা হয়েছে। অথচ আমি তোমাদের অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি নই। আর যদি ভালো কাজ করি, তাহলে তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে। আমি যদি কোনো অন্যায় কাজ করি, তাহলে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। যতদিন আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে চলি, তোমরা ততদিন আমার আনুগত্য করে চলবে। আমি যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফরমানি করি, তাহলে আমার আনুগত্য করতে তোমরা বাধ্য থাকবে না। তোমরা আমার জন্যে সর্বদা দোয়া করবে। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহম করুন। (কানযুল উম্মাল)

২৪. আল্লাহর পথে ব্যয় (اَلْاِنْفَاقُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ)

৩১৬. আল্লাহর পথে ব্যয় বলতে যা বুঝায়

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়" যাকে আরবিতে اِنْفَاقٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (ইনফাকু ফি সাবিলিল্লাহ্) বলা হয়। اِنْفَاقٌ আরবি শব্দটি نَفْقٌ মূল ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে। نَفْقٌ-এর অর্থ 'সুড়ঙ্গ'। যার উভয় মুখ খোলা অর্থাৎ যার একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্যদিক দিয়ে বের হওয়া যায়। মুসলমানদের মাল-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে থাকার জন্যে নয়; বরং একদিকে আয় হবে অন্যদিকে তেমন তা ব্যয় হতে থাকবে। ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্র জন্যে ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্ বা আল্লাহর পথে অর্থ খরচের প্রয়োজন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কালামে হাকীমে যেখানেই জিহাদের কথা বলেছেন সেখানেই মালের ও জানের কথা বলেছেন। মাল-জানের কুরবানী ছাড়া আল্লাহ্র দ্বীন কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে জিহাদের পূর্বশর্ত হিসেবে জানের পূর্বে মালের কথা বলেছেন। এ ছাড়াও গরিবদেরকে দান-খয়রাতের প্রতিও যথেষ্ট তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। অনেকে বলে থাকেন, আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল দ্বারা জিহাদ করতে হবে, মূলত এ কথাটা হবে এরূপ যে, মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করা, কারণ মানুষ আগে যদি মালের মায়া-মহব্বত ত্যাগ করতে পারে তাহলে পরে জানের মহব্বত ত্যাগ করে আল্লাহর পথে শহীদ হতে পারবে।

৩১৭. মুসিবতের দিন আসার পূর্বেই ব্যয় করা

(١) يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

১. হে মুমিনগণ! আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা দান করো; সেদিন আসার পূর্বেই যেদিন বেচাকেনা, কোনো বন্ধুত্ব এবং কোনো সুপারিশ থাকবে না। আর কাফিররাই প্রকৃত জালিম। (২–সূরা আল বাক্বারা : ২৫৪)

৩১৮. স্বচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায়ই দান করা

(١) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ـ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

১. যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে এসব নেককার লোককেই আল্লাহ্ ভালোবাসেন। (৩–সূরা আলে-ইমরান : ১৩৪)

(٢) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنٰى وَلَاتُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمُ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا لِفُلَانٍ وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র নবী ! কোন অবস্থার দান ফলাফলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম? রাসূল ﷺ বললেন, তোমার সুস্থ ও উপার্জনক্ষম অবস্থায় দান। যখন তোমার দরিদ্র হওয়ারও ভয় থাকে এবং ধনী হওয়ারও আশা থাকে। তুমি প্রতিনিয়তই দান-খয়রাত করতে থাকবে। এমনকি তোমার প্রাণ গ্রীবাদেশে পৌঁছা পর্যন্ত বলতে থাকবে অমুকের জন্য এটা তমুকের জন্য এটা, আর তোমার বিশ্বাস আছে যে তা পৌঁছানো হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩১৯. প্রিয় বস্তু দান করা

(١) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ـ

১. তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে। (৩–সূরা আলে-ইমরান-৯২)

৩২০. দান একটি শস্য বীজ দানার ন্যায়

(١) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ـ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ـ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ

১. যারা আল্লাহ্র পথে তাদের মাল খরচ করে তাদের এই খরচকে এমন একটি দানার সাথে তুলনা করা চলে, যা যমীনে বপন বা রোপণ করার পর তা থেকে সাতটি ছড়া জন্মে এবং প্রতিটি ছড়ায় একশটি করে দানা থাকে। এভাবে আল্লাহ্ যাকে চান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আলাহ্ সুবিশাল ও মহাজ্ঞানী। (২ –সূরা আল বাক্বারা-২৬১)

(٢) عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى خَرِيْمِ ابْنِ فَاتِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهٗ سَبْعُ مِائَةِ ضِعْفٍ ـ

২. আবু ইয়াহইয়া (রা) খারীম ইবনে ফাতিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র পথে একটি জিনিস দান করল, তার জন্য সাতশত গুণ সাওয়াব লেখা হবে। (জামে তিরমিয়ী-১৬২৫)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِىْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا لَاسَرَّنِىْ اَنْ يَمُرَّ عَلَىَّ ثَلٰثُ لَيَالٍ وَعِنْدِىْ مِنْهُ شَيْئٌ اِلَّاشَىْءٌ اَرْصِدُهٗ لِدَيْنٍ ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার নিকট যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণও স্বর্ণ থাকে, তাহলে তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পরও তার সামান্য কিছু আমার কাছে অবশিষ্ট থাকুক তা আমি পছন্দ করি না। তবে হ্যাঁ দেনা পরিশোধের জন্যে সামান্য যেটুকু প্রয়োজন। (কেবলমাত্র সেটুকু রেখে বাকিটুকু আল্লাহ্‌র কাজে দান করে দিব) (সহীহ বুখারী)

৩২১. আফসোস করার দিন আসার পূর্বেই দান কর

(١) وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِىْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ـ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ـ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

১. আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তোমরা তা থেকে খরচ করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই। অন্যথায় অনুতাপ অনুশোচনা করে বলতে হবে, হে পরোয়ারদেগার! আমাকে যদি অল্প কিছু সময়ের জন্যে অবকাশ দিতে, তাহলে আমি দান খয়রাত করতাম এবং নেক লোকদের একজন হতাম। কিন্তু কারো মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আসার পর আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকেফহাল। (৬৩–সূরা আল মুনাফিকুন : ১০-১১)

২২২. দান না করায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দেয়ার শামিল

(١) وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا ـ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

১. খরচ কর আল্লাহ্‌র পথে, নিজেদের হাতকে নিজের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। উত্তমরূপে নেক কাজ আঞ্জাম দাও। এভাবে যারা নেক কাজ উত্তমরূপে আঞ্জাম দিতে যত্নবান, আল্লাহ্ তাদের অবশ্যই ভালোবাসেন। (২–সূরা আল বাক্বারা : ১৯৫)

৩২৩. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি পরীক্ষাস্বরূপ

(١) اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ- فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ـ

১. তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাসাধ্য ভয় করো, তাঁর আদেশ শুনো ও আনুগত্য করো, এতে তোমাদের নিজেদেরই জন্য রয়েছে কল্যাণ। যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম। যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান করো, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী ও ধৈর্যশীল। (৬৪–সূরা আত্-তাগাবুন : ১৫-১৭)

৩২৪. পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করাটাও দান তুল্য

(١) عَنْ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهٖ دِيْنَارٌ يُّنْفِقُهُ عَلٰى دَابَّتِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُّنْفِقُهُ عَلٰى اَصْحَابِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

১. সাওবান (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম দীনার হলো ঐ দীনার যা নিজের সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের জন্যে ব্যয় করা হয়। আর সে দীনারও উত্তম যে দীনার

জিহাদের উদ্দেশ্যে রক্ষিত পশুর জন্যে ব্যয় করা হয়। আর সে দীনারও উত্তম, যে দীনার জিহাদে অংশগ্রহণকারী স্বীয় সঙ্গী-সাথীগণের জন্যে খরচ করা হয়। (সহীহ্ মুসলিম)

২২৫. দান করলে আল্লাহ্ প্রতিদান দেন

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَّيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যখনই আল্লাহ্র বান্দারা প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে, তখনই দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তন্মধ্যে একজন বলতে থাকেন, হে আল্লাহ্! তুমি দাতা ব্যক্তিকে প্রতিদান দাও। অন্য জন বলতে থাকেন, হে আল্লাহ্! কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস করো। (বুখারী ও মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান ! তুমি দান করতে থাক, আমিও তোমাকে দান করব। (বুখারী ও মুসলিম)

২৫. মু'মিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (هَدَفُ الْمُؤْمِنِيْنَ)

৩২৬. আল্লাহর সন্তুষ্টি বলতে যা বুঝায়

মুমিন জীবনের প্রতিটি আমল বা কাজের পেছনে আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য। তাই বান্দাহর প্রতিটি মুহূর্ত এবং সময় অতিবাহিত করা উচিত আল্লাহ্র দেয়া বিধানুযায়ী। আর আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি হাসিল করতে হলে সমাজে ইসলামী বিধান চালু থাকতে হবে। ইসলামী বিধান বা কুরআনী শাসন ছাড়া একজন মুমিন বান্দার কিছুতেই আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি হাসিল করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রথম এবং প্রধান কাজই হলো কুরআন সুন্নাহ্ অনুযায়ী আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক থাকা।

৩২৭. মু'মিনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি

(١) قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

১. বলুন, আমার সালাত আমার কুরবানী আমার জীবন ও মৃত্যু জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। (৬–সূরা আন আম : ১৬২)

(٢) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ـ

২. আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে– যারা কেবল আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই নিজেদের জান-প্রাণ উৎসর্গ করে। বস্তুত আল্লাহ্ হলেন এসব বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (২–সূরা আল বাক্বারা : ২০৭)

(٣) اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

৩. আমি তো একমুখি হয়ে নিজের লক্ষ্য সেই মহান সত্তার দিকেই কেন্দ্রীভূত করছি, যিনি যমীন ও আসমানসমূহকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কস্মিনকালেও মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। (৬–সূরা আল আনয়াম : ৭৯)

(٤) اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ـ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ـ

৪. সে তো কেবলমাত্র তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে। তিনি অবশ্যই (তার উপর) সন্তুষ্ট হবেন। (৯২–সূরা আল লাইল : ২০-২১)

(٥) وَمَا لِىَ لَا اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ

৫. আমার জন্য কি কারণ থাকতে পারে যে, আমি তাঁর ইবাদত করব না? অথচ তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অত:পর (মৃত্যুর পর) তাঁর নিকটেই ফিরে যেতে হবে। (৩৬–সূরা ইয়াছিন : ২৩)

৩২৮. মানব ও জ্বীন সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর দাসত্ব

(١) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ـ

১. আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, একমাত্র আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। (৫১–সূরা আয যারিয়াত : ৫৬)

(٢) قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ -

২. (হে নবী!) আপনি তাদেরকে বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি। (৩৯–সূরা যুমার : ১১)

৩২৯. যার তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ -

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ পাওয়া যাবে, সে ঈমানের স্বাদ লাভ করতে পারবে। তা এই– ১. তার কাছে অপর সকলের চেয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক প্রিয় হবেন। ২. সে কাউকে ভালোবাসলে কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যেই ভালোবাসবে। ৩. আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন অপ্রিয় জানে, কুফরীতে ফিরে যাওয়াকেও তেমনি অপ্রিয় জানে। (বুখারী ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: নং-২০)

(٢) عَنْ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَّضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا -

২. আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ ﷺ -কে রাসূল হিসেবে কবুল করেছে সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৩০. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই অন্যকে ভালোবাসা

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ ؟ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّىْ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, ওহে ! যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করেছিল, তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেব। আর এদিনে আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়াই নেই। (সহীহ মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّ رَجُلاً زَارَ اَخًالَّهٗ فِىْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى فَاَرْصَدَ اللّٰهُ عَلٰى مَدْرَجَتِهٖ مَلَكًا وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ اِلٰى قَوْلِهٖ اِنَّ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهٗ فِيْهِ ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি তার এক (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্যে অন্য গ্রামে রওয়ানা হয়, আর পথে আল্লাহ্ তার জন্যে অপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে একজন ফেরেশতা বসিয়ে দেন। অত:পর তিনি এই কথা পর্যন্ত হাদিসে বর্ণনা করেন (ফেরেশতা তাকে বলেন,) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে এরূপ ভালোবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাস। (সহীহ মুসলিম)

২৬. মু'মিনের বৈশিষ্ট্য (صِفَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ)

৩৩১. মু'মিনের বৈশিষ্ট্য

اَلْمُؤْمِنُ (মু'মিনুন) শব্দটি اَمْنٌ (আমনুন) আরবি শব্দ হতে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ, যে বিশ্বাস করে, যে স্বীকৃতি দেয় বা স্বীকার করে।

পারিভাষিক অর্থ-আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকারী। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণ যে হেদায়েত নিয়ে এসেছেন তাকে অন্তর থেকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করা, মুখে এর স্বীকৃতি দেয়া এবং সে অনুযায়ী কাজ করাকে ঈমান বলা হয়। আর যে এ ঈমানের ঘোষণা দেয় সেই মু'মিন। আল্লাহ তা'য়ালা একক সত্তা, তাঁর রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব, আখিরাত এবং তাকদীরের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকারীকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মু'মিন বলা হয়।

৩৩২. যে সব মু'মিনরা সফলকাম

(١) قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ـ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ـ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذَالِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ـ اُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ـ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

১. সে সব মু'মিনরা নিশ্চিতই সফলকাম, ২. যারা নিজেদের সালাতে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে, ৩. যারা বেহুদা কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে, ৪. যারা যাকাত আদায়ের ব্যাপারে কর্মতৎপর থাকে, ৫. যারা নিজেদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে কিন্তু ৬. তাদের পত্নী ও অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসীদের ব্যতীত, তাতে তাদের কোনো দোষ হবে না, ৭. যারা এতদ্ব্যতীত (অন্যভাবে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে) প্রয়াসী হয় তারা শরীয়তের সীমা লঙ্ঘনকারী, ৮. এবং যারা আমানত প্রত্যর্পন করে, ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করে, ৯. যারা নিজেদের সালাতসমূহকে পূর্ণভাবে হিফাযত করতে থাকে। এরাই হচ্ছে সেই অধিকারী, যারা ফিরদাউসের ওয়ারিশ হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে। (২৩ সূরা আল মু'মিনুন : ১-১১)

(٢) اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ـ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

২. মুমিনের বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন তাদের মাঝে ফায়সালার জন্যে আল্লাহ ও রাসূলের (বিধানের) প্রতি ডাকা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শ্রবণ করলাম ও আনুগত্য করলাম। আর এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম। (২৪–সূরা আন নূর : ৫১)

৩৩৩. যারা প্রকৃত মু'মিন

(١) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ـ

১. প্রকৃত মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আর সন্দেহে পড়ে না এবং নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। এরাই (তাদের ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী। (৪৯–সূরা আল হুজরাত : ১৫)

(٢)اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ـ اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ـ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ـ

২. প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে : আল্লাহর স্মরণে তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে, তাদের সামনে আল্লাহর বাণী উচ্চারিত হলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, তারা আল্লাহর ওপর আস্থাশীল ও নির্ভরশীল হয়ে থাকে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে ব্যয় করে। বস্তুত এরাই হচ্ছে সত্যিকারের মু'মিন। তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট খুবই উচ্চ মর্যাদা রয়েছে এবং আরো রয়েছে তাদের কৃত অপরাধের ক্ষমা ও অতি উত্তম রিযিক। (৮–সূরা আল আনফাল : ২-৪)

৩৩৪. প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় না হব। (বুখারী ১ম খণ্ড অ: ঈমান, পৃ: ১৯৩)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَاجِئْتُ بِهٖ ـ

২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ আকাঙ্ক্ষিত মানের মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার নিজের প্রবৃত্তি (খেয়াল-খুশি) আমার আনীত আদর্শের অনুসারী হয়। (মিশকাত, হাদীস-১৬০ হাদীসটি দুর্বল)

৩৩৫. যেভাবে সত্যিকার মু'মিন হওয়া যায়

(١) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا اُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ـ

১. আর যারা ঈমান এনেছে, দ্বীনের জন্যে নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়েছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, তারাই হলো সত্যিকার মু'মিন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক। (৮–সূরা আল-আনফাল : ৭৪)

৩৩৬. মু'মিন নারী-পুরুষ একে অপরের সহায়ক

(١) وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ـ اُولٰۤئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ـ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

১. মু'মিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে বাধা দেয়। সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরকেই আল্লাহ তা'য়ালা কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৯–সূরা আত তাওবা : ৭১)

৩৩৭. মু'মিন যেভাবে প্রশান্তি লাভ করে

(١) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ـ

১. যারা মু'মিন আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরে প্রশান্তি এসে থাকে। জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণ আসলে সে জিনিস, যার দ্বারা দিল পরম শান্তি লাভ করে থাকে। (১৩–সূরা রা'দ : ২৮)

৩৩৮. মু'মিনরা যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে

(١) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً وَّيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ـ

১. মু'মিনগণ যেনো অন্য মু'মিন ছাড়া কাফেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে তাদের সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতির আশংকা করো, তবে তাদের সাথে সতর্কতার সাথে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে তোমাদের সর্তক করেছেন এবং সবাইকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। (৩–সূরা আলে-ইমরান : ২৮)

৩৩৭. মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই

(١) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

১. মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে (কোনো ঝগড়া-বিবাদ হলে) মীমাংসা করে দেবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে– যাতে তোমরা অনুগ্রহ লাভ করো। হে মু'মিনগণ! তোমাদের কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী যেনো অপর কোনো নারীকেও উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেক না। কেউ ঈমান আনলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ্। যারা এ ধরনের আচরণ হতে বিরত হয় না তারাই জালেম। (৪৯–সূরা আল হুজরাত : ১০-১১)

(٢) عَنِ النُّعْمَانِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَّاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ وَاِنِ اشْتَكٰى رَاْسُهٗ اشْتَكٰى كُلُّهٗ ـ

২. নু'মান (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সমস্ত মু'মিন একই ব্যক্তি সত্তার মতো। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার গোটা শরীরই তা অনুভব করে। যদি তার মাথা ব্যথা হয় তাতে তার গোটা শরীরই বিচলিত হয়ে পড়ে। (মিশকাত, হাদীস-৪৭৩৭, সহীহ মুসলিম)

৩৪৪. যেভাবে ঈমানের পূর্ণতা লাভ করে

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিনদের মধ্যে সে ব্যক্তিই ঈমানের পূর্ণতা লাভ করেছে যে, নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে তাদের মধ্যে সবোর্ত্তম। (মিশকাত, আবু দাউদ-৪৬৮২, তিরমিযী-১১৭৮)

৩৪১. সৌভাগ্যবান মু'মিন

(١) عَنْ صُهَيْبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهٗ كُلَّهٗ لَهٗ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهٗ وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهٗ ـ

১. সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিনের অবস্থা বিস্ময়কর প্রকৃতির হয়ে থাকে। তার সকল অবস্থা ও কাজই কল্যাণকর, আর এ সৌভাগ্য মু'মিন ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারে না। সে যদি দারিদ্র্য, অসুস্থতা এবং দু:খ-কষ্টে পড়ে তাহলে ধৈর্যধারণ করে এমনিভাবে স্বচ্ছল অবস্থাতেও সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। এ উভয় অবস্থাই তার জন্য কল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (সহীহ মুসলিম)

২৪২. ঈমান নির্ণয়ের পদ্ধতি

(١) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَاِذَا سَائَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا الْاِثْمُ قَالَ اِذَا حَاكَ فِىْ نَفْسِكَ شَىْءٌ فَدَعْهُ ـ

১. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল : ঈমান কী? তিনি বললেন : যখন তোমার নেক কাজ তোমাকে আনন্দ দেবে এবং বদ কাজ তোমাকে দুশ্চিন্তায় (অনুশোচনায়) ফেলবে

তখন তুমি হবে মু'মিন। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর নবী। গুনাহ কী জিনিস? তিনি বললেন : কোনো কাজে তোমার অন্তর দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়লে তা পরিত্যাগ করো। (অর্থাৎ যে কাজটি মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তাই পাপ।) (মুসনাদে আহমদ)।

৩৪৩. মু'মিন ভালোবাসার প্রতীক

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ مَاْلَفٌ وَّلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَايَاْلَفُ وَلَايُوْلَفُ.

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুমিন মহব্বত ও দয়ার প্রতীক। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে কারো সাথে মহব্বত রাখে না এবং মহব্বত প্রাপ্ত হয় না। (মুসনাদে আহমদ, মিশকাত-৪৭৭৮ হাদীসটি সহীহ)

৩৪৪. আল্লাহর প্রতি মু'মিনের শঙ্কা ও ভয়

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَاى ذُنُوْبَهٗ كَاَنَّهٗ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ اَنْ يَّقَعَ عَلَيْهِ وَاِنَّ الْفَاجِرَ يَرَاى ذُنُوْبَهٗ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلٰى اَنْفِهٖ فَقَالَ بِهٖ هٰكَذَا قَالَ اَبُوْشِهَابٍ بِيَدِهٖ فَوْقَ اَنْفِهٖ.

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুমিন ব্যক্তি তার গুনাহ সম্পর্কে এতদূর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকে যে, সে মনে করে যেন কোনো পাহাড়ের পাদদেশে বসে আছে এবং প্রতিটি মুহূর্তে সে এই ভয় করে যে, পাহাড় তার উপর ভেঙ্গে পড়তে পারে। কিন্তু আল্লাহদ্রোহী ও পাপিষ্ঠ লোক গুনাহকে মনে করে একটি মাছির মতো, যা তার নাকের ডগার উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছে (এবং সে তাকে হাতের ইশারায় তাড়িয়ে দিয়েছে) এই বলে হাদীস বর্ণনাকারী আবু শিহাব নাকের উপর হাত দ্বারা ইশারা করলেন। (সহীহ বুখারী)

২৭. তাক্‌ওয়া (اَلتَّقْوٰى)

৩৪৫. তাক্‌ওয়ার পরিচয়

তাক্‌ওয়া (تَقْوٰى) আরবি শব্দ। وِقَايَةٌ হতে এর উৎপত্তি। আভিধানিক অর্থ- ভয় করা, বিরত থাকা, রক্ষা করা, সাবধান হওয়া, আত্মশুদ্ধি, পরহেযগারী, নিজকে যে কোনো বিপদ থেকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা বা কোনো অনিষ্ট হতে

নিজকে দূরে রাখা ইত্যাদি। সাধারণ অর্থে আল্লাহ্ ভীতিকে তাক্ওয়া বলা হয়। ফারসী ভাষায় তাক্ওয়ার প্রতিশব্দ হচ্ছে পরহেযগারী। ইসলামী পরিভাষায় ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামী বিধানে নিষিদ্ধ সকল প্রকার কথা, কাজ ও চিন্তা পরিহার করে, কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মতো জীবন যাপনের মাধ্যমে আল্লাহকে প্রতিনিয়ত প্রেমমাখা ভয় করে চলাকে তাক্ওয়া বলে। তাত্ত্বিক অর্থে তাক্ওয়া বলা হয় আল্লাহ-ভীতি জনিত মানুষের মনের সে অনুভূতিকে যা তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বত:স্ফুর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন, যে সকল ভাব, প্রবৃত্তি, কাজ পরজগতে ক্ষতিকর এবং যে সমস্ত কার্যকলাপ দৃশ্যত: বৈধ বলে মনে হলেও পরিণতিতে মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে, সে সকল ভাব, প্রবৃত্তি ও কার্যকলাপ হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করাকে তাক্ওয়া বলে। তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে "মুত্তাকি" বলে যার বহুবচন মুত্তাকীন। মূলত চারটি বিষয় এমন রয়েছে যা একজন মু'মিনকে সর্বোচ্চ মর্যাদার দরজায় পৌঁছায়।

১. ঈমান (اِيْمَانٌ) হতে মু'মিন (مُؤْمِنٌ)

২. ইসলাম (اِسْلَامٌ) হতে মুসলিম (مُسْلِمٌ)

৩. তাকওয়া (تَقْوٰى) হতে (مُتَّقِىْ) মুত্তাকি ও

৪. ইহ্সান (اِحْسَانٌ) হতে মুহ্সিন (مُحْسِنٌ)

মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়ন সম্পূর্ণভাবে তাক্ওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাক্ওয়া ছাড়া কোনো ব্যক্তির পক্ষে ইহজগতে সৎ ও কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করে পরজগতে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ মানুষের মন মজ্জাগতভাবে সব সময় মানুষকে অসৎ ও অনিষ্টকর কাজ করার জন্যে ওয়াসওয়াসা দেয় এবং আল্লাহদ্রোহীতায় লিপ্ত হওয়ার জন্যে প্ররোচিত করে। কাজেই তাক্ওয়া বা আল্লাহভীতি ছাড়া এ সব কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকা সম্ভব নয়।

৩৪৬. যারা তাকওয়াবান

(١) ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ -

১. এটি সেই কিতাব (আল-কুরআন) যাতে কোনোই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী মুত্তাকীনদের জন্যে, যারা অদৃশ্য বিষয়ের উপর বিশ্বাস করে এবং সালাত কায়েম করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে খরচ করে এবং যারা বিশ্বাস করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের ওপর যা আপনার পূর্ববর্তীদের (নবীদের) কাছে নাযিল হয়েছিল। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে। (২-সূরা বাক্বারা : ২-৪)

৩৪৭. আল্লাহকে ভয় করতে হবে

(١) يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

১. হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যাদর্শ লোকদের সঙ্গী হও। (৯-সূরা আত তাওবা : ১১৯)

৩৪৮. যে জন্যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে হবে

(١) يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

১. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেকের উচিত আগামীকালের জন্যে (পরকালের জন্যে) সে কি পাঠিয়েছে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা করো আল্লাহ তা'য়ালা সে বিষয়ে খবরা-খবর রাখেন। (৫৯-সূরা আল হাশর : ১৮)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا ـ

২. আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আয়েশা! ক্ষুদ্র নগণ্য গুনাহ থেকেও দূরে থাকবে। কেননা আল্লাহর দরবারে (কিয়ামতের দিন) সেগুলো সম্পর্কে ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (ইবনে মাজাহ, হাদীস-৪২৪৩)

৩৪৯. যারা সফলকাম

(١) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ـ

১. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তার শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম। (২৪-সূরা আল নূর : ৫২)

৩৫০. যেভাবে মানুষের মৃত্যুবরণ করা উচিত

(١) يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ـ

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাকে যেরূপ ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (৩–সূরা আলে-ইমরান : ১০২)

৩৫১. আল্লাহকে ভয় করার সুফল

(١) اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ـ

১. যারা আল্লাহকে ভয় করে দৃষ্টির অগোচরে, নিশ্চয়ই তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (৬৭–সূরা আল মূলক : ১২)

৩৫২. ভালো কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করবে

(١) وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ

১. যেসব কাজ পুণ্য ও ভয়মূলক (তাকওয়ামূলক) তোমরা তাতে একে অপরকে সাহায্য করো, আর যা গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজ তাতে কারো এক বিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর। (৫–সূরা আল মায়েদা : ২)

(٢) وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ـ

২. যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে (হাশরের দিন) দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশি থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (৭৯–সূরা আন নাযিয়াত : ৪০-৪১)

৩৫৩. আল্লাহ যাদের সাথে আছেন

(١) اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ـ

১. নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে আছেন, যারা পরহেযগার এবং সৎ কাজ করে। (১৬–সূরা আন নাহল : ১২৮)

৩৫৪. যে অধিক সম্মানিত

(١) يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

১. হে মানব! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক খোদাভীরু। নি:সন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (৪৯–সূরা আল হুজরাত : ১৩)

৩৫৫. মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করা যাবে না এবং প্রকৃত তাকওয়া অন্তরে

(١) لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ -

১. (কুরবানীর) গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, বরং তার কাছে পৌঁছে তোমাদের (মনের) তাকওয়া। (২২–সূরা আল হজ্জ : ৩৭)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهِ ثَلٰثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِءٍ مِّنَ الشَّرِ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ -

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর যুলুম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগও করবে না এবং তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বলেন, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে। কোনো লোকের নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রতিটি মুসলমানের জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান সকল মুসলমানের সম্মানের বস্তু (এর ওপর হস্তক্ষেপ করা তাদের জন্যে হারাম)। (সহীহ মুসলিম)

৩৫৬. আল্লাহ্ আমল দেখেন আকৃতি নয়

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ ـ

১. রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আকৃতি ও ধন-সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কার্যাবলি দেখে থাকেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহা-৪১৪৩, সিলসিলাহ সহীহ-২৬৫৬)

৩৫৭. যেভাবে আয় করতে হবে

(١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا اَلاَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِى اللّٰهِ فَاِنَّهُ لَايُدْرَكُ مَاعِنْدَهُ بِطَاعَتِهِ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত রিযিক পূর্ণ মাত্রায় লাভ না করা পর্যন্ত কোনো লোকই মারা যাবে না। সাবধান ! আল্লাহকে ভয় কর এবং বৈধ পন্থায় আয় উপার্জনের চেষ্টা করো। রিযিক প্রাপ্তিতে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে অবৈধ পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। (ইবনে মাজাহা, মিশকাত, হাদীস-৫০৭০ সহীহ)

৩৫৮. আল্লাহ্ মানুষকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَّاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُو النِّسَاءَ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ ـ

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দুনিয়া অবশ্যই মিষ্টি ও আর্কষণীয়। আল্লাহ্ তোমাদেরকে দুনিয়ায় তার প্রতিনিধি

করেছেন। যাতে তিনি দেখে নেন তোমরা কেমন কাজ করো। কাজেই দুনিয়া থেকে বাঁচো এবং নারীদের (ফিতনা) থেকেও বাঁচো। কারণ বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা নারীদের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছিল। (সহীহ মুসলিম)

৩৫৯. তাকওয়া যার কাছে চাইতে হবে

(١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى -

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষিতা চাই। (সহীহ মুসলিম)

৩৬০. তাকওয়ার মধ্যে যেটিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে

(١) عَنْ اَبِيْ طَرِيْفٍ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ ثُمَّ رَاٰى اَتْقٰى لِلّٰهِ مِنْهَا فَلْيَاْتِ التَّقْوٰى -

১. আবু তরীফ আদি ইবনে হাতেম তাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে কসম খাওয়ার পর অধিকতর আল্লাহর ভীতির (তাক্ওয়ার) কোনো কাজ দেখলে এ অবস্থায় তাকে সেটাই করতে হবে। (অর্থাৎ বেশি তাক্ওয়ার কাজটি করতে হবে।) (সহীহ মুসলিম)

৩৬১. যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় এবং সামান্য গোনাহের কাজও ত্যাগ করতে হবে

(١) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدٍ (رضـ) اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ اِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ -

১. আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আমি কি তোমাদের উত্তম লোকদের সম্পর্কে বলব? লোকেরা বলল : জী হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে তারাই ভালো মানুষ যাদের দেখলে আল্লাহর স্মরণ হয়। (অন্তরের তাক্ওয়ার কারণে বাহ্যিক দিকও তাকওয়ার প্রভাব ফুটে ওঠে। (ইবনে মাজাহ-৪১১৯, মিশকাত, হাদীস-৪৮০৩)

১৬২. সামান্য গোনাহের কাজও ত্যাগ করতে হবে

(١) عَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَابَأْسَ بِهٖ حَذَرًا لِّمَا بِهٖ بَأْسٌ.

১. আতিয়া আস-সা'য়াদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে গুনাহর কাজে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকায় ঐ সব কাজও পরিত্যাগ করে, যে সবে আপাতদৃষ্টিতে কোনো গুনাহ নেই। (তিরমিযী, মিশকাত, ইবনে মাজাহ-৪২১৫)

৩৬৩. তাকওয়ার মূলে পৌঁছতে হলে সংশয়মুক্ত বিষয়াদি পরিত্যাগ করতে হবে

(١) قَالَ ابْنُ عُمَرَ (رض) لَا يَبْلُغُ حَقِيْقَةَ التَّقْوٰى حَتّٰى يَدَعَ مَا حَاكَ فِى الصَّدْرِ.

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, আল্লাহর বান্দা সত্যিকারের তাকওয়া (খোদাভীরুতা) এর শেষ স্তরে তখনই পৌঁতে সক্ষম হবে, যখন সে মনের মধ্যে সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টিকারী বিষয়াদি হতে বিরত থাকবে। (বুখারী)

২৮. পর্দা (اَلْحِجَابُ)

৩৬৪. পর্দা পরিচয়

প্রচলিত 'পর্দা' শব্দটি বাংলা। আরবিতে 'হিযাব' বলা হয়। যার আভিধানিক অর্থ-আবরণ, ঢাকনা বা অন্তরাল। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্যে নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ঢেকে রাখার নামই 'হিযাব' বা পর্দা। সাধারণ অর্থে– পর্দা বলতে বেগানা পুরুষ বা বেগানা নারী থেকে নিজের মন-মানসিকতা, চোখ, কান, যবানকে হিফাযত করে যৌন

জীবনকে পবিত্র রাখা। ইসলামের অনুশাসনে প্রত্যেক নারী-পুরুষ সকলের জন্য পর্দা করা ফরয। কেননা পর্দা অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার পথ বন্ধ করে সমাজকে কলূষমুক্ত রাখে। পর্দা যিনার পথ বন্ধ করে দেয়। অপরপক্ষে পর্দা সমাজে প্রতিষ্ঠিত না থাকার ফলেই যিনার পথ খুলে যায়। অথচ আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, তোমরা যিনার ধারে কাছেও যেও না।

৩৬৫. মু'মিন পুরুষের চোখ ও লজ্জাস্থানের হেফাযত

(١) قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ- ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ . اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ .

১. হে নবী! মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে। এটা তাদের জন্যে উত্তম। যা তারা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (২৪-সূরা নূর : ৩০)

৩৬৬. মু'মিন নারীর চোখ ও লজ্জাস্থানের হেফাযত

(١) وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِ هِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ . وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ . وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ . وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

১. আর হে নবী! মু'মিন স্ত্রীলোকদের বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখকে নিম্নগামী রাখে, নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে ও নিজেদের সাজ-সজ্জা

না দেখায়; কেবল সেসব জিনিস ছাড়া যা আপনা হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বুকের ওপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে। নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করবে না, কিন্তু কেবল এ লোকদের সামনে তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীদের পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র, নিজেদের মেলা-মেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের দাসী, সেসব অধীনস্থ যৌন কামনামুক্ত পুরুষ, আর সেসব বালক যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়নি, তারা নিজেদের পা যমীনের ওপরে মেরে চলাফেরা করবে না। এভাবে যে, নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে লোকেরা তা জানতে পারে। হে মু'মিন লোকেরা! তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (২৪–সূরা নূর : ৩১)

৩৬৭. পর্দা মানুষকে সম্মানিত করে

(١) يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ـ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ـ

১. হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্যে পোশাক নাযিল করেছি যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহকে ঢাকতে পার। এটা তোমাদের জন্যে দেহের আচ্ছাদন ও শোভাবর্ধনের উপায়, সর্বোত্তম পোশাক হলো তাকওয়ার পোশাক। তা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। সম্ভবত লোকেরা তা হতে শিক্ষাগ্রহণ করবে। (৭–সূরা আরাফ : ২৬)

৩৬৮. পর্দায় থাকার ফলাফল

(١) يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ- وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

১. হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মু'মিন মহিলাদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চিনতে পারা যায় ও ফলে তাদেরকে সহজে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৩৩–সূরা আহযাব : ৫৯)

৩১৭. পর্দায় থাকার নির্দেশ

(١) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, মহিলারা হলো পর্দায় থাকার বস্তু । সুতরাং তারা যখন (পর্দা উপেক্ষা করে) বাহিরে আসে, তখন শয়তান তাদেরকে (অন্য পুরুষের চোখে) সুসজ্জিত করে দেখায়।
(জামে তিরমিযী-১১৭৩ হাদীসটি সহীহ)

৩৭০. নারীর প্রতি কু দৃষ্টিতে তাকানো কঠিন গুনাহের কাজ

(١) عَنْ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تَتْبِعِ النَّظْرَ فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ ـ

১. বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আলী! কোনো অপরিচিতা মহিলার উপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ফিরিয়ে নেবে এবং দ্বিতীয় বার তার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করবে না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার আর দ্বিতীয়টি তোমার নয় (বরং তা শয়তানের)।
(আবু দাউদ, হাদীস-২৭৭৭ হাদীস হাসান)

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ النَّظْرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِىْ اَبْدَلْتُهُ اِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِىْ قَلْبِهِ ـ

২. রাসূল ﷺ বলেছেন দৃষ্টি তো ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্যে একটি। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে এ দৃষ্টি ত্যাগ করবে, তার বিনিময়ে আমি তাকে এমন ঈমান দিব, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করতে পারবে। (জামে তিরমিযী)

(٣) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ نَظَرَ اِلٰى مُحَاسِنِ اِمْرَاَةٍ اَجْنَبِيَةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صُبَّ فِىْ عَيْنِهِ لِاَنَّكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

৩. নবী করীম ﷺ বলেন , যে ব্যক্তি কোনো অপরিচিত নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিনে তার চোখে উত্তপ্ত গলিত লোহা ঢেলে দেয়া হবে। (ফাতহুল কাদীর)

৩৭০. স্বীয় সন্তানদের ঘরে প্রবেশ করতেও অনুমতির প্রয়োজন

(١) وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ـ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ـ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ

১. তোমাদের ছেলেরা যখন বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌছবে, তখন তারা যেন অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। যেমন তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢোকে তাদের পূর্বে। এভাবেই আল্লাহ তার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। (২৪–সূরা নূর : ৫৯)

৩৭২. পর্দা না করার পরিণাম

(١) اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

১. যারা পছন্দ করে যে, মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতার প্রসার হোক, তাদের জন্যে পৃথিবীতেও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং আখেরাতেও। আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না। (২৪–সূরা নূর : ১৯)

(٢) وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ ـ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ـ

২. তোমরা তার পত্নীদের কাছ থেকে যখনি কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের এবং তাদের মনের জন্যে অধিকতর পবিত্র উপায়। (৩৩ সূরা আহযাব : ৫৩)

৩৭৩. প্রথম দৃষ্টির জন্য গুনাহ নেই

(١) وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَظْرِ الْفُجَاءَةِ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَصْرِفْ بَصَرَكَ ـ

১. জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ মর্মে প্রশ্ন করেছিলাম যে , হঠাৎ যদি কোনো মহিলার উপর দৃষ্টি নিপতিত হয়, তাহলে কী করতে হবে? রাসূল ﷺ আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি তোমার দৃষ্টিকে কালবিলম্ব না করে ফিরিয়ে নেবে। (মিশকাত-২৯৭০ হাদীসটি সহীহ)

৩৭৪. বৃদ্ধাদের সাবধানতা অবলম্বন

(١) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ط وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ط وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

১. যে সকল অতি বৃদ্ধা স্ত্রী লোক পুনরায় কোনো বিবাহের আশা পোষণ করে না, তারা যদি তোদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই। তবে শর্ত যে, বেশভূষা প্রদর্শন করা যেন তাদের উদ্দেশ্য না হয়। এ ব্যপারে সাবধানতা অবলম্বন করা তাদের জন্যে মঙ্গলময়। আর আল্লাহ সবকিছুই জানেন ও শুনেন। (২৪–সূরা নূর : ৬০)

৩৭৫. সাজ-গোজ করে বের না হওয়ার নির্দেশ

(١) يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا - وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجٰهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ - اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا -

১. হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ স্ত্রীলোকদের মতো নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তবে পর পুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বল না। যাতে দুষ্ট মনের কোনো ব্যক্তি খারাপ আশা পোষণ করতে না পারে বরং সোজা সোজা স্পষ্ট কথা বল। আর নিজেদের ঘরে থাক এবং আগের জাহেলী যুগের নারীদের মতো সাজগোজ করে বেড়িও না। সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আল্লাহ তাই চান যে, তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের পরিপূর্ণরূপে পবিত্র রাখতে। (৩৩–সূরা আহযাব : ৩২-৩৩)

৩৭৬. অন্ধের সাথেও পর্দা করতে হবে

(١) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَيْمُوْنَةُ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهٗ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَالِكَ بَعْدُ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمٰى لَايُبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَفَعُمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهٖ -

১. উম্মুল-মুমিনীন উম্মে সালমাহ (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি এবং মায়মুনা (রা) রাসূল ﷺ-এর নিকট বসা ছিলেন। হঠাৎ সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম এসে প্রবেশ করলেন। রাসূল ﷺ উম্মে মায়মুনাকে (রা)-কে বললেন, তোমরা (আগন্তুক) লোকটি থেকে পর্দা করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী ﷺ! লোকটি তো অন্ধ আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা দু'জনও কি অন্ধ যে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না?

(তিরমিযী, হাদীস-২৭৭৮, মিশকাত-৩১১৬ হাদীসটি দুর্বল)

৩৭৭. পুরুষ পুরুষের সাথে ও নারী নারীর সাথে মেলামেশার বিধান

(١) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَاتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِى الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ-

১. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, কোনো পুরুষ কোনো পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোনো নারী অন্য কোনো নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। দু'জন পুরুষ লোক একত্রে একই কাপড়ে ঘুমাবে না। অনুরূপভাবে দু'জন মহিলাও একত্রে একই বস্ত্রের মধ্যে জড়াজড়ি করে ঘুমাবে না।

(তিরমিযী, হাদীস-২৭৯৩, ইবনে মাজাহ, হাদীস-২২১)

৩২৪. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যিনা

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُتِبَ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ نَصِيْبُهٗ مِنَ الزِّنٰى مُدْرِكُ ذٰلِكَ لَامَحَالَةَ الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنٰهَاالْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوٰى وَيَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ اَوْ يُكَذِّبُهٗ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আদম সন্তানের জন্যে ব্যভিচারের একটি অংশ নির্দিষ্ট করা আছে। এটা সে নি:সন্দেহে পাবেই। দু'চোখের যিনা পর স্ত্রীর প্রতি নজর করা, দু'কানের যিনা হলো যৌন উত্তেজক কথাবার্তা শ্রবণ করা, মুখের যিনা হলো আলোচনা করা, হাতের যিনা স্পর্শ করা, পায়ের যিনা ঐ উদ্দেশ্য যাতায়াত করা। অন্তর ঐ কাজের প্রতি কুপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে এবং তার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। আর যৌনাঙ্গ এমন অবস্থা সত্যায়িত বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৭৯. দেবর মৃত্যুর মতো ভয়ংকর

(١) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَرَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ ـ

১. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পর নারীর সাথে মেলামেশা করা থেকে বিরত থাক। একজন বলল, দেবরের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে আপনার মত কী? তিনি বললেন : দেবর মৃত্যুর মতো ভয়ংকর। (আল 'হামউ' অর্থ– স্বামীর আত্মীয় যেমন– ভাই, ভাতিজা এবং চাচাত ভাই। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত হাদীস-২৯৬৮)

২৯. আনুগত্য (اَلْاِطَاعَةُ)

৩৮০. আনুগত্য পরিচিতি

'আনুগত্য' অর্থ মেনে নেয়া, মান্য করা বা মেনে চলা। আদেশ ও নির্দেশ পালন করা, নেতা বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা। কুরআন এবং হাদীসের পরিভাষায় একে اِطَاعَةٌ (ইতা'য়াত) বলা হয়। যার অর্থ আনুগত্য করা, মেনে নেয়া। এর বিপরীত শব্দ مَعْصِيَةٌ (মা'ছিয়াত) যার অর্থ অমান্য করা। ইসলামী সংগঠন বা আন্দোলনের কর্মীদের নেতার আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য। সংগঠন বা আন্দোলনের শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে আনুগত্য হচ্ছে অপরিহার্য শর্ত। আনুগত্যবিহীন কোনো আন্দোলন তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। তবে আনুগত্য হবে কেবল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আদেশের ক্ষেত্রে। ব্যক্তির খাম-খেয়ালীমূলক কোনো নির্দেশ মান্য করা যাবে না।

৩৮১. যার আনুগত্য করতে হবে

(١) يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلاً ـ

১. হে মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর (নেতা) তাদের আনুগত্য করো। কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে সে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে যাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান এনে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (৪–সূরা নিসা : ৫৯)

(٢) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

২. এবং আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে নাও, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে। (৩–সূরা আলে ইমরান : ১৩২)

(٣) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ـ

৩. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তার নাফরমানী হতে দূরে থাকে এসব লোকই সফলকাম হবে। (২৪–সূরা নূর : ৫২)

(٤) مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ـ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ـ

৪. যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি তা হতে মুখ ফিরাল, তা যা-ই হোক না, আমি তোমাকে তাদের ওপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি। (৪–সূরা নিসা : ৮০)

৩৮২. আনুগত্য করার ফলাফল

(١) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

১. যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আর প্রকৃতপক্ষে এ হলো বিরাট সাফল্য। (৪–সূরা নিসা : ১৩)

(٢) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ج وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا ـ

২. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তাহলে আল্লাহ যাদের প্রতি নিয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা হলেন– নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম। (৪–সূরা আন নিসা : ৬৯)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করল সে যেন আমাকে অস্বীকার করল। (সহীহ বুখারী)

৩৮৩. আনুগত্য না করার পরিণতি

(١) قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ط وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ـ

১. (হে রাসূল!) বলুন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। অত:পর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্যে তোমরাই দায়ী। তোমরা যদি তার আনুগত্য করো তবে সৎপথ পাবে, রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া। (২৪–আন-নূর : ৫৪)

(٢) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَاتُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ ـ

২. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো। তোমাদের আমলসমূহ বরবাদ করো না। (৪৭–সূরা মুহাম্মদ : ৩৩)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَرَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে দূরে সরে গেল এবং জামায়াত পরিত্যাগ করল এবং সে অবস্থায় সে মারা গেল সে যেন জাহেলিয়াতে মৃত্যুবরণ করল। (সহীহ মুসলিম)

৩৮৪. শাসকের আনুগত্য করা

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَاَ سَمْعَ وَلَاطَاعَةَ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শাসক যে পর্যন্ত কোনো পাপকার্যের আদেশ না করবে সে পর্যন্ত তার আদেশ শুনা ও মেনে নেয়া প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, তা তার পছন্দ হোক আর নাই হোক। হ্যাঁ সে যদি কোনো পাপকার্যের আদেশ করে তাহলে তার কথা শুনা বা তার আনুগত্য করা যাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৮৫. যখন আনুগত্য করা যাবে না

(١) عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا طَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ ـ

১. আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, গোনাহের কাজে কোনো আনুগত্য নেই। আনুগত্য শুধু নেক কাজের ব্যাপারে। (বুখারী ও মুসলিম)

(٢) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ اُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ اَىْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهٖ وَاَنْكَرَهُ بِقَلْبِهٖ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ قَالُوْا اَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا ـ

২. উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, এমন সময় আসবে যখন তোমাদের ওপর এমন শাসক চাপানো হবে, যারা ভালো কাজও করবে মন্দ কাজও করবে। সুতরাং যে তার প্রতিবাদ করবে সে নিষ্কৃতি পাবে আর যে মনে মনে তাকে খারাপ জানবে এবং অন্তরে তার প্রতিবাদ করবে সেও নিরাপদ হবে। কিন্তু যে উক্ত খারাপ কাজকে পছন্দ করে তার অনুসরণ করবে, সে উক্ত পাপ কার্যের অংশীদার হবে। সাহাবীরা আরয করলেন, হে আল্লাহর নবী! আমরা কি সে শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না? রাসূল ﷺ বললেন, না। যখন পর্যন্ত তারা সালাত আদায় করতে থাকবে তখন পর্যন্ত তোমরা তা করবে না। (সহীহ মুসলিম)

৩৮৬. রাসূলের আনুগত্য করা মানে আল্লাহর আনুগত্য করা

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَا اللّٰهَ وَمَنْ اَطَاعَ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ عَصٰى اَمِيْرًا فَقَدْ عَصَانِىْ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার হুকুম অমান্য করল সে আল্লাহর হুকুমই অমান্য করল। যারা আমীরের আনুগত্য করল তারা আমার আনুগত্য করল। আর যারা আমীরের আদেশ অমান্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ আমান্য করল। (বুখারী ১০ম খণ্ড অ: আহকাম পৃ: ৪০৫)

৩৮৭. কতিপয় জিনিসের উপর আনুগত্যের শপথ নেয়া

(١) عَنْ اَبِى الْوَلِيْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَنْكَرِ وَعَلٰى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلٰى اَنْ لَاتُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهٗ اِلَّا اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ بُرْهَانٌ وَعَلٰى اَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ اِنَّمَا كُنَّالَانَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ـ

১. আবু ওলিদ ওবাদা ইবনে ছামেত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নিম্নোক্ত কাজগুলোর জন্য রাসূলের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলাম– ১. নেতার আদেশ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে-তা দু:সময়ে হোক আর সুসময়ে হোক। খুশির মুহূর্তে হোক আর অখুশির মুহূর্তে হোক। ২. নিজের তুলনায় অপরের সুযোগ সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ৩. নির্দেশ দাতার সাথে বিতর্কে জড়াবে না। তবে হ্যাঁ যদি নেতার আদেশ প্রকাশ্য কুফরীর শামিল হয় এবং সে ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যথেষ্ট দলিল প্রমাণ থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। ৪. যেখানে যে অবস্থাতেই থাক না কেন হক কথা বলতে হবে, আল্লাহর পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দাবাদের ভয় করা চলবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

৩০. সবর বা ধৈর্য (اَلصَّبْرُ)

৩৮৮. সবর পরিচিতি

اَلصَّبْرُ (সবর) শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক আরবি শব্দ। যার অর্থ কোনো একটি শব্দ দ্বারা প্রকাশ পায় না। এর আভিধানিক অর্থ হলো– ধৈর্যধারণ করা, সহজ করা, বিরত থাকা, বাধা দেয়া, বেধে রাখা, অটল অবিচল থাকা, অধ্যবসায় ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 'সবর' অর্থ– সর্বপ্রকার বিপদ-আপদে বা পার্থিব কোনো বালা-মুসিবতে, কিংবা কোনো অন্যায়-অত্যাচার, দু:খ-কষ্টে, রোগে-শোকে, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়, ইবাদতে, যুদ্ধ-জিহাদে বিচলিত না হয়ে এবং মেজাজের ভারসাম্য না হারিয়ে, আনন্দে ও সুখে আত্মভোলা না হয়ে মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করে সবকিছু সহ্য করে অটল-অবিচল থাকাকেই সবর বা ধৈর্য বলা হয়। যে ব্যক্তি এ মহান গুণে গুণান্বিত তাকে সাবের বা ধৈর্যশীল বলা হয়।

৩৮৯. ধৈর্যধারণ করতে আল্লাহর নির্দেশ

(١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ -

১. হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (২–সূরা আল বাক্বারা : ১৫৩)

(٢) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও, হকের খেদমত করার জন্যে উঠে পড়ে লাগ এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে। (৩–সূরা আলে-ইমরান : ২০০)

(٣) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ -

৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোনো বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হবে, তখন সুদৃঢ় থাকবে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হবে না। যদি তা করো, তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে, আর তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (৮–সূরা আল আনফাল : ৪৫-৪৬)

(٤) وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ـ

৪. তারা যা বলে তাতে আপনি সবর করুন এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন। সে ছিল আমার প্রতি নির্ভরশীল। (৩৮–সূরা সাদ : ১৭)

(٥) فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ـ

৫. তারা যা কিছু বলে, তার জন্যে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। (৫০–সূরা আল ক্বাফ : ৩৯)

(٦) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ـ

৬. (হে নবী!) আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মতো হবেন না, যখন সে দু:খ ভারাক্রান্ত মনে প্রার্থনা করেছিল। (৬৮–সূরা আল কলম : ৪৮)

(٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَوْصِنِىْ قَالَ لَاتَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ لَاتَغْضَبْ ـ

৭. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর কাছে নিবেদন করল যে, রাসূল ! আপনি আমাকে উপদেশ দান করুন। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি রাগ করবে না, লোকটি বার বার একই প্রশ্ন করছিল এবং রাসূল ﷺ বার বার তাকে জওয়াব দিচ্ছিলেন যে, তুমি রাগ করবে না। (সহীহ বুখারী)

৩৯০. বিপদে ধৈর্যধারণ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা

(١) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ - اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْآ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ -

১. আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসলের বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পড়ে, তখন বলে : নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই কাছে ফিরে যাব। (২-সূরা আল বাক্বারা : ১৫৫-১৫৬)

(٢) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ط قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَاتُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ -

২. অত:পর সে (ইসমাঈল) যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন ইবরাহীম (আ) তাকে বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কী দেখ? সে বলল : পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাই করুন। আল্লাহ চাহেতো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। (৩৭-সূরা আস সাফফাত : ১০২)

৩৯১. সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত সবরকারী ছাড়া

(١) وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ - اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

১. মহাকালের শপথ, নিশ্চয় সকল মানুষই ক্ষতির মধ্যে তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের তাকিদ করে ও পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়। (১০৩-সূরা আল আছর)

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ خَيْرًا وَّ اَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ -

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণের চেষ্টা করবে আল্লাহ্ তাকে ধৈর্যের শক্তি প্রদান করবেন। আর ধৈর্য হতে অধিক উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর বস্তু আর কিছুই কাউকে দান করা হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৯২. সকল বিপদ পাপের প্রায়শ্চিত্য স্বরূপ

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَّصَبٍ وَّلَا وَصَبٍ وَّلَا هَمٍّ وَّلَا حُزْنٍ وَّلَا اَذًى وَّلَا غَمٍّ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ مِنْ خَطَايَاهُ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মুসলিম ব্যক্তি মানসিক বা শারীরিক কষ্ট পেলে, কোনো শোক বা দু:খ পেলে অথবা চিন্তাগ্রস্ত হলে সে যদি ধৈর্য ধারণ করে তাহলে আল্লাহ্ তার সকল গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। এমনকি সামান্য একটি কাঁটাও পায়ে বিধে তাও তার গুনাহ্ মাফের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (বুখারী ও মুসলিম)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَبِالْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ .

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুমিন নর-নারীর উপর সময় সময় বিপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে। কখনো সরাসরি তার উপর বিপদ আসে। কখনো তার সন্তান মারা যায় আবার কখনও তার ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়। আর সে এ সকল মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার ফলে তার কলব পরিষ্কার হতে থাকে এবং পাপ পংকিলতা হতে মুক্ত হতে থাকে। অবশেষে সে নিষ্পাপ আমলনামা নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। (জামে আত-তিরমিযী-২৩৯৯ হাসান সহীহ)

৩৯৩. যে সবচেয়ে বড় বাহাদুর

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি লোককে কুস্তিতে হারিয়ে দেয় সে বাহাদুর নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে বাহাদুর সেই ব্যক্তি যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে সামলাতে পারে। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: সদ্ব্যবহার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, পৃ: ১৩০)

৩৯৪. দ্বীনের উপর থাকা চরম ধৈর্যের পরিচয়

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ -

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন দ্বীনদারের জন্যে দ্বীনের উপর টিকে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। (তিরমিযী হাদীস-২২৬০ সহীহ ও মিশকাত)

৩৯৫. আল্লাহই সবচেয়ে বড় সবরকারী

(١) اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ -

১. নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী ও পরম ধৈর্যশীল।

(٢) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحَدٌ اَصْبَرَ عَلٰى اَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللّٰهِ يَدْعُوْنَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ -

২. আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কেউই নেই যে কষ্টদায়ক বিষয়ে কিছু শোনার পর সে ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে অধিক সবর করতে পারে। লোকেরা আল্লাহ তা'আলার সন্তান আছে বলে দাবি করে, অথচ এরপরেও তিনি তাদেরকে শান্তিতে রাখেন এবং রিযিক দান করেন। (বুখারী ১০ম খণ্ড, অধ্যায় জাহামিয়াদের মতের খণ্ডন ও তাওহীদ প্রসঙ্গ, পৃ: নং-৫৩৬)

৩১. পরামর্শ (اَلْمُشَاوَرَةُ)

৩৯৬. পরামর্শ কি?

পরিবার-সমাজ এবং রাষ্ট্রের কার্যকলাপ পরিচালনা পরামর্শভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন বলে ইসলাম উল্লেখ করেছে। পরামর্শের ভিত্তিতে প্রতিটি কাজ পরিচালনা এবং সমস্যার সমাধান হলে আল্লাহ তা'য়ালা তাতে সাহায্য করে থাকেন। আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট লোকদের মত প্রকাশের সুযোগ দান ও উত্তম মতটি গ্রহণের নীতি অনুসরণ জরুরি করে দিয়েছেন। জীবন-জীবিকা আহরণ ও উৎপাদন এবং জীবনধারা গ্রহণেও তাই করা কর্তব্য।

৩৩৮. পরামর্শ করতে আল্লাহর নির্দেশ

١. وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ج فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ـ

১. এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অত:পর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তা'য়ালার উপর ভরসা করুন। আর আল্লাহ তা'য়ালা ভরসাকারীদের ভালোবাসেন। (৩–সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

৩৯৮. মু'মিনদের কাজ পরামর্শভিত্তিক

(١) لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ط وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

১. তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ (পরকালের ভাবনা ও পরিচিতির চিন্তা বিবর্জিত ও ক্ষণস্থায়ী পরামর্শ) ভালো (কল্যাণকর) নয়, কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান-খয়রাত করতে কিংবা সৎ কাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্যে করা হয় তা স্বতন্ত্র (তা ভালো)। যে একাজ করে (মা'রুফ কাজে পরামর্শ করে) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব। (৪–সূরা আন-নিসা : ১১৪)

(٢) وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

২. আর যারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ মেনে চলে, সালাত কায়েম করে, পরস্পরে পরামর্শ করে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে (তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে)। (৪২-সূরা আশ শুরা : ৩৮)

৩৯৯. পরামর্শভিত্তিক কাজের জন্য লজ্জিত হতে হয় না

(١) عَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاخَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ ـ

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এস্তেখারা করল, সে কোনো কাজে ব্যর্থ হবে না, যে পরামর্শ করল, সে লজ্জিত হবে না আর যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করল, সে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হবে না। (আল-মুজামুস সগীর)

৪০০. পরামর্শ ছাড়া কারো দায়িত্বশীল (নেতা) হওয়া যাবে না

(١) يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَايَعَ أَمِيْرًا عَنْ غَيْرِ مَشْوَرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا بَيْعَةَ وَلَا الَّذِيْ بَايَعَهُ ـ

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানের পরামর্শ ছাড়াই আমীর হিসেবে বাইয়াত নেয় তার বাইয়াত বৈধ হবে না। আর যারা তার ইমারতের (নেতৃত্বের) বাইয়াত গ্রহণ করবে তাদের বাইয়াতও বৈধ হবে না। (মুসনাদে আহমদ)

৪০১. পরামর্শভিত্তিক কাজ মু'মিন সমাজের বৈশিষ্ট্য

(١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَأَمْرُكُمْ شُوْرَاىْ بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَائَكُمْ وَأَمْرُكُمْ إِلٰى نِسَاءِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের নেতারা হবে ভালো মানুষ, ধনীরা হবে দানশীল এবং তোমাদের

কাজ-কর্ম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন জমীনের উপরের ভাগ নিচের ভাগ থেকে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ, এবং নেতৃত্ব যাবে নারীদের হাতে, তখন পৃথিবীর উপরের অংশের চেয়ে নিচের অংশ হবে উত্তম। (জামে তিরমিযী-২২৬৬, মিশকাত-৫৩৬৮ হাদীসটি দুর্বল)

৪০২. রাসূল ﷺ পরামর্শ গ্রহণ করতেন

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تُشِيْرُوْنَ عَلَىَّ فِىْ قَوْمٍ يَسُبُّوْنَ اَهْلِىْ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ ـ

১. আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের সামনে খুৎবা (ছোট বক্তৃতা) দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বললেন : যারা আমার পরিবারের কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের কাছে আমি পরামর্শ চাচ্ছি। আমি কখনও তাদের কোনোরূপ মন্দ কিছু দেখি নি। (সহীহ বুখারী)

৪০৩. তিনজন থেকে দুইজন আলাদা হয়ে পরামর্শ করা যাবে না

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجٰى رَجُلاَنِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ فَاِنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهٗ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা তিনজন এক সঙ্গে থাক, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দু'জন কোনো সলা-পরামর্শ করবে না যে পর্যন্ত না তোমরা অনেক লোকের মধ্যে মিশে যাও। কারণ এভাবে সলা-পরামর্শ করাটা তাকে দু:খ দিতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩২. সালাম (اَلسَّلَامُ)

৪০৫. সালাম পরিচয়

মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে সালাম। ওলামায়ে কিরামের ঐকমত্যে সালাম দেয়া সুন্নাত। তবে সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। অবশ্য পানাহার, মল-মূত্র ত্যাগ, তালিম দেয়া, কুরআন তিলাওয়াত করা ও সালাতরত অবস্থায় সালাম দেয়া ও সালামের জবাব দেয়া মাকরূহ। অমুসলিমকে সালাম দেয়া হারাম। দেখা-সাক্ষাতে, পরস্পর ভাব বিনিময়ে ও সম্ভাষণে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ। বাক্যটি সর্বজনীন ও আন্তর্জাতিক মানের। ছোট-বড়, আমীর-গরিব, সকলের ক্ষেত্রে এবং সব সময়ই প্রযোজ্য। এটি উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্যে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিরাট নিয়ামত।

৪০৬. সালাম দিয়ে গৃহে প্রবেশ করা

(١) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ـ

১. হে মু'মিনগণ তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, আশা করা যায় যে, তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে। (২৪–সূরা আন নূর : ২৭)

(٢) فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

২. যখন ঘরসমূহে প্রবেশ করবে তখন নিজেদের লোকদেরকে সালাম করবে। কল্যাণ কামনা আল্লাহর নিকট হতে নির্ধারিত করা হয়েছে, যা বরকতময় ও পবিত্র। আর আল্লাহ এমনিভাবে নির্দেশগুলো বলে দেন যাতে তোমরা বুঝে চলতে পার। (২৪–সূরা আন নূর : ৬১)

৪০৭. সালামের উত্তম জবাব দেয়া

(١) وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ـ

১. আর তোমাদেরকে যদি কেউ দুআ (সালাম) করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া (সালাম) কর, তার চেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মতো ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। (৪–সূরা আন নিসা : ৮৬)

৪০৯. আগে সালাম পরে কালাম (কথা)

(١) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّلاَمُ قَبْلَ الْكَلاَمِ -

১. জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, কথাবার্তা বলার আগেই সালাম করবে। (তিরমিযী হাদীস-২৬৯৯ হাদীস হাসান)

৪০৯. সালাম বিনিময় পরস্পর ভালোবাসার মাধ্যম

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَتُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَىْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার শপথ করে বলছি, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালোবাসবে। আর আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলব না যা তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি করবে? আর তা হলো তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে। (তিরমিযী-২৬৮৮, আবু দাউদ-৫১৯৩, মুসলিম-৫৪)

৪১০. ইসলামের উত্তম কাজ হলো সালাম দেয়া

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرِئُ السَّلاَمَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ -

১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে আরয করল ইসলামের কোন অভ্যাসটি উত্তম? রাসূল ﷺ বললেন, অপরকে খানা খাওয়াবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে। (সহীহ বুখারী হাদীস-১২, ২৮, ৬২৩৬, সহীহ মুসলিম হাদীস-৩৯)

৪১১. ছোটরা বড়দের সালাম দেবে

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ছোটরা বড়দেরকে, হাঁটা ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে এবং কমসংখ্যক লোক বেশিসংখ্যক লোককে সালাম দিবে। (সহীহ বুখারী)

৪১২. বড়রাও প্রয়োজনে (শিক্ষা দেয়ার জন্য) ছোটদের সালাম দেবে

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল ﷺ একদল বালকের নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন। (বুখারী ৯ম খণ্ড অ: অনুমতি চাওয়া পৃ: নং-৫১৩)

৪১৩. এক মুসলমানের উপর আর এক মুসলমানের সালামের জবাব পাওয়া হক

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوْفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ اِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন একজন মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার রয়েছে– ১. যখন

কোনো মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন সালাম দিবে; ২. তাকে কোনো মুসলমান ডাকলে সাড়া দিবে (দাওয়াত দিলে কিংবা সাহায্য করতে ডাকলে); ৩. কোনো মুসলমানের হাঁচি আসলে হাঁচিদাতা আলহামদুলিল্লাহের বললে জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে; ৪. কোনো মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় যাবে; ৫. কোনো মুসলমান অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে এবং ৬. প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে সেই জিনিসই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্যে পছন্দ করে। (বুখারী ও মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড, অ: সালাম, পৃ: ১৯১)

৪১৪. যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দেয় সে ব্যক্তিই উত্তম

(١) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَاَ بِالسَّلَامِ ـ

১. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সে ব্যক্তি আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী যে প্রথমে সালাম দেয়।

(আহমদ, তিরমিযী হাদীস-২৬৯৪, মিশকাত-৪৬৪৬)

৪১৫. গৃহে প্রবেশ করতে সালাম এবং বিদায় হতেও সালাম

(١) عَنْ قَتَادَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهٖ وَاِذَا خَرَجْتُمْ فَاَوْدِعُوْا اَهْلَهٗ بِالسَّلَامِ ـ

১. কাতাদাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করবে। আর যখন বের হবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করে বিদায় নিবে। (বায়হাকী, মিশকাত-৪৪৪৬ সহীহ)

৩৩. জ্ঞানার্জন (طَلَبُ الْعِلْمِ)

৪১৬. জ্ঞানার্জন করা

ইলম (عِلْمٌ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ-জ্ঞান, বিদ্যা। ব্যবহারিক অর্থে বিদ্যা অর্জনকেই 'ইলম' বলা হয়। ইসলামের পরিভাষায় কুরআন ও হাদীসভিত্তিক এমন জ্ঞান অন্বেষণ করা যার মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উপর চলা সহজ হয়। ইলম বা বিদ্যা আলোকস্বরূপ। আলো যেমন-অন্ধকার দূরীভূত করে তেমনি

জাহিলিয়াত বা অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করে জ্ঞান সত্য-সুন্দর কল্যাণের পথকে আলোকিত করে।

অন্যদিকে ইলম শিক্ষা করা নর-নারী সবার ওপর ফরয। যতটুকু শিক্ষা করলে হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, শিরক্ -বিদআত্ এবং স্রষ্টাকে জানা যায় ঠিক ততটুকু জ্ঞানার্জন করা ফরয। দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা শরয়ী ফরয। আর দুনিয়ার ইলম শিক্ষা করা দুনিয়ার ফরয।

৪১৭. মুসলিমের প্রথম ফরয জ্ঞান অর্জন করা

(١) اِقْـرَاْ بِـاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَـانَ مِنْ عَلَقٍ ـ اِقْـرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ـ اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ـ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ـ

১. পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। সেই প্রভুর নামেই পড়, যিনি সম্মানিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। মানুষকে তিনি শিখিয়েছেন যা তারা জানতো না। (৯৬—সূরা আল-আলাক্ব : ১-৫)

(٢) اَلرَّحْمٰنُ ـ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ـ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ـ

২. করুণাময় আল্লাহ, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। (৫৫—সূরা আর রাহমান : ১-৪)

(٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهٖ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ ـ

৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইলম (জ্ঞান) অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয এবং অপাত্রে ইলম স্থাপনকারী যেন শুকরের গলায় জহরত, মুক্তা বা স্বর্ণ স্থাপনকারী। (ইবনে মাজাহ হাদীস-২২৪)

৪১৮. জ্ঞানী এবং জ্ঞানহীন এক নয়

(١) قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ط قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ـ

১. তাদেরকে (কাফের মুশরিকদের) জিজ্ঞেস করুন আকাশ ও জমীনের মালিক কে? বলে দিন : আল্লাহ। বলুন : তবে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া এমন অভিভাবক ঠিক করেছ, যারা নিজেদেরই ভালো-মন্দের মালিক নয়? বলুন, অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি আঁধার ও আলো সমান? তবে কি তারা আল্লাহর জন্যে এমন শরীকদার ঠিক করেছে যেমন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তারা তেমন কিছু-সৃষ্টি করেছে? অতঃপর তাদের সৃষ্টি এরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? আল্লাহই প্রত্যক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী। (১৩-সূরা-রা'দ : ১৬)

(٢) اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ط اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ

২. যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ ও মূর্খ? কেবল বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই বোঝে।(১৩–সূরা রা'দ : ১৯)

৪১৯. জ্ঞানী একটি দল অবশ্যই থাকা চাই

(١) وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْآ اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ـ

১. আর সমস্ত মু'মিন লোকদের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গতও নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান-লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেনো তারা বাঁচতে পারে? (৯–সূরা আত্-তাওবা : ১২২)

অর্থাৎ প্রত্যেক দলের কিছু লোক দ্বীনের জ্ঞান হাসিল করে- নিজের জাতির লোকদেরকে তা শিক্ষা দিবে যাতে করে তারা আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচার জন্য আ'মল করতে পারে। এখানে আলেমদের বা জ্ঞানীদের করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৪২০. জ্ঞানীরাই আল্লাহকে অধিক ভয় করে

(١) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ط اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ۔

১. অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু ও চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল। (৩৫–সূরা ফাতির : ২৮)

৪২১. জ্ঞানীরাই মর্যাদাবান

(١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ج وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۔

১. হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিশে বসার জায়গা প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা জায়গা প্রশস্ত করে দিবে। যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন ওঠে যেও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানী, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা করো। (৫৮–সূরা আল-মুজাদালাহ্ : ১১)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا ۔

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, স্বর্ণ-রৌপ্যের খনির ন্যায় মানুষও একটি খনি বিশেষ। জাহেলী যুগে এদের মধ্যে যারা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলামী যুগেও ইসলামের গভীর জ্ঞান লাভ করার কারণে তারা উত্তম ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, যা তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে। (সহীহ মুসলিম)

(٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْهٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ .

৩. একজন ফকীহ (জ্ঞানী) শয়তানের বিরুদ্ধে এক হাজার আবেদের চেয়েও। (তিরমিযী হাদীস-২৬৮১, ইবনে মাজাহ-২২২ হাদীসটি জাল/মওয়)

৪২২. জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে

(١) قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ .

১. (হে নবী!) বলুন : এর (কিয়ামতের) জ্ঞান আল্লাহ তা'য়ালার কাছেই আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী। (৬৭–সূরা আল-মুলক : ২৮)

(٢) عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِى الدِّيْنِ اِنِ احْتِيْجَ اِلَيْهِ نَفَعَ وَاِنْ اُسْتُغْنِىَ عَنْهُ اَغْنٰى نَفْسَهٗ .

২. আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দ্বীন সম্পর্কে বোঝার জ্ঞান রাখে এমন ব্যক্তি কতই না উত্তম। তার মুখাপেক্ষী হলে-ফায়দা দান করে আর তার প্রতি অনাগ্রহ দেখালে-সে আত্মনির্ভরশীল। (মিশকাত-২৩৪ হাদীসটি দুর্বল)

৪২৩. ইনতিকালের পরও তিনটি নেক আমল বিদ্যমান থাকে

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلٰثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهٗ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন মানুষ মারা যায় তখন তার সকল আমল বা কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তবে

তিনটি আমল বা কাজ বন্ধ হয় না। (ক) সদকায়ে জারিয়া, (খ) এমন ইলম (বিদ্যা) যার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হতে থাকে, (গ) এমন সুসন্তান যে তার পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে (আর তার দোয়া তার পিতা-মাতার কাছে পৌঁছতে থাকে)। (মুসলিম ৫ম খণ্ড, অ: ওসিয়ত, পৃ: ৪৯, মিশকাত-১৯৩)

৪২৪. শুধুমাত্র দুটি বিষয়ই ঈর্ষা করা জায়েয

(١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَ يُعَلِّمُهَا .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, কোনো ক্ষেত্রেই হিংসা করার অনুমতি নেই, কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে তা হল কোনো লোককে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন, সে তা সত্য পথে ব্যয় করার জন্যে নিয়োজিত করেছে। আর কোনো লোককে আল্লাহ তা'য়ালা হিকমত দান করেছেন, সে তা দ্বারা বিচার ফয়সালা করে এবং অপর লোককে শিখায়। (বুখারী ১ম খণ্ড অ: ইলম, পৃ: ৫৯ ও মুসলিম)

৪২৫. সামান্য সময় জ্ঞানার্জন করা সারা রাত জেগে ইবাদত (নফল) করার চেয়েও উত্তম

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اِحْيَائِهَا .

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতের কিছু সময় ইলমে দ্বীনের পারস্পরিক আলোচনা করা সারা রাত জেগে ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম। (দারেমী-২৬৪, মিশকাত-২৩৯, হাদীসটি দুর্বল)

৪২৬. জ্ঞান অর্জন করা গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ

(١) عَنْ سَخْبَرَةَ الْاَزْدِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا مَضٰى .

১. ছাখবারা আযদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনী-ইলম অন্বেষণ করে তা তার পূর্বকৃত গুনাহের জন্যে কাফফারা হয়। (তিরমিযী-২৬৪৮, মিশকাত-২২১ হাদীস জাল বা মওযু)

৪২৭. জ্ঞানের কথা বিজ্ঞ জনের হারানো সম্পদ

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জ্ঞানের কথা বিজ্ঞ জনের হারানো সম্পদ। যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার সবচেয়ে বেশি অধিকারী। (ইবনে মাজাহ-৪১৬৯, মিশকাত-২১৬, তিরমিযী পৃ. ১৩৩ হাদীসটি অধিক দুর্বল)

৪২৮. জ্ঞানীরা নবীদের উত্তরসূরী

(١) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِىْ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ لَهٗ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِى الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا اِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهٗ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ .

১. আবু দারদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলম তালাশের উদ্দেশ্যে পথ চলে আল্লাহ্ তা'য়ালা এর দ্বারা তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন। ইলেম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্যে ফিরিশতাগণও তাদের পাখা নামিয়ে দেন। আসমানে যা কিছু আছে এবং যমিনে যা কিছু আছে এমনকি পানির মৎস্য পর্যন্ত আলিমের জন্য ইস্তিগফার করে। একজন আবেদের উপর একজন আলিমের ফযীলত সেরূপ যেরূপ নক্ষত্রপুঞ্জের উপর চাঁদের ফযীলত। আলিমগণ হলেন আম্বিয়া কিরামের ওয়ারিছ। নবীগণ তো মীরাছ হিসেবে দীনার বা দিরহাম রেখে যান না। তাঁরা মীরাছ হিসেবে রেখে যান ইল্ম, যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে তো পূর্ণ হিসাব লাভ করল। (তিরমিযী-২৬৮২, ইবনে মাজাহ-২২৩, হাদীসটি সহীহ)

৩৪. আল্লাহর উপর ভরসা (اَلتَّوَكُّلُ عَلَى اللّٰهِ)

৪২৯. আল্লাহর উপর ভরসার পরিচয়

تَوَكُّلٌ তাওয়াক্কুল" আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– আস্থা স্থাপন করা, ভরসা করা ও নির্ভর করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ইসলামের বিধান অনুযায়ী পূর্ণ উদ্যমে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে কোনো কাজ করার সাথে তার সাফল্যের জন্যে আল্লাহর উপর আস্থা সহকারে ভরসা ও নির্ভর করার নাম হলো তাওয়াক্কুল। অপর অর্থে "তাওয়াক্কুলের" অর্থ হলো আল্লাহকে নিজের অভিভাবক নিযুক্ত করা এবং তার উপর পূর্ণভাবে ভরসা করা। অভিভাবক তাকেই বলে যিনি তার অধীনস্থ লোকের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন এবং অকল্যাণ হতে বাঁচিয়ে রাখেন। হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকার নাম আল্লাহর উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) নয়, বরং আল্লাহর দেয়া সুযোগ-সুবিধা ও উপায় উপকরণসমূহ কাজে লাগিয়ে ফলাফলের জন্যে তার উপর নির্ভর করার নামই হচ্ছে তাওয়াক্কুল।

৪৩০. আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত

(١) قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ج هُوَ مَوْلٰنَا ج وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

১. (হে নবী!) আপনি বলুন, আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জন্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাছাড়া আমাদের কাছে আর কিছুই পৌঁছবে না। তিনি আমাদের অভিভাবক। আল্লাহর উপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত। (৯–সূরা আত্-তাওবাহ্ : ৫১)

(٢) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

২. এর পরেও যদি তারা (মুনাফিকরা) বিমুখ হয়ে থাকে, তবে তাদের বলে দিন, আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তারই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের মালিক। (৯–সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১২৯)

(٣) اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ج وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَاالَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

৩. যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত। (৩–সূরা আলে-ইমরান : ১৬০)

৪৩১. যারা ভরসা করে আল্লাহর উপর আল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট

(١) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ط قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ـ

১. (যে আল্লাহকে ভয় করে) তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে আল্লাহ রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আর আল্লাহ সব কিছুর জন্য একটি পরিমাণ ঠিক করে রেখেছেন। (৬৫–সূরা আত্ তালাক : ৩)

(٢) فَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ـ

২. তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাস মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্য যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। (৪২–সূরা আশ্ শূরা : ৩৬)

৪৩২. মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় আল্লাহর উপর ভরসাকারী

(١) وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ - فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ج رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

১. মূসা (আ) (তার জাতিকে) বললেন : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাক, তবে তারই উপর ভরসা করো যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক। তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এ জালেম (ফেরাউনের) কওমের শক্তি পরীক্ষা করিও না। (১০–সূরা ইউনূস : ৮৪-৮৫)

৪৩৩. ইয়াকুব (আ)-এর নির্দেশ

(١) وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ط وَمَا اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ج وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ـ

১. ইয়াকুব (আ) বললেন, হে আমার সন্তানেরা! (মিশরে প্রবেশের সময়) সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করিও। আল্লাহর কোনো বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিত। (১২ সূরা ইউসূফ : ৬৭)

৪৩৪. তাহাজ্জুদ সময়ের বিশেষ দোয়া

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْ تُضِلَّنِيْ اَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لَا تَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ ـ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ (রাতের তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের জন্যে উঠার সময়) বলতেন : হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্যে ইসলাম কবুল অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে ধাবিত হয়েছি এবং তোমারই ফায়সালা প্রার্থী হয়েছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার সম্মানের মাধ্যমে আশ্রয় চাই। যাতে তুমি আমাকে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট না করে দাও। তুমি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তুমি চিরঞ্জীব। তুমি মরবে না। আর জ্বিন ও মানুষ সবই মরে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৩৫. ভরসাকারীরা নরম দিল সম্পন্ন

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَقْوَامٌ اَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ اَفْئِدَةِ الطَّيْرِ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতে এমন অনেক লোক দেখা যাবে যাদের অন্তর পাখির অন্তরের মতো হবে। (তাদের দিল নরম এবং তারা আল্লাহর উপর ভরসা করবে।) (সহীহ মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ عَزَّةَ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَضَى اللّٰهُ لِعَبْدٍ اَنْ يَمُوْتَ بِاَرْضٍ جَعَلَ لَهُ اِلَيْهَا حَاجَةً اَوْ قَالَ بِهَا حَاجَةً ـ

২. আবু আযযা (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দার জন্য যখন আল্লাহ তায়ালা কোনো যমীনে মৃত্যুর ফায়সালা করেন সেখানের জন্য তার একটা প্রয়োজন তিনি সৃষ্টি করে দেন। (তিরমিযী-২১৪৭ হাদীসটি সহীহ)

৩৩৬. সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর উপর ভরসা করেছিল

(١) وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا ط اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

১. আর তিনি (নূহ) (আ) বললেন, তোমরা এতে (নৌকায় আল্লাহর উপর ভরসা করে) আরোহণ করো। আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ণ ও মেহেরবান। (১১–সূরা হুদ : ৪১)

(٩) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ط وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ـ

৯. (হে নবী!) আপনি সেই চিরঞ্জীবের (আল্লাহর) উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তিনি তাঁর বান্দাদের গোনাহ্ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। (২৫–সূরা আল-ফুরকান : ৫৮)

(١٠) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ـ

১০. অতএব, (হে নবী!) আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন। (২৭–সূরা আন-নমল : ৭৯)

৪৩৭. পরিশ্রম করার মাধ্যমেই আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে

(١) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ قَالَ اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ ـ

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি উট বেধে আল্লাহর উপর ভরসা করব, না বন্ধনমুক্ত রেখে? তিনি বললেন, উট বেধে নাও, অত:পর আল্লাহর উপর ভরসা করো। (তিরমিযী-২৫১৭ হাদীস হাসান)

(٢) عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَنْكُتُ فِى الْاَرْضِ اِذْرَفَعَ رَآسَهَ اِلَى السَّمَا ثُمَّ قَالَ : مَامِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِلاَّ قَدْ عُلِمَ وَقَالَ وَكِيْعٌ : اِلاَّ قَدْكُتِبَ مَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ، قَالُوْا اَفَلاَ نَتَّكِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ لاَاِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَهُ ـ

২. আলী (রা) হতে বর্ণিত যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি একটি কাঠি দিয়ে যমীনে দাগ কাটছিলেন। হঠাৎ আকাশের দিকে মাথা উঠালেন এরপর বললেন : তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই যে, তার অবস্থান জাহান্নাম বা জান্নাত লিপিবদ্ধ করে না রাখা হয়েছে। তারা (সাহাবীগণ) বললেন : তাহলে আমরা কি ভরসা করে বসে থাকব ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন : না, আমল করে যাও, যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য তদনুরূপ আমল সহজ করে দেয়া হয়েছে। (তিরমিযী-২১৩৪ সহীহ)

(٣) عَنِ ابْنِ اَبِىْ خِزَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رضى) اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهٖ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا فَقَالَ هِىَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ ـ

৩. ইবনে আবু খিযামা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল : আপনি কি মনে করেন এই ঝাঁড়-ফুঁক যা আমরা

করাই, ঔষুধ যা দিয়ে আমরা চিকিৎসা করি, পরহেয যার মাধ্যমে আমরা সাবধানতা অবলম্বন করি এগুলো কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের কিছু রদ করতে পারে? তিনি বললেন : এ–ও আল্লাহর তাকদীরের অন্তর্গত।

(তিরমিযী হাদীস-২১৪৮ (হাদীসটি দুর্বল)

৪৩৮. আল্লাহর উপর ভরসা করার প্রতিদান

(١) عَنْ عُمَرَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْاَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا ـ

১. উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমরা যদি সত্যিকারভাবেই আল্লাহর উপর ভরসা করো তবে তিনি পাখিদের মতোই তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। ভোর বেলা পাখিরা খালি পেটে বেরিয়ে যায় এবং সন্ধ্যা বেলা ভরা পেটে ফিরে আসে।

(জামে তিরমিযী-২৩৪৪ হাদীস সহীহ)

৪৩৯. আল্লাহই উত্তম ভরসাস্থল

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ قَالَهَا اِبْرَاهِيْمُ حِيْنَ اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ حِيْنَ قَالُوْا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্রাহীম (আ) যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া' নি'য়ামাল ওয়াকীল' (আল্লাহ আমার জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম পৃষ্ঠপোষক)। এ বাক্যটি মুহাম্মদ ﷺ বলেন : যখন লোকেরা (মুসলমানদের) বলল, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে লোকেরা (শত্রুবাহিনী) একতাবদ্ধ হয়েছে তাদের ভয় করো। (এ হুমকি) মুসলমানদের ঈমান আরো বৃদ্ধি করে দেয় এবং তারা বলে 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'য়ামাল ওয়াকীল'। (সহীহ বুখারী)

৩৫. ইহতিসাব (اَلْاِحْتِسَابُ)

৪৪০. গঠনমূলক সমালোচনার পরিচয়

ইহতিসাব বা গঠনমূলক সমালোচনা মু'মিনদের সাথে বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সাথে চালু থাকা বা রাখা অপরিহার্য। মূলত ইসলামী আন্দোলনের এক কর্মী অপর কর্মীর আয়নাস্বরূপ। তাই প্রত্যেক কর্মীকে অপর কর্মীর ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন এবং দুর্বলতা থেকে হিফাজত করার চেষ্টা করতে হবে। একটি আদর্শিক সংগঠনের সাংগঠনিক সুস্থতা, সংশোধন ও গতিশীলতার জন্য গঠনমূলক সমালোচনার সুযোগ অপরিহার্য। তাকেই ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় ইহতিসাব। ইহতিসাব প্রকৃতপক্ষে আখেরাতে আল্লাহর কাছে যে হিসাব দিতে হবে, তার পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামী আন্দোলনের এক ভাই অপর ভাইকে, সে হিসাবের ব্যাপারে এই দুনিয়ায় থাকতেই সাহায্য-সহযোগিতা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

৪৪১. আল্লাহ্ সবকিছুর হিসাব নিবেন

(١) فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۔

১ আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রাসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রাসূলগণকেও। (৭–সূরা আল-আ'রাফ : ৬)

(٢) وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ ط وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۔

২. আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখান। আর তোমরা যা কিছু করো সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (১৬–সূরা আল-নহল : ৯৩)

(٣) اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۔

৩. মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় অতীব নিকটবর্তী, অথচ তারা গাফিলতির মধ্যে বিমুখ হয়ে পড়ে রয়েছে। (২১–সূরা আল-আম্বিয়া : ১)

(٤) وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ج وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ ۔

৪. অবশ্যই এই কিতাব আপনার এবং আপনার জাতির জন্যে উল্লিখিত (স্মরণ) থাকবে। আর অতি শীঘ্রই আপনাদেরকে এর জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (৪৩–সূরা আয যুখরুফ : ৪৪)

(٥) اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ـ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ـ

৫. নি:সন্দেহে তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। অত:পর তাদের হিসাব-নিকাশ নেয়ার দায়িত্ব আমারই। (৮৮–সূরা আল-গাশিয়াহ্ : ২৫-২৬)

(٦) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ـ

৬. সেদিন (কিয়ামত) তোমাদেরকে দেয়া প্রত্যেকটি নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (১০২–সূরা তাকাসূর : ৮)

৪৪২. আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার্থে মানুষের হক আদায় করতে হবে

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

আত্মীয়-স্বজন মিসকিন ও মুসাফিরদেরকে তাদের অধিকার প্রদান করুন। এটা তাদের জন্যে উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম। (সূরা আর রুম : ৩৮)

৩৪৩. এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভুল সংশোধন করে দেয়া উচিত

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَايَخْذُ لُهٗ وَلَا يَكْذِبُهٗ وَلَا يَظْلِمُهٗ وَاِنَّ اَحَدَكُمْ مِرْاٰةُ اَخِيْهِ فَاِنْ رَاٰى اَذًى فَلْيُمِطْ عَنْهُ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দেয় না এবং লাঞ্ছিত করে না। তার সাথে মিথ্যা বলে না এবং তার প্রতি যুলুম করে না। তোমরা প্রত্যেকই তার ভাইয়ের আয়না। তার কোনো ত্রুটি দেখলে সে যেন তা দূর করে দেয়। (তার মুহাসাবা করে তার ভুল-ত্রুটি ধরে দেয় সংশোধন করে (জামে তিরমিযী-১৯২৭ সহীহ)

৪৪৪. প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ব্যাপারে দায়িত্বশীল

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ (رضـى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلَاكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاِمَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْاِمْرَاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلَاكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেকেই নিজেদের অধীনস্থদের সম্পর্কে (আখেরাতে) জিজ্ঞাসিত হতে হবে। দেশের শাসক একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দেশের নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে তার পরিবারের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একজন গৃহিণী তার স্বামীর সংসারে সন্তানাদি দেখাশুনার জন্যে দায়িত্বশীলা, তাকে তার ঐ দায়িত্বের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। (অনুরূপভাবে) চাকর ও দাস-দাসী তার মনিব ও প্রভুর সম্পদের রক্ষক ও দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই তার নিজের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৬. ওয়াদা পালন (اِيْفَاءُ الْعَهْدِ)

৪৪৫. ওয়াদা পালন পরিচিত

عَـهْـدٌ (আহ্দ) অর্থ– অঙ্গীকার, ওয়াদা, চুক্তি, প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় কারো সাথে কোনো অঙ্গীকার করলে তা পালন করার নাম اِيْفَاءُ الْعَـهْـدِ বা ওয়াদা পালন। ওয়াদা পূর্ণ করা আখলাকে হামীদা বা প্রশংসনীয় আচরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অঙ্গীকার ও চুক্তি পূর্ণ করা ঈমানের একটি অঙ্গ। এ

দিক থেকে অঙ্গীকার রক্ষা করা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব। সামাজিকভাবেও প্রকৃত মানুষ চিনা যায় ওয়াদা পালনের মধ্য দিয়ে। সুতরাং সামাজিক কর্মনীতিতে ওয়াদার গুরুত্ব অপরিসীম।

৪৪৬. আল্লাহর নির্দেশ প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা পালন করা

(١) يَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ ـ

২. হে বনী ইসরাইল! আমার দেয়া তোমাদের প্রতি নিয়ামতের কথা স্মরণ কর এবং আমার সাথে তোমাদের কৃত ওয়াদাসমূহ পালন করো। তবে আমিও আমার ওয়াদা পূর্ণ করব। আর তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো। (২-সূরা আল বাক্বারা : ৪০)

(٢) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ـ

৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূরণ করো। (৫-সূরা আল মায়েদা : ১)

(٣) اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَاتَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلاً ـ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ـ

৪. আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করার পর সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, আর এ ব্যাপারে তো তোমরাই আল্লাহকে জামিন করেছ। তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা জানেন। (১৬-সূরা আন-নাহ্‌ল : ৯১)

৪৪৭. ওয়াদা পালনের জন্য রাসূলের ৩ দিন একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى الْحَسَمَاءِ (رضـ) قَالَ بَايَعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَبْلَ اَنْ يُّبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُّهُ اَنْ اٰتِيَهِ بِهَا فِىْ مَكَانِهِ فَنَسِيْتُ فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَاِذَا هُوَ فِىْ مَكَانِهِ فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَىَّ اَنَا هٰهُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ اَنْتَظِرُكَ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাসামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নবুয়ত লাভের পূর্বে একদা আমি তাঁর কাছ থেকে কিছু কেনাকাটা করি যার কিছু মূল্য পরিশোধ করতে বাকি রয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁর সাথে ওয়াদা করেছিলাম যে, আমি অবশিষ্ট দাম নিয়ে তাঁর নির্ধারিত স্থানে এসে হাজির হবো। আমি এ প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেলাম। তিনদিন পরে আমার স্মরণ হলো। এসে দেখলাম তিনি সেই নির্দিষ্ট স্থানেই আছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, তুমি আমাকে খুব বিপদে ফেলেছিলে। আমি তিনদিন যাবত তোমার অপেক্ষা করছি। (আবু দাউদ-৪৯৯৬, মিশকাত-৪৬৬৩ হাদীস দুর্বল)

৪৪৮. ওয়াদা পালন না করা মুনাফিকির আলামত

(١) اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ اُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ـ

১. যারা আল্লাহ্‌র সাথে প্রতিশ্রুতি করার পরে তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যে বিষয়ে সম্পর্ক রাখার নির্দেশ করেছেন তা ছিন্ন করে ও যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে প্রকৃতপক্ষে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত লোক। (২-সূরা আল বাক্বারা : ২৭)

(٢) وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ـ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ـ

২. অথচ তারা ইতোপূর্বে আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (৩৩-সূরা আল আহযাব : ১৫)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি, ১. কথা বললে মিথ্যা বলে, ২. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, ৩. তার কাছে আমানত রাখা হলে সে খিয়ানত করে। (মুসলিম ১ম খণ্ড: অ: ঈমান পৃ: নং-১৩৫ ও তিরমিযী ৫ম খণ্ড, অ: ঈমান পৃ: নং-৯৭) (অন্য হাদীসে আছে আরো একটি আলামতের কথা- وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ যখন ঝগড়া করে অশ্লীল কথা বলে।

৪৪৯. খেল-তামাশায়ও ওয়াদা ভঙ্গ করা যায় না

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ دَعَتْنِى اُمِّىْ يَوْمًا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ فِىْ بَيْتِنَا فَقَالَتْ تَعَالٰى اُعْطِيْكَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَرَدْتِّ اَنْ تُعْطِيْهِ قَالَتْ اَرَدْتُّ اَنْ اُعْطِيَهُ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيْهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذِبَةٌ ـ

১. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে বসা ছিলেন। মা বললেন, এদিকে এসো, তোমাকে কিছু দেব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মাকে বললেন, তুমি তাকে কি দিতে ইচ্ছা করেছ? তিনি বললেন, আমি তাকে একটি খেজুর দিতে ইচ্ছা করেছি। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন, সাবধান! যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে, তবে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা কথা লেখা হতো।

(আবু দাউদ-৪৯৯১ হাদীস হাসান)

৪৫০. যখন ওয়াদা ভঙ্গ করা যায়

(١) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَعَدَ رَجُلاً فَلَمْ يَاْتِ اَحَدُهُمَا اِلٰى وَقْتِ الصَّلٰوةِ وَذَهَبَ الَّذِىْ جَاءَ لِيُصَلِّىْ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ـ

১. যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কারো সাথে ওয়াদা করে তন্মধ্যে একজন সালাতের সময় পর্যন্ত না আসে, তখন যে ব্যক্তি যথাসময়ে আসল সে যদি যথাসময়ে সালাতে চলে যায়, তবে তার কোনো পাপ হবে না। (মিশকাত-৪৬৬৪, আবু দাউদ-৪৯৯৫ হাদীসটি দুর্বল)

(٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَنْوِىْ اَنْ يَّفِىَ بِهٖ فَلَمْ يَفِ بِهٖ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ ـ

২. যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি ওয়াদা করার সময় যদি তা পূরণের নিয়্যত রাখে কিন্তু পরে (কোনো বিশেষ অসুবিধার কারণে) তা পূরণ করতে না পারে তবে এতে তার অপরাধ হবে না। (তিরমিযী-২৬৩৩, মিশকাত-১৪৪৭ হাদীসটি দুর্বল)

৩৭. সত্যবাদিতা (اَلصِّدْقُ)

৪৫১. সত্যবাদিতা কি

صِدْقٌ (সিদ্‌ক) অর্থ– সততা, সত্যবাদিতা বা সত্যপ্রিয়তা। যে ব্যক্তির সত্যবাদিতা গুণটি রয়েছে তাকে সাদিক صَادِقٌ বা সত্যবাদী বলে। সত্যবাদিতা মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মহৎ গুণ। সত্যের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থা ও ঘটনা প্রকাশ পায় বলে এর দ্বারা জীবনের মহৎ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। সত্যকে আঁকড়ে ধরলে জীবনে প্রকৃত সাফল্য আসে। এজন্যই আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূলগণ সত্যে প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রাম করেছেন। সমাজে সত্যবাদীকে সবাই বিশ্বাস করে, ভালোবাসে। আমাদের নবীজীও এ সত্যবাদিতার কারণে আল আমিন উপাধি লাভ করেছিলেন।

৪৫২. যে সত্যবাদিতা দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে

(١) قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ - لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ - ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

১. আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত, তারা সেখানে অনন্তকাল বসবাস করবে। মহান আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। আর এটাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য (৫–সূরা আল মায়িদাহ : ১১৯)

৪৫৩. আল্লাহর নির্দেশ সততা বা সত্যবাদিতা অবলম্বন করতে

(١) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا - يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا-

১. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। (৩৩–সূরা আল আহ্‌যাব : ৭০-৭১)

৪৫৪. আল্লাহই সবচেয়ে বড় সত্যবাদী

(١) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ط وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلاً ـ

১. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ আমল করেছে, আমরা তাদেরকে এমন বাগিচায় প্রবেশ করাব যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। বস্তুত এটি আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহর অপেক্ষায় অধিক সত্যবাদী কে হতে পারে? (৪–সূরা আন-নিসা : ১২২)

৪৫৫. সত্যবাদীদের সাথে থাকার নির্দেশ

(١) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

১. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদী লোকদের সঙ্গী হও। (৯–সূরা আত তাওবা : ১১৯)

৪৫৬. সত্যবাদীদের গুণাবলি

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيّنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ ـ

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : একজন সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী আখেরাতে নবী সিদ্দীক (সত্যবাদী) এবং শহীদগণের সাথে থাকবে। (তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত-২৬৭৪)

৪৫৭. সত্যবাদিতা সৎকর্মের দিকে ধাবিত করে

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَ اِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আল্লাহর নবী হতে বর্ণনা করেছেন। মহানবী ﷺ বলেছেন : তোমরা সদা সত্য কথা বলবে, নিশ্চয়ই সত্য সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে এবং সৎকর্ম বেহেশতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর নিশ্চয়ই

মানুষ যখন সদা সত্য কথা বলতে থাকে ও সত্যের সন্ধানে লিপ্ত থাকে অবশেষে আল্লাহ্‌র দরবারে সে পরম সত্যবাদী বলে লিখিত হয়ে থাকে (সিদ্দীক হিসেবে তার নাম লিখা হয়ে থাকে)। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, পৃ: নং-১২৮)

৩৮. আমানতদারিতা (اَلْاَمَانَةُ)

৪৫৮. আমানতদারিতা কি

اَمَانَةٌ (আমানত) অর্থ গচ্ছিত রাখা, এটি (خِيَانَةٌ) খিয়ানত-এর বিপরীত শব্দ। সাধারণত কারো কাছে কোনো অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। যিনি গচ্ছিত দ্রব্যকে যথাযথভাবে হিফাযতে রাখেন এবং তার প্রকৃত মালিক চাওয়া মাত্র তা প্রত্যার্পণ করেন তাকে আল আমীন বা বিশ্বস্ত বলা হয়। কারো কাছে কোনো ব্যক্তি যদি কিছু মাল-পত্র বা ধন-সম্পদ আমানত রাখে, তা যত্নসহকারে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে, আর মালিক যখন তা ফেরত চাইবে, সাথে সাথে ফেরত দিবে। এটাই ইসলামের নীতি। যদি কোনো ব্যক্তি কারো কাছে টাকা জমা রাখে ঠিক ঐ টাকাই ফেরৎ দেয়া পরিপূর্ণ আমানতদারীতার পরিচয়। কিন্তু সময় আছে কিছু খরচ করে পরে মিলিয়ে রাখা যাবে–এটা আমানতদারিতা হলো না। শুধু ধনসম্পদ নয় কথাও মানুষ আমানত রাখে। তা অন্যের কাছে বলে দেয়া মানে খিয়ানত করা।

৪৫৯. আমানত যথাযথ স্থানে পৌছে দিতে নির্দেশ

(١) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ـ

১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানত তার মালিককে প্রত্যার্পণ করো। আর লোকদের সাথে যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা করবে তখন ইনসাফ সহকারে করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দিচ্ছেন। আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন ও দেখেন। (৪–সূরা আন-নিসা : ৫৮)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে তার আমানত তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্মসাৎ করেছে তুমি তার আমানত আত্মসাৎ করো না।

(তিরমিযী হাদীস-১২৬৪, মিশকাত-২৮০৬ হাদীসটি সহীহ)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ -

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানতদার।

(তিরমিযী হাদীস-২৮২২, ২৮২৩, হাদীস সহীহ)

৪৬০. খিয়ানত না করার নির্দেশ

(١) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

১. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তার রাসূল এবং তোমাদের ওপর ন্যস্ত আমানতের খেয়ানত করো না। অথচ তোমরা এর গুরুত্ব জান। (৮–সূরা আনফাল : ২৭)

(٢) اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا -

২. আমরা এই আমানতকে(কুরআন বা খেলাফত) আকাশমণ্ডলী, জমিন এমনকি পাহাড়-পর্বতের নিকট পেশ করলাম, কিন্তু তারা এর বোঝা বহন করতে রাজি হলো না বরং তারা ভয় পেয়ে গেল। আর মানুষ তাকে নিজের ঘাড়ে তুলে নিল। আসল কথা হলো মানুষ বড়ই জালেম ও মূর্খ। (৩৩–সূরা আল আহযাব : ৭২)

৪৬১. আমানতরক্ষা করা দীনদারিতার লক্ষণ

(١) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ فَلَمَّا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ وَ لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ -

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়েছেন যাতে তিনি বলেন, যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই, তার ঈমান নেই। আর যে ওয়াদা পালন করে না তার মধ্যে দ্বীন নেই। (বায়হাকী)

৪৬২. আমানতের খিয়ানত করা ক্ষতির কারণ

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ اِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَافَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ اَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَ عِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি তোমার মধ্যে চারটি জিনিস থাকে তবে পার্থিব কোনো কোনো জিনিস হাত ছাড়া হয়ে গেলেও তোমার ক্ষতি হবে না। ১. আমানতের হেফাযত, ২. সত্য ভাষণ, ৩. উত্তম চরিত্র ও ৪. পবিত্র রিযিক। (আহমদ ও বায়হাকী, মিশকাত হাদীস-৪৯৯৪, হাদীস সহীহ)

৩৯. বিনয় ও নম্রতা (اَلتَّوَاضُعُ وَالْخُضُوْعُ)

৪৬৩. বিনয় ও নম্রতা কি

বিনয় ও নম্রতা উত্তম চরিত্রের ভূষণ। যার মূর্ত প্রতীক হচ্ছেন আমাদের প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ। বিনয় ও নম্রতা দ্বারাই তাঁরা মানুষকে আপন করে নিয়েছেন। বিনয়ী ব্যক্তিকে আল্লাহ যেমন ভালোবাসেন তেমনি মানুষও তাকে পছন্দ করেন। যে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ্ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

৪৬৪. অনুসরণকারীদের প্রতি বিনয়ী হতে হবে

(١) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

১. যারা তোমার অনুসরণ করে সে সকল বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হও। (২৬–সূরা আশ-শু'আরা : ২১৫)

৪৬৫. মু'মিনরা মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী

(١) مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ـ

১. মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি বজ্র কঠোর। আর নিজেরা নিজেদের প্রতি বড়ই করুণাশীল। (৪৮–সূরা আল ফাত্‌হ : ২৯)

(٢) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ـ

২. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যায়, আল্লাহ্ তায়ালা আরো এমন অনেক লোক সৃষ্টি করবেন, যারা হবে আল্লাহ্র প্রিয় এবং আল্লাহ্ হবেন তাদের প্রিয়। যারা মু'মিনদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর। (৫–সূরা আল মায়েদা : ৫৪)

৪৬৬. রহমানের বান্দারা নম্র ও ভদ্র

(١) وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَمًا ـ

১. তারাই তো রহমান আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দা যারা জমিনে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে। আর যখন মূর্খ লোকেরা তাদের সাথে আল্লাহ্র বিষয়ে তর্ক করে তখন তারা বলে দেয় তোমাদের সালাম। (২৫–সূরা আল ফুরকান : ৬৩)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَالاَ يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِىْ عَلٰى مَا سِوَاهُ ـ

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ স্বয়ং নম্র, তাই তিনি নম্রতাকেই ভালোবাসেন। তিনি কঠোরতার জন্য যা দান করেন না; তা নম্রতার জন্য দান করেন। নম্রতা ছাড়া অন্যকিছুতেই তা দান করেন না। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার পৃ: ১১৭)

৪৬৭. বিনয়ী ও নম্র হলে আল্লাহ মর্যাদা বাড়িয়ে দেন

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَّمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِّلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দানের দ্বারা সম্পদ কমে না। ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বান্দার ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই করেন না। আর যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (সহীহ্ মুসলিম)

(٢) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَىَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَّلَا يَبْغِىْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ ـ

২. ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন, তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে বিনয় নম্রতার আচরণ করো। যাতে কেউ কারো ওপর ফখর বা গৌরব না করে এবং একজন আরেক জনের ওপর বাড়াবাড়ি না করে। (আবু দাউদ, ৫ম খণ্ড; অ: আদব পৃ: ৫৩৬ সহীহ্ মুসলিম)

(٣) عَنْ جَرِيْرٍ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ ـ

৩. জারীর (রা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত সে প্রকৃত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: সদ্ব্যবহার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার পৃ: নং-১১৬)

(٤) عَنْ عَائِشَةَ(رضى) قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِىْ شَيْئٍ اِلَّا زَانَهُ وَلَايُنْزَعُ مِنْ شَئٍ اِلَّاشَانَهُ ـ

৪. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নম্রতা যে কোনো বিষয়কে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর যে কোনো বিষয় থেকে নম্রতা বিদুরিত হলে তাকে কলুষিত করে। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, পৃ: নং-১১৭)

৪০. কৃতজ্ঞতা (اَلشُّكْرُ)

৪৬৮. কৃতজ্ঞতা পরিচিতি

শুক্‌র (شُكْرٌ) শব্দের অর্থ হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । প্রচলিত অর্থে কারো অনুগ্রহ ও অনুদান ভোগ-ব্যবহার করার পর দাতার প্রতি সবিনয়তা বা সৌজন্যতা প্রকাশ করে তার দান স্বীকার করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মহান আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ ব্যবহারের পর সন্তুষ্টচিত্তে, বিনয় ও নম্রতার সাথে তার ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের আশায়, কথায় ও কাজে এবং বাস্তব জীবনে তাঁরই মর্জি অনুযায়ী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকেই শুক্‌র বলা হয়। আর আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ । কোনো মানুষ কারো উপকার করলে সেই মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ নির্দেশ করেছেন। কারণ পক্ষান্তরে তা আল্লাহ্‌র শুকরিয়াই আদায় করা হয়।

৪৬৯. আল্লাহকে স্মরণ করলে আল্লাহও স্মরণ করেন

(١) فَاذْكُرُونِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلاَ تَكْفُرُوْنِ ـ

১. তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, অকৃতজ্ঞ হয়ে যেও না। (২-সূরা আল বাক্বারা : ১৫১)

৪৭০. কৃতজ্ঞ ভক্ষণকারীর পুরস্কার

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِنَ الْاَجْرِ مَا لِلصَّائِمِ الصَّابِرِ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কৃতজ্ঞ ভক্ষণকারীর জন্যে ধৈর্যশীল রোযাদারের ন্যায় পুরস্কার রয়েছে। অর্থাৎ একজন ধৈর্যশীল রোযাদার যে পরিমাণ পুরস্কার পাবে, যে ব্যক্তি পানাহারের পর মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে সেও ঐ পরিমাণ পুরস্কার পাবে। (সহীহ বুখারী)

৪৭১. যার জন্য আল্লাহ জান্নাতে ঘর তৈরি করেন

(١) عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلٰئِكَتِهٖ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ ؟

فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ : فَيَقُوْلُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ، فَيَقُوْلُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِبْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ ـ

১. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোনো বান্দার পুত্রের মৃত্যু হয়, তখন মহান আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশ্তাদের বলেন, তোমরা আমার বান্দার পুত্রের জান কবয করে নিলে? ফেরেশ্তারা জবাব দেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা তার কলিজার টুকরাকে কেড়ে নিলে? ফেরেশ্তারা জবাব দেন হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলেন : এতে আমার বান্দাহ কি বলল? ফেরেশ্তারা জবাব দেন, আপনার (শুকরিয়া আদায় করে) প্রশংসা করল এবং 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ল। একথা শুনে আল্লাহ তায়ালা বলেন : আমার বান্দার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করো এবং তার নাম দাও 'বায়তুল হাম্দ' (প্রশংসার ঘর)।
(জামে তিরমিযী-১০২১ হাদীস হাসান)

৪৭২. কৃতজ্ঞতা আদায় করলে নিয়ামত বেড়ে যায়

(١) وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ـ وَقَالَ مُوْسٰى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ـ

১. আর স্মরণ রাখিও তোমাদের প্রতিপালক সাবধান করছেন যে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে অবশ্যই তোমাদেরকে আরো বেশি দান করব আর যদি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তবে জেনে রেখ নি:সন্দেহে আমার আযাব বড়ই কঠিন। আর মূসা (আ) বললেন, তোমরা যদি কুফরি করো এবং (তোমাদের মতো) জমিনের সকলে কুফরি করে, তথাপি আল্লাহ্র কিছু যায় আসে না। বরং আল্লাহ্ বড়ই সম্পদশালী এবং স্ব-প্রশংসিত। (১৪-সূরা ইবরাহীম : ৭-৮)

৪৭৩. কৃতজ্ঞতাসহকারে ভক্ষণ কর

(١) فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلاً طَيِّبًا وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ـ

১. আল্লাহ্ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন তা তোমরা আহার করো এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক। (১৫–সূরা আন্-নহল : ১১৪)

(٢)عَنْ اَنَسٍ(رضـ)قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ يَاْكُلُ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدُهٗ عَلَيْهَا وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهٗ عَلَيْهَا ـ

২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তাঁর সেই বান্দার প্রতি রাজি-খুশি থাকেন যে, খাবার সময় আল্লাহ্র (শুকরিয়া স্বরূপ) প্রসংশা করে এবং পানীয় পান করার সময়ও তাঁর প্রশংসা করে। (সহীহ্ মুসলিম)

৪৭৪. নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করলে জাহান্নামে যাবে

(١) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ـ جَهَنَّمَ ج يَصْلَوْنَهَا ط وَبِئْسَ الْقَرَارُ ـ

১. (হে নবী!) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামতকে অস্বীকার করেছে এবং স্বজাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের আলয়ে (দোযখে)? তারা তাতে প্রবেশ করবে। সেটা কতোই না মন্দ আবাসস্থল। (১৪–সূরা ইবরাহীম : ২৮-২৯)

(٢) اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاۤئِبَيْنِ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ـ وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ط وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ـ

২. তিনিই আল্লাহ্ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অত:পর তা দিয়ে তোমাদের জন্যে ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তার আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং

তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাতকে ও দিনকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। যেসব জিনিস তোমরা চেয়েছ তার প্রতিটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা করো, তবে কখনও গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ বড়ই জালিম ও অকৃতজ্ঞ। (১৪–সূরা ইবরাহীম : ৩২-৩৪)

৪৭৫. মানুষেরও কৃতজ্ঞতা আদায় করবে

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ ـ

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মানুষের (উপকারের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, সে আল্লাহ্‌র (নিয়ামতের) কৃতজ্ঞতা ও প্রকাশ করতে পারে না। (জামে তিরমিযী)

৪১. ন্যায়-ইনসাফ (اَلْعَدْلُ وَالْاِنْصَافُ)

৪৭৬. ন্যায়-ইনসাফ পরিচিতি

আদল (عَـــدْلٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– ভারসাম্য রক্ষা করা, ন্যায়বিচার করা, ইনসাফ করা, সোজা করা ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের সকল ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত জীবন বিধানে যার যে হক বা পাওনা তা আদায়ের সুব্যবস্থা করা সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডকে আদল বলা হয়। অত্যাচারের প্রতিবিধান এবং বিচারে ন্যায়ের মানদণ্ড এমনভাবে ধারণ করা, যাতে পক্ষদ্বয়ের কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না হয়; এটাও আদল। বস্তুত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, ন্যায়-নীতি, ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা ফরজ। যেহেতু ইসলাম ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছে, তাই আদল-ই হলো ন্যায়বিচারের একমাত্র উপায়। সামাজিক জীবনে আদল বা ন্যায়বিচার তথা ন্যায়-নীতি ইসলামের এক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ্ যেরূপ আ'দিল-ন্যায়বিচারক তেমনি মানবজাতিকে তাদের সামগ্রিক জীবনে আদল প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ করেছেন।

৪৭৭. বিচার ফায়সালা ইনসাফের ভিত্তিতে করা ফরজ

(١) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ـ

১. নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যেন তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে কোনো বিচার-ফয়সালা করো, তখন ইনসাফভিত্তিক ফয়সালা করো। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে সদুপদেশ দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শুনেন এবং দেখেন। (১৫–সূরা আন্-নিসা : ৫৮)

(٢) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ـ

২. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা ন্যায়-বিচার, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অপসন্দনীয় কাজ এবং অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখো। (১৫–সূরা আন্-নহল : ৯০)

৪৭৮. কুরআনের খেলাফ বিচার করলে কাফের ও ফাসিক হবে

(١) وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ـ

১. যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই কাফের। (৫–সূরা আল মায়িদাহ : ৪৪)

(٢) وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

২. ইঞ্জিল কিতাবের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ্ তায়ালা তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী। (৫–সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৭)

৪৭৯. পিতামাতার বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দিতে হবে

(١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْاج وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْتُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ـ

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্র জন্যে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দাও, তাতে তোমাদের বা নিজের পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা গরিব হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চেয়েও বেশি। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে মনের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কেটে যাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবগত। (৪–সূরা আন্-নিসা : ১৩৫)

৪৮০. সাত শ্রেণীর লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশের নিচে স্থান পাবে তার মধ্যে ন্যায়বিচারক অন্যতম

(١)عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ : اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابًّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَاتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাত শ্রেণীর লোকদের আল্লাহ্ সেই (হাশরের) কঠিন দিনে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়াই থাকবে না। তারা হচ্ছে : ১. ন্যায়বিচারক নেতা। ২. ঐ যুবক যে আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত তথা তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যের মাঝে বড় হয়েছে। ৩. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে জড়ানো থাকে। ৪. ঐ দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহ্র জন্যে পরস্পরকে ভালোবাসে; আল্লাহ্র জন্যই তারা মিলিত হয় এবং আল্লাহ্র জন্যেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ৫. ঐ লোক যাকে অভিজাত বংশীয় কোনো সুন্দরী রমণী (কুকর্মের) জন্যে আহ্বান করে। জওয়াবে সে বলে, আমি আল্লাহ্কে ভয় করি। ৬. ঐ লোক যে গোপনে দান করে, এমনকি তার ডান হাতে কি দান করল বাম হাত তা টেরও পায় না এবং ৭. ঐ লোক যে একাকী গোপনে আল্লাহ্কে স্মরণ করে দু'চোখের অশ্রু ঝরায়।
(বুখারী ৩য় খণ্ড, অ: যাকাত পৃ: নং-১৯, মিশকাত, তিরমিযী-১৯৪৯)

৪৮১. ন্যায় ইনসাফকারী জান্নাতে যাবে

(١) عَنْ عَيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ: ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِىْ قُرْبٰى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ ـ

১. আইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি জান্নাতের অধিকারী হবে তিন শ্রেণীর লোক। ১. ন্যায় বিচারক শাসক যাকে তাওফিক দান করা হয়েছে। ২. দয়াবান ও রহম দিল ব্যক্তি যার অন্তর প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অতিশয় কোমল ও নরম এবং ৩. যে ব্যক্তি শরীর ও মনের দিক থেকে পুত পবিত্র, নিষ্কলূষ চরিত্রের অধিকারী ও সন্তানবিশিষ্ট (সংসারী)। (সহীহ মুসলিম)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرِ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِىْ حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُّوْا ـ

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই যারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করে আল্লাহ্‌র নিকট তারা নূরের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে। এরা হচ্ছে এমন সব লোক যারা তাদের বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং যেসব দায়-দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়, সেসব বিষয়ে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার করে। (সহীহ মুসলিম)

৪৮২. যে অবস্থায় ফয়সালা করা ঠিক নয়

(١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ (رض) قَالَ كَتَبَ اَبُوْبَكْرَةَ اِلٰى اِبْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ اَنْ لاَّ تَقْضِىْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَاَنْتَ غَضْبَانُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اِثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ـ

১. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বাক্‌রাহ তার পুত্রকে লিখে পাঠালেন তখন তিনি সিজিস্তানে অবস্থান করেছিলেন। তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দু'ব্যক্তির মাঝে বিচার-ফয়সালা করবে না। কেননা আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, কোনো বিচারক যেনো রাগান্বিত অবস্থায় দু'ব্যক্তির মধ্যে বিচার-মীমাংসা না করে। (সহীহ্ বুখারী)

৪২. ক্ষমা (اَلْعَفْوُ وَالْغُفْرَانُ)

৪৮৩. ক্ষমা কি

عَفْوٌ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ক্ষমা। ইসলামী পরিভাষায় অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও করুণা দেখিয়ে অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া ও তার প্রতি সহনশীলতা ও উদারতা প্রদর্শন করাকে আ'ফউ বা ক্ষমা বলা হয়। ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ। মানুষ আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি। খেলাফতের দায়িত্ব পালনে যে সকল সিফাত বা গুণ অর্জন করা প্রয়োজন তার মধ্যে আ'উফ তথা ক্ষমা অন্যতম। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি সর্বদা তার বান্দাদের অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে গফুর ও গাফফার নামে তাকে অভিহিত করা হয়েছে। যদি আল্লাহ্ তার বান্দাদের ক্ষমা না করতেন, তাহলে দুনিয়াতে কোনো মানুষই রেহাই পেত না। এজন্য যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ক্ষমা গুণ অবলম্বন করে অপর মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে, আল্লাহ্ তাকে ভালোবাসেন।

৪৮৪. ক্ষমা একটি মহৎ গুণ

(١) وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ط وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ط وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ـ

১. যদি (বিবাহে) মোহর ঠিক করার পর স্পর্শ করার আগেই (স্ত্রীকে) তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর ঠিক করেছ তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় তবে তা আলাদা কথা। আর তোমরা যদি ক্ষমা করো,

তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা ভুলে যেও না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ সে সবই অত্যন্ত ভালো করে দেখেন। (২–সূরা আল-বাক্বারা : ২৩৭)

৪৮৫. ক্ষমাশীল আল্লাহর মাহবুব বান্দা

(١) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

১. যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচ করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষকে ক্ষমা করে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা মুহ্সিন লোকদেরকে ভালোবাসেন। (৩–সূরা আলে-ইমরান : ১৩৪)

৪৮৬. ক্ষমা আল্লাহর বিশেষ গুণ

(١) اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْتَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ـ

১. তোমরা যদি কল্যাণ করো প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে অথবা যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনে রেখো আল্লাহ্ নিজেও ক্ষমাকারী, মহাশক্তিমান। (৪–সূরা আন্-নিসা : ১৪৯)

৪৮৭. ক্ষমা করার নির্দেশ

(١) خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ـ

১. ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের (কথাবার্তা) থেকে দূরে সরে থাক। (৭–সূরা আ'রাফ : ১৯৯)

৪৮৮. রাসূল ﷺ কখনো নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهَا قَالَتْ مَاخَيَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَمْرَيْنِ اِلَّا اخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاِنْ كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ اِلاَّ اَنْ يُّنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ بِهَا ـ

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দু'টি কাজের মধ্যে একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হতো, তখন তিনি তা থেকে সহজটি গ্রহণ করতেন। যদি তাতে গুনাহের কিছু না থাকত। আর যদি তা গুনাহের কোনো কাজ হতো, তবে তিনি তা থেকে বহু দূরে থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। তবে যদি কেউ আল্লাহ্ কর্তৃক নিধারিত কোনো হারাম কাজে লিপ্ত হতো, তখন তিনি আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য তাকে সে গুণাহের জন্য শাস্তি দিতেন। (যেমন যিনার জন্য রজম এবং চুরির জন্য হাত কাটার শাস্তি ইত্যাদি)। (আবু দাউদ হাদীস-৪৭৮৫ হাদীসটি সহীহ)

৪৮৯. প্রতিশোধের ফলাফল অতি নিকৃষ্ট

(١) وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ـ وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ـ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْلٍ ـ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ـ

১. যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে নেয় তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে, নিশ্চয় তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেন না। অবশ্য যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্যে রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। অবশ্য যে সবর করে ও ক্ষমা করে, নিশ্চয় এটা অত্যন্ত সাহসিকতার কাজ। (৪২–সূরা আশ শুরা : ৩৯-৪৩)

৪৯০. ক্ষমা করলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَّالٍ وَمَازَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ ـ

১. আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাদকা করাতে সম্পদের ঘাটতি হয় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, পৃ: ১১৪)

৪৯১. প্রকৃত বীর যে

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয় লাভ করাতে বীরত্ব নেই। বরঞ্চ ক্রোধ ও গোস্বার মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করতে পারাই প্রকৃত বীরত্বের পরিচয়। (বুখারী ৯ম খণ্ড অ: আচার-ব্যবহার পৃ: ৪৫৩)

৪৯২. আর্থিক সামর্থ্যের আলোকে পোশাক-আশাক হওয়া উচিত

(١) عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ اَمُرُّبِهِ فَلَايَقْرِيْنِىْ وَلَايُضَيِّفُنِىْ فَيَمُرُّ بِىْ اَفَاُقْرِيْهِ قَالَ لَا اَقْرِهِ قَالَ وَرَانِىْ رَثَّ الثِّيَابِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ اَعْطَانِى اللّٰهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْغَنَمِ قَالَ فَلْيُرَى عَلَيْكَ ـ

১. আবুল আহওয়াস তার পিতা (মালিক ইব্‌ন নাযলা) (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! যখন কোনো ব্যক্তির নিকট দিয়ে আমি যাই কিন্তু সে ব্যক্তি আমার মেহমানদারী করে না, সে যদি আমার নিকট দিয়ে যায় তবে কি আমি তার সাথে অনুরূপ আচরণ করে বদলা নিতে পারি? তিনি বললেন না, বরং তুমি তার মেহমানদারী করবে।

মালিক (রা) বলেন, আমাকে তিনি অত্যন্ত পুরানো হয়ে যাওয়া কাপড়ে দেখে বললেন, তোমার ধন-সম্পদ আছে কি? আমি বললাম, উট, ছাগল, সব ধরনের সম্পদ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমার মাঝে এর নিদর্শন যেন পরিলক্ষিত হয়। (তিরমিযী হাদীস ২০০৬ হাদীসটি সহীহ)

৪৩. যিকর (اَلذِّكْرُ)

৪৯৩. যিকর পরিচিতি

'যিকর' (ذِكْرٌ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ স্মরণ করা, উল্লেখ করা, বর্ণনা করা। যখন যিক্র নীরবে হয় তখন এর অর্থ হয় স্মরণ করা। আর যিকর যদি সরবে হয় তখন এর অর্থ হয় বর্ণনা করা বা উল্লেখ করা। পরিভাষায় যিকর বলা হয় আল্লাহ্ তা'য়ালার ভয় ও ভালোবাসা হৃদয়ে সদা-সর্বদা জাগ্রত রেখে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের ঐকান্তিক কামনায় মন ও মুখে একনিষ্ঠ চিত্তে কথা-বার্তায়, কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে, চিন্তা-চেতনায় তথা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁর বিধান মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা।

৪৯৪. আল্লাহ তায়ালা বান্দার খুব নিকটেই রয়েছেন

(١) وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِىْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ـ

১. আমার বান্দারা যখন (হে নবী!) আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে– (তাদেরকে বলুন) নিশ্চয়ই আমি তাদের খুব নিকটে আছি। যারা আমাকে ডাকে (স্মরণ করে) আমি তাদের ডাকে সাড়া দেই। কাজেই আমার নির্দেশ মেনে চলা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে। (২–সূরা আল বাক্বারা : ১৮৬)

৪৯৫. সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে

(١) وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ـ

১. আর স্মরণ করতে থাক আপন পালনকর্তাকে মনে-মনে, ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং অনুচ্চ স্বরে সকাল-সন্ধ্যায়। আর উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না। (৭–সূরা আল-আ'রাফ : ২০৫)

৪৯৬. আল্লাহর যিকিরে মুমিনের অন্তর ভীত হয়ে যায়

(١) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ ـ

১. যারা ঈমানদার তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। (৮—সূরা আনফাল : ৯)

৪৯৭. যখন আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে আসেন

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰـهِ ﷺ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاسْتَجِيْبَ لَهٗ مَنْ يَسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهٗ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَلَهٗ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের প্রভু আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ আমাকে ডাক আমি তার ডাকে সাড়া দেব, কে আছ আমার কাছে চাও আমি দেব, কে আছো আমার কাছে পাপ থেকে ক্ষমা চাও আমি তাকে ক্ষমা করব। (বুখারী ১ম খণ্ড অ: দু'আ পৃ: ৫৬১)

৪৯৮. যারা দাড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে

(١) اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ـ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

১. নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্যে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সকল অবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (আর তারা বলে) পরওয়ারদেগার এসব তুমি বিনা কারণে সৃষ্টি করো নি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (৩—সূরা আলে-ইমরান : ১৯০-১৯১)

৪৯৯. সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকির করা

(١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ـ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً ـ

১. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো এবং সকাল বিকাল (সার্বক্ষণিক) আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো। (৩৩–সূরা আহযাব : ৪০-৪১)

৫০০. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -এর ফজিলত

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে একশ'বার "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" পড়ে তার গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হয় তা সমুদ্রের তামাম ফেনা পরিমাণ (গুনাহ) হলেও। (বুখারী ৯ম খণ্ড অ: দোয়া পৃ: ৫৯৮)

৫০১. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -এর ফজিলত

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, দুটি বাক্য এমন আছে যা রহমান আল্লাহর নিকটে অতি প্রিয়। উচ্চারণে সহজ, মিজানের (পাল্লার) ভারী হবে। বাক্য দুটি হচ্ছে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

আমি আল্লাহর তাসবীহ্ বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি।

নোট : এ হাদীসখানা বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীস।

৫০২. আল্লাহকে স্মরণ না করার পরিণতি

(١) وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ـ

১. যে আমার স্মরণ (জিকর) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠাব। (২০–সূরা ত্ব-হা : ১২৪)

(٢) وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ـ

২. যে ব্যক্তি মেহেরবান দয়ালু আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে একজন শয়তান নিয়োজিত করে দেই। অত:পর সেই হয় তার সঙ্গী-সাথী। (৪৩–সূরা যুখরুফ : ৩৬)

(٣) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

৩. হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে তোমাদেরকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৩–সূরা মুনাফিকুন : ৯)

৫০৩. কুরআন তেলাওয়াত ও সালাত-আদায় অন্যতম যিকির

(١) اُتْلُ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ـ

১. (হে নবী!) আপনি আপনার প্রতি ওহীকৃত কিতাব তিলাওয়াত করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত সকল প্রকার অশ্লীল এবং অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর যিকর (সালাতই) সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কিছু করো। (২৯–সূরা আনকাবুত : ৪৫)

৫০৪. অন্তরে যখন মরিচা পড়ে

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جِلَاؤُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ ـ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অন্তরে (কলবে) মরিচা পড়ে, যেমন-পানির স্পর্শে লোহায় মরিচা পড়ে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! অন্তরের মরিচা (কালিমা) কীভাবে দূর করা যায়? নবী ﷺ বললেন : মৃত্যুর কথা বেশি বেশি করে স্মরণ করা এবং কুরআন তিলাওয়াত (অধ্যয়ন) করা- এ দুটো জিনিসই অন্তরের মরিচা দূর করে দেয়। (বায়হাকী-২০১৪, মিশকাত-২০৬৪ হাদীসটি দুর্বল)

৫০৫. ঈমানের সুস্পষ্ট নিদর্শন

(١) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَائَهُ ـ

১. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করেন আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। (সহীহ মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: যিক্র দোয়া তাওবা ও ইসতিগফার পৃ: ১৯০)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَاَلُوْهُ اِنَّا نَجِدُ فِىْ اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ اَحَدُنَا اَنْ يَّتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এর সাহাবীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক নবী ﷺ এর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কোনো কোনো সময় আমরা আমাদের অন্তরের মাঝে এমন কিছু অনুভব করি তা আমাদের কেউ মুখে উচ্চারণ করা ভয়ংকর গুনাহ মনে করে। তিনি উত্তরে বললেন, সত্যই তোমাদের তা হয়? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটা তো সুস্পষ্ট ঈমানের নির্দশন। (সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ১৮৫)

৫০৬. আল্লাহকে স্মরণকারী ও গাফিলের মাঝে দৃষ্টান্ত

(١)عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (ضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لاَيَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ ـ

১. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করে, আর যে স্মরণ করে না, তাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃত লোকের অনুরূপ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্মরণ করে সে জীবিত ব্যক্তির ন্যায় এবং যে ব্যক্তি স্মরণ করে না সে মৃত ব্যক্তির ন্যায়। (সহীহ্ বুখারী ১০ম খণ্ড দোয়া পৃ: ২৯)

৫০৭. যে আল্লাহর দিকে হেঁটে আসে আল্লাহ তার দিকে দ্রুত (হামাগুড়ি দিয়ে) আসেন

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهٗ حِيْنَ يَذْكُرُنِىْ اِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاٍ خَيْرٌ مِّنْهُمْ وَاِنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَاِنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন, আমি আমার বান্দার কাছে তার ধারণা অনুযায়ী। যখন সে আমার যিক্‌র করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। বান্দা আমাকে একাকী স্মরণ করলে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। আর যদি সে কোনো মজলিসে আমার যিক্‌র (স্মরণ) করে তাহলে আমি তাকে তাদের চাইতে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে অতি দ্রুত আসি। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: যিক্‌র দোয়া, তাওবা ও ইসতিগফার পৃ: ১৮৯)

৫০৮. গোপন যিকিরই উত্তম যিকির

(١) عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِىُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِىْ .

১. সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– উত্তম যিকির হলো ঐ যিকির, যা গোপনে করা হয়, আর উত্তম রিযিক হলো ঐ 'রিযিক', যা প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট হয়। (আবু আওয়ানা, ইবনে হিব্বান)

৪৪. তাওবা (اَلتَّوْبَةُ)

৫০৯. তাওবা পরিচিতি

তাওবা (اَلتَّوْبَةُ) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, অনুতপ্ত হওয়া ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় কোনো অন্যায় বা অপরাধমূলক কাজ হয়ে যাবার পর অনুতপ্ত হয়ে সেই কাজের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে মাফ বা ক্ষমা চাওয়া এবং সেই অন্যায় কাজ ছেড়ে ভালো কাজে ফিরে আসাকেই তাওবা বলা হয়।

ওলামায়ে কিরামের মতে, ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক গুনাহ্ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব। যদি গুনাহ আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে হয় এবং তার সাথে কোনো লোকের হক জড়িত না থাকে, তবে তা থেকে তাওবা করার তিনটি শর্ত রয়েছে।

প্রথমত: তাওবাকারীকে গুনাহ্ থেকে দূরে থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত: সে তার কৃত গুনাহের জন্যে অনুতপ্ত হবে।

তৃতীয়ত: তাকে পুনরায় গুনাহ্ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আর যদি অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে গুনাহের কাজটি সংশ্লিষ্ট থাকে, ইসলামের নীতি অনুযায়ী তা থেকে তাওবা করার উপরের তিনটি শর্ত ছাড়া আরও একটি শর্ত আছে, যা বান্দার হকের সাথে জড়িত।

চতুর্থ শর্তটি হচ্ছে : তাওবাকারীকে হকদার ব্যক্তির হক আদায় করতে হবে। যদি কারও ধন-সম্পদের হক থাকে অথবা এরূপ অন্য কিছু থাকে, তবে তা তাকে ফেরত দিতে হবে। কোনো অন্যায় দোষারোপ এবং অন্য কোনো বিষয় থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। গীবত বা পরনিন্দার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে।

৫১০. আদম (আ)-এর তাওবা

(١) فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

১. অত:পর আদম তাঁর রবের কাছে কতগুলো (তওবা করার) কথা শিখে নিলেন এবং তাওবা করলেন আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। (২–সূরা বাক্বারা : ৩৭)

৫১১. নিজের উপর জুলুম করার পর তাওবা করলে আল্লাহ তাওবা কবুল করেন

(١) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

১. অত:পর যে নিজের অত্যাচারের পর তাওবা করে এবং সংশোধন হয়, তবে আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়ালু। (৫–সূরা মায়িদা : ৩৯)

(٢) وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَافَعَلُوْ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ـ

২. (পরহেজগার ব্যক্তিরা) কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়লে বা নিজের উপর জুলুম করে ফেললে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্যে হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে তাই করতে থাকে না। তাদের জন্য প্রতিদান হলো তাদের ক্ষমা ও জান্নাত, এমন জান্নাত যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ঝর্ণাধারা। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। যারা আমল করে তাদের জন্যে (এটা) কতই না চমৎকার প্রতিদান। (৩–সূরা আলে-ইমরান : ১৩৫-১৩৬)

(٣) وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْاۤ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

৩. যারা মন্দ কাজ করে, তারপরে তাওবা করে নেয় এবং ঈমান আনে, তবে নিশ্চয়ই তোমার পরওয়ারদিগার তাওবার পর অবশ্য ক্ষমাকারী করুণাময়। (৭–সূরা আল-আ'রাফ : ১৫৩)

(٤) وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ -

৪. তিনি (আল্লাহ) তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমরা যা করো সে বিষয়ে তিনি অবগত রয়েছেন। (৪২–সূরা আশ্-শূরা : ২৫)

৫১২. আল্লাহ ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন দিনে রাতের গুনাগারের জন্য আর রাতে প্রসারিত করেন দিনের গুনাগারের জন্য

(١) عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسِ نِ الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا -

১. আবু মূসা আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আশ'আরী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তায়ালা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় (কিয়ামত) না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতে তার ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকেন। যাতে দিনের গুনাগার তাওবা করে। আর তিনি দিনে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে রাতের গুনাগার তাওবা করে। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: তাওবা পৃ: ২৫০)

৫১৩. কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তওবা কবূল হবে

(١) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে (কিয়ামতের পূর্বে) তাওবা করবে তার তাওবা আল্লাহ্ তায়ালা কবুল করেন। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: যিকর দোয়া ও ইসতিগফার পৃ: ২০৭)

(٢) عَنْ مُعَاوِيَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاتَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَاتَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ۔

২. মুয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি তাওবার দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না। আর সূর্য যে পর্যন্ত পশ্চিম আকাশে উদিত না হয় সে পর্যন্ত তওবার দরজা বন্ধ হবে না।

(আবু দাউদ-২৪৭৯ সহীহ)

৫১৪. মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তওবা কবুল হবে

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ ۔

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন : মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন। (তিরমিযী হাদীস-৩৫৩৭, ইবনে মাজাহ-৪২৫৩ সহীহ)

৫১৫. বনি আদমের উদর মাটি ছাড়া পূর্ণ হবে না

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِّنْ ذَهَبٍ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَادِيَانِ وَلَنْ يَّمْلَاَ فَاهُ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ ۔

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোনো মানুষের এক উপত্যকা ভরা সোনা থাকে, তবে তার জন্যে দুটি উপত্যকা (ভর্তি সোনা) হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে । তার মুখ মাটি ছাড়া আর কিছুতেই ভরে না। আর যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৫১৬. ক্ষমা চাওয়া ও পাওয়ার বিশেষ সময়

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ يَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهٗ مَنْ يَّسْئَلُنِىْ فَاُعْطِيْهِ وَمَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرْ لَهٗ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাতের শেষ তৃতীয়াংশ যখন বাকি থাকে, তখন আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালা প্রতি রাতেই দুনিয়ার (অর্থাৎ প্রথম) আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, আছে কি কেউ আমার কাছে দোয়া করার? আমি তার দোয়া কবুল করবো। আছে কি কেউ আমার কাছে ফরিয়াদ করার? আমি তাকে তা দান করব। আছে কি কেউ আমার কাছে মাফ চাওয়ার? আমি তাকে মাফ করব। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: দোয়া, পৃ :-৫৬২)

৫১৭. গুনাহ্ করে তাওবা করলে আল্লাহ্ গুনাহের পরিবর্তে সাওয়াব দেন

(١) اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ـ

১. যারা তাওবা করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের গুনাহ্‌কে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে তাওবা করে ও ভালো কাজ করে, সে প্রকৃত ফিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। (২৫–সূরা আল-ফুরকান : ৭০-৭১)

৫১৮. গুনাহের পর তাওবা না করলে শাস্তি জাহান্নাম

(١) اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ـ

১. যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অত:পর তাওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা। (৮৫–সূরা আল-বুরুজ : ১০)

৫১৯. তাওবা করতে হবে একনিষ্ঠভাবে

(١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ج نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ج اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

১. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে খাঁটি তাওবা করো। (আন্তরিক তাওবা)। আশা করা যায়, তোমাদের পরোয়ারদিগার তোমাদের খারাপ আমলগুলো মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করাবেন জান্নাতে, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সে দিন আল্লাহ্ তায়ালা নবী এবং মু'মিন সঙ্গীদেরকে অপদস্ত করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৬৬–সূরা আত-তাহরীম : ৮)

৫২০. গুনাহ্ করার সাথে সাথেই তওবা হবে

(١) اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓـئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ـ

১. আল্লাহর কাছে তাদের তাওবাই সত্যিকারের তাওবা যারা অজ্ঞানবশত খারাপ কাজ করার সাথে সাথেই তাওবা করে। আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ্ তো মহাজ্ঞানী ও হেকমত ওয়ালা। (৪–সূরা আন নিসা : ১৭)

(٢) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ـ

২. অত:পর তারা কি আল্লাহর দিকে তাওবা করে ফিরে আসবে না এবং তাদের গোনাহসমূহের জন্যে ক্ষমা চাইবে না? অথচ আল্লাহ তো ক্ষমাশীল এবং মেহেরবান। (৫–সূরা মায়িদা : ৭৪)

৫২১. রাসূল ﷺ দিনে সত্তর বারেরও বেশি তাওবা করতেন

(١)عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ إِنِّىْ لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি একদিনে সত্তর বারের অধিক তাওবা করি এবং আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ চাই। (সহীহ বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: দু'আ, পৃ:-৫৫৩)

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاأَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ فَإِنِّىْ أَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ـ

২. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর কাছে প্রতিদিন একশত বার তাওবা করে থাকি। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: যিক্র, দোয়া, তাওবা ও ইসতিগফার, পৃ: ২০৬)

৫২০. তাওবা করলে আল্লাহ চরম খুশি হন

(١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مٰلِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِىْ أَرْضٍ فَلَاةٍ ـ

১. আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দাহ গুনাহ করার পর ক্ষমা ভিক্ষার জন্যে যখন আল্লাহর দিকে ফিরে যায় তখন আল্লাহ সে ব্যক্তির তাওবার দরুণ ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশি হন, যে ব্যক্তি নিজের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উট কোনো ময়দানে হারিয়ে যাবার পর হঠাৎ তা পেয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

(এ ব্যক্তি উট প্রাপ্তির পর কত যে খুশি হবে তা অনুমান করো সম্ভব নয়, অনুরূপভাবে বান্দা তওবা করলে আল্লাহ খুশি হবেন। বরং আল্লাহর খুশি বান্দার খুশির মোকাবিলার আরো অধিক হয়ে থাকে। কেননা তিনি হলেন দয়া ও করুণার মূল উৎস।)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ اَحَدِكُمْ لِضَالَّتِهِ اِذَا وَجَدَهَا ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কোনো ব্যক্তি হারানো পশু পাওয়ার পর যে পরিমাণ খুশি হয়, তোমাদের তাওবার পর আল্লাহ তায়ালা এর চেয়েও অধিক খুশি হন। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: তাওবা, পৃ: নং-২৩৭)

৪৫. গর্ব-অহংকার (اَلْفَخْرُ)

৫২৩. গর্ব-অহংকার পরিচয়

গর্ব বা অহংকার একটি মস্তবড় অসৎ গুণ। সৃষ্টিকুলের মধ্যে কেহই অহংকার করতে পারে না। গর্ব বা অহংকার পতনের মূল। সমস্ত সৎগুণাবলির মূলোৎপাটনকারী হচ্ছে অহংকার। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার একটি নির্লজ্জ মিথ্যা। গর্ব বা অহংকার করার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। অহংকার আল্লাহর ভূষণ । সুতরাং কোনো বুদ্ধিমান কখনো গর্ব করতে পারে না। তাকে দেয়া সম্পদ ও সম্মান আল্লাহ যে কোনো মুহূর্তে ছিনিয়ে নিতে পারেন। তাই অহংকার করা কোনো মানুষের উচিত নয়।

কেউ অহংকার করে তার অনেক সম্পত্তি আছে এজন্য, কেউ অহংকার করে তার ভাল চাকুরীর জন্য আর কেউ অহংকার করে তার সন্দুর ও লাবণ্যময় চেহারার জন্য। এগুলো সবই আল্লাহর দান। এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা দরকার

৫২৪. আল্লাহ অহংকারীকে ভালোবাসেন না

(١) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ـ

১. নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক আত্ম-গর্বিত ব্যক্তিকে কখনো পছন্দ করেন না। (৪–সূরা নিসা : ৩৬)

(٢) مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْۤ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ـ لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوْا بِمَاۤ اٰتٰكُمْ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ـ

২. পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোনো বিপদ-মুসিবত আসে না; কিন্তু তা পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ। এটা এজন্যে বলা হতো যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্যে দু:খিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তার জন্যে গর্ববোধ না করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কোনো অহংকারীকে ভালোবাসেন না। (৫৭–সূরা আল হাদীদ : ২২-২৩)

(٣) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ـ

৩. (লোকমান! তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বললেন) অহংকার বসে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে চলো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে ভালোবাসেন না। (৩১–সূরা লোকমান : ১৮)

(٤) اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ـ فَالَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ـ لَاجَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَايُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ـ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ـ

৪. তোমাদের সত্যিকার উপাস্য হচ্ছে এক আল্লাহ, কিন্তু যারা পরকালকে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্য-বিমুখ এবং তারা অহংকারী। নি:সন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থা সমস্তই অবগত আছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই লোকদের কখনো ভালোবাসেন না যারা আত্ম-অহংকারে নিমজ্জিত। (১৬–সূরা নহল : ২২-২৩)

৫২৫. অহংকারীর আবাসস্থল জাহান্নাম

(١) فَادْخُلُوْۤا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ـ

১. (কাফেরদেরকে বলা হবে) তোমরা জাহান্নামের দরজা সমূহে প্রবেশ করো। আর এখানেই চিরকাল বসবাস করো। জেনে রাখ, অহংকারীদের আবাসস্থল খুবই নিকৃষ্ট। (১৬–সূরা নহল : ২৯)

৫২৬. অহংকার জাতির জন্য ধ্বংস

(١) وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ ۢ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ ۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلاً ط وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ـ

১. আমি অনেক জনপদ (গ্রাম-গঞ্জ) ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন-যাপনে ও সহায়-সম্পত্তি নিয়ে গর্ববোধ করত। এগুলোই এখন তাদের ঘর-বাড়ি। তাদের পরে এগুলোতে সামান্যই মানুষ বসবাস করেছে। মূলত : সেগুলোর মালিক আমিই। (২৮—সূরা আল-কাসাস : ৫৮)

৫২৭. অহংকারী ব্যক্তি বা জাতি উন্মাদ তুল্য

(١) اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ـ اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ـ وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ

১. আমি অপরাধী লোকদের সাথে এরূপই ব্যবহার করে থাকি, তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়ত এবং বলত আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করব? (৩৭–সূরা আস সাফফাত : ৩৪-৩৬)

৫২৮. অহংকারী জান্নাতে যেতে পারবে না

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهٗ حَسَنًا وَنَعْلُهٗ حَسَنَةً قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলল, কেউ যদি তার লেবাস, পোশাক ও জুতো

উত্তম হওয়া পছন্দ করে? (তাহলে সেটা কি অহংকার) রাসূল ﷺ জওয়াব দিলেন, অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হলো আল্লাহর গোলামী হতে বেপরোয়া হওয়া এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান, পৃ: ১৫২)

(٢) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِىُّ.

২. হারেছ ইবনে ওহাব (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অহংকারী ও অহংকারের মিথ্যা ভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

(আবু দাউদ-৪৮০১, মিশকাত-৫০৮০ সহীহ)

৫২৯. টাখনু গিরার নিচে জামা পরিধান করা অহংকারের শামিল

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِزَارَةُ الْمُؤْمِنِ اِلٰى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِى النَّارِ قَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا.

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি মুমিনের পরিধেয় বস্ত্র পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকে। যদি তার নিচে এবং গিরার উপরে থাকে তাহলেও কোনো দোষ নেই। আর যদি গিরার নিচে চলে যায় তাহলে তা হবে জাহান্নামীর কাজ। একথা রাসূল ﷺ তিন বার বললেন, যাতে সকলের নিকট এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। অত:পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি কিয়ামতের দিন তাকাবেন না, যে অহংকারপূর্বক ভূমি স্পর্শকারী পোশাক পরিধান করে। (আবু দাউদ--৪০৯৩ এবং ৪০৯৪)

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كُلْ مَاشِئْتَ وَالْبَسْ مَاشِئْتَ مَا اَخْطَاتْكَ اِثْنَتَانِ سَرَفٌ وَّ مَخِيْلَةٌ.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা খাও এবং যা ইচ্ছা তা পরিধান করো এ শর্তে যে অহংকার ও অপব্যয় করবে না। (সহীহ বুখারী)

(٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهٗ خُيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِزَارِىْ يَسْتَرْخِىْ اِلَّا اَنْ اَتَعَا هَدَهٗ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَّفْعَلُهٗ خُيَلَاءَ .

৫. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র (লুঙ্গি, প্যান্ট বা জামা) মাটির উপর দিয়ে টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না (রহমতের দৃষ্টি দিবেন না)। আবু বকর সিদ্দীক (রা) আরজ করলেন, আমার লুঙ্গি অসতর্ক অবস্থায় ঢিলা হয়ে পায়ের গিরার নিচে চলে যায় যদি না আমি তা ভালোভাবে বেধে রাখি; এক্ষেত্রেও কি আমি আমার প্রতিপালকের রহমতের দৃষ্টি হতে বঞ্চিত থাকব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যারা অহংকারবশত এরূপ করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। (আবু দাউদ হাদীস-৪০৮৫ সহীহ)

৫৩০. যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার আছে সেও জান্নাতে যাবে না

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার আছে। (তবে ঈমান অনুযায়ী আমল না করলে প্রথমে তার অপরাধের জন্যে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।) আর এমন কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার আছে। (মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান, পৃ: ১৫২)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ .

২. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম ১ম খণ্ড, অ: ঈমান, পৃ: ৩)

৫৩১. অহংকার একমাত্র আল্লাহর চাদর

(١) عَنْ هَنَّادٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَّزَعَنِىْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ.

১. হান্নাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ বলেন, অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গীস্বরূপ। তাই যে ব্যক্তি এ দু'টি জিনিসে আমার শরীক হতে চায়। আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো। (আবু দাউদ হাদীস-৪০৯০ হাদীসটি সহীহ)

৪৬. গীবত (اَلْغِيْبَةُ)

৫৩২. গীবত পরিচয়

মানুষের বদ অভ্যাসের একটি হচ্ছে গীবত। (غِيْبَةٌ) আরবি শব্দ। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পরনিন্দা করা, কুৎসা রটনা করা। অন্যের দোষ-ক্রটি প্রকাশ করা। কারো অনুপস্থিতে তার এমন কোনো দোষ অন্যের কাছে বলা যা সে অপছন্দ করে কিংবা পরে শুনলে সে মনে কষ্ট পাবে তাই গীবত। গীবত একটি মারাত্মক অপরাধমূলক কাজ। এটি রীতিমত একটি সামাজিক ব্যাধি। যা মুসলমানদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ হারাম করেছেন।

৫৩৩. গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার তুল্য

(١) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ.

১. হে মু'মিনগণ! তোমরা বেশি বেশি ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গুনাহ্ এবং গোপনীয় বিষয়ে অনুসন্ধান করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারও পিছনে গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? অথচ তোমরা তা ঘৃণাই করো। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (৪৯–সূরা আল-হুজরাত : ১২)

৫৩৪. আল্লাহ্ তায়ালা অপছন্দনীয় কথাকে অপছন্দ করেন

(١) لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ - وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا.

১. আল্লাহ্ মন্দ কথা প্রকাশ করা ভালোবাসেন না, তবে কারো উপর যুলুম করা হয়ে থাকলে অন্য কথা। জেনে রেখ, আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন ও জানেন। (৪–সূরা নিসা : ১৪৮)

৫৩৫. যাকে গীবত বলা হয়

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهٗ وَاِنْ لَّمْ تَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهٗ.

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে? সাহাবীরা জওয়াব দিলেন আল্লাহ্ এবং তার রাসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন। রাসূল ﷺ বললেন গীবত হলো তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের বর্ণনা (তার অসাক্ষাতে) এমনভাবে করবে যে সে তা শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। অত:পর রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি যা কিছু বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রেও কি তা গীবত হবে? রাসূল ﷺ জওয়াব দিলেন তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে সেটা হবে গীবত। আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে হবে বোহতান (জঘন্য মিথ্যাচার)। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার পৃ: ১১৫)

৫৩৬. গীবত যিনার চেয়েও মারাত্মক

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِىْ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَايُغْفَرُ حَتّٰى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ -

১. আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গীবত হলো ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! গীবত কি করে ব্যভিচারের চেয়ে মারাত্মক? রাসূল ﷺ বললেন, কোনো ব্যক্তি যদি যেনা করার পর তওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। কিন্তু গীবতকারীকে যার গীবত করা হয়েছে সে যদি মাফ না করে তাহলে আল্লাহ মাফ করবেন না। (বায়হাকী-৬৩১৫, মিশকাত হাদীস-৪৬৫৯ হাদীসটি দুর্বল)

৫৩৭. গীবতের কাফ্ফারা

(١) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَهُ -

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গীবতের কাফফারা হলো এই যে, তুমি যার গীবত করেছ তার জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করবে। তুমি দোয়া এভাবে করবে যে, হে আল্লাহ তুমি আমার এবং তার গোনাহ মাফ কর। (বায়হাকী, মিশকাত হাদীস-৪৬৬০ হাদীসটি দুর্বল)

৫৩৮. গীবত করলে নেক আমল মুছে যায়

(١) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتٰى كِتَابَهُ مَنْشُوْرًا فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ فَاَيْنَ حَسَنَاتُ كَذَا وَكَذَا عَمِلْتُهَا لَيْسَتْ فِىْ صَحِيْفَتِىْ فَيَقُوْلُ مُحِيَتْ بِاِغْتِيَابِكَ النَّاسِ -

১. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (বিচারের দিন) লোকদের কাছে তার আমলনামা তুলে ধরা হবে। তখন সে বলবে:

হে আমার রব! দুনিয়ার জীবনে আমি এই এই কাজ করেছিলাম কিন্তু আমার আমলনামায় তা দেখছি না। উত্তরে আল্লাহ্ বলবেন : লোকের গীবত করার কারণে তা তোমার আমলনামা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। (তারগীব ও তারহীব)

৫৩৯. গীবতের কারণে কবরে বিশেষ আযাব

(١) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلٰى اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعٰى بِالنَّمِيْمَةِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ لَايَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهٖ قَالَ ثُمَّ اَخَذَ عُوْدًا رَطْبًا فَكَسَرَهٗ بِاِثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلٰى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهٗ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, এ দুটি কবরের অধিবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এমন কোনো বড় গুনাহের কারণে তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ তাদের দু'জনের মধ্যে একজন গীবত (পরনিন্দা) করে বেড়াত এবং অন্য জন পেশাব থেকে সাবধান থাকত না। বর্ণনাকারী বলেন : এরপর তিনি [নবী ﷺ] গাছের তাজা ডাল ভেঙ্গে দু'টুকরো করে এক এক টুকরো এক এক কবরে পুঁতে দিলেন এবং বললেন : হয়তো এ দুটি (ডাল) শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের আযাব হালকা করা হবে। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার ব্যবহার, পৃ: ৪২৫)

৫৪০. গীবতকারীকে রাসূল ﷺ জাহান্নামে দেখেছেন

(١) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمَّا عَرَجَ بِىْ رَبِّىْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَّهُمْ اَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِىْ اَعْرَاضِهِمْ ـ

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন আমার প্রভু আমাকে মেরাজে নিয়েছিলেন তখন আমি এমন এক শ্রেণীর লোকের

নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো ছিল পিতলের নখের মতো যা দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষসমূহ খামচাচ্ছিল। আমি তাদের সম্পর্কে জিবরাঈল আমীনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন এরা সেই সব ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলত।

(আবু দাউদ হাদীস-৪৮৭৮ সহীহ)

৫৪১. গীবত বড় গুনাহ

(١) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ للّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اَرْبَى الرِّبَا الاِسْتِطَالَةُ فِىْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِحَقٍّ۔

১. সাঈদ ইব্নে যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : না হকভাবে কোনো মুসলমাননের ইজ্জত নষ্ট করা হলো সবচাইতে বড় আধিক্যতা, (বড় গুনাহ)। (আবু দাউদ হাদীস-৪৮৭৬, মিশকাত হাদীস-৫০৪৫ সহীহ)

৫৪২. কারো দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা ঈমানের দাবি

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَسْتُرُ اللّٰهُ عَبْدًا فِى الدُّنْيَا اِلاَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বললেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : কোনো বান্দা যদি অপর কারোর দোষ-ত্রুটি দুনিয়াতে গোপন রাখে আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটি কিয়ামত দিবসে গোপন রাখবেন। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, পৃ: নং-১১৫)

৪৭. চোগলখোরী (اَلنَّمِيْمَةُ)

৫৪৩. চোগলখোরীর পরিচয়

চোগলখোর বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে একজনের কথা অপরজনের কাছে বলে বেড়ায়। আর তার এই বলার কারণে উক্ত দুই ব্যক্তির সাথে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ফলে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে যায়। সমাজে বেশিরভাগ ঝগড়া-ফাসাদ চোগলখোরীর কারণেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই সমাজে চোগলখোরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হয়।

কুরআন হাদিসে এ ব্যাপারে অনেক কথাই বলা হয়েছে, যা নিম্নরূপ–

৫৪৪. চোগলখোরদের স্থান জাহান্নাম

(١) هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ـ

১. যারা লোকদের প্রতি বিদ্রূপ প্রদর্শন করে এবং চোগলখোরী করে বেড়ায়। (৬৮–সূরা কালাম : ১১)

(٢) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ـ

২. সেই সব লোকদের জন্যে ধ্বংস যারা অপরের দোষত্রুটি সামনা-সামনি (চোগলখোর) এবং পিছনে (গীবত) চর্চা করে বেড়ায়। (১০৪–সূরা হুমাযাহ্ : ১)

৫৪৫. চোগলখোর জান্নাতে যেতে পারবে না

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ ـ

১. হোযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

(٢) عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ (رضـ) قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ حُذَيْفَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَيْنَا فَقِيْلَ لِحُذَيْفَةَ اِنَّ هٰذَا يَرْفَعُ اِلَى السُّلْطَانِ اَشْيَاءَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ اِرَادَةَ اَنْ يُسْمِعَهٗ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ ـ

২. হাম্মাম ইবনে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা হুযাইফা (রা)-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আমাদের কাছে বসল। হুযাইফা (রা)-কে বলা হলো এ ব্যক্তি মানুষের কিছু কথাবার্তা বাদশাহ্ বা আমীরের নিকট পৌছায়। হুযাইফা (রা) ঐ ব্যক্তিকে শুনানোর উদ্দেশ্যে বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম ৯ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ১৬৩)

৫৪৬. চোগলখুরী করতে নিষেধ

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّمِيْمَةِ وَنَهٰى عَنِ الْغِيْبَةِ وَعَنِ الْاِسْتِمَاعِ الْغِيْبَةِ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ চোগলখোরী করতে নিষেধ করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি গীবত বলা ও গীবত শোনা থেকেও লোকদের নিষেধ করেছেন। (সহীহ্ বুখারী)

৫৪৭. চোগলখুরী বড় গুনাহ

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ بَلٰى اَنَّهُ كَبِيْرٌ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ لَايَسْتَبْرِىُ مِنْ بَوْلِهِ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় তিনি বললেন, এই কবরের লোক দু'টি আযাবে লিপ্ত আছে। তবে তাদের আযাব এমন কোনো বড় অপরাধের জন্যে নয়, (যা পরিত্যাগ করা তাদের জন্যে সম্ভব ছিল না) তবে অপরাধের বিবেচনায় তা খুব মারাত্মক। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন চোগলখোরী করে বেড়াত এবং অন্য জন পেশাবের ছিটা থেকে সতর্ক থাকত না। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার ব্যবহার, পৃ: নং-৪২৬)

৫৪৮. চোগলখুরী কী?

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ هِىَ النَّمِيْمَةُ اَلْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না "আযহ" কী? তা হলো চোগলখোরী। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কথা ছড়ানো। (মুসলিম ৭ম খণ্ড: অ: সদ্ব্যবহার, প: ১২৭)

৪৮. মিথ্যাচার (اَلْكِذْبُ)

৫৪৯. মিথ্যাচার পরিচিতি

كِذْبٌ অর্থ মিথ্যা প্রকৃত অবস্থা বা বাস্তবতাকে অস্বীকার করা কিংবা সত্য ঘটনাকে বিকৃত করাকে মিথ্যা বলে। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়। মিথ্যা কেবল ইসলামেই জঘন্য পাপ নয় বরং পৃথিবীর সকল ধর্ম ও নীতিতেই মিথ্যা ভয়াবহ এবং জঘন্যতম অপরাধ বলে ঘৃণিত। এটি সমস্ত পাপের মূল হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। মিথ্যাবাদী সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়। কেউই তাকে বিশ্বাস করে না। সকল মানুষের ঘৃণা ও ধিক্কার নিয়ে তাঁকে বাঁচতে হয়।

৫৫০. সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ না করা

(١) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

১. আর তোমরা মিথ্যার আবরণে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করে তুলো না এবং জেনে বুঝে তোমরা সত্যকে লুকাবার চেষ্টা করো না। (২–সূরা আল বাক্বারা: ৪২)

৫৫১. মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহর লানত

(١) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ـ

১. (হে নবী!) আপনার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাবার পর যদি এই [ঈসা (আ)-এর] কাহিনী সম্পর্কে আপনার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বলুন : এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী। (৩–সূরা আলে-ইমরান : ৬১)

৫৫২. সত্য গোপন করা অথবা অপবাদ আরোপ করা মিথ্যার তুল্য

(١) وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ـ

১. যে ব্যক্তি নিজে কোনো ভুল কিংবা গুনাহ্ করে অত:পর কোনো নিরপরাধের উপর অপবাদ আরোপ করে সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গুনাহ্। (৪–সূরা আন-নিসা : ১১২)

৫৫৩. মিথ্যা নির্মূল হবেই

(١) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

১. হে নবী! আপনি বলুন, সত্য এসেছে মিথ্যা নির্মূল হয়ে গেছে। মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। (১৭–সূরা বনি ইসরাঈল : ৮১)

৫৫৪. আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা সবচেয়ে বড় জুলুম

(٥) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰى إِلَى الْإِسْلَامِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

৫. যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে; তার চাইতে বড় যালেম আর কে হতে পারে? (জেনে রেখো) আল্লাহ্ যালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (৬১–সূরা আছ-ছফ : ৭)

৫৫৫. কাউকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলাও জঘন্য অপরাধ

(١)عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِّمَنْ يُّحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ ـ

১. বাহায ইবনে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ধ্বংস ও বিফলতা সেই ব্যক্তির জন্য যে লোকদের হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য ধ্বংস, তার রয়েছে অকল্যাণ।(জামে তিরমিযী হাদীস-২৩১৫, আবু দাউদ-৪৯৯০ হাদীস হাসান)

৫৫৬. সন্তানদের সাথেও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া উচিত নয়

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِىْ جِدٍّ وَّلَا هَزْلٍ وَّلَا أَنْ يَّعِدَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئًا ثُمَّ لَا يُنْجِزُلَهُ ـ

১. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কৌতুক ছলেও মিথ্যা বলা এবং গৌরব প্রদর্শন কোনো অবস্থাতেই সমীচীন নয়। আর তোমাদের সন্তানদের সাথে তোমরা এমন কোনো ওয়াদা করবে না যা তোমরা পূরণ করতে পারবে না। (আদাবুল মুফরাদ)

৫৫৭. সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হলো মিথ্যা বলা

(١) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اُسَيْدِ الْحَضْرَمِيِّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا وَهُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ .

১. সুফিয়ান ইবনে উসাইদ আল-হাযরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা বা খিয়ানত হলো তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে এমন কথা বলবে, যা সে সত্য বলে মনে করবে, অথচ তাকে মিথ্যা বলেছ। (আবু দাউদ হাদীস-৪৯৭১ সহীহ)

(٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَفْرَى الْفِرَى اَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَالَمْ تَرَيَا .

৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো, মানুষ তার দু'চোখকে এমন জিনিস দেখাবে যা এ দুটো চোখ দেখেনি। (সহীহ বুখারী)

৫৫৮. ছোট জিনিস হলেও মিথ্যা ছাড়তে হবে

(١) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِىِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِءٍ مُّسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ . وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ وَاِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِّنْ اَرَاكٍ .

১. আবু উমামা ইয়াস ইবনে সা'লাবা আল হারেসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে কোনো মুসলমানের হক আত্মসাৎ করল, আল্লাহ তার জন্য দোযখ অবশ্যম্ভাবী করে দেন এবং বেহেশত হারাম করে দেন । এক ব্যক্তি তাকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সেটা যদি সাধারণ জিনিস হয়? তিনি উত্তরে বললেন : সেটা পিল গাছের ছোট শাখা হলেও। (মুসলিম)

৫৫৯. সত্য মুক্তি দেয় মিথ্যা ধ্বংস করে

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدِقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِيْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا ـ

১. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, মহানবী ﷺ বলেছেন, তোমরা অবশ্যই সত্যকথা বলবে। কেননা সত্য অবশ্যই পুণ্যের (নেকীর) দিকে পরিচালিত করে, নিশ্চয় পুণ্য (নেকী) জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। আর মানুষ যখন সত্যকথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন সে (ধীরে ধীরে) আল্লাহর কাছে সিদ্দীক (সত্যবাদী) বলে লিখিত হয়ে যায়। আর তোমরা অবশ্যই মিথ্যা কথা হতে দূরে থাকবে। কেননা মিথ্যা কথা বা কাজ অবশ্যই অপকর্ম ও পাপাচারের দিকে পরিচালিত করে এবং নিশ্চয়ই অপকর্ম ও পাপাচার জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। আর যখন কোনো মানুষ সর্বদা মিথ্যা কথা বলতে থাকে ও মিথ্যার অন্বেষণে থাকে তখন সে মহান আল্লাহর নিকট একজন ডাহা মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৬০. সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি

(١) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللّٰهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তিকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাবে, যে দুমুখো। সে এদের সামনে এক রূপ নিয়ে আসত, আর ওদের কাছে অন্য রূপে ধরা দিত। (বুখারী ৯ম খণ্ড অ: আচার ব্যবহার পৃ: ৪২৮)

৪৯. সুদ ও ঘুষ (اَلرِّبٰوا وَالرِّشْوَةُ)

৫৬১. সুদ ও ঘুষ-এর পরিচয়

সুদ প্রথা-টাকা দিয়ে উপার্জন করা, ইসলামী সমাজে এটি একটি অমার্জনীয় অপরাধ। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কাজ, যা শোষণের কৌশল। ইসলামে এই অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। কারণ এটিই ব্যক্তি, মানুষ ও সমাজকে নি:স্ব করে দেয়। সুদ লক্ষ লক্ষ হাতের সম্পদকে এক হাতে পুঞ্জীভূত করার এক মারাত্মক কৌশল। আরবিতে বলা হয় اَلرِّبٰوا। আর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Interest। ঘুষ একটি সামাজিক ব্যাধি, সমাজের ক্ষমতাহীন মানুষেরা তার হৃত অধিকার কিংবা অন্যের অধিকারকে করায়ত্ব করার লক্ষ্যে দুর্নীতিপরায়ণ দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে যে অর্থ কিংবা পণ্যসামগ্রী পর্দার অন্তরালে প্রদান করে থাকে তাই ঘুষ কিংবা উৎকোচ নামে পরিচিত। যার ইংরেজি প্রতি শব্দ হচ্ছে Bribe, আরবিতে বলা হয় اَلرِّشْوَةُ।

৫৬২. বিচারককে উৎকোচ দিতে নিষেধ

(١)وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

১. তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে উৎকোচ দিয়ো না। (২–সূরা আল বাক্বারা : ১৮৮)

৫৬৩. যারা সুদ খায় তারা শয়তান কর্তৃক উম্মাদ তুল্য

(١) اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ

১. যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করেই পাগল করে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে বেচা-কেনা তো সুদেরই মতো। অথচ আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে অত:পর যে বিরত হয়েছে তার অতীতের কার্যকলাপ তো পিছনেই পড়ে গেছে এবং তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ার। আর যারা নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে তারাই জাহান্নামী। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (২–সূরা আল বাক্বারা : ২৭৫)

৫৬৪. আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এর দানকে বৃদ্ধি করেন

(١) يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ -

১. আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আর তিনি কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। (২–সূরা আল বাক্বারা : ২৭৬)

৫৬৫. চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেতে নিষেধ

(١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ -

১. হে ঈমানদারগণ! চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া ত্যাগ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তবে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। আর সেই আগুনকে ভয় করো যা অস্বীকারকারীদের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। (৩–সূরা আলে ইমরান : ১৩০-১৩১)

৫৬৬. সুদ খাওয়ার পরিণতি

(١) وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا -

১. তারা (ইহুদীরা) যে সুদ গ্রহণ করত অথচ তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং নিষেধ করা হয়েছিল তারা যে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা থেকে। (কিন্তু অস্বীকারকারী বিরত হয়নি,) ফলে অস্বীকারকারীদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি বেদনাদায়ক শাস্তি। (৪–সূরা আন নিসা : ১৬১)

(٢) وَ مَآ اٰتَيْتُمْ مِنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

২. লোকদের অর্থের সাথে শামিল হয়ে বৃদ্ধি পাবে এই জন্য তোমরা সুদ দাও, অথচ উহা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পায় না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দাও, মূলত তাই বৃদ্ধি পায়, আর তারাই সফলকাম। (৩০–সূরা রূম : ৩৯)

৫৬৭. কোন কাজের সুপারিশ করে বিনিময় নিলে তা সূদতুল্য

(১) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِاَحَدٍ شَفَاعَةً فَاَهْدٰى لَهٗ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتٰى بَابًا عَظِيْمًا مِّنْ اَبْوَابِ الرِّبَا -

১. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো জন্যে কোনো সুপারিশ করল আর এজন্য সুপারিশ প্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কোনো হাদিয়া দিল এবং সে তা গ্রহণ করল, তবে নিঃসন্দেহে সে সুদের দরজা সমূহের একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। (আবু দাউদ হাদীস-৩৫৪১, মিশকাত-৩৭৫৭ সহীহ)

৫৬৮. সুদ খাওয়া ছেড়ে দাও নয়তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ কর

(১) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَابَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ -

১. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যেসব বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যই ঈমানদার হয়ে থাক। অত:পর যদি তোমরা (সুদের বকেয়া) ছেড়ে না দাও, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করবে না। তাহলে কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না। (২–সূরা আল বাক্বারা : ২৭৮-২৭৯)

৫৬৯. সুদদাতা ও গ্রহীতা সবার প্রতি লা'নাত

(১) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهٗ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ -

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল ﷺ সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবারের স্বাক্ষী এবং সুদ চুক্তি লেখক (এই চার শ্রেণীর লোককে) অভিশাপ দিয়েছেন এবং বলেছেন এরা সমান। (বুখারী ও মুসলিম)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ ـ

২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘুষ গ্রহণকারী এবং ঘুষ প্রদানকারী উভয়ের উপরই আল্লাহর লা'নত। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৭০. জেনা-ব্যভিচার ও সুদ-ঘুষ সমাজের অবক্ষয়ের কারণ

(١) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (رضـ) يَقُوْلُ مَامِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الزِّنَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّشَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالرُّعْبِ ـ

১. আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে সমাজে যিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তারা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত না হয়ে থাকে না। আর যে সমাজে ঘুষ লেন-দেন ছড়িয়ে পড়ে সে সমাজে ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি না হয়ে থাকে না। (মুসনাদে আহমদ)

৫৭১. ঋণের পরিবর্তে হাদিয়া তোহফা গ্রহণ করা সুদ তুল্য

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاَهْدٰى اِلَيْهِ اَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهُ وَلَا يَقْبَلْهَا اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ جَرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ ـ

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কাউকে ঋণ দেয় আর গ্রহীতা যদি তাকে কোনো তোহফা দেয় কিংবা তার যানবাহনে আরোহণ করতে বলে, তখন সে যেন তার তোহফা কবুল না করে এবং তার সোয়ারীতেও আরোহণ না করে। অবশ্য পূর্ব থেকেই যদি উভয়ের মধ্যে এরূপ লেন-দেনের ধারা চলে আসে, তবে তা ভিন্ন কথা।

(ইবনে মাজাহ-২৪৩২, মিশকাত-২৮৩১, হাদীসটি দুর্বল)

৫৭২. সুদের সবচেয়ে ছোট গুনাহ মায়ের সাথে যেনা করা

(١)عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ جُوْءً اَيْسَرُهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, সুদের মধ্যে সত্তরটি পাপ রয়েছে তম্মধ্যে সর্বনিম্ন পাপ হচ্ছে নিজের মাকে বিবাহ করার মতো। (ইবনে মাজাহ-২২৭৪)

৫৭৩. সুদখোরের উপর রাসূলের লানত

(٢)عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ (رضى) قَالَ رَاَيْتُ اَبِىْ اِشْتَرٰى حَجَّامًا فَاَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ ـ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْاَمَةِ وَلَعَنَ الرَّاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْ شِمَةَ وَاٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ ـ

১. আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি যে তিনি একটি শিংগা লাগানে ওয়ালা গোলাম কিনলেন। তিনি তার শিংগা লাগানোর যন্ত্র ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দিলে ভেঙ্গে ফেলা হলো। আমি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য, দাসীর (ব্যভিচারের মাধ্যমে) উপার্জন করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর তিনি শরীরে উলকি অংকনকারী ও উলকি গ্রহণকারী সুদখোর ও সুদ দাতার উপর এবং জীবের ছবি অংকনকারীর উপর লা'নত করেছেন। (বুখারী ৪র্থ খণ্ড অ: ক্রয় বিক্রয় পৃ: ৯৩)

৫৭৪. সরকারী কর্মকর্তার ঘুষ নেওয়া হারাম

(١) عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِنِ السَّاعِدِيِّ (رضى) قَالَ اِسْتَعْمَلَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً مِّنَ الْاَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ لِىْ فَخَطَبَ النَّبِىُّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَسْتَعْمِلُ رِجَالاً مِّنْكُمْ عَلٰى اُمُوْرٍ مِّمَّا وَلاَّنِىَ اللّٰهُ فَيَاْتِىْ اَحَدُ هُمْ فَيَقُوْلُ

هٰذَا لَكُمْ وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ لِىْ فَهَلاَّ جَلَسَ فِىْ بَيْتِ اَبِيْهِ اَوْ بَيْتِ اُمِّهِ فَيُهْدٰى لَهُ اَمْ لاَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَيَاْخُذُ اَحَدٌ مِّنْهُ شَيْئًا اِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَحْمِلُهُ عَلٰى رَقَبَتِهِ اِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَّهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرًا لَّهُ خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَّيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْنَا عُفْرَةَ اِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ .

১. আবু হুমায়দ সায়েদী (রা) বলেন, একবার নবী করীম ﷺ ইবনে লুতবিয়্যা নামক আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত উসূলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। যখন সে যাকাত নিয়ে (মদীনায়) ফিরল, বলল, এ অংশ আপনাদের প্রাপ্য যাকাত, আর এ অংশ আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। ইহা শুনে নবী করীম ﷺ ভাষণ দানের জন্য দাঁড়ালেন এবং প্রথমে আল্লাহর গুণগান করলেন অত:পর বললেন : ব্যাপার এই যে, আমি তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে সে সকল কাজের কোন একটির জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করি, যে সকল কাজের দায়িত্ব আল্লাহ আমার প্রতি সোর্পদ করেছেন। অত:পর তোমাদের সে ব্যক্তি এসে বলে যে, ইহা আপনাদের প্রাপ্য যাকাত এবং ইহা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। সে কেন তার বাপ বা মায়ের ঘরে বসে দেখল না যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা? খোদার কসম, সে ব্যক্তি উহার কোন কিছুর গ্রহণ করবে, সে নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তা আপন ঘাড়ে বহন করে হাজির হবে। যদি তা উট হয়, উটের ন্যায় চিঁ চিঁ রব করবে। যদি গরু হয়, হাম্বা হাম্বা করবে, আর যদি ছাগল বা ভেড়া হয়, তাদের ন্যায় ম্যা ম্যা করবে। অত:পর রাসূল (খুব দীর্ঘ করে) আপন হস্তদ্বয় উঠালেন যাতে আমরা তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখলাম এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয় (তোমার নির্দেশ) পৌছে দিলাম, হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয় পৌছে দিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

নোট : সে কেন তার বাপ মায়ের ঘরে বসে দেখে না যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা।" রাসূলের এ কথায় প্রমাণ রয়েছে যে, যে বস্তুকে হারামের উসীলা বানান হয়, তাও হারাম। আর যে আকদ কয়েকটি আকদের মধ্যে থাকে, দেখতে হবে, তার পৃথক থাকার সময় ঐ হুকুমই থাকে কিনা যা উহার এক এ হওয়ার সময় রয়েছে। –শরহে সুন্নাহ

ব্যাখ্যা : এ হতে বুঝা গেল যে, সরকারী কর্মীদের পক্ষে সরকারী কার্য উপলক্ষে কোনরূপ হাদিয়া তুহ্ফা বা উপহার উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয নহে। খলীফা ওমর (রা) বাহরাইনের কর্মচারী আবু হুরায়রার প্রাপ্ত উপহার বায়তুল মালে দাখিল করে দিয়েছিলেন এ কারণেই। রাসূলের নিষেধ আবুদ হুরায়রার জানা ছিল না, তাই তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন।

৫৭৫. সরকারী মাল আত্মসাৎকারীর করুণ পরিণতি

(١) عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلٰى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوْلاً يَّاْتِىْ بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

১. আদী ইবনে আমীরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে আমি যাকে কোন কর্মে কর্মচারী নিযুক্ত করি, আর সে আমাদের নিকট হতে একটি সুঁচ অথবা তদপেক্ষা ছোট কিছুও গোপন করে, উহা নিশ্চয় আমানতে খেয়ানত হবে, যা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন হাজির হবে। (মুসলিম)

৫০. কৃপণতা (اَلْبُخْلُ)

৬৭৬. কৃপণতার পরিচয়

প্রয়োজনীয় ও শরীয়ত নির্দেশিত ক্ষেত্রে ব্যয় না করা বা কম ব্যয় করার নামই কৃপণতা। আরবিতে কৃপণ ব্যক্তিকে বখিল (بَخِيْلٌ) বলে। কৃপণতা মানুষের জন্য কখনো কল্যাণকর নয় বরং তা অনিষ্টই বয়ে আনে। তাই ইসলাম কৃপণতাকে হারাম ঘোষণা করেছে।

৫৭৭. কৃপণতা করে অর্জিত সম্পদই জাহান্নামে যাওয়ার কারণ

(١) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

১. আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে। এই কার্পণ্য তাদের জন্যে মঙ্গলজনক হবে, তারা যেন এমন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। (৩–সূরা ইমরান : ১৮০)

৫৭৮. যারা কৃপণতা করে তারা পরমুখাপেক্ষী

(١) هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ـ وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ـ

১. শুন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। অত:পর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ তো ঐশ্বর্যের মালিক, তোমরাই বরং তাঁর মুখাপেক্ষী। (৪৭–সূরা মুহাম্মদ : ৩৮)

৫৭৯. আল্লাহ তায়ালা কৃপণ ব্যক্তি থেকে মুক্ত

(١) اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ـ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ـ

১. যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (৫৭–সূরা হাদীদ : ২৪)

(٢) وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ـ

২. আর যে কৃপণতা অবলম্বন করল এবং আল্লাহ বিমুখ হলো এবং কল্যাণ অস্বীকার করল, তার জন্যে আমি কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (৯২–সূরা লাইল : ৮-১০)

৫৮০. কৃপণতা ও বদ স্বভাব মুমিনের স্বভাব নয়

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِىْ مُؤْمِنٍ اَلْبُخْلُ وَسُوْءُ الْخُلُقِ ـ

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : দু'টি স্বভাব মু'মিন লোকদের সাথে একত্রিত হতে পারে না। কৃপণতা ও বদ স্বভাব।
(তিরমিযী হাদীস-১৯৬২ হাদীসটি দুর্বল)

৫৮১. কৃপণ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না

(١) عَنْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَّلاَ مَنَّانٌ وَّلاَ بَخِيْلٌ ـ

১. আবু বকর সিদ্দিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : ধোঁকাবাজ, কৃপণ ও দান করে খোঁটা দেয়া ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (তিরমিযী হাদীস-১৯৬৩ হাদীসটি দুর্বল)

৫১. অপচয় ও অপব্যয় (اَلتَّبْذِيْرُ وَالْاِسْرَافُ)

৫৮২. অপচয় ও অপব্যয় পরিচয়

ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা যেমনিভাবে দূষণীয় অনুরূপভাবে অপব্যয় এবং অপচয় দূষণীয়। আরবিতে অপচয়কে বলে ইসরাফ اِسْرَافٌ। আর অপব্যয়কে বলে তাবযীর تَبْذِيْرٌ শরীয়তের পরিভাষায় বৈধ কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাকে ইসরাফ বা অপচয় বলে। আর অবৈধ কাজে ব্যয় করাকে তাবযীর বা অপব্যয় বলে। ইসলামে এই দু'টিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৫৮৩. অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই

(١) وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ـ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ـ

১. আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান করো এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (১৭–সূরা বনি ইসরাঈল : ২৬-২৭)

৫৮৪. যারা কৃপণতা করে না তারা মধ্যমপন্থী

(١) وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ـ

১. এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে। (২৫–সূরা ফুরকান : ৬৭)

৫৮৫. অপচয় করা অপছন্দনীয় কাজ

(١) يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ـ

১. হে বনি আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও, খাও ও পান করো এবং অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (৭–সূরা আ'রাফ : ৩১)

৫৮৬. প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস অপচয়ের শামিল

(١) عَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهٗ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِّامْرَاَتِهٖ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطٰنِ ـ

১. জাবির (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কারো ঘরে একটি বিছানা তার জন্যে, অপরটি তার স্ত্রীর জন্যে, তৃতীয়টি মেহমানদের জন্যে এবং চতুর্থটি শয়তানের জন্যে। (সহীহ্ মুসলিম)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ فَهُوَ يَتَوَضَّاُ فَقَالَ مَا هٰذَا السَّرْفُ يَاسَعْدُ قَالَ اَفِى الْوُضُوْءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَاِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ ـ

২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ সা'দ (রা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন ওযু করছিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, হে সা'দ! এই অপচয় কেন? সা'দ (রা) বললেন, ওযুর মধ্যেও কি অপচয় আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি প্রবাহমান নদীর তীরেই থাক না কেন। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত-৩৯৩ হাদীস সহীহ্)

৫২. মদ, জুয়া ও লটারীর কুফল

(سُوْءُ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ)

৫৮৭. মদ, জুয়া ও লটারী কি

মদ, জুয়া, লটারী, সামাজিক অনাচার এবং মারাত্মক অপরাধ। মানুষকে অনিয়ম ও অনৈতিক কাজ করার জন্যে যে সমস্ত জিনিস উদ্বুদ্ধ এবং উৎসাহিত করে, সমাজকে করে ক্ষত-বিক্ষত, যুব সমাজ হয় বিপথগামী, তারই অপর নাম মদ-জুয়া ও লটারী। এই তিনটি জিনিসকে আল-কুরআনে অশ্লীল ও শয়তানের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৮৮. মদ জুয়া ও লটারী নিষেধ

(١) يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ اِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ـ

১. (হে রাসূল ﷺ!) মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, উভয়ের মধ্যেই রয়েছে মহাপাপ। যদিও তাতে মানুষের জন্যে কিছুটা উপকারিতাও রয়েছে কিন্তু তাতে উপকারের চাইতে পাপের মাত্রাই বেশি। (২-সূরা বাক্বারা : ২১৯)

৫৮৯. মদ, জুয়া ও লটারী শয়তানের কাজ

(١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ـ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

১. হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও লটারী এ সব শয়তানের অপবিত্র কাজ। তোমরা তা হতে বিরত থাক। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (৫-সূরা মায়িদা : ৯০)

৫৯০. মদ জুয়ার প্রতি শয়তান আহ্বান জানায়

(١) اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ـ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ـ

১. শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শক্রতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং আল্লাহর যিকির ও সালাত হতে তোমাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। তাই তোমরা এসব জিনিস হতে বিরত থাকবে কি? (৫-সূরা মায়িদা : ৯১)

৫৯১. দুনিয়াতে মদ পানকারী আখেরাতের সমূহ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِى الْاٰخِرَةِ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, যে লোক দুনিয়ায় মদ পান করল, অত:পর তা থেকে তওবা করল না, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। (নাসায়ী-৫৬৭১, ইবনে মাজাহ-৩৩৭৩)

৫৯২. মদের আধিক্য পাওয়া কেয়ামতের আলামত

(١) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُحَدِّثُكُمْ اَحَدٌ بَعْدِى سَمِعَهُ مِنْهُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُّرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُو الزِّنَا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَذْهَبُ الرِّجَالُ وَتَبْقِى النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ اِمْرَاَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ ـ

১. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের কাছে এমন একটি হাদিস বর্ণনা করব, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি এবং আমার পরে কেউ তা তোমাদের কাছে বর্ণনা করেনি। আমি তাঁর কাছে শুনেছি যে, কিয়ামতের আলামতসমূহের অন্যতম হচ্ছে ইলম উঠে যাবে, মূর্খতা প্রকাশ পাবে, যিনা বিস্তৃত হবে, মদ্যপান প্রচলিত হবে, পুরুষ (এর সংখ্যা) হ্রাস পাবে, নারীরা অবশিষ্ট থাকবে, এমনকি পঞ্চাশজন নারীর জন্য একজন পুরুষ তত্ত্বাবধায়ক থাকবে। (মুসলিম ৭ম অ: ইল্‌ম পৃ: ১৮০)

৫৯৩. মদের সাথে সম্পৃক্ত দশ ব্যক্তির উপর লা'নত

(١) عَنْ اَنَسٍ(رضـ) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَسَاقِيْهَا وَبَائِعَهَا وَاٰكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِىْ لَهٗ ـ

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদের সাথে সম্পর্কিত দশ শ্রেণীর লোকদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন, তারা হলো : ১. মদ প্রস্তুতকারী, ২. মদ প্রস্তুতের পরামর্শদাতা, ৩. মদ পানকারী, ৪. মদ বহনকারী, ৫. যার নিকট মদ বহন করা হয়, ৬. মদ পরিবেশনকারী, ৭. মদ বিক্রেতা, ৮. মদের মূল্য গ্রহণকারী, ৯. মদ ক্রয়-বিক্রয়কারী, ১০.যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।

(ইবনে মাজাহ-৩৩৮১, তিরমিযী-১২৯৫)

৫৩. মুনাফিকের চরিত্র (خُلُقُ الْمُنَافِقِ)

৫৯৪. মুনাফিকের পরিচয়

'মুনাফিক' শব্দটি 'নিফাক' শব্দ থেকে উৎকলিত। نَفْقَةٌ শব্দের অর্থ সুড়ঙ্গ বা মাটির মধ্যে গর্ত করা। মুনাফিক বলতে বুঝায় বন্য ইঁদুর এমন গর্তে প্রবেশ করেছে, যার রয়েছে একটি প্রবেশ পথ ও একটি বহির্গমন পথ। নিফাক অর্থ

কপটতা অর্থাৎ মুখে এক কথা বলা এবং অন্তরে ভিন্নমত পোষণ করা। যারা এরূপ করে তাদেরকে কপট বা মুনাফিক বলা হয়। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুনাফিক ঐ সব লোককে বলা হয় যারা মুখে মুখে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে কিন্তু অন্তরে ঘোর অবিশ্বাস পোষণ করে। মুনাফিকের এই সব চরিত্র লেবাসধারী মুসলমানের মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে। তখন কাফের বেঈমানের চেয়ে ঐ মুনাফিক মুসলমানের জন্যে বেশি ভয়ংকর।

৫৯৫. মুনাফিকদের আচরণ

١. وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوْا إِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا إِنَّا مَعَكُمْ ۙ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ـ

১. যখন তারা মু'মিনগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি', আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি। (২–আল বাক্বারা : ১৪)

৫৯৬. মুনাফিকরা একে অপরের অংশ বিশেষ

(١) اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

১. মুনাফিক নর-নারীর গতিবিধি এক রকম; তারা অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজে বাধা দেয় এবং কল্যাণকর কাজ থেকে নিজেদের হাত ফিরিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, কাজেই আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই নাফরমান। (৯–সূরা তাওবাহ : ৬৭)

৫৯৭. মুনাফিকরা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ খরচ করতে চায় না

(١) فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا أَنْ يُّجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي

الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ـ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلاً وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ـ

১. (তাবুকের যুদ্ধে) যারা পিছনে রয়ে গেল তারা আল্লাহর রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করল। আর তাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অপছন্দ করল এবং তারা বলল, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন অত্যন্ত প্রখর। যদি তারা বুঝত! অতএব তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা প্রচুর কাঁদবে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ। (৯–সূরা তাওবাহ : ৮১-৮২)

৫৯৮. মুনাফিকের নিকৃষ্ট উদাহরণ

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْرُ اِلٰى هٰذِهٖ مَرَّةً وَّاِلٰى هٰذِهٖ مَرَّةً ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের উদাহরণ এমন কাম পীড়িতা (যৌনভোগী) চঞ্চলা ছাগলীর মতো, যে দু'টি নর ছাগলের দিকে দৌড়া-দৌড়ি করে, কখনও এটির দিকে ছুটে যায় আবার কখনও অপরটির দিকে দৌড়িয়ে আসে। (সহীহ মুসলিম)

৫৯৯. কুরআনে মুনাফিকের আলামত

(١) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ـ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ـ

১. কতক লোক বলে : আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে। যখন আপনার প্রতিপালকের কাছ থেকে কোনো সাহায্য আসে তখন তারা বলতে থাকে, আমরা তো তোমাদেরই সাথে ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা

আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন? অবশ্যই আল্লাহ জেনে নিবেন কারা বিশ্বাসী এবং নিশ্চয় জেনে নিবেন কারা মুনাফিক। (২৯-সূরা আনকাবুত : ১০-১১)

(٢) اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ـ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ـ يُرَاۤءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ـ مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ ـ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ـ

২. এই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাদেরকে ধোঁকার প্রতিফল প্রদান করবেন। তারা যখন সালাত পড়ার জন্য দাঁড়ায় তখন অনিচ্ছা ও শৈথিল্য সহকারে শুধু লোক দেখানোর জন্যে দাড়ায় এবং আল্লাহকে তারা কমই স্মরণ করে। তারা কুফুরী ও ঈমানের মাঝখানে দোদুল্যমান হয়ে রয়েছে; না পূর্ণভাবে এদিকে, না পূর্ণভাবে ওদিকে। বস্তুত আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার মুক্তির জন্য আপনি কোনো পথ পাবেন না। (৪-সূরা নিসা : ১৪২-১৪৩)

৬০০. মুনাফিকের দুটি মুখ

(١) عَنْ عَمَّارٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهٗ وَجْهَانِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانٌ مِن نَّارٍ ـ

১. আম্মার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দু'মুখ বিশিষ্ট (মুনাফিক) হবে, কিয়ামতের দিন তার আগুনের দু'টি মুখ হবে। (আবু দাউদ হাদীস-৪৮৭৩)

৬০১. মুনাফিকের ৩টি আলামত

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি : ১. কথা বললে মিথ্যা বলে, ২. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে ও ৩. তার কাছে কোনো আমানত রাখলে তার খিয়ানত করে। (মুসলিম ১ম খণ্ড, অ: ঈমান পৃ: ১৩৫, তিরমিযী ৫ম খণ্ড, অ: ঈমান পৃ: ৯৭)

৬০২. খাঁটি মুনাফিক

(١) اِذَا جَاۤءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ـ اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَاۤءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

১. যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল ﷺ। অথচ আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই তার রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তাঁরা তাদের শপথসমূহকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। অত:পর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে তা খুবই মন্দ কাজ। (৬৩–সূরা মুনাফিকূন : ১-২)

৬০৩. মুনাফিকের চারটি আলামত

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ـ

১. আদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, চারটি দোষ যার মধ্যে থাকে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত দোষগুলোর কোনো একটি থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. তার কাছে আমানত রাখলে সে তার খেয়ানত করে, ২. সে কথা বললে মিথ্যা বলে ৩. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে ৪. আর ঝগড়া করলে গালাগালী করে। (মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃ: নং-১৩৫)

এই হাদীস বর্ণনার পর রাসূল ﷺ নিম্নোক্ত উক্তি করেন–

وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ ـ

যদিও সে সাওম পালন করে সালাত আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে।

৬০৪. মুনাফিকের পরিণতি

(١) اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ - وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا -

১. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে, আর আপনি তাদের জন্য সাহায্যকারী হিসেবে কখনও কাউকে পাবেন না। (৪-সূরা নিসা : ১৪৫)

(٢) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط هِىَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ -

২. এই মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা দোযখের আগুনের ওয়াদা করেছেন, যাতে তারা চিরদিন অবস্থান করবে, তাই তাদের উপযুক্ত স্থান। তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব। (৯-সূরা তাওবা : ৬৮)

৬০৫. মুনাফিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

(١) يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

১. হে নবী! কাফির ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ করো এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করো। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। (৯-সূরা তাওবা : ৭৩)

৬০৬. মুনাফিকের মধ্যে দুটি স্বভাব থাকতে পারে না

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِىْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَّلاَ فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, এমন দুটি গুণ আছে যা মুনাফিকের মধ্যে একত্র হতে পারে না। ১. সুস্বভাব, ২. দ্বীনের যথার্থ জ্ঞান। (মিশকাত, তিরমিযী-২৬৮৪)

(٦) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَرْبَى الرِّبَا الْاِسْتِطَالَةُ فِىْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِحَقٍّ ـ

৬. সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করা হলো সবচেয়ে বড় আধিক্যতা, (অর্থাৎ কবীরা গুনাহ)। (আবু দাউদ হাদীস-৪৮৭৬)

রাসূল ﷺ-এর যুগে মুনাফিক নেতা ছিল (i) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (ii) ইবনে সুলুল।

৫৪. আত্মহত্যা (قَتْلُ الْاَنْفُسِ)

৬০৭. আত্মহত্যা কি

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা একটি চরম নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত কাজ। আত্মহত্যা হলো নিজে নিজেকে হত্যা করা। আল্লাহর দেয়া প্রাণ ও আয়ুষ্কাল একটি মস্ত বড় নিয়ামত এবং আখেরাতের জন্যে নেক কাজ করার সীমিত অবকাশ। একে যারা স্বহস্তে খতম করে, তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আত্মহত্যা মহাপাপ ও কবিরা গুনাহ। আত্মহত্যাকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

৬০৮. আত্মহত্যা না করার নির্দেশ

(١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ـ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ـ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ـ

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের সম্পদ পরস্পর অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। ব্যবসায় পরস্পরের সন্তোষের ভিত্তিতে হওয়া আবশ্যক। আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর দয়ালু। যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি ও যুলুমের মাধ্যমে এ কাজ করবে, তাকে আমি আগুনে পোড়াব। এ কাজ আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। (৪–সূরা নিসা : ২৯-৩০)

(٢) كَانَ بِرَجُلٍ جُرَاحٌ فَقَتَلَ فَقَالَ اللّٰهُ بَدَرَنِىْ عَبْدِىْ بِنَفْسِهٖ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ـ

২. এক ব্যক্তি আহত হয়েছিল। সে আত্মহত্যা করলে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা বড় তাড়াহুড়া করল। সে নিজেই নিজেকে হত্যা করল। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম। (সহীহ বুখারী)

৬০৯. আত্মহত্যা করার পরিণাম

(١) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُذِّبَ بِهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ -

১. সাবেত ইবনে দাহহাক নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে তাকে সে অস্ত্র দিয়েই দোযখের মধ্যে শাস্তি দেয়া হবে। (মুসলিম ১ম খণ্ড, অ: পৃ: নং১৬৬)

(٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلَّذِيْ يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَ الَّذِيْ يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ -

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ফাঁসি লাগিয়ে বা গলা টিপে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে অনুরূপভাবে শাস্তি দিবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বিধিয়ে আত্মহত্যা করে। জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে বর্শা বিঁধিয়ে শাস্তি দিবে। (সহীহ বুখারী)

(٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِهٖ يَتَوَجَّأُ وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا -

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে সে অস্ত্র তার হাতে থাকবে, জাহান্নামের মধ্যে সে অস্ত্র দ্বারা সে তার পেটে আঘাত করতে থাকবে, এভাবে সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে অবস্থান করে উক্ত বিষপান করতে থাকবে এবং সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

আর যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি সর্বদা পাহাড় থেকে জাহান্নামের আগুনে পতিত হতে থাকবে এভাবে সে ব্যক্তি সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (মুসলিম ১ম খণ্ড; পৃ: ১৬৬)

৫৫. পবিত্রতা (اَلطَّهَارَةُ)

৬১০. পবিত্রতা কি

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা ইবাদতের জন্যে জরুরি। সালাত পড়ার পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা। পাক-সাফ বা পবিত্র থাকলে দেহ-মন দু'টিই ভালো থাকে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি হচ্ছে পাক-পবিত্র থাকলে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধী হতে মুক্ত থাকা যায়। সুতরাং সর্বদিক হতেই ইসলামের এই বিধান সার্বজনীন।

৬১১. আল্লাহ পবিত্রতা অবলম্বনকারীকে ভালোবাসেন

(١)اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

১. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন আর পবিত্রতা অবলম্বন কারীকেও ভালোবাসেন। (২–সূরা বাক্বারা : ২২২)

৬১২. কুরআন স্পর্শের পূর্ব শর্ত পবিত্রতা

(١) اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ـ فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ـ لَايَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ـ

১. নিশ্চয় এটি এক অতীব মর্যাদাপূর্ণ কুরআন। এটি এক সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া এটা কেউ স্পর্শ করতে পারে না। (৫৬–সূরা ওয়াক্বিয়া : ৭৭-৭৯)

৬১৩. পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ

(١) يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ـ قُمْ فَاَنْذِرْ ـ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ـ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ـ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ـ

১. হে চাদরাবৃত! উঠুন ও সতর্ক করুন। আপনার পালকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আর আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (৭৪–সূরা মুদ্দাসসির : ১-৫)

(٢) عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلاٰنِ اَوْتَمْلاُ مَا بَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ الصَّلٰوةُ نُوْرٌ وَّ الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَ الْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا.

২. আবু মালিক আশয়ারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অংশ। আলহামদুলিল্লাহ বা আল্লাহর প্রশংসা মানুষের আমলের পাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়। সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ এ দু'টি ভরে দেয় অথবা (এর সাওয়াব) আসমান ও জমিনের মধ্যে যা আছে তাকে পূর্ণ করে দেয়। সালাত আলোকস্বরূপ, দান (দাতার) দলিল, ধৈর্য হলো জ্যোতি আর কুরআন হলো তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ সকালে ওঠে আপন আত্মাকে ক্রয়-বিক্রয় করে। হয় তাকে (এভাবে) মুক্তি করে না হয় ধ্বংস করে। (মুসলিম ২য় খণ্ড, অ: তাহারাত, পৃ: নং-৩১)

৬১৪. ইবাদাত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত পবিত্রতা

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَ لَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ -

১. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, পবিত্রতা ছাড়া কোনো সালাতই কবুল হয় না। আর হারাম মালের সদকাও গৃহীত হয় না। (তিরমিযী হাদীস-১ হাদীস সহীহ)

৬১৫. অপবিত্রতার জন্য কঠিন শাস্তি

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ -

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন, এই কবরদ্বয়ে শায়িত লোক দু'টির উপর আযাব হচ্ছে। তেমন কোনো বড় গুনাহের কারণে এ আযাব হচ্ছে না। (বরং খুবই ছোট গুনাহের দরুণ আযাব হচ্ছে, অথচ তা হতে বেঁচে

থাকা কঠিন ছিল না)। এদের একজনের আযাব হচ্ছে এ কারণে যে, সে প্রস্রাবের মলিনতা ও অপিত্রতা হতে বেঁচে থাকার অথবা পবিত্র থাকার কোনো চেষ্টাই করত না। আর দ্বিতীয়জনের উপর আযাব হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে চোগলখুরী করত। (মুসলিম ২য় খণ্ড, অ: তাহারাত, পৃ: নং-৭৮)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِى الْبَوْلِ -

২. আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : প্রস্রাবই বেশির ভাগ কবরের আযাবের কারণ হয়ে থাকে। (মুসনাদে আহমদ) (সহীহ : হাকেম-১৮৬)

৫৬. ওযূ (اَلْوُضُوْءُ)

৬১৬. ওযু কি

ওযু ব্যতীত সালাত হয় না। সালাতে আল্লাহর নিকট গৃহীত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো অযুর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। আর যদি কারো উপর গোসল ফরজ হয় তবে অযু-গোসল দুটিই করতে হবে। কেউ যদি গোসলের পূর্বে ওযু করে তবে গোসলের পরে ওযু না করলেও চলবে। নামাযী লোকের মুখমণ্ডল ও হাত পা ওযুর কারণে কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল ও চকচক করবে যা হাদীসে উল্লেখ আছে। আর এই চিহ্ন দেখে রাসূল ﷺ কিয়ামতের দিন অসংখ্য লোকের মধ্যে তাঁর উম্মতকে চিনতে পারবেন ও তাদের জন্যে সুপারিশ করবেন।

৬১৭. ওযূর চার ফরয

(١) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ -

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াবে (তার পূর্বে) তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করো। আর তোমরা তোমাদের মাথা মাসেহ করো এবং পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করো। (৫—সূরা মায়িদা : ৬)

৬১৮. ওযূর ফযীলত

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَارِ الْوَضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন আমার উম্মতকে ডাকা হবে, তখন ওযূর প্রভাবে তাদের হাত, পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও আলোকোদ্ভাসিত হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে সে যেন তার উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নেয়। (বুখারী ১ম খণ্ড; অ: ওযূ পৃ: নং-৯৬ ও মুসলিম ২য় খণ্ড; অ: পবিত্রতা পৃ: ৪৮) মিশকাত-২৭০)

৬১৯. ওযূ ছাড়া সালাত হবে না

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّاَ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির ওযূ ভঙ্গ হয়েছে, ওযূ না করা পর্যন্ত তার সালাত কবুল হবে না।

(মুসলিম ২য় খণ্ড অ: তাহারাত, পৃ: নং-৩২, মিশকাত-২৮০)

৬২০. ওযূর কারণে গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে

(١) عَنْ عُثْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوَضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهٖ

১. উসমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ওযূ করে এবং উত্তমরূপে ওযূ করে তার সমস্ত শরীর হতে গুনাহ ঝরে পড়ে এমনকি তার নখের নিচ হতেও। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত-২৬৪)

৫৭. গোসল (اَلْغُسْلُ)

৬২১. গোসল কি

নিয়তের সাথে সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করাকে গোসল বলে। ফরজ গোসলে নিয়ত অত্যাবশ্যক। তিন অবস্থায় গোসল ফরজ হয়– স্বপ্নদোষ, সহবাস জমহুরের মতে, দুই লজ্জাস্থান একত্র হলে গোসল ফরজ। এছাড়া দৈনন্দিন গোসল মুস্তাহাব। দুই ঈদের সালাতে ও জুমআর গোসল করা সুন্নাত। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া ওয়াজিব। গোসলের সময় ওযু করলে গোসলের পর পুনরায় আবার ওযু করতে হবে না।

৬২২. গোসলের বিধান

(١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَاجُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ـ

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশায় মাতাল অবস্থায় থাকো তখন সালাতের কাছেও যেও না। সালাত তখনই পড়বে যখন তোমরা যা বলছ তা বুঝতে পারো। অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থাতেও সালাতের কাছেও যেও না যতক্ষণ না তোমরা গোসল করবে। (৪–সূরা আন- নিসা : ৪৩)

(٢) وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ـ

২. আর যদি তোমরা অপবিত্র হয়ে থাক, তবে (গোসল করে) পবিত্র হয়ে নাও। (৫–সূরা মায়িদা : ৬)

(٣) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ حَتّٰى اِذَا ظَنَّ اَنَّهُ اَرْوٰى بَشَرَتَهُ اَفَاضَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهٖ وَقَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا ـ

৩. আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ যখন জানাবাতের (অপবিত্রতা দূর করণার্থে) গোসল করতেন, প্রথমে তিনি দুই হাত ধুতেন এবং সালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন। অত:পর তিনি (নিম্নরূপে) গোসল করতেন। দুই হাতের দ্বারা চুলগুলো খিলাল করতেন এবং যখন তিনি মনে করতেন মাথার চামড়া ভিজে গেছে, তখন তিনি মাথার উপরে তিনবার পানি ঢালতেন। অত:পর তিনি সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূল ﷺ একই পাত্র হতে গোসল করতাম এবং দু'হাত দ্বারা পানি নিয়ে নিজ নিজ শরীরে ঢালতাম। (বুখারী ১ম খণ্ড, অ: গোসল, পৃ: নং-১৫৪)

৬২৩.. যখন গোসল ফরয হয়

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فِىْ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَاِنْ لَّمْ يُنْزِلْ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রী লোকের চারটি শাখার মুখোমুখি বসে এবং প্রয়াস পায় (মহিলাদের যৌনাঙ্গের মধ্যে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করবে তখনই গোসল ওয়াজিব হবে) তখন সে অবস্থায় বীর্যপাত না হলেও গোসল ফরজ হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

(٢) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْاَةُ فَقَالَ تَرِبَتْ يَدَاكَ فَبِمَ يَشْبَهُهَا وَلَدُهَا

২. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলাইম একবার রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তাই মেয়েলোকের যখন স্বপ্নদোষ হয় তখন কি তার ওপর গোসল ফরয? রাসূল ﷺ বললেন হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখবে। (একথা শুনে) উম্মে সালামা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! মেয়েলোকেরও কি স্বপ্ন দোষ হয়? তিনি বললেন, তোমার উভয় হাত ধূলিময় হোক তাহলে সন্তান কিসের দ্বারা তার সদৃশ হয়। (বুখারী)

৬২৪. মহিলাদের ফরজ গোসল

(١) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ امْرَاَةٌ اَشَدُّ ضَفَرَ رَاْسِىْ اَفَاَنْقُضُهٗ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ لَا اِنَّمَا يَكْفِيْهِ اَنْ تَحْثِىْ عَلٰى رَاْسِكَ ثَلٰثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ ـ

১. উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাথার চুলে শক্ত বেনী বাঁধি। ফরয গোসলের জন্যে আমি তা খুলে ফেলব? রাসূল বললেন– না, তুমি মাথার উপরে তিন অঞ্জল পানি ঢালবে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। অত:পর তুমি তোমার সারা শরীরে পানি ঢালবে এবং পবিত্রতা অর্জন করবে। (সহীহ্ মুসলিম)

৬২৫. স্বামী-স্ত্রীর একত্রে গোসলের বিধান

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَّكِلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَاْمُرُنِىْ فَاَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُوْنِىْ وَاَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَاْسَهٗ اِلَىَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهٗ وَاَنَا حَائِضٌ ـ

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং নবী করীম ﷺ নাপাক অবস্থায় দু'জনই একই পাত্রে গোসল করতাম। আর আমার হায়েয অবস্থায় তিনি আমাকে নির্দেশ দিতেন, আমি শক্ত করে তহবন্ধ লজ্জাস্থানের উপরে কাপড় বেঁধে নিতাম এবং রাসূল ﷺ আমার সঙ্গে একত্রে শুইতেন। এ ছাড়া তিনি ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে তাঁর মাথা বের করে দিতেন আমি ঋতুবতী অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম। (বুখারী ১ম খণ্ড, অ: হায়েয প: ১৬৭, মুসলিম ২য় খণ্ড, অ: হায়েয, পৃ: নং ৮০)

৬২৬. ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে সহবাস

(١) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ (رضـ) اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِىْ مِنْ اِمْرَاَتِىْ وَ هِىَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِتَشُدَّ عَلَيْهَا اِزَارَهَا ثُمَّ شَانَكَ بِاَعْلَاهَا ـ

১. যায়িদ ইবনে আসলাম (রা) হতে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার স্ত্রী ঋতুবতী থাকে, তখন আমার তার সাথে কি ধরনের কাজ জায়েয হবে? রাসূল ﷺ বললেন, তার লজ্জাস্থানের উপরে কাপড় বেধে নাও। অত:পর তোমার জন্যে কাপড়ের উপরে (কামনা পূর্ণ করা) জায়েয আছে। (মুআত্তা ইমাম মালেক) (দারেমী, মিশকাত-৫১০ হাদীস সহীহ)

৫৮. তায়াম্মুম (اَلتَّيَمُّمُ)

৬২৭. তায়াম্মুম কি

তায়াম্মুম শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছে করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে পানি না পাওয়ার কারণে পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় (যেমন– বালু, পাথর, চুনা ও সুরমা) জিনিস দিয়ে নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহ মাসেহ করে পবিত্রতা অর্জন করা। তায়াম্মুম হচ্ছে ওযূ এবং গোসলের বিকল্প। মানুষ যখন কোনো কারণে পানি সংগ্রহ করতে কিংবা তা ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করতে অপারগ হয় তখন বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তায়াম্মুম করা হয়।

৬২৮. তায়াম্মুমের বিধান ও তায়াম্মুম যখন করবে

(١) وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ـ

১. যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব পায়খানা করে আসে কিংবা তোমরা নারী স্পর্শ কর এবং পানি না পাও, তাহলে তোমরা পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। তা দ্বারা তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদয় মাসেহ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দয়াবান ও ক্ষমাশীল। (৪–সূরা নিসা : ৪৩)

৬২৯. তায়াম্মুম উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য বিশেষ অনুগ্রহ

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلاَئِكَةِ وَ جُعِلَتْ لَنَا الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَّ جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ ـ

১. হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, তিনটি বিষয়ে সমগ্র মানবজাতির উপরে আমাদের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ১. সালাতে আমাদের সারি বেঁধে দাঁড়ানো ফেরেশতাদের সারির ন্যায় করা হয়েছে; ২. আর সমগ্র পৃথিবীকে আমাদের জন্যে মসজিদ তুল্য করা হয়েছে; ৩. আর যখন পানি না পাওয়া যাবে তখনই মাটি আমাদের জন্যে পবিত্রতাকারী হবে। (সহীহ্ মুসলিম)

৬৩০. ১০ বছর পর্যন্তও তায়াম্মুম করা যাবে

(١) عَنْ اَبِىْ ذَرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَسَّهُ بِشَرَهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ .

১. আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, পবিত্র মাটি মুসলমানের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম, দশ বছর পর্যন্ত পানি পাওয়া না গেলেও। অবশ্য পরে যদি কখনো পানি পাওয়া যায় তখনই সেই পানি দিয়ে স্বীয় শরীর পবিত্র করে নেবে। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী-১২৪, আবু দাউদ-৩৫৭ হাদীস সহীহ)

৫৯. মিসওয়াকের গুরুত্ব (اَهَمِيَّةُ السِّوَاكِ)

৬৩১. মিসওয়াকের পরিচয়

প্রত্যেক সালাতের পূর্বে ওযূতে মিসওয়াক করা সুন্নাত। অন্য সময় মিসওয়াক মুস্তাহাব। মুখের পবিত্রতা রক্ষা এবং দাঁত ও পেটের পীড়া হতে বাঁচার জন্য দাঁত ও জিহ্বা পরিষ্কার রাখা অপরিহার্য। মিসওয়াক করার ব্যাপারে রাসূল ﷺ অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিতা গাছের ডালের মিসওয়াকই উত্তম। মোটায় শাহাদাত আঙ্গুলের মতো এবং লম্বায় এক বিঘত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পবিত্র লোমের বা নাইলনের ব্রাশ এবং পাক বস্তুর টুথপেস্ট বা পাউডার ব্যবহারেও কোনো দোষ নেই। তবে গাছের ডাল দ্বারা মিছওয়াক করা উত্তম। তা হাদীস ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও।

৬৩২. মিসওয়াকের গুরুত্ব

(١) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَ مَرْتُهُمْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের উপরে অতি কষ্ট চাপিয়ে দেয়ার আশংকা যদি আমার না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে নির্দেশ দিতাম এশার সালাত বিলম্ব করে পড়ার এবং প্রতি ওয়াক্ত সালাতে মিসওয়াক করার। (মুসলিম ২য় খণ্ড, অ: তাহারাত, পৃ: নং-৫২)

৬৩৩. রাসূল ﷺ গৃহে প্রবেশ করেই মিসওয়াক করতেন

(١) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيْ (رض) قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ (رض) بِاَيِّ شَيْئٍ كَانَ يَبْدَاُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهٗ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ ـ

১. শুরাই ইবনে হানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল ﷺ ঘরে প্রবেশ করে প্রথম কোন কাজটি করতেন? আয়েশা (রা) উত্তর দিলেন যে, তিনি মিসওয়াক করতেন। (মুসলিম ২য় খণ্ড, অ: তাহারাত পৃ: নং-৫২

৬৩৪. রাসূল ﷺ শেষ রাতে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করতেন

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ ـ

১. হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখনই তাহাজ্জুদের জন্য রাতে জাগতেন, তখন প্রথমেই তিনি মিসওয়াক দ্বারা মুখ পরিষ্কার করে নিতেন। (মুসলিম ২য় খণ্ড, অ: তাহারাত পৃ: নং-৫২)

৬০. পিতা-মাতার অধিকার (حُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ)

পিতা-মাতার ওসিলায় দুনিয়াতে সন্তানের আগমন। সন্তান জন্মাবার বহু আগ থেকেই মাতা পিতা সন্তানের কল্যাণের জন্যে নিজের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে সকল প্রকার দু:খ-কষ্ট আনন্দের সাথে বরণ করে নেয়। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অবদান কখনও ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়; এ জন্যই সন্তানের কাছে পিতা-মাতার অধিকার সবচেয়ে বেশি। আল্লাহর হক তথা ইবাদাত বন্দেগীর পরেই পিতা-মাতার হক আদায়ের গুরুত্ব মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল। আল্লাহকে খুশি করার জন্য পিতা-মাতাকে আমাদের ব্যবহার এবং কার্যাবলি দ্বারা খুশি করতে হবে। তাদের প্রতি অনুগত থাকা আল্লাহরই নির্দেশ। পিতা-মাতা আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত। ছোটকালে যারা পিতা-মাতা হারান তারাই বুঝতে পারেন, পিতা-মাতা কত বড় নিয়ামত। পৃথিবীর সব ধর্মই নির্দেশ করে পিতা-মাতাকে মান্য করতে হবে। সুতরাং একজন মুমিন হিসেবে পিতা-মাতার যথাযথ সেবা করা ফরয। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া মানেই কবিরা গুনাহ।

৬৩৫. পিতামাতার সাথে ভালো আচরণ করা

(١) وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا .

১. আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কোনো বস্তুকে শরীক করো না এবং পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণ করো। (৪–সূরা নিসা : ৩৬)

(٢) وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ . حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ .

২. আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সম্পর্কে আদেশ করেছি। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভধারণ করেছেন। দুই বছর পর্যন্ত তাকে স্তন্য দান করেছেন। তোমরা আমার এবং তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৩১–সূরা লুকমান : ১৪)

৬৩৬. সন্তানের দুধ ছাড়াতে সময় লাগে ৩০ মাস

(١) وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا . حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا . وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا . حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ

وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ـ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ ـ

১. আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তারা যেন পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। (কেননা) তার মাতা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়তে সময় লেগেছে ত্রিশ মাস। শেষ পর্যন্ত যখন সে শক্তি অর্জন করল এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছলো, তখন সে বলল, হে আমার রব! তুমি আমাকে তৌফিক দাও আমি যেন তোমার সেই সব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। (৪৬–সূরা আহকাফ : ১৫)

৬৩৭. পিতামাতার উদ্দেশ্যে উহ্ পর্যন্তও না বলা

(١) وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْاۤ اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ـ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ـ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ـ

১. আর তোমার প্রতিপালক এ আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ভিন্ন অপর কারো ইবাদত করো না। আর পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণ করো। যদি তাঁদের একজন কিংবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাঁদের উদ্দেশ্যে কখনো 'উহ' পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে ধমক দিও না, বরং তাদের সাথে মার্জিত ভাষায় কথা বল। আর তাদের উদ্দেশ্যে অনুগ্রহে বিনয়ের বাহু অবনমিত করো। আর বল, হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়কে অনুগ্রহ করো, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন। (১৭–সূরা বনি ইসরাঈল : ২৩-২৪)

৬৩৮. তিনটি কাজ হারাম ও তিনটি অপছন্দীয়

(١) عَنْ الْمُغِيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَ مَنَعَ وَ هَاتِ وَوَاْدَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَ قَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ ـ

১. মুগীরা (রা) রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা মায়েদের নাফরমানী করা, হকদারের হক না দেয়া এবং কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য গল্প-গুজবে মত্ত হওয়া, অতিরিক্ত সওয়াল করা এবং মাল-সম্পদ নষ্ট করাকে অপছন্দ করেছেন। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার-ব্যবহার পৃ: ৩৯৩)

৬৩৯. মাতা-পিতার আনুগত্য যখন করা যাবে না

(١) وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا ـ

১. আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। আর যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে আমার সাথে শিরক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের (শিরকী কাজে) আনুগত্য করো না। (২৯–সূরা আনকাবুত : ৮)

৬৪০. মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত

(١) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ (رضـ) اَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَدْتُّ اَنْ اَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ اَسْتَشِيْرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ؟ فَقَالَ نَعَمْ، قَالَ فَالْزَمْهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا ـ

১. মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমা থেকে বর্ণিত। জাহিমা (রা) একবার নবী ﷺ-এর কাছে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি এবং এ ব্যাপারে আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তাকেই ধরে রাখ। কেননা জান্নাত তাঁর পায়ের কাছেই রয়েছে।

(নাসায়ী-৩১০৪, ইবনে মাজাহ-২৭৮১ হাসান সহীহ)

৬৪১.পিতামাতাকে দান করা

(١) قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ـ

১. হে রাসূল! বলে দিন, তোমরা যদি কিছু আর্থিকভাবে দান করে থাক তা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজনকে দান করো। (২–সূরা বাক্বারা : ২১৫)

৬৪২. পিতামাতার জন্য দোয়া করা

(١) رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ـ

১. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে হিসাবের দিন ক্ষমা করে দিও। (১৪—সূরা ইব্রাহীম : ৪১)

(٢) رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ـ

২. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও আমার গৃহে মু'মিনরূপে প্রবেশকারীদেরকে এবং সকল মুমিন নর-নারীকে ক্ষমা করো। (১৭—সূরা নূহ : ২৮)

(٣) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ـ

৩. হে আল্লাহ! আমার পিতামাতার প্রতি সে রকম অনুগ্রহ কর, যে রকম অনুগ্রহ করে তারা আমার ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন। (১৭—সূরা বনী ইসরাঈল : ২৪)

৬৪৩. রাসূল ﷺ যাকে হতভাগা বলেছেন

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ اَنْفُهٗ رَغِمَ اَنْفُهٗ رَغِمَ اَنْفُهٗ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে হতভাগ্য ব্যক্তিটি কে? রাসূল ﷺ বললেন, সে হলো সেই ব্যক্তি যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) বেহেশতে যেতে পারল না। (মুসলিম ৭ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৯০, মিশকাত হাদীস-৪৬৯৫)

৬৪৪. মায়ের প্রতি সন্তানের হক বেশি

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اَبُوْكَ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের হকদার কে? রাসূল ﷺ বলেন তোমার মা। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল, অত:পর কে? রাসূল ﷺ বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল, অত:পর কে? রাসূল ﷺ বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, অত:পর কে? এবারে নবী করীম ﷺ জওয়াব দিলেন যে, তোমার বাবা।

(মুসলিম ৭ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৮৫, বুখারী ৯ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৩৯০, মিশকাত হাদীস-৪৬৯৪)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَ تَرَكَ اَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ فَقَالَ اِرْجِعْ اِلَيْهِمَا وَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا ـ

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে হিজরতের উদ্দেশ্যে বাইয়াত করার জন্যে নবী করীম ﷺ এর নিকট এসে উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : ফিরে যাও তোমার পিতা-মাতার কাছে এবং তাদেরকে খুশি করে এসো যেমনভাবে তাদেরকে কাঁদিয়ে এসেছ। (আদাবুল মুফরাদ)

৬৪৫. পিতার খেদমত হচ্ছে বড় জিহাদ

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ اُجَاهِدُ قَالَ لَكَ اَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমি কি জিহাদ করব? তিনি বললেন : তোমার পিতা-মাতা (বেঁচে) আছেন কি? লোকটি জবাব দিল হ্যাঁ (বেঁচে) আছেন। রাসূল ﷺ বললেন : তবে তাদের দু'জনের মধ্যে জিহাদ করো। অর্থাৎ তাদের দু'জনের খেদমত করো এটাই তোমার জন্যে জিহাদ হবে। (বুখারী ৯ম খণ্ড; অ: আচার-ব্যবহার পৃ: ৩৯০)

৬৪৬. পিতা-মাতার প্রতি লা'নত করা কবীরা গুনাহ

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَّلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ فَيَسُبُّ أَبَاهُ يَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ ـ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো– কোনো লোক তার পিতা-মাতার উপর লা'নত বা অভিসম্পাত করা। জিজ্ঞেস করা হলো- হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে একজন লোক তার পিতা-মাতার উপর লা'নত করতে পারে? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন : একজন অপর জনের মাতা-পিতাকে গালি দেয়। তখন সেও ঐ লোকের পিতা-মাতাকে গালি দেয়। (সহীহ্ বুখারী ৯ম খণ্ড; অ: আচার-ব্যবহার পৃ: ৩৯০ মিশকাত হাদীস-৪৬৯৯)

৬৪৭. পিতামাতা হচ্ছে সন্তানের বেহেশত ও দোযখ

(١) عَنْ أَبِى أُمَامَةَ (رضـ) أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاحَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَىٰ وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ـ

১. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি হক আছে? তিনি বললেন, তারা তোমার বেহেশত ও তারা তোমার দোযখ।

(ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৬৬২ হাদীসটি দুর্বল, মিশকাত-৪৯৪১ হাদীসটি যঈফ)

৬৪৮. দুধ মা হালিমার সাথে রাসূল ﷺ-এর আচরণ

(١) عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ (رضـ) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعْرَانَةِ إِذَا أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ حَتّٰى دَنَتْ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَبَسَطَ لَهَا رِدَائَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِىَ قَالُوْا هِىَ أُمُّهُ الَّتِىْ أَرْضَعَتْهُ ـ

১. আবু তোফায়েল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে জিয়ারানা নামক স্থানে গোশত বন্টন করতে দেখলাম। এমন সময় জনৈকা মহিলা এসে তাঁর নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের চাদর বিছিয়ে দিলে তার উপর তিনি বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে? লোকেরা বলল তিনি হলেন তাঁর মা যিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন (হালিমা (রা)। (আবু দাউদ-৫১৪৪ সনদ দুর্বল)

৬৪৯. পিতামাতা কাফির হলেও তাদের সম্মান করতে হবে

(١) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَـهْدِ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِىَ رَاغِبَةٌ اَفَاُصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِيْهَا ـ

১. আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা আমার কাছে আসলেন। তিনি ছিলেন মুশরিকা। এ ঘটনা ঐ সময়ের যখন কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল। আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম– হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার মা আমার কাছে এসেছেন অথচ তিনি ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট। সুতরাং আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন- হ্যাঁ, তাঁর সাথে উত্তম আচরণ করো। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার-ব্যবহার, পৃ: ৩৯৪)

৬৫০. মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়ার শাস্তি দুনিয়াতেই ভোগ করতে হয়

(١) عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَا شَاءَ اِلاَّ عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ ، فَاِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ ـ

১. আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাতা-পিতার অবাধ্যতা ছাড়া অন্য যে সকল গুণাহ রয়েছে, এগুলোর মধ্যে থেকে অনেক গুণাহই আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু মাতা-পিতার অবাধ্যকে আল্লাহ মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়ে ছাড়েন। (বায়হাকী হাদীস-৭৮৯০ হাদীস দুর্বল, মিশকাত-৪৭২৮)

৬১. আত্মীয়-স্বজনের অধিকার (حُقُوْقُ الْاَقَارِبِ)

আত্মার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে আত্মীয় বলা হয়। আত্মীয়তা সাধারণত রক্ত কিংবা বংশ এবং বৈবাহিক সূত্রে সৃষ্ট সম্পর্ককে বলা হয়। অনেক সময় বন্ধুত্বকেও আত্মীয়তার পর্যায়ে গণ্য করা হয়। বরং তা কখনো কখনো আরও অধিকতর সম্পর্কে পরিণত হয়, যদি এ সম্পর্ক ইসলামী আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যেমন গড়ে উঠেছিল মদীনায় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে একটি অতুলনীয় নিবিড় আত্মার সম্পর্ক।

আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম رَحْمٰنٌ (রহমান)। এ শব্দটি رِحْمٌ (রিহমুন) ধাতু হতে উৎপত্তি। এর অর্থ আত্মীয়তা। সুতরাং যে আত্মীয়তার অধিকার আদায় করে সে যেন আল্লাহর অধিকার আদায় করে।

৬৫১. আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা ফরজ

(١) وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ـ

১. তোমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায় করো এবং অভাবী ও মুসাফিরদের হক আদায় করো। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। (১৭–সূরা ইসরাঈল : ২৬)

(٢) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ـ

২. হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তার থেকে তাঁর সঙ্গীনী (হাওয়া)-কে সৃষ্টি করেছেন, আর বংশ বৃদ্ধি করেছেন, তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হক) দাবি করে থাক এবং আত্মীয়তার (হক বিনষ্ট করা) হতে ভয় করো; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকলের খবরা-খবর রাখেন। (৪–সূরা নিসা : ১)

(٣) وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

৩. আর হে নবী! আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য হক দিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্যে উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর তারাই হলো সফলকাম। (৩০–সূরা রুম : ৩৮)

৬৫২. মুমিনদের জন্য নবীর স্ত্রীরা মাতৃতুল্য

(١) اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا .

১. নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা বেশি হকদার এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা থেকেও। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মু'মিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরে অধিক হকদার। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য করতে চাও, তবে করতে পার। এটা লাওহে মাহ্ফুযে (সংরক্ষিত ফলকে) লিখিত আছে। (৩৩–সূরা আহ্যাব : ৬)

৬৫৩. আত্মীয়-স্বজনকে আল্লাহর ভয় দেখানো

(١) وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ . وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

১. (হে নবী!) তুমি (সর্বপ্রথম) তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করো এবং তোমার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি নম্র ব্যবহার করো। (২৬–সূরা শুআরা : ২১৪-২১৫)

৬৫৪. নিকট আত্মীয়ের জন্য অসিয়ত করা

(١) كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ .

১. তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন-সম্পত্তি রেখে গেলে তার পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়দের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ওসীয়ত করাকে তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে। এটা মুত্তাকী লোকদের নির্দিষ্ট অধিকার বিশেষ। (২–সূরা বাক্বারা : ১৮০)

৬৫৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় করা

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلرَّحِمُ شُجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهٗ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهٗ .

১. আয়েশা (রা) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন : রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা (রহমানের সাথে মিলিত) ঢাল স্বরূপ। যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখে আমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখি । আর যে লোক তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার-ব্যবহার পৃ: ৩৯৮)

৬৫৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জাহান্নামে যাবে

(١) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رضـ) اَخْبَرَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ـ

১. যুবাইর ইবনে মুতয়ীম (রা) বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার-ব্যবহার পৃ: ৩৯৬) মিশকাত হাদীস-৪৭০৫)

৬৫৭. আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের উপকারিতা

(١) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّبْسَطَ لَهٗ فِىْ رِزْقِهٖ وَيُنْسَاَلَهٗ فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ ـ

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিযিক বেড়ে যাক এবং তার হায়াত দীর্ঘায়িত হোক, সে যেন আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করে। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: সদ্ব্যবহার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, পৃ: নং-৯৫) মিশকাত হাদীস-৪৭০১)

৬৫৮. আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ঠিক নয়

(١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى (رضـ) سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ ـ

১. আবদুর রহমান ইবনে আবি আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যেই সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী লোক আছে সেই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয় না। (বায়হাকি, শুয়াবুল ঈমান হাদীস-৭৫৯০, মিশকাত-৪৭১৪ হাদীস দুর্বল)

৬৫৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে আল্লাহ সম্পর্ক ছিন্ন করেন

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَّ صَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ ـ

১. আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : رَحِمٌ (রাহিম) বা আত্মীয়তা আরশের সাথে ঝুলানো আছে, সে বলে, "যে আমাকে (আত্মীয়কে) মিলিয়ে রাখবে, আল্লাহ তাকে মিলিয়ে রাখুন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তাকে ছিন্ন করুন। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার পৃ: ৯৪ (বুখারী, মিশকাত হাদীস-৪৭০৪)

৬৬০. আত্মীয়রা সম্পর্ক ছিন্ন করলেও নিজে সম্পর্ক বজায় রাখবে

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِىْ وَاُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيَسِيْئُوْنَ اِلَىَّ وَاَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَ لاَيَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার এমন কিছু আত্মীয় আছে, যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলি, আর তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি, কিন্তু তারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আমি সহিষ্ণুতার সাথে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেই, কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খের মতো ব্যবহার করে। (এখন আমি কি করব?) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি ঘটনা এমনই হয়ে থাকে যা তুমি বলেছ, তাহলে তুমি যেন তাদের উপর উত্তপ্ত ছাই নিক্ষেপ করছ। অর্থাৎ তোমার ধৈর্যের আগুন তাদেরকে শেষ করে দিবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার সাথে তাদের বিরুদ্ধে একজন সাহায্যকারী (ফেরেশতা) মজুদ থাকবে । (মুসলিম ৭ম খণ্ড; অধ্যায় সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার পৃ: ৯৩, মিশকাত হাদীস-৪৭০৭)

৬২. প্রতিবেশীর অধিকার (حُقُوْقُ الْجَوَانِبِ)

جَارٌ আরবি শব্দের অর্থ প্রতিবেশী। যারা বাড়ি বা বাসার চারপাশে বাড়ি বেধে অথবা বাসা ভাড়া করে বসবাস করে তাদেরকে প্রতিবেশী বলা হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, চারপাশের চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত যারা বাস করে তারা সকলেই প্রতিবেশী। আধুনিক যুগে বহুতলবিশিষ্ট এ্যাপার্টমেন্ট এবং ফ্ল্যাট এর মধ্যে বসবাসকারীও পরস্পর পরস্পরের প্রতিবেশী। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন : প্রতিবেশী তিন প্রকার। যেমন– ১. আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী। ২. অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী এবং ৩. অমুসলিম প্রতিবেশী। এদের অধিকারও ঘনিষ্ঠতার দিক থেকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। মূলত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও এলাকা নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম।

৬৬১. প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ে আল্লাহর নির্দেশ

(١) وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

১. তোমরা পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকিন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার করো। (৪–সূরা নিসা : ৩৬)

৬৬২. প্রতিবেশীর হক আদায়ের জিব্রাইল (আ)-এর ওসিয়াত

(١) عَنْ عَائِشَةَ وَ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَازَالَ جِبْرَائِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ -

১. আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন: জিব্রাঈল (আ) প্রতিনিয়তই আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে তাকীদ দিচ্ছিলেন। এমন কি আমার ধারণা জন্মেছিল হয়ত প্রতিবেশীকে সম্পত্তিতে হকদার (ওয়ারেছ) করা হবে। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার-ব্যবহার, পৃ: ৪০৯; মুসলিম ৭ম খণ্ড: অ: সদ্ব্যবহার, পৃ: নং-১৪১)

৬৬৩. প্রতিবেশীর অনিষ্ট করা ঠিক নয়

(١) عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ لَا يَاْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ ـ

১. আবু শুরাইহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাহাবাদের মজলিসে) বললেন, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, সে লোকটি কিছুতেই ঈমানদার নয়, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, সে লোকটি কিছুতেই ঈমানদার নয়, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, সে লোকটি কিছুতেই ঈমানদার নয়। সাহাবীদের মধ্য হতে একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (এমন হতভাগ্য) লোকটি কে? রাসূল ﷺ বললেন, যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না। (বুখরী ৯ম খণ্ড, অ: আচার-ব্যবহার পৃ:-৪০৯)

৬৬৪. মুখের ভাষা দ্বারাও জান্নাতে যাওয়া সম্ভব

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ اَنَّهَا تُؤْذِىْ جِيْرَانِهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِىَ فِى النَّارِ ـ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ قِلَّةُ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَاَنَّهَا تَصَدَّقَ بِالْاَثْوَارِ مِنَ الْاَقْطِ وَ لَاتُؤْذِىْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانِهَا قَالَ هِىَ فِى الْجَنَّةِ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! অমুক স্ত্রী লোকটি অধিক নফল সালাত, অধিক নফল রোযা ও অধিক দান খয়রাতের জন্যে বিখ্যাত; কিন্তু সে তার প্রতিবেশীদেরকে জিহবা দ্বারা কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: সে জাহান্নামী। সে আবার আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! অমুক স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সে নফল সালাত কম পড়ে, নফল রোযা কম রাখে এবং কম দান করে কিন্তু মুখের ভাষা দিয়ে কোনো প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে জান্নাতবাসীনী। (মিশকাত, আহমদ, তামামুল মিন্না-১৩৬ হাদীস সহীহ)

৬৬৫. সৌভাগ্যের তিনটি জিনিস

(١) عَنْ نَافِعٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ اَلْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَ الْمَرْكَبُ الْهَنِئُ ـ

১. নাফে (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, তিনটি জিনিস মুসলমানের সৌভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত– ১. প্রশস্ত বাসস্থান, ২. সৎ প্রতিবেশী, ৩. চমৎকার সোয়ারী (যানবাহন)। (আল আদাবুল মুফরাদ)

৬৬৬. প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেয়া

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে পেট পুরে ভক্ষণ করে, আর তার-ই পার্শ্বে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, সে ঈমানদার নয়। (বায়হাকী, মিশকাত হাদীস-৪৭৭৪ সহীহ)

৬৬৭. নিকটবর্তী প্রতিবেশীই বেশি হকদার

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَاِلٰى اَيِّهِمَا اُهْدِىَ ـ قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا ـ

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, একদা তিনি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে, এর মধ্য হতে কাকে আমি হাদীয়া প্রেরণের ব্যাপারে প্রাধান্য দিব? রাসূল ﷺ বললেন, দরজার দিক দিয়ে যে বেশি তোমার নিকটবর্তী। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার-ব্যবহার পৃ: নং-৪১১)

৬৬৮. কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদের হিসাব হবে

(١) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ جَارَانِ ـ

১. উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন যে দু'ব্যক্তির মামলা সর্বপ্রথমে পেশ করা হবে তারা হলো দু'জন প্রতিবেশী। (মিশকাত হাদীস-৪৭৮২, আহমদ হাদীস সহীহ)

৬৬৯. তরকারীতে পানি বেশি দিবে প্রতিবেশীর জন্য

(١) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَ هَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ ـ

১. আবু যর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি তরকারী পাকাবে, তখন তাতে কিছু অতিরিক্ত পানি দিবে, যাতে করে তুমি তোমার প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নিতে পার। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: সদ্ব্যবহার পৃ: নং-১৪১)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَانِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَاوَلَوْفِرْسِنَ شَاةٍ ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে মুসলিম রমণীরা! তোমরা প্রতিবেশীর বাড়িতে সামান্য বস্তু পাঠানোকে তুচ্ছ মনে করবে না। এমনকি তা যদি বকরীর পায়ের সামান্য অংশও হয়। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার-ব্যবহার, পৃ: ৪১০)

৬৭০. প্রতিবেশীর দৃষ্টিতে ভালো হওয়া

(١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ لِىْ اَنْ اَعْلَمَ اِذَا اَحْسَنْتُ وَاِذَا اَسَاْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ اِذَاسَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ اَحْسَنْتَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ وَ اِذَا سَمِعْتَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ اَسَاْتَ فَقَدَ اَسَاْتَ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর নিকট আরয করল : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি ভালো করছি না মন্দ করছি তা আমি কি করে জানব? নবী করীম ﷺ বলেন, যখন তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনবে যে, তুমি ভালো করছ, তবে প্রকৃতই তুমি ভালো করেছ। আর যখন প্রতিবেশী বলবে তুমি মন্দ করছ, তবে মনে করবে ঠিকই তুমি মন্দ কাজ করছ। (ইবনে মাজাহ-৪২২৩, মিশকাত-৪৯৮৮)

৬৭১. প্রতিবেশীকে কষ্টদানকারী জাহান্নামী

(١) عَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ـ

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম)

৬৩. নারীর অধিকার (حُقُوْقُ النِّسَاءِ)

ইসলামই সর্বপ্রথম নারীর মর্যাদা দিয়েছে। সমাজে নারীর মর্যাদা দান রাসূল ﷺ-এর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার। ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল পুরুষদের ভোগের সামগ্রী মাত্র। পুরুষ যেভাবে চাইত নারীকে সেভাবে ভোগ করত। এতে নারীর কোন মানবিক মর্যাদাও ছিল না। ইসলাম পূর্বযুগে অন্য কোনো ধর্মই নারীকে উপযুক্ত মর্যাদা দানের ব্যবস্থা করেনি। প্রাক ইসলাম যুগে আরবের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা এত নিম্নস্তরে ছিল যে, কন্যা সন্তানের জন্ম ছিল আরব সমাজে অভিসম্পাত স্বরূপ। এ অভিশাপ এড়াবার জন্য পিতা তার কন্যাকে জীবন্ত কবর দিত। এ ঘৃণ্যতম অবস্থা হতে নারী জাতিকে কল্যাণময়ী ও পুণ্যময়ী রূপ দিয়ে গৌরবের উচ্চস্থানে উন্নত করে সত্যিকারার্থে যথাযথ মায়ের মর্যাদা দিয়েছে ইসলাম। কুরআনে বেশ কয়েকটি সূরায় নারীর মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। যেমন– সূরা নিসা, নুর, আহযাব ও হুজরাত। এগুলো মুখস্থ করা, অনুবাদ ও তাফসীরসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা পড়া প্রতিটি নর-নারীর জন্য উচিত।

৬৭২. নারীর অধিকার প্রদানে আল্লাহর নির্দেশ

(١) يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَتَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآاٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ

১. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা মোটেই বৈধ নয়। আর তোমরা যে মোহরানা তাদেরকে দিয়েছ তার কিছু

অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাৎ করাও তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তবে তারা যদি কোনো সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতার কাজে লিপ্ত হয় (তাহলে অবশ্য তোমরা তাদেরকে কষ্ট দেয়ার অধিকারী হবে।) নারীদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করো। অত:পর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়তো এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। (৪-সূরা নিসা : ১৯)

৬৭৩. নারীর মোহ্রানা আদায় কর

(১) وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ـ

১. তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তাদের মোহ্রানা খুশি মনে দিয়ে দাও। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করতে পার। (৪-সূরা নিসা : ৪)

৬৭৪. নারীর আয় নারীর জন্য পুরুষের আয়া পুরুষের জন্য

(১) لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَثُرَ ط نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ـ

১. পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদের যেমন– অংশ আছে তেমনি নারীদেরও অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশি হোক। এ অংশ নির্ধারিত। (৪-সূরা নিসা : ৭)

৬৭৫. নারী-পুরুষ একে অপরের পোশাক স্বরূপ

(১) اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ـ

২. রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোশাক স্বরূপ এবং তোমরাও তাদের পোশাক স্বরূপ। (২-সূরা বাক্বারা : ১৮৭)

৬৭৬. নারী-পুরুষ সমান অধিকার

(١) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ـ

১. সে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক, যদি কোনো সৎ কাজ করে এবং ঈমানদার হয় তবে তারা জান্নাতে যাবে এবং তাদের সামান্যতম ও জুলুম করা হবে না। (৪–সূরা নিসা : ১২৪)

(٢) وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

২. পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী। (২–সূরা বাক্বারা : ২২৮)

(٣) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآاُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ـ

৩. অত:পর উত্তরে তাদের প্রতিপালক বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে কারো আমলকে নষ্ট করে দিব না-পুরুষ হোক কিংবা নারী, তোমরা তো সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত লোক। (৩–সূরা ইমরান : ১৯৫)

৬৭৭. পরিবার-পরিজনের প্রতি সদয় হওয়া

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ وَاِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ ـ

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে তার পরিবার-পরিজনের নিকট উত্তম, আমি আমার পরিজনের কাছে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম, আর তোমাদের কোনো সঙ্গী যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন তাকে তোমরা ক্ষমা করে দিবে। (তার সম্পর্কে খারাপ উক্তি করবে না)। (তিরমিযী-৩৮৯৫ হাদীস সহীহ)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَ اَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهٖ ـ

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম এবং যে তার পরিবার-পরিজনের (স্ত্রী-পুত্রদের) প্রতি সদয়। (সহীহ তিরমিযী-২৬১২ হাদীস দুর্বল)

৬৭৮. পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর প্রধান্য না দেয়া

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ كَانَتْ لَهُ اُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يَهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِى الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তির ঘরে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে যেন তাকে জাহেলিয়াত যুগের ন্যায় জীবিত কবর না দেয় এবং তাকে তুচ্ছ মনে না করে, আর পুত্র সন্তানকে উক্ত কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে বেহেশত দান করবেন। (আবু দাউদ-৫১৪৬, মিশকাত-৪৯৭৯)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ جَائَتْنِىْ اِمْرَاَةٌ وَمَعَهَا اِبْنَتَانِ لَهَا تَسْاَلُنِىْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِىْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ اِبْنَتَيْهَا وَلَمْ تَاْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِىَ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْئٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ ـ

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একজন বিপন্ন মহিলা তার দু'টি কন্যা সন্তানসহ আমার কাছে কিছু পাওয়ার আশায় এসেছিল; কিন্তু আমার কাছে তখন একটি খুরমা ব্যতীত অন্য কোনো খাদ্য ছিল না। আমি তা তাকে

দিলাম। মহিলা খুরমাটি দু'ভাগ করে দুই কন্যাকে দিল এবং নিজে কিছু খেল না। অত:পর সে চলে যাওয়ার পরপরই নবী ﷺ ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আমি তাকে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বললাম। রাসূল ﷺ শুনে বললেন, যাকে আল্লাহ্ এ ধরনের কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেছেন, অত:পর সে যেন কন্যাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। (কিয়ামতে) এ কন্যাই তার জন্যে দোযখের ঢালস্বরূপ হবে। (বুখারী ৯ম খণ্ড; অ: আচার ব্যবহার, পৃ: নং৪০১)

৬৭৯. কন্যা সন্তানের উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত

(١) عَنْ نَبِيْطِ بْنِ شُرَيْطٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ اِبْنَةٌ بَعَثَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً يَقُوْلُوْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ يَكْتَنِفُوْنَهَا بِاَجْنِحَتِهِمْ وَ يَمْسَحُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلَى رَأْسِهَا وَيَقُوْلُوْنَ ضَعِيْفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيْفَةٍ اَلْقَيِّمُ عَلَيْهَا مُعَانٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

১. নাবীত ইবনে শুরাইত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যখন কোনো ব্যক্তির কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সেখানে আল্লাহ ফেরেশতাদের পাঠান। তারা গিয়ে বলে তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে ঘরবাসী! তারা কন্যাটিকে তাদের ডানার ছায়ায় আবৃত করে নেয়, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় এবং বলে একটি অবলা জীবন থেকে আরেকটি অবলা জীবন ভূমিষ্ঠ হয়েছে এর তত্ত্বাবধানকারী কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (মুজামুস সগীর)

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَهٗ وَلَهٗ بَنَاتٌ تَمَنّٰى مَوْتَهُنَّ فَغَضَبَ اِبْنُ عُمَرَ فَقَالَ اَنْتَ تَرْزُقُهُنَّ ـ

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তার নিকট এক ব্যক্তি বসা ছিল। তার ছিল বেশ ক'টি কন্যা সন্তান। সে কন্যাদের মৃত্যু কামনা করছিল। শুনে ইবনে উমর অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, তাদের রিযিকদাতা কি তুমি? (আদাবুল মুফরাদ)

৬৮০. স্ত্রীর বিশেষ অধিকার

(١) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَبْتَ وَ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَاتُقَبِّحْ وَلَاتَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ ـ

১. হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া (রা) তার পিতা মুয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! স্বামীর উপর স্ত্রীর কী কী অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন : তার অধিকার হলো যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন যে মানের কাপড় পড়বে তাকেও সে মানের কাপড় পড়াবে। তার মুখে আঘাত করবে না। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করবে না। গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে না। (আবু দাউদ-২১৪২ হাসান সহীহ)

৬৮১. স্বামীর গুরুত্ব

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ اٰمِرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি যদি কাউকে কোনো ব্যক্তির সেজদা করার নির্দেশ দিতাম তাহলে অবশ্যই এ নির্দেশ দিতাম যে, স্ত্রী যেন তার স্বামীকে সেজদা করে। (তিরমিযী-১১৫৯ হাসান সহীহ)

৬৪. শ্রমিকের অধিকার (حُقُوْقُ الْعُمَّالِ)

বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে নির্যাতিত মানব হলো শ্রমিক শ্রেণী বা শ্রমজীবী মানুষ। তাদের থেকে দৈহিক সাধারণ ক্ষমতার বাইরে শ্রম আদায় করা হয় অথচ তাদেরকে সংসার পরিচালনার জন্যে ন্যূনতম যে চাহিদা তা পূরণের মতো মজুরী দেয়া হয় না। তাছাড়া মালিকেরা শ্রমিকদেরকে মানুষ মনে করে না। অনেক ক্ষেত্রে অনেক মালিক তাদেরকে গোলাম মনে করে থাকে, যার কারণে তাদেরকে মানুষ হিসেবে

ন্যূনতম মর্যাদাটুকুও দেয় না। শ্রমিকদের সাথে এ ধরনের আচরণ সাধারণত তারাই করে থাকে, যারা মানবতার দাবিদার সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিপতি এবং লাল সাম্রাজ্যবাদী সমাজতন্ত্রী। পুঁজিবাজ, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রসহ কোন মানব রচিত মতবাদই শ্রমিকের অধিকার দিতে পারে নি। পক্ষান্তরে শ্রমজীবী মানুষ বা শ্রমিকদের প্রতি ইসলাম যে অধিকার দান করেছে এবং তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে তা কোনো দিনই, কোনো কালই অতীত বর্তমান বিশ্বেও কোনো ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠী কিংবা কোনো মানব রচিত মতবাদ দিতে সক্ষম হয়নি। মালিকদের বোঝা উচিত শ্রমিকরা কাজ না করলে তাদেরই সে কাজ করতে হবে। আর শ্রমিক আছে বলেই তো মালিকের এত মূল্যায়ন বা মর্যাদা।

৬২৮. মূসা (আ) যখন শ্রমিক নিযুক্ত হলেন

(١) قَالَتْ اِحْدٰهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ـ قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

১. (শোয়াইব (আ)-এর) কন্যাদের মধ্যে একজন বলল : হে পিতা! তাকে (মূসাকে) আমাদের চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, শক্তিশীল এবং বিশ্বস্ততার দিক থেকে আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে। পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে। যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো, এটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কঠিন ও দু:সাধ্য কাজ দিয়ে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেতো তুমি আমাকে সদাচারী হিসেবেই দেখতে পাবে। (২৮–সূরা কাছাছ : ২৬-২৭)

৬৮৩. শ্রমিকের সঙ্গে ভালো আচরণ করা

(١) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

১. ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমাদের অধীনস্থ, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করো। (২৬–সূরা শোয়ারা : ২১৫)

৬৮৪. নিজে যা খাবে ও পড়বে শ্রমিককেও তাই দিবে

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُمْ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের অধীনস্থ ব্যক্তিরা (দাস-দাসীরা) তোমাদের ভাই। সুতরাং আল্লাহ যে ভাইকে যে ভাইদের অধীন করে দিয়েছেন সে তার ভাইকে যেন তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। (সহীহ বুখারী)

৬৮৫. সাধ্যের অতিরিক্ত বোকা দেয়া যাবে না

(١) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ وَلَايُكَلِّفَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَايَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ

১. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের চাকর-চাকরাণী ও দাস-দাসীরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই ভাই। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন সে তার ভাইকে যেন তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়। তাকে তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। তার সাধ্যের অতিরিক্ত যেন কোনো কাজ তার উপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপাতেই হয়, তবে তা সমাধা করার ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত। (বুখারী, মুসলিম)

৬৮৬. চাকর বা খাদেমকে সাথে খাওয়াবে

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَنَعَ لِاَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ وَقَدْ وَلِىَ حَرَّهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَاْكُلْ فَاِنَّ الطَّعَامَ مَشْفُوْهًا قَلِيْلاً فَلْيُضَعْ فِىْ يَدِهٖ مِنْهُ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের খাদেম যদি খাবার তৈরি করে এবং তা নিয়ে তোমার কাছে আসে, যা রান্না করার সময় আগুনের তাপ ও ধোঁয়া তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তখন তাকে তোমার সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াবে। খানা যদি অল্প হয় তবে তা হতে তার হাতে এক মুঠো, দু'মুঠো অবশ্যই তুলে দিবে। (সহীহ মুসলিম)

৬৮৭. শ্রমিকের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে যাবে না

(١) عَنْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّءُ الْمَلَكَةِ ـ

১. আবু বকর সিদ্দিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : দাস-দাসী বা চাকর-চাকরাণীদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। (জামে তিরমিযী-১৯৪৬, ইবনে মাজাহ-৩৬৯১ হাদীস দুর্বল)

৬৮৮. রাসূল ﷺ-এর সর্বশেষ অসিয়াত সালাত ও দাস-দাসী সম্পর্কে

(١) عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ كَانَ اٰخِرُ كَلاَمِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلٰوا اِتَّقُو اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ـ

১. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর সর্বশেষ বাণী ছিলো, ১. সালাত এবং ২. যারা তোমাদের অধীন তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। (আদাবুল মুফরাদ)

৮৯. সকল মানুষের মর্যাদা এক নয়

(١) وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ـ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ـ

১. আর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের উপর রিযিকের ব্যাপারে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। অনন্তর যাদেরকে এই মর্যাদা দেয়া

হয়েছে, তারা নিজেদের রিযিক নিজেদের গোলামদের প্রতি ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত হয় না যেন এই রিযিকের ক্ষেত্রে উভয়েই সমান সমান অংশীদার হতে পারে। তবে কী আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিতে তারা প্রস্তুত নয়? (১৬–সূরা নাহ্‌ল : ৭১)

(٢) اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلاً ـ

২. একটু চিন্তা করো। দুনিয়ার লোকদের মাঝে এক শ্রেণীর উপর আরেক শ্রেণীর লোকদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি। আর আখেরাতে তার মর্যাদা আরও বড় হবে এবং তার ফযীলত হবে আরও বেশি। (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : ২১)

৬৯০. শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে তার পারিশ্রমিক দিতে হবে

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عِرْقُهٗ ـ

১. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মজুরের শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরী দিয়ে দাও। (ইবনে মাজাহ-২৪৪৩, মিশকাত-২৯৮৭ হাদীস সহীহ)

৬৯১. কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহর বিতর্ক

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهٗ وَرَجُلٌ اِسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهٖ ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন : কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আমার বিতর্ক হবে। ১. ঐ ব্যক্তি, যে আমার নামে কোনো চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে। ২. সেই ব্যক্তি, যেকোনো স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে। ৩. সেই ব্যক্তি যে মজুরের দ্বারা কাজ পুরোপুরি ভাবে করে নিয়েছে, তার মজুরী দেয়নি। (সহীহ্ বুখারী)

৬৯২. দাউদ (আ)-এর খাবারের আয়োজন

(١) عَنْ مِقْدَادِ بْنِ مَعْدِ يْكَرَبِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاؤُدُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ ـ

৮. মিকদাদ ইবনে মা'দি কারব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিজের হাতে কামাই করা খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার তোমাদের কেউ কখনো খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজের হাতে কামাই করে খাবার খেতেন। (সহীহ্ বুখারী)

৬৫. অমুসলিমদের অধিকার (حُقُوْقُ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ)

আল্লাহ্ তায়ালাই মানবজাতিকে একজন পুরুষ আদম (আ) ও আর একজন নারী হাওয়া (আ) থেকেই পয়দা করেছেন। সুতরাং মানুষ হিসেবে সকলেই সমান এবং সকলেরই অধিকার রয়েছে। বিশেষ করে মানুষের যে সব মৌলিক চাহিদা রয়েছে তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে কোনো ধর্ম, বর্ণ, জাতিগতও এলাকা পার্থক্য করা যাবে না। এই অধিকার যেমন ইসলামী রাষ্ট্র আদায় করবে তেমনি রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদেরকেও তা আদায় করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার আদায়ের নিশ্চয়তা যতটা প্রদান করা হয়েছে, অন্য কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তা আদায়ের তেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাদের এই অধিকার যেমন মানুষ হিসেবে তেমনি ইসলামে সুবিচার ন্যায়নীতিপূর্ণ বিধানের কারণেও।

৬৯৩. কাফিরদের সাথে অনর্থক বাক-বিতণ্ডা করা ঠিক নয়

(١) وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ ـ

১. তোমরা মুসলমানেরা আহলে কিতাব (অতীতে কিতাবপ্রাপ্ত জাতিরা) লোকদের সাথে ঝগড়া-ফাসাদ, বাকবিতণ্ডা করো না। যদি করতে-ই হয় তবে তা উত্তমভাবে করবে। অবশ্য যারা জালিম, তাদের ব্যাপারে এই নির্দেশ নয়। বরং তোমরা বল : আমরা ঈমান এনেছি যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার প্রতি। আর যা তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার প্রতিও। (২৯–সূরা আনকাবুত : ৪৬)

(২) لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ـ

২. আল্লাহ তোমাদেরকে (হে মুসলিমগণ!) নিষেধ করেন না এ কাজ থেকে, যারা দ্বীনের ব্যাপার নিয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেননি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃতও করেননি, তাদের সাথে তোমরা কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ নীতি অবলম্বন করবে। কেননা সুবিচারকারীদের তো আল্লাহ ভালোবাসেন। (৬০–সূরা আল-মুমতাহিনা : ৮)

(৩) وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّو اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ

৩. আর আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা পরিণামে সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকে গালি দিয়ে বসবে। (৬–সূরা আনয়াম : ১০৮)

৬৯৪. কাফিরদের প্রয়োজনে আশ্রয় দেয়া অনুচিত নয়

(১) وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ـ

১. মুশরিকদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি যদি আশ্রয় চেয়ে তোমাদের নিকট আসতে চায় তবে তাকে আশ্রয় দান কর, যেন আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। পরে তাকে তার আশ্রয় স্থলে পৌঁছে দাও। এ জন্য এটা করা উচিত যে এ লোকেরা আসলে বুঝে না। (৯–সূরা তাওবা : ৬)

৬৯৫. প্রয়োজনে কাফিরদের সাথে সন্ধি করা

(১) وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ـ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

১. আর হে নবী! তারা (অমুসলিমরা) যদি শান্তি ও সন্ধির জন্যে আগ্রহী হয় তবে তুমিও এর জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। (৮–সূরা আনফাল : ৬১)

৬৯৬. অমুসলিমদের অধিকার খর্ব করা বেআইনি

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِ انْتَقَصَهُ اَوْكَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِطِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মনে রেখো যদি কোনো মুসলমান কোনো অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কেয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকদের পক্ষ অবলম্বন করব। (আবু দাউদ-৩০৫২)

৬৯৭. বন্দিদের সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত

(١) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ (رضـ) قَالَ كُنْتُ فِى الْاَسَارٰى بَدْرٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَوْصُوْا بِالْاَسَارٰى خَيْرًاوَّكُنْتُ فِىْ نَضَرٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَكَانُوْا اِذَا قَدَّمُوْا غَدَائَهُمْ اَوْ عَشَائَهُمْ اَكَلُوا التَّمَرَ وَاَطْعَمُوْنِى الْخُبْزَ بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

১. মুসায়াব ইবনে উমাইর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বদর যুদ্ধে বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বন্দীদের সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন। আমি একজন আনসারীর অধীনে ছিলাম। যখন তারা দুপুর ও রাতের খাবার সামনে আনতেন, তখন তারা নিজেরা খেজুর খেতেন এবং আমাকে রুটি খেতে দিতেন। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপদেশের ফল। (মু'জামুস সগীর ও তিবরানী)

৬৬. ইয়াতীমের অধিকার (حُقُوقُ الْيَتِيْمِ)

৬৯৮. ইয়াতীমের পরিচয়

يَتِيْمٌ শব্দটির অর্থ হচ্ছে নি:সঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটি মাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে দুররে ইয়াতীম বা নি:সঙ্গ মুক্তা বলা হয়ে থাকে। ইসলামী পরিভাষায় যে শিশু সন্তানের পিতা ইন্তিকাল করে, তাকে ইয়াতীম বলা হয়ে থাকে। ছেলেমেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয় না।

৬৯৯. ইয়াতীমের মাল চল-চাতুরী করে ভক্ষণ করা জায়েয নয়

(١) وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ـ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ ـ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ـ

১. ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালের সাথে ভালো মালের রদ-বদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে মিশিয়ে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয়ই, এটা বড়ই মন্দ কাজ। (৪–সূরা নিসা : ২)

(٢) وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ـ

২. তোমরা ইয়াতীমদের ধন-সম্পত্তির নিকটেও যেয়ো না-অবশ্য এমন নিয়ম ও পন্থায়, যা সর্বাপেক্ষা ভালো, যত দিন না সে জ্ঞান বুদ্ধি লাভের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (১৭–সূরা বনি ইসরাঈল : ৩৪)

৭০০. ইয়াতিমের মাল প্রয়োজনে খাওয়া যাবে

(١) اِنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ فَقِيْرٌ لَيْسَ لِيْ شَيْءٌ وَلِيَ يَتِيْمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَّالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَّلَامُبَادِرٍ وَّلَامُتَاثِلٍ ـ

১. জনৈক ব্যক্তি, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে আরজ করল, আমি একজন নি:স্ব দরিদ্র মানুষ। আমার কাছে কোনো সহায় সম্পত্তি নেই। আমার অধীনে একজন সম্পদশালী ইয়াতীম আছে। আমি কি তার সম্পদ থেকে কিছু খেতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ পারবে। তুমি তোমার অধীনস্থ ইয়াতীমের মাল এ

শর্তে খরচ করতে পারবে যে, তা অপব্যয় করবে না, (তা শেষ করার জন্যে) তাড়াহুড়া করবে না এবং আত্মসাৎ করার চিন্তা করবে না। (আবু দাউদ)

৭০১. যারা ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে তারা মূলত আগুনই ভক্ষণ করে

(١) اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا .

১. যারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (৪–সূরা নিসা : ১০)

৭০২. ইয়াতীমরা তোমাদের ভাই

(١) وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى . قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ . وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ .

১. আর তারা আপনাকে ইয়াতীমদের (ব্যবস্থা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে আপনি বলে দিন, তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেয়া উত্তম, আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। (২–সূরা বাক্বারা : ২২০)

৭০৩. ইয়াতীমদের সাথে ভালো আচরণ করো

(١) وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا .

১. সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন (উত্তরাধিকারী নয় এমন) আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু দাও তাদের সাথে উত্তম কথা বল। (৪–সূরা নিসা : ৮)

৭০৪. ইয়াতীমদের সাথে ইনসাফ করো

(١) وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا .

১. ইয়াতীমের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার রক্ষা করো, তোমরা যা ভালো কাজ করবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন। (৪–সূরা নিসা : ১২৭)

৭০৫. ইয়াতীমদের গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিও না

(١) فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ ـ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ ـ

১. অতএব হে নবী! আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোরতা গ্রহণ করবেন না এবং ভিক্ষুকদেরকে তিরস্কার করবেন না। (৯৩–সূরা দোহা : ৯-১০)

(٢) اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ـ فَذَالِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ـ وَ لاَ يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنَ ـ

২. হে নবী! আপনি সেই ব্যক্তিকে দেখেছেন কি যে বিচার দিনের ব্যাপারে মিথ্যাচার করে বেড়ায়? এরা তো তারা যারা ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। আর মিসকিনকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না। (১০৭–সূরা মাউন : ১-৩)

৭০৬. সাতটি ক্ষতিকর জিনিস থেকে বেঁচে থাক

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَ مَا هُنَّ قَالَ اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَكْلُ الرِّبٰوا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمَ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে দূরে থাক। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ সেগুলো কি! তিনি বললেন : সেগুলো হলো– ১. আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. অহেতুক আল্লাহর নিষিদ্ধ জীব-জন্তু হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, ৬. জিহাদের মাঠ হতে পালিয়ে যাওয়া এবং ৭. সতী-সাধ্বী মুসলিম নারীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা দোষারোপ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

৭০৭. ইয়াতীম নিজ সন্তানের মতো

(١) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا اَضْرِبُ يَتِيْمِىْ؟ قَالَ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِّنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ وَ لَا مُتَأَثِّلاً مِّنْ مَّالِهِ مَالاً ـ

১. জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমার তত্ত্বাবধানে যে ইয়াতীম রয়েছে আমি কোন কোন অবস্থায় তাকে মারতে পারি? তিনি বললেন, যে সব কারণে তোমার সন্তানকে মেরে থাক, সে সব কারণে তাকেও মারতে পার। সাবধান! তোমার সম্পদ বাঁচানোর জন্যে তার সম্পদ নষ্ট করো না এবং তার সম্পদ দিয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করো না। (মুসনাদুস সগীর)

৬৭. খিলাফত (اَلْخِلَافَةُ)

মানব সৃষ্টির ইতিহাসে দেখা যায় মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুনিয়ার এই যমীনে খিলাফতের মহান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কেননা দুনিয়ার একচ্ছত্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তাঁর এই সর্বসময় ক্ষমতা দুনিয়াতে বাস্তবায়নের জন্যই মানব জাতিকে পয়দা করেছেন। সুতরাং কোনো মানুষ পৃথিবীতে নিজস্ব কোনো ক্ষমতা বা রচিত কোনো মতবাদ প্রয়োগ বা প্রতিষ্ঠা করার এখতিয়ার রাখে না। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়াতা'য়ালা তাকে যতটুকু ক্ষমতা বা এখতিয়ার দিয়েছেন, কেবল ততটুকুই তাকে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। কেননা মানুষের খিলাফতের এই দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছেই জবাবদিহি করতে হবে।

৭০৮. পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ

(١) وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ـ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ـ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

১. স্মরণ করো, তোমার রব যখন ফেরেশতাদের বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) বানাতে চাই। তখন ফেরেশতারা বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে পাঠাবে যারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই তো তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তখন তিনি বললেন : নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। (২–সূরা আল বাক্বারা : ৩০)

(٢) وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰۤئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَاۤ اٰتٰكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ـ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

২. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা বা প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা দান করেছেন যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন যা তোমাদেরকে দিয়েছেন (হে নবী!) তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৬–সূরা আল আনয়াম : ১৬৫)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমার পরে কোনো নবী আসবে না। কিন্তু অনেক খলিফার আগমন ঘটবে। (সহীহ্ বুখারী)

৭০৯. প্রতিনিধির দায়িত্ব

(١) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لاَ يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ـ

১. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে যমীনে খলিফা করবেন, যেমন তিনি

খলিফা করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন। আর তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করেছেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই মূলত অবাধ্য। (২৪–সূরা আন নূর : ৫৫)

৭১০. প্রজাদের দায়িত্ব

(١) قَالَ اَبُوْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ (رضـ) اِنْ اَحْسَنْتُ فَاَعِيْنُوْنِىْ وَاِنْ اَسَأْتُ فَقَوِّمُوْنِىْ اَطِيْعُوْنِىْ مَا اَطَعْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِذَا عَصَيْتُ فَلاَ طَاعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ ـ

১. আবু বকর (রা) খলিফা হওয়ার পর ঘোষণা করলেন– হে জনগণ! আমি ভালো কাজ করলে তোমরা সাহায্য করবে। আর মন্দ কাজ করলে তোমরা আমাকে ঠিক করে দেবে। তোমরা আমার আনুগত্য করবে যতক্ষণ আমি নিজে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে থাকব। আর আমি যদি কোনো দিন নাফরমানীমূলক কাজ করি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করবে না। (সহীহ বুখারী)

৭১১. প্রতিনিধি প্রেরণের কারণ

(١) قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْآ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ قَالُوْآ اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ـ

১. মূসা তার জাতির লোকদের বললেন– তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করো এবং ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় এ যমীন আল্লাহর। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর খলিফা বানিয়ে দেবেন এবং মুত্তাকীনদের জন্যেই নির্ধারিত রয়েছে শেষ কল্যাণ। তারা বলল, (হে মূসা!) আমাদের কষ্ট ছিল তোমার আসার আগে এবং তোমার আসার পরে। তিনি বললেন, তোমাদের রব শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশের খলিফা বানিয়ে দেবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ করো। (৭–সূরা আল আ'রাফ : ১২৮-১২৯)

(২) ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ـ

২. অতঃ:পর আমি যমীনে তাদের পর তোমাদেরকে খলিফা বানিয়েছি, যাতে দেখতে পারি তোমরা কি করো। (১২–সূরা ইউসুফ : ১৪)

৭১২. দাউদ (আ) কর্তৃক প্রতিনিধি নিযুক্ত

(১) يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ـ

১. হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে পরম সততা সহকারে হুকুম চালাও এবং খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না, এমন করলে তো তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। আর যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এ কারণে যে, তারা হিসাবের দিনকে ভুলে যায়। (৩৮—সূরা ছোয়াদ : ২৬)

৭১৩. প্রতিনিধির জীবিকার ব্যবস্থা

(১) وَ لَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ـ

১. (মানবমণ্ডলী) আমি তোমাদেরকে যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য তার অভ্যন্তরে জীবিকার উপায় উপকরণ সরবরাহ করেছি; কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর আদায় করো। (৭–সূরা আল আরাফ : ১০)

৭১৪. যিনি প্রতিনিধি বানিয়েছেন

(১) هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ وَ لَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا وَّلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ـ

১. আল্লাহই তোমাদেরকে দুনিয়াতে খলিফা বানিয়েছেন। অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী তার উপরই বর্তাবে। কাফেরদের কুফর কেবল তাদের রবের ক্রোধ-ই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফর কেবল তাদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়। (৩৫–সূরা ফাতির : ৩৯)

৭১৫. প্রতিনিধি নির্বাচন

(١) عَنْ عَبْدِ بْنِ اللّٰهِ عُمَرَ(رض) قَالَ قِيْلَ لِعُمَرَ اَلاَ تَسْتَخْلِفُ قَالَ اَسْتَخْلِفُ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌمِنِّىْ اَبُوْبَكْرٍ وَاِنْ اَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌمِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَثْنَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ رَازِبٌ وَرَاهِبٌ وَدِدْتُ اَنِّىْ نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لاَلِىْ وَلاَ عَلَىَّ لاَ اَتَحَمَّلُهَا حَيًّاوَلاَ مَيِّتًا ـ

১. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওমর (রা)-কে বলা হলো, আপনি কি (আপনার পরবর্তী) খলিফা মনোনীত করে যাবেন না? তিনি বললেন : যদি আমি খলিফা মনোনীত করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলিফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন? অর্থাৎ আবু বকর। আর যদি মনোনীত না করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলিফা মনোনীত করে যাননি। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ। এতে লোকেরা তাঁর প্রশংসা করল। তারপর তিনি বললেন, কেউ এ ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষী আর কেউ ভীত্ আমি পছন্দ করি আমি যেন এ থেকে মুক্তি পাই সমানে সমান, না পুরস্কার না শাস্তি। আমি জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে এর দায়িত্ব বহন করতে পারব না। (বুখারী ১০ম খণ্ড, অধ্যায় আহকাম পৃ: নং৪৪৮)

৬৮. ইসলামী রাজনীতি বা ধর্মীয় রাজনীতি

(اَلسِّيَاسَةُ الْاِسْلاَمِيَّةُ)

ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন-ব্যবস্থা। রাষ্ট্র ও সরকার এ জীবন ব্যবস্থারই দু'টি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামের প্রধান উৎস আল কুরআন মানুষকে শুধু কতিপয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি বরং মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের জন্যও দিয়েছে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা, এই দিক-নির্দেশনাতেই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠেছে দেশ কাল নির্বিশেষে মানুষের জন্য

কল্যাণকর এবং গতিশীল রাষ্ট্র ও সরকারের এক অনবদ্য চিত্র। সমস্ত নবী-রাসূল ﷺ রাষ্ট্রীয়ভাবেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। "তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে সত্য সঠিক দিক নির্দেশনা সহকারে পাঠিয়েছেন যাতে করে সমস্ত ধর্মের উপর তা বিজয়ী করতে পারেন।" আল্লাহর এই বাণীই বলে দেয় ইসলামের রাজনীতি কতটুকু বাস্তবসম্মত। এ কারণেই বর্তমান সময় দুনিয়ার মুসলমানদের মনে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কামনা-বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছে। ফলশ্রুতিতে বিশ্বজুড়ে আজ বাতিলের হাতে মুসলমানরা মার খেয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের ঐক্যের অভাবে তারা আজ পিছিয়ে আছে।

৭১৬. কুরআন ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান

(١) اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ ط وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا۔

১. (হে নবী!) নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি পূর্ণ কুরআন পরম সততার সাথে এ জন্যই নাযিল করেছি যে, তুমি সে অনুযায়ী মানুষের উপর আল্লাহর দেখানো পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এবং বিচার-ইনসাফ কায়েম করবে। (কুরআনকে যারা রাজ নীতিতে ব্যবহার করতে চায়নি) তুমি এসব খিয়ানতকারীদের সাহায্যকারী এবং পক্ষাবলম্বনকারী হয়ে যেও না। (৪–সূরা আন নিসা : ১০৫)

৭১৭. আল্লাহর অবাধ্যতায় বেঁচে থাকার চেয়ে আল্লাহর আনুগত্যে মৃত্যু শ্রেয়

(١) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذُوْا الْعَطَاءَ مَادَامَ عَطَاءٌ فَاِذَا صَارَ رِشْوَةٌ عَلَى الدِّيْنِ فَلَا تَاخُذُوْهُ وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيْهِ يَمْنَعُكُمُ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ اَلَا اِنَّ رَحَى الْاِسْلَامِ دَائِرَةٌ فَدُوْرُوْا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ اَلَا اِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ لَيَفْتَرِقَانِ فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ اَلَا اِنَّهُ سَيَكُوْنُ اُمَرَاءُ يَقْضُوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ يُضِلُّوْكُمْ وَاِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ قَتَلُوْكُمْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ كَمَا

اَصْحَابُ عِيْسٰى نُشِرُوْا بِالْمِنْشَارِ وَحُمِلُوْا عَلَى الْخَشَبِ مَوْتٌ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১. মু'য়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– দান উপঢৌকন গ্রহণ করতে পার, যতক্ষণ তা দান উপঢৌকন থাকে। কিন্তু যদি তা দ্বীনের ব্যাপারে ঘুষের পর্যায়ে পড়ে, তবে তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবে না। সম্ভবত তোমরা তা ত্যাগ করতে পারবে না। দরিদ্রতা ও অনাহার তোমাদেরকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। তবে জেনে রেখ, ইসলামের চাকা প্রতিনিয়ত ঘুরতেই থাকবে। সাবধান! তোমরা কুরআনের সঙ্গে থাকবে। সাবধান! কুরআন ও শাসন ক্ষমতা অচিরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তোমরা কিন্তু আল্লাহর কিতাবের সঙ্গ ত্যাগ করবে না। সাবধান! অচিরেই এমন সব লোক তোমাদের শাসক হয়ে বসবে, যারা তোমাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা করবে। তখন তোমরা যদি তাদের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদের গোমরাহ করে ছাড়বে। আর তাদের বিরোধিতা করলে তারা তোমাদের হত্যা করবে। হাদীস বর্ণনাকারী (মুয়ায) একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তখন আমরা কী করব? তিনি বললেন তোমরা তখন তাই করবে, যা করেছিল ঈসা (আ)-এর সঙ্গী-সাথীরা। তাদেরকে করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হয়েছিল এবং শূলেবিদ্ধ করা হয়েছিল। আর আল্লাহর নাফরমানী করে বেঁচে থাকার চাইতে আল্লাহর অনুগত থেকে মৃত্যুবরণ করা বেশি উত্তম। (আল মু'জামুস-সগীর)

৭১৮. সৃষ্টি যার হুকুমত তার

(١) اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ .

১. সাবধান! সৃষ্টি যার, এর উপর প্রভুত্ব চালাবার, একে শাসন করার অধিকারও একমাত্র তাঁরই। আল্লাহ বরকতময়, যিনি বিশ্ব জগতের মালিক। (৭–সূরা আল আরাফ : ৫৪)

(٢) اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ .

২. তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহর? আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (২–সূরা আল বাক্বারা : ১০৭)

৭১৯. আল্লাহই হলেন রাজাধিরাজ

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন– আল্লাহ মুষ্টিবদ্ধ করবেন, আর আকাশকে তাঁর ডান হাতে ভাজ করে রাখবেন, অত:পর বলবেন, আমি রাজাধিরাজ, এখন কোথায় পৃথিবীর রাজারা। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: কিয়ামত ও জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ, পৃ: নং-২৯৩)

৭২০. পৃথিবী যিনি আল্লাহ পরিচালনা করেন

(١) يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ -

১. আকাশ থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কিছুর ব্যবস্থাপনা-পরিচালনা একমাত্র তিনিই করেন। অত:পর তা তাঁর কাছে পৌছবে এমন এক দিনে যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। (৩২–সূরা আস সিজদাহ : ৫)

(٢) لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ط وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ -

২. আসমান ও যমীনের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (৫৭–সূরা আল হাদীদ : ৫)

৭২১. যিনি ক্ষমতাবান

(١) تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

১. সকল বরকতময় মহিমা সেই মহান সত্তার। রাজত্ব যার হাতের মুঠোয়, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৬৭–সূরা আল মুলক : ১)

৭২২. পৃথিবীতে রাসূল প্রেরণের কারণ

(١) هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ -

১. তিনিই (আল্লাহ) নিজের রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তাঁকে সর্বপ্রকারের দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দেন। তা মুশরিকরা যতই অপছন্দ করুক না কেন। (৯–সূরা আত্ তাওবা : ৩৩)

৬৯. ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি
(اَلسِّيَاسَةُ الْخَارِجِيَّةُ فِى الْاِسْلَامِ)

ইসলামে পররাষ্ট্রনীতির (Foreign Policy) মূলকথা মানবিক ভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও সন্ধি। সব মানুষই আদম সন্তান, অতএব সব দেশের মানুষের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আচরণ পাবার অধিকার সব মানুষেরই আছে। কখনো কোনো জাতি বা রাষ্ট্রের সাথে কোনোরূপ বিবাদ হলে তা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে মীমাংসা করে নেয়া এবং সন্ধি ও মৈত্রী চুক্তি করা অবশ্যই কাম্য। তাই কোনো জাতি বা রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি করলে তা যথাসম্ভব রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। এটিই ঈমানের দাবি।

৭২৩. পররাষ্ট্র নীতিমালা

(١) اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ـ

১. তোমরা যে মুশরিকদের সাথে চুক্তি করেছ, পরে তারা যদি সেই চুক্তির কিছুই ভঙ্গ না করে থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেই সাহায্যও না করে থাকে, তাহলে তাদের সাথে করা ওয়াদা চুক্তিকে তার মেয়াদ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাক্ওয়া অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন। (৯–সূরা আত্ তাওবা : ৪)

(٢) كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ـ

২. মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট কীভাবে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ মসজিদুল হারামের নিকট। অতএব যে

পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে চুক্তিতে অটল থাকে তোমরাও অটল থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন। (৯–সূরা আত্ তাওবা :৭)

(١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَسُوْءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَاِنَّهَا الْحَالِقَةُ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে। নবী করীম ﷺ বলেছেন– তোমরা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে চলো দুই শক্তির (দল বা রাষ্ট্রের) মধ্যে ঝগড়া-অশান্তি সৃষ্টি করা থেকে। কেননা, এর পরিণাম তোমাদের দ্বীনের জন্যে ধ্বংস। (জামে' (জামে তিরমিযী-২৫০৮ হাদীস হাসান)

৭২৪. পররাষ্ট্রনীতি যেমন হওয়া উচিত

(١) وَاِنْ نَّكَثُوْآ اَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْآ اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لاَ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ـ اَلاَ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْآ اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

১. যদি তারা চুক্তি করার পর তা ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাহলে কাফির সর্দারের সাথে যুদ্ধ করো। কারণ, এদের কোনো শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে। তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের শপথ বা চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বহিষ্কারের পরিকল্পনা নিয়েছে? আর এরাই তো তোমাদের সাথে প্রথম বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো? অথচ তোমাদের বেশি ভয় করা উচিত আল্লাহকে– যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হয়ে থাক। (৯–সূরা আত্ তাওবা : ১২-১৩)

(٢)عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيْرُ نَحْوَ بِلاَدِهِمْ حَتّٰى اِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ اَغَارَ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءٌ وَ لاَ غَدْرٌ

فَنَظَرَ فَاِذَا هُوَعَمْرُوبْنُ عَبَسَةَ فَسَاَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَحِلَّنَّ عَهْدًا وَ لاَ يَشُدَّنَّهُ حَتّٰى يَمْضِيَ اَمَدُهُ اَوْيَنْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ -

২. সলীম ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। মুয়াবিয়া (রা) এবং রোম সাম্রাজের মধ্যে যুদ্ধ না করার চুক্তি হয়েছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হতেই মুয়াবিয়া তার বাহিনী নিয়ে রোম সীমান্তের দিকে রওয়ানা করেন। তার উদ্দেশ্যে ছিল চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই তিনি তাদের ধাওয়া করবেন। পথিমধ্যে তার নিকট হাজির হলো এক ঘোড় সওয়ারী। তিনি বললেন : আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। চুক্তি রক্ষা করো, চুক্তি ভঙ্গ করো না। আগন্তুকের দিকে তাকাতেই মুয়াবিয়া (রা) দেখলেন, তিনি আমর ইবনে আবাসা (রা)। মুয়াবিয়া বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যার সাথে কোনো জাতির চুক্তি হয়, তার পক্ষ থেকে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে তাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন করা বৈধ নয়। আর তার পক্ষে এটাও বৈধ নয় যে, তাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন করা। আর তার পক্ষে এটাও বৈধ নয় যে, সে চুক্তি শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করবে। একথা শুনে মুয়াবিয়া (রা) তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে আসলেন। (আবু দাউদ-২৭৫৯ সহীহ)

(٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَاْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَقَاضَاهُمْ عَلٰى اَنْ يَّعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلاَيَحْمِلَ سَلاَحًا عَلَيْهِمْ اِلاَّ سُيُوْفًا وَلاَيُقِيْمُ بِهَا اِلاَّ مَا اَحَبُّوْا فَاعْتَمَرَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَ خَلَهَا كَمَا صَالَحَهُمْ فَلَمَّا اَقَامَ بِهَا ثَلاَثًا اَمَرُوْا اَنْ يَّخْرُجَ فَخَرَجَ -

৩. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরা করতে রওয়ানা হলেন। কিন্তু কুরাইশ কাফিররা তাঁর ও বায়তুল্লাহর মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। তখন তিনি হুদায়বিয়াতে তার হাদী কোরবানী করলেন, আর মাথা মুড়ালেন

এবং তাদের সাথে সন্ধি করলেন এই শর্তে যে, আগামী বছর তিনি ওমরা করবেন আর (কোষবদ্ধ) তরবারী ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র নিয়ে তাদের কাছে আসবেন না। আর তারা যতদিন পছন্দ করবে তিনি ততদিন সেখানে থাকবেন। পরের বছর তিনি ওমরা করলেন এবং যেমন সন্ধি করেছিলেন তেমনিভাবে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানে তিনদিন অবস্থান করলেন। তারা তাকে বেরিয়ে যেতে বললে, তিনি বেরিয়ে গেলেন। (বুখারী ৫ম খণ্ড; অধ্যায় সন্ধি, পৃ: নং৩৩)

৭২৫. নিরাপদ আশ্রয় দান

(١) وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُوْنَ ـ

১. আর (হে নবী!) মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে যেন সে আল্লাহর কালাম শুনতে সুযোগ লাভ করতে পারে। অত:পর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দিবে। এটা এই জন্য যে, এরা জ্ঞান রাখে না। (৯−সূরা তাওবা : ৬)

৭২৬. যাদের সাথে সন্ধি করা যাবে

(١)وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

১. আর যদি শত্রুরা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে (হে নবী!) তুমিও আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো। নিশ্চয় তিনি সব শুনেন ও জানেন। (৮−সূরা আল আনফাল : ৬১)

৭২৭. সাহায্য করার নীতিমালা

(١) وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلاَّ عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ـ وَّاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ـ

১. কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে তারা যদি তোমাদের নিকট সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তা-ও এমন কোনো জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হতে পারবে না, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। বস্তুত তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখছেন। (৮−সূরা আল আন-ফাল : ৭২)

৭২৮. রাসূল ﷺ-এর পররাষ্ট্রনীতি

(١) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضـ) قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ : مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لاَ تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوْكُنْتَ رَسُوْلاً لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ اُمْحُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا اَنَا بِالَّذِيْ اَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ وَصَالَحَهُمْ عَلٰى اَنْ يَّدْخُلَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَ لاَ يَدْخُلُوْهَا اِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ فَسَاَلُوْهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلاَحِ؟ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيْهِ ـ

১. বারায়া ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুদায়বিয়াতে মক্কাবাসীদের সাথে সন্ধি করার সময় আলী (রা) উভয় পক্ষের মাঝে লিখেন, "মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ" ﷺ। তা লিখায় মুশরিকরা আপত্তি তুলে বলে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ লেখ না। কেননা, যদি তুমি রাসূল হতে (আমরা যদি রাসূল মেনে নিতাম) তাহলে তো আমরা তোমার সঙ্গে লড়াই করতাম না। তিনি আলীকে বললেন : (রাসূলুল্লাহ) শব্দটি মুছে ফেল। আলী (রা) বললেন, আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে (রাসূলুল্লাহ) শব্দটি মুছে ফেলেন এবং তাদের সঙ্গে এই শর্তে সন্ধি করেন যে, তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা আগামী বছর তিন দিনের জন্যে মক্কায় আসতে পারবেন এবং তাদের সঙ্গে কেবলমাত্র কোষবদ্ধ হাতিয়ার থাকবে। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, জুলুব্বান কী? তিনি বললেন : কোষ ও এর মধ্যে যা থাকে। (সহীহ বুখারী-৫ম খণ্ড, অ: সন্ধি, পৃ: নং-৩০)

৭০. ইসলামের বিচার-ব্যবস্থা (اَلْحُكْمُ فِى الْاِسْلاَمِ)

বিচার ও ইনসাফ প্রত্যেকটি মানুষের অতি স্বাভাবিক অধিকারের বিষয়। পানি, আলো ও বাতাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন দেশের প্রত্যেকটি মানুষই পেতে পারে, এ অধিকার হতে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না, তেমনি সুবিচারও প্রত্যেকটি মানুষেরই সমানভাবে প্রাপ্য। এ ব্যাপারে ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা এমনকি মুসলিম-অমুসলিমের মাঝেও কোনোরূপ পার্থক্য করা চলে না।

এটিই বিশ্ব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ও স্বাভাবিক নিয়ম এবং এটিই ইসলামের চিরন্তন ব্যবস্থা। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় সবাই সমান। সবাই ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারী। তাই তো মুহাম্মদ ﷺ কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ফাতিমাকে চুরি করার শাস্তি থেকে রেহাই দেননি। উমর ফারুক (রা) নিজে খলিফা হয়েও নিজ সন্তানকে মদ খাওয়ার অপরাধে নিজ হাতে বেত্রাঘাত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। আর আলী (রা) খলিফা থাকা সত্ত্বেও বিচার বিভাগের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ করেননি নিজের তরবারী পাওয়ার জন্য। এই পক্ষপাতহীন নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার কারণেই তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা ফিরে এসেছিল।

৭২৯. বিচার ব্যবস্থার বিধান

(١) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ـ

১. নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেন যে, তোমরা যেন প্রাপকের হাতে তাদের প্রাপ্য আমানত পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে কোনো বিচার-মীমাংসা করবে তখন ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক বিচার মীমাংসা করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে সদুপদেশ দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু জানেন। (৪–সূরা আন নিসা : ৫৮)

(٢) لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ـ

২. আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নির্দেশনাসহ পাঠিয়েছি এবং সেই সাথে রাসূলগণের নিকট কিতাব এবং নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নাযিল করেছি। যেন মানুষ এসবের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করে। (৫৭–সূরা আল হাদীদ : ২৫)

৭৩০. আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য নয়

(٥) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَرْاَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُّكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالُوْا وَمَنْ يَّجْتَرِئْ عَلَيْهِ اِلَّا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

১. আশেয়া সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কুরাইশরা একবার মাখজুমী বংশের এক মেয়ের জন্যে খুব চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এই মেয়ে লোকটি চুরি করেছিল। তারা একে অপরকে বলাবলি করল এই (সম্ভ্রান্ত পরিবারের) মেয়েটির (ক্ষমার জন্যে) আল্লাহর রাসূলের কাছে কে সুপারিশ করবে? তারা একে অপরকে বলল, রাসূলের প্রিয় পাত্র উসামা বিন যায়েদ ছাড়া আর কেউই সাহস করতে পারে না, এবার উসামা রাসূলের নিকট (ক্ষমা করার জন্যে) জরুরি ভিত্তিতে সুপারিশ পেশ করল। একথা শুনে রাসূলে করীম ﷺ বললেন : আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সুপারিশ করছ ? অত:পর রাসূল ﷺ দাড়ালেন এবং উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বললেন অতীত যুগের জাতির লোকেরা এ জন্যেই তো ধ্বংস হয়ে গেছে। যখন তাদের কোনো অভিজাত বংশের লোক চুরি (কিংবা অনুরূপ কোনো অপরাধ) করত, তখন তারা তাকে ক্ষমা করে দিত, কিন্তু যখন কোনো দুর্বল বা নীচু বংশের লোক চুরি কিংবা কোনো অপরাধ করত তখন তার উপর বিচার কার্যকর করত। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সদা-সর্বদা নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার করো। আল্লাহর কসম! আমার প্রিয় মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করে বসত, তবে জেনে রেখ, কুরআনের বিচার ব্যবস্থা অনুযায়ী নি:সন্দেহে তারও হাত কেটে দেয়া হতো। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৩১. বিচারের স্বাক্ষ্যদান

(١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

১. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাক। আর নির্দিষ্ট কোনো জাতির বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে তাদের প্রতি অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে। তোমরা নির্বিশেষে সকলের প্রতি সুবিচার করো, কারণ এটিই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। (জেনে রেখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন। (৫–সূরা আল মায়েদা : ৮)

৭৩২. বাদী ও বিবাদী উভয় উপস্থিত থাকবে বিচারকের সামনে

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُبَيْرٍ (رضـ) قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْخَصْمَيْنِ يُقْعِدَانِ بَيْنَ يَدَى الْحَاكِمِ ـ

১. আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ ফয়সালা করে দিয়েছেন যে (বিচারের সময়) বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে বিচারকের সম্মুখে বসানো হবে। (আহমদ ও আবু দাউদ-৩৫৮৮ সনদ দুর্বল)

৭৩৩. বিচারকের দায়িত্ব প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না

(١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوٗا اَوْتُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ـ

১. হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায় নীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য সাক্ষ্যদান করো-তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার কিংবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনদের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা গরিব হয় তবে আল্লাহ্ তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতেও বেশি। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে

কথা বল, কিংবা পাশ কেটে যাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন। (৪–সূরা আন নিসা : ১৩৫)

(২)فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ .

২. (দুই ভাই দাউদ (আ)-এর কাছে এসে বিচার দাবি করে বলল,) আপনি আমাদের দু'জনের মধ্যে ন্যায়বিচার করে দিন, অবিচার করবেন না। আর আমাদের সঠিক পথ দেখাবেন। (৩৮–সূরা সা'দ : ২২)

৭৩৪. ন্যায় বিচারকের প্রতি রাসূল ﷺ-এর দোয়া

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِّيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِّيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ .

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এই মর্মে দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তিকে আমার উম্মতের কোনো বিষয়ের কর্তৃত্ব দান করা হয়, অত:পর সে তাদের প্রতি কঠোরতা করে, তুমিও তার প্রতি কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো বিষয়ে কর্তৃত্ব লাভ করে অত:পর তাদের প্রতি মেহেরবাণী করে, তুমিও তার উপর মেহেরবান হও। (সহীহ মুসলিম)

৭৩৫. বিচারকদের বিচারক

(١) اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ .

১. বিচারকদের উত্তম বিচারক কী আল্লাহ তা'আলা নন? (৯৫–সূরা আত্ তীন : ৮)

৭৩৬. মন্দ বিচারকের পরিণাম

(١) عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ وَّالٍ يَلِيْ رَعِيَّةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٍ لَهُمْ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

১. মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি যে, যে শাসক মুসলমানের উপর ক্ষমতা লাভ করে যালেম ও খিয়ানতকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ অবশ্যই তার জন্যে জান্নাত হারাম করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৩৭. তিন বিচারকের ২ জনই জাহান্নামের যাবে

(١) عَنْ بَرِيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْقُضَاةُ ثَلٰثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَاَمَّا الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِوَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ۔

১. বরীদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– তিন প্রকার বিচারক রয়েছে। তম্মধ্যে একজন মাত্র বেহেশতে যেতে পারবে। আর অপর দু'জন জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে। যে বিচারক বেহেশতে যাবে সে এমন ব্যক্তি, যে প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেছে, অত:পর তদানুযায়ী বিচার ফয়সালা করেছে। আর যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেও ফয়সালা করার ব্যাপারে অবিচার ও জুলুম করেছে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা সত্ত্বেও জনগণের জন্য বিচার ফয়সালা করেছে সেও জাহান্নামী হবে।
দাউদ ও ইবনে মাজাহ) (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-২৩১৫, মিশকাত-৩৭৩৫)

৭১. ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

(اَلْاِقْتِصَادِيَّةُ فِى الْاِسْلَامِ)

মানবজীবনে অর্থ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনৈতিক ব্যাপারাদি মানুষের নিকট অত্যন্ত আবেগপূর্ণও বটে। কেননা মানব জীবনের চাকা তারই উপর আবর্তিত হয়। ইসলাম যেহেতু একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সেহেতু ইসলাম মানুষের জন্যে শুধু এক উন্নত ও আদর্শ সমাজব্যবস্থাই উপস্থাপিত করেনি, বরং মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে সুষ্ঠুরূপে গঠন করার এক নির্ভুল ও উজ্জ্বল অর্থ ব্যবস্থাও পেশ করেছে।

৭৩৮. অর্থনীতির নীতিমালা

(١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۔ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۔ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۔

১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে বা অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়িক লেন-দেন করতে পারো। আর তোমরা একে অপরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি বড় দয়ালু। আর যারা জুলুম করে এভাবে সীমা অতিক্রম করবে, তাদেরকে আমি জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করব। (৪- সূরা আন নিসা : ২৯-৩০)

৭৩৯. বিচারককে ঘোষ দেয়া যাবে না

(١) وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

১. তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে উৎকোচ দিও না। (২-সূরা আল বাক্বারা : ১৮৮)

৭৪০. গরীবদের কষ্ট হয় ধনীদের বখিলী আচরনের কারণে

(١) عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلٰى اَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ بِقَدَرِ الَّذِيْ يَسَعُ فُقَرَاءَ هُمْ وَلَنْ يَّجْهَدَ الْفُقَرَاءُ اِذَا جَاعُوْا اَوْعَرُوْا اِلَّا بِمَا يَصْنَعُ اَغْنِيَاؤُ هُمْ اَلَا وَاِنَّ اللّٰهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيْدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ

১. আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন- নি:সন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মুসলমান ধনী লোকদের ধন-মাল হতে এমন পরিমাণ দিয়ে দেয়া ফরজ করে দিয়েছেন, যা তাদের গরিব-ফকীরদের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হতে পারে। ফলে ফকীর গরিবরা যে ক্ষুধার্ত কিংবা উলঙ্গ থেকে কষ্ট পায়, তার মূলে ধনী লোকদের আচরণ ছাড়া অন্য কোনো কারণই থাকতে পারেনি। এই বিষয়ে সকলের সাবধান হওয়া উচিত। নিশ্চয় জেনে রাখো আল্লাহ তা'আলা এই লোকদের খুব শক্তভাবে হিসেব গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে তীব্র পীড়াদায়ক আযাব দেবেন। (তাবারানী আস সগীর ও আল- আওসাত)

৭৪১. অন্যায়ভাবে কোনো কিছু গোপন করার পরিণতি

(١) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ـ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ـ

১. নবী অন্যায়ভাবে কোনো কিছু গোপন করবে এটা অসম্ভব। যে অন্যায়ভাবে কোনো কিছু গোপন করবে কিয়ামতের দিন সে সেই গোপনকৃত বস্তু নিয়ে ওঠবে অত:পর প্রত্যেককে তাদের কৃতকর্মের ফলাফল প্রদান করা হবে। কারও প্রতি অবিচার করা হবে না। (৩–সূরা আলে ইমরান : ১৬১)

৭৪২. যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা হবে দায়িত্বশীলের দায়িত্বে

(١) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاۤءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ـ

১. আর যে অর্থ-সম্পদকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জীবন-যাপনের অবলম্বন করে দিয়েছেন, তা তোমরা নির্বোধ ও অজ্ঞ লোকদের হাতে ছেড়ে দিও না। বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও, পরাও এবং (তাদেরকে সুশিক্ষা দান করো) তাদের সাথে উত্তম কথা বল। (৪–সূরা আন নিসা : ৫)

৭৪৩. যে ধরনের ব্যবসা করা উচিত

(١) اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ـ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ـ

১. যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা এমন এক ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না। বরং পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাদের প্রতিদান পূর্ণমাত্রায় দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি বেশি দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩৫–সূরা আল ফাতির : ২৯-৩০)

৭৪৪. ধন-সম্পদ দ্বারা পরকালের গৃহ বানানো উচিত এবং দুনিয়ার অংশ ভুলে যাওয়া যাবে না।

(١) وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

১. আল্লাহ তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তার দ্বারা পরকালের ঘর (জান্নাত) তালাশ করো, তবে দুনিয়ায় তোমার যে অংশ রয়েছে, তা পেতে ভুল করবে না। আর আল্লাহ্ তোমার প্রতি যেমন দয়া করেছেন, তুমিও তেমনিভাবে লোকদের প্রতি দয়া করো এবং দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেষ্টা করো না। কেননা আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (২৮–সূরা আল কাসাস : ৭৭)

৭৪৫. অন্যেরা জুলুম করলেও নিজে জুলুম করবেন

(١) عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةَ(رض) قُلْنَا اِنَّ اَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا اَفَنَكْتُمُ مِنْ اَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَايَعْتَدُوْنَ ـ قَالَ لَا ـ

১. বশির ইবনে খাসাসিয়া (রা) বলেন, আমরা বললাম– হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! যাকাত আদায়কারীগণ আমাদের প্রতি যুলুম করে থাকেন। সুতরাং আমরা কি যুলুম পরিমাণ মাল গোপন করে রাখতে পারি? রাসূল ﷺ বললেন, না। (আবু দাউদ-১৬২৮)

৭৪৬. সকল নবী-রাসূল ছাগল চড়িয়েছেন

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلَّا رَعِىَ الْغَنَمِ فَقَالَ اَصْحَابُهُ وَاَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ ، كُنْتُ اَرْعٰى عَلٰى قَرِيْطِ لِاَهْلِ مَكَّةَ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি ছাগল চরান নি। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, (হে নবী!) আপনিও কি তাদের মতো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম। (সহীহ্ বুখারী)

৭৪৭. ভিক্ষা না করে প্রয়োজনে বোঝা বহন করতে হবে

(١) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لأَنْ يَّحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلٰى ظَهْرِهٖ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ أَنْ يَّسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهٗ أَوْ يَمْنَعَهٗ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের কেউ তার পিঠে বহন করে কাঠের বোঝা এনে বিক্রি করা, কারো কাছে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম, চাই সে দিক বা না দিক। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৪৮. ভিক্ষা করার করুণ পরিণাম

(١) عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهٗ مَا يُغْنِيْهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ .

১. সাহল ইবনে হানযালিয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি মানুষের কাছে চায়, অথচ তার কাছে বেঁচে থাকার সম্বল আছে, তাহলে সে অবশ্যই জাহান্নামের অধিক আগুন সংগ্রহ করছে। (আবু দাউদ)

৭২. ইসলামে হালাল-হারাম

(اَلْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ فِى الإِسْلاَمِ)

حَلاَلٌ (হালাল) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- সিদ্ধ বা বৈধ। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় ইসলাম যে কাজ করার বা খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে কিংবা নিষেধ করেনি এমন বস্তু, জিনিস বা কাজকে হালাল বলা হয়। حَــــرَامٌ (হারাম) আরবি শব্দ এর আভিধানিক অর্থ– নিষিদ্ধ বা সম্মানিত। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ইসলাম যা স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছে এবং যা করলে পরকালে শাস্তি অনিবার্য, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পার্থিব জীবনেও দণ্ডনীয় অপরাধ, এরূপ বস্তু, জিনিস বা কাজকে হারাম বলা হয়। কোনটি হালাল, কোনটি হারাম, হালাল বস্তুর বা কাজের দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ এবং উপকারিতা কী এবং হারাম বস্তুর বা কাজের দুনিয়া এবং আখেরাতের উভয় জগতের ক্ষতিকর ও পরিণতির বিষয়গুলো কী? কুরআন এবং হাদীসে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নে কিছু নির্দেশনা দেয়া হলো–

৭৪৯. হালাল ভক্ষণ করার নির্দেশ

(১) يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا وَّلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ـ

১. হে মানবজাতি! তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ করো। আর তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নি:সন্দেহে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২–সূরা আল বাক্বারা : ১৬৮)

(২) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ـ

২. হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে সব পবিত্র বস্তুসামগ্রী রিযক হিসেবে দান করেছি তা হতে ভক্ষণ করো এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো, যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই বন্দেগী করো। (২–সূরা আল বাক্বারা : ১৭২)

৭৫০. হালাল রিজিক অন্বেষণ করা বড় ফরজ

(১) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ ـ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন– অন্যান্য ফরযের মতো হালাল রুজি তালাশ করাও একটি ফরয। (বায়হাকী)

৭৫১. বিশেষ যে জিনিস হারাম

(১) اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَعَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

১. তিনি তো তোমাদের উপর মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নামে যবেহকৃত প্রাণী হারাম করেছেন। অবশ্য যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়েছে সে সীমালঙ্ঘনকারী বা অভ্যস্থ নয়, তবে তার জন্য তা ভক্ষণে গুনাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান। (২–সূরা আল বাক্বারা : ১৭৩)

(٢) قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ـ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ ـ

২. হে নবী ﷺ! তাদের বল, আমার আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন তাতে নির্লজ্জতার কাজ যা প্রকাশ্য ও গোপনীয় এবং গুনাহের কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি এবং আল্লাহর সাথে এমন জিনিসকে অংশীদার করা, যার কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জানো না। (৭–সূরা আল আরাফ : ৩৩)

৭৫২. আয়-রোজগারে হালাল-হারামের তোয়াক্কা করা দরকার

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلاَلِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানবজাতির কাছে এমন এক যামানা আসবে, যখন মানুষ কামাই রোযগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোনো বিচার বিবেচনা করবে না। (সহীহ বুখারী)

৭৫৩. হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানা আবশ্যক

(١) يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ـ تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

১. হে নবী! তুমি কেন সেই জিনিস হারাম কর যা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করেছেন? (তা কি এই যে) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তোষ পেতে চাও? আল্লাহ ক্ষমাকারী, অনুগ্রহকারী। (৬৬–সূরা আত তাহরীম : ১)

৭৫৪. এমন চুক্তি বৈধ নয় যা দ্বারা হালাল হারাম মিশ্রিত হয়ে যায়

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَوْفٍ اَلْمُزَنِىِّ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَ لًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا ـ

১. উমার ইবনে আউফ মুযানী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে শুনে বর্ণনা করেন, মুসলমানরা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি ও অঙ্গীকার করতে পারে তবে এমন চুক্তি ও অঙ্গীকার বৈধ নয় যা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দেয়। মুসলমানরা তাদের শর্তাবলি পালন করবে। তবে এমন কোনো শর্ত মানা যাবে না যা হারামকে হালাল করে দেয়। আর হালালকে হারাম করে দেয়। (জামে'
(জামে' তিরমিযী-১৩৫২, ইবনে মাজাহ-২৩৫৩)

৭৫৫. নিজ হস্ত দ্বারা উপার্জিত খাদ্যই উত্তম খাদ্য

(١) عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرَبِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ ـ

১. মিকদাম ইবনে মায়াদী কারাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, মানুষের খাদ্যের মধ্যে সেই খাদ্যই সবচেয়ে উত্তম, যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হস্ত উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে। আর আল্লাহর প্রিয় নবী দাউদ (আ) আপন হাতের কামাই হতে খাদ্য গ্রহণ করতেন। (সহীহ বুখারী)

৭৫৬. হারাম খাদ্য দ্বারা অর্জিত দেহ জহাহান্নামে যাবে

(١) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ ـ

১. জাবির (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে গোশত হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হারাম খাদ্য গঠিত দেহের জন্যে জাহান্নামের আগুনই উত্তম। (আহমদ ও বায়হাকী)

৭৫৭. হারাম পথে অর্জিত সম্পদ জাহান্নামের পাথেয়

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ

لَهُ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اِلَّا كَانَ زَادُهُ اِلَى النَّارِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُوْا السَّيِّءَ بِالسَّيِّءِ وَلٰكِنْ يَمْحُوا السَّيِّءَ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُوا الْخَبِيْثَ ـ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হারাম পথে উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে তবে আল্লাহ সে দান কবুল করেন না। প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে সম্পদ ব্যয় করলে তাতেও কোনো বরকত হয় না। সে ব্যক্তি যদি সেই সম্পদ রেখে মারা যায় তাহলে তা তার জাহান্নামে যাবার পথের পাথেয় হবে। আল্লাহ অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মিটান না। বরং তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যায়কে মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয় মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না। (মিশকাত)

৭৫৮. হারাম পথে অর্জিত খাদ্য-পানীয়, পোশাক ও শরীর নিয়ে দোয়া করা সত্ত্বেও সে দোয়া কবুল করা হবে না

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صٰلِحًا وَقَالَ تَعَالٰى يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنٰكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র এবং তিনি কেবল পবিত্র জিনিস-ই কবুল করে থাকেন। আর আল্লাহ মুমিনদেরকে সে নির্দেশ দিয়েছেন। যা তিনি দিয়েছেন নবীদেরকে। আল্লাহ বলেন, হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে খাবার গ্রহণ করো এবং নেক কাজ করো। অনুরূপভাবে তিনি মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে মুমিনগণ! আমার

দেয়া পবিত্র খাবার হতে আহার করো। অত:পর রাসূল ﷺ এমন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ তুললেন, যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ধূলি-মলিন অবস্থায় (কোনো পবিত্র স্থানে উপস্থিত হয়ে) দু'হাত আসমানের দিকে তুলে দোয়া করে বলে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! অথচ তার খাদ্য পানীয় ও লেবাস-পোশাক সবকিছুই হারাম উপার্জনের। এমনকি সে এ পর্যন্ত হারাম খাদ্য দ্বারাই জীবন ধারণ করেছে। সুতরাং তার দু'আ কী করে কবুল হবে? (সহীহ্ মুসলিম)

৭৩. ইসলামী সরকারের দায়িত্ব

وَاجِبَاتُ الْحُكُوْمَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ

ইসলামী সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দ্বীন ইসলামকে বাস্তবায়ন করাই রাষ্ট্র প্রধানের কর্তব্য। জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করাও তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাইতো খিলাফতে আসীন হয়ে ওমর (রা) বলেছিলেন, ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি কুকুরও না খেয়ে মারা যায়, তবে কাল কিয়ামতের মাঠে ওমরকে জবাবদিহি করতে হবে।

৭৫৯. ইসলামী সরকারের মৌলিক ৪টি দায়িত্ব

(١) اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ـ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ـ

১. তারা এমন লোক যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর সব বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে। (২২–সূরা আল হাজ্জ : ৪১

(٢) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِّىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَاَشْقَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِّىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهٖ ـ

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আ করলেন, হে আল্লাহ ! যে আমার উম্মতের লোকদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কাজের দায়িত্বশীল হবে সে যদি লোকদেরকে ভয়ানক অশান্তি ও দু:খ-কষ্টে নিক্ষেপ করে,

তবে তুমিও তার জীবনকে সংকীর্ণ ও কষ্টপূর্ণ করে দাও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের সামগ্রিক কাজকর্মের দায়িত্বশীল হবে এবং সে যদি লোকদের প্রতি ভালোবাসা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। তবে তুমিও তার প্রতি অনুগ্রহ কর। (সহীহ মুসলিম)

৭৬০. যার নির্দেশ মান্য করতে হবে

(١) وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا۔

১. তাদেরকে আমি নেতা হিসেবে নিযুক্তি করেছি তারা আমার নির্দেশ মোতাবেক হিদায়াত (পরিচালনা) করবে। (২১–সূরা আল আম্বিয়া : ৭৩)

৭৬১. দায়িত্ব পালন না করার পরিণাম

(١) عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا وَالٍ وَّلِّيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدْ كَنُصَحِهٖ وَجُهْدِهٖ لِنَفْسِهٖ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فِى النَّارِ۔

১. মাকাল ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোনো বিষয়ের দায়িত্বশীল হলো-কিন্তু পরে সে তাদের কল্যাণ কামনা ও খিদমদের জন্যে এতটুকু চেষ্টাও করল না যা সে নিজের জন্যে করে থাকে, আল্লাহ তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (তাবারানী আল-মুজামুস সগীর)

৭৬২. দায়িত্বশীলের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَّلِّيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ هُوَ فِى النَّارِ۔

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোনে বিষয়ের দায়িত্বশীল হলো, অত:পর তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করল, সে জাহান্নামে যাবে। (তাবারানী আল-মুজামুস সগীর)

৭৪. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (دُنْيَوِيَّةٌ)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইংরেজি 'সেকিউলারিজম' শব্দের বাংলা অনুবাদ। ধর্মীয় প্রবণতাকে মানুষের ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নামই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই এর লক্ষ্য। সে হিসেবে এ মতবাদকে ধর্মহীনতা বলাই সমীচীন।

৭৬৩. ধর্মনিরপেক্ষতার পরিণাম

(١) اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ـ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ـ ذٰلِكَ جَزَاۤؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْا اٰيٰتِىْ وَرُسُلِىْ هُزُوًا ـ

১. তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। তারাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলি এবং তার সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্যে আমি কোনো গুরুত্ব স্থির করব না। জাহান্নাম এটাই তাদের প্রতিফল। কারণ তারা কাফের হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলি ও রাসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করছে। (১৮–সূরা আল কাহাফ : ১০৪-১০৫)

৭৬৪. ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য নয়

(١) وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

১. আর ইসলাম ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করবে তার থেকে তা কবুল করা হবে না। পরকালে সে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৩–সূরা আলে ইমরান : ৮৫)

৭৬৫. যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যাবে না

(১) يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا۔

১. হে ঈমানদারগণ! ঈমানদার লোকদের ব্যতীত কাফেদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা আল্লাহর হাতে নিজেদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল তুলে দিতে চাও? (৪–সূরা আন নিসা : ১৪৪)

(২) يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ ۔ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۔ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۔

২. হে ঈমানদারগণ! ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তবে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নি:সন্দেহে আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৫–সূরা আল মায়েদা : ৫১)

৭৬৬. যার যার পথ ও কর্ম তার তা পরিণাম

(৫) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۔

৫. (হে নবী ! কাফেরদের বলুন) তোমাদের জন্যে তোমাদের ধর্ম (পথ ও কর্ম) আর আমাদের জন্যে আমাদের ধর্ম (পথ ও কর্ম)। (১০৯–সূরা আল কাফিরুন-৬)

৭৬৭. ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি নেই

(১) لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۔

১. দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। (২-সূরা বাক্বারা : ২৫৬)

নোট : যারা মুসলিম নয় তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। কিন্তু যারা মুসলিম তাদেরকে ইসলামের হুকুম-আহকাম পালনে রাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্য করা যাবে।

৭৫. বিবাহ (اَلنِّكَاحُ)

আরবি (نِكَاحٌ) নিকাহ্ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বিয়ে, শাদি, বন্ধন ও মিলন। আভিধানিক অর্থ চুক্তি করা বা সংযুক্ত করা। মানব বংশের বৃদ্ধিই বিবাহের লক্ষ্য। আর সে জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে নারী। ক্ষমতা দেয়া হয়েছে নারীকে গর্ভধারণের এবং সন্তান প্রসবের। আর যেহেতু মানুষ পশু নয় তাই উচ্ছৃঙ্খলভাবে যত্রতত্র যৌন ক্ষুধা নিবারণের অনুমতি দেয়া হয়নি তাকে বরং নিয়ম-নীতির আলোকে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সম্মানজনক পন্থায় কাম চাহিদা পূরণ করার রীতি প্রণয়ন করছে শরীয়ত। এরই নাম বিয়ে, শাদী। বিবাহ্ করার শক্তি সামর্থ্য রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিবাহ্ ফরয। বিবাহ্ বিলম্বে ব্যক্তি গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে পারে এবং অশ্লীল ও পাপ কাজে জড়িয়ে যেতে পারে। তাই সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে বিয়ে করে পাপের পথ থেকে বাঁচতে হবে।

৭৬৮. সামর্থ্যবানদের জন্য বিবাহ্ করার নির্দেশ

(١) وَأَنْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

১. আর তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তোমরা তাদের বিবাহ্ সম্পাদন করে দাও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞানী। (২৪–সূরা আন নূর : ৩২)

৭৬৯. বিবাহের সামর্থ্য না আসা পর্যন্ত সংযম অবলম্বন করবে

(١) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ -

১. আর যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে সার্মথ্যবান করে দেন। (২৪–সূরা আন নূর : ৩৩)

৭৭০. সামর্থ্য থাকলে একাধিক বিবাহ করা যাবে

(١) فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ـ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ـ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا ـ

১. আর তোমরা নারীদের মধ্য হতে যাদেরকে পছন্দ করো তাদের মধ্য হতে দুই দুই, তিন তিন বা চার চারজনকে বিবাহ করে নাও। কিন্তু তোমাদের যদি মনে আশঙ্কা জাগে যে, তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে পারবে না তাহলে একজন মাত্র নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে কিংবা মালিকানাভুক্ত দাসীদের থেকেও তোমরা বিবাহ করতে পারো। অবিচার থেকে বাঁচার জন্য এটাই অধিকতর সঠিক পন্থা। (৪–সূরা আন নিসা : ৩)

৭৭১. নারী-পুরুষের ভালোবাসা আল্লাহ্ প্রদত্ত এবং স্বামী ও স্ত্রী একসাথে বসবাস করবে

(١) وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ـ

১. আর মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে তোমাদের সঙ্গী নারীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে পরস্পরে ভালোবাসা ও দয়া। (৩০–সূরা আর রোম : ২১)

(٢) وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

২. অত:পর আমি আদমকে বললাম তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়ে জান্নাতে বসবাস কর এবং সেথায় নিজেদের ইচ্ছেমত খাও এবং এই গাছের নিকটবর্তী হইও না। তবে তোমরা জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। (২–সূরা আল বাক্বারা : ৩৫)

৭৭২. একাধিক স্ত্রীর বেলায় সমতা বিধান রাখার বিধান

(١) وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ـ

১. তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্খী হও। অতএব, সম্পূর্ণ ঝুঁকেও পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। (৪–সূরা নিসা : ১২৯)

৭৭৩. বিবাহের উপকারিতা

(١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ـ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে নওজোয়ানেরা! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করার যোগ্যতা রাখে, তাদের উচিত বিবাহ করা। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করার যোগ্যতা রাখে না তার উচিত কামভাব দমনের জন্যে রোযা রাখা। (বুখারী ৮ম খণ্ড, অ: বিবাহ পৃ: ৩৮৪ ও মুসলিম ৪র্থ খণ্ড অ: বিবাহ পৃ: ২৫৬, মিশকাত-২৯৪৬)

৭৭৪. আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করেন

(١)عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ النَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَ الْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

১. আবু হুরায়রা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল বলেছেন : তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর তা'আলা নিজের দায়িত্ব মনে করেন। ১. ঐ চুক্তিবদ্ধ দাস যে তার মূল্য পরিশোধের চেষ্টা করেছে। ২. সেই বিবাহিত যুবক, যে চরিত্রের হেফাযতের উদ্দেশ্যে বিবাহ করে। ৩. সেই মুজাহিদ যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত। (ইবনে মাজাহ-৩১২০, নাসায়ী-৩২২৮ হাদীস হাসান)

৭৭৫. মেয়েদের চারটি গুণ দেখে বিবাহ করা উচিত

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ)قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : মেয়েদেরকে সাধারণত চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ দেখে, বংশ মর্যাদা দেখে, রূপ সৌন্দর্য দেখে এবং তার দ্বীনদারী দেখে। তবে তুমি দ্বীনদারী মেয়ে লাভ করার চেষ্টা কর, তাতে তোমার কল্যাণ হবে।

(বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত-২৯৪৮)

৭৭৬. নেককার স্ত্রী হলো সর্বোত্তম সম্পদ

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَّ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সমগ্র দুনিয়াটাই হলো সম্পদ। অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু সম্পদ স্বরূপ, আর দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী। (বুখারী অ: বিবাহ পৃ: ৩৯৮ ও মুসলিম ৪র্থ খণ্ড; অ: বিবাহ পৃ: ৩৪৪, মিশকাত-২৯৪৯)

৭৭৭. বিয়ের আগে কনেকে দেখে নেয়া উচিত

(١) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْاَةَ فَاِنْ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى مَا يَدْعُوْا اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ـ

১. জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করবে, সম্ভব হলে সে যেন তাকে একবার দেখে নেয়।

(আবু দাউদ ৩য় খণ্ড হাদীস-২০৮২ হাদীস হাসান)

নোট : আমাদের সমাজে বিয়ের নামে পূর্ব থেকেই কনের সাথে প্রেম বিনিময়, মোবাইলালাপ, একসাথে ভ্রমণ, ঘুরাফিরা করা, কনেকে বরের দুলাভাই, বড় ভাই, ছোট ভায়েরা দেখা এবং বর কর্তৃক কনেকে আংটি পরানো এ যাবতীয় কাজ সবই নাজায়েজ।

৭৭৮. ৪টি কাজ সকল রাসূলের সুন্নাত

(١) عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ مِّنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ اَلْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ ـ

১. আবু আইয়্যুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চারটি বিষয় হলো রাসূলদের সুন্নত। লজ্জা, সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক এবং বিবাহ। (তিরমিযী ৩য় খণ্ড হাদীস-১০৮০ দুর্বল)

৭৭৯. জাঁকজমকহীন বিয়েতেই বরকত নিহিত

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرْكَةً اَيْسَرُهُ مُؤْنَةً .

১. আশেয়া (রা) থেকে বণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে বরকতের বিয়ে হচ্ছে সেই বিয়ে, যাতে খরচ খুব কম করা হয়। (বায়হাকী)

৭৬. বিবাহের মহর (مَهْرُ النِّكَاحِ)

মহর বলা হয় সে মূল্যকে যা বিবাহের সময় বরের পক্ষ হতে পাত্রীকে দেয়ার ওয়াদা করা হয়। বিয়েতে দেনমহর ছাড়া অন্য কোনো শর্ত করা ইসলামী শরীয়তে বৈধ নয়। আর দেনমহর পাওনা হচ্ছে শুধু স্ত্রীর। ইসলামে স্বামীর কোনো দেনমহর নেই এবং তার এরূপ কোনো দাবি ও শর্ত করারও অধিকার নেই। আল্লাহর দেয়া এই হক থেকে বঞ্চিত করার যেকোনো প্রকার চেষ্টা ও কলাকৌশল ইসলাম সম্মত নয়। মহর দেয়া ফরয যা একমাত্র স্ত্রীর প্রাপ্য। মোহর প্রদান করা ছাড়া স্ত্রীকে স্পর্শ করা জায়েজ নেই। যারা মোহর দেয় না, তারা হাশরের ময়দানে জিনাকারী হিসেবে উঠবে।

৭৮০. মহরানা আদায় করা ফরয

(١) وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ط فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا .

১. আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহরানা মনের সন্তোষ সহকারেই আদায় করো। অবশ্য পরে যদি স্ত্রীরা সেই মহরানা হতে তোমাদেরকে কিছু অংশও খুশি মনে ফেরত দেয় তবে তা তোমরা সানন্দে ভোগ কর। (৪–সূরা আন নিসা : ৪)

৭৮১. যে মহরানা না দিয়ে অবৈধভাবে লালসা পূরণ করে তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে

(١) وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلَامُتَّخِذِيْ اَخْدَانٍ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَفِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ .

১. আর সতী নারীরা তোমাদের জন্যে হালাল তারা ঈমানদার হোক কিংবা পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্য হতে হোক। তবে শর্ত এই যে, তোমরা তাদের মহরানা আদায় করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের রক্ষক হবে। স্বাধীন লালসা পূরণ কিংবা গোপনে লুকিয়ে বন্ধুত্ব করে নয়। যে ঈমানের নীতি অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করবে তার জীবনের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে। পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৫–সূরা আল মায়েদা : ৫)

৭৮২. সবচেয়ে বড় চুক্তি হল মোহরানা আদায় করার চুক্তি

(١) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوفُوْابِهٖ مَااسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ .

১. উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চুক্তিসমূহের মধ্যে সেই চুক্তিই পূর্ণ করা সবচেয়ে বেশি জরুরি, যার ফলে তোমরা স্ত্রী লোকের আবরুর মালিক হও। (বুখারী ৮ম খণ্ড, অ: বিবাহ পৃ: ৪৩৯)

৭৮৩. মহরানা আদায়ের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর সমঝোতায় আসা

(١) فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا .

১. অত:পর দাম্পত্য জীবনের যে স্বাদ তোমরা তাদের দ্বারা লাভ কর এর বিনিময়ে তাদের মহরানা ফরয হিসেবে আদায় করো। মহরানা ফরয হওয়ার পর যদি তোমরা পারস্পরিক সন্তুষ্টচিত্তে কোনো সমঝোতায় পৌছাও, তবে তাতে কোনো গুনাহ হবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানী। (৪–সূরা আন নিসা : ২৪)

৭৮৪. তালাকের সময়েও মহরানা ফিরিয়ে নেয়া বৈধ নয়

(١) وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا .

১. আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক তবুও তা থেকে কিছুই গ্রহণ করো না। (৪–সূরা আন নিসা : ২০)

৭৮৫. আদায়যোগ্য মহরানা নির্ধারণ করা উচিত

(٢) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ .

২. উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : মহরের মধ্যে সেই পরিমাণ মহরই উত্তম, যা আদায় করা সহজ সাধ্য। (নায়লুল আওতার)

৭৭. জন্মনিয়ন্ত্রণ (تَوْلِيْدُ الضَّبْطِ)

জন্মনিয়ন্ত্রণ অর্থ হচ্ছে সন্তান জন্মকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা। জন্মনিয়ন্ত্রণ আজ আধুনিক সমাজে এক সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। ইসলাম জন্মনিয়ন্ত্রণকে ঢালাওভাবে জায়েয করেনি। বর্তমান সমাজে দেখা যায়, গরিবের ঘরে সন্তান বেশি আর ধনীদের ঘরে সন্তান কম। কারণ ধনীরা জন্মনিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী বলে এরকম হচ্ছে। অথচ দরকার ছিল গরিবেরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করবে আর ধনীরা তা এড়িয়ে চলবে। কিন্তু হচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টো। তাই বলে কোনো গরিবের ছেলে সন্তান না খেয়ে মারা গেছে নাকি? সুতরাং এ বিষয়টি এড়িয়ে চলাই উত্তম। কারণ যিনি জন্ম দেন আসলে কি সন্তানের খাদ্য তিনি যোগান দেন না কি মহান আল্লাহ ব্যবস্থা করেন? তবে পরিকল্পিত পরিবার ব্যবস্থা ইসলাম অনুমোদন করে। কারণ ইসলাম একটি পরিকল্পিত জীবন ব্যবস্থার নাম। ইসলাম মানুষকে পরিকল্পিত পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছে। পরিবার পরিকল্পনা বলতে ভ্রূণ নষ্ট করা বা গর্ভস্থিত সন্তান হত্যাকে বুঝায় না, বরং দুই সন্তানের ব্যবধান সময়ে আযল বা স্বাস্থ্যের জন্য অপকারী নয় এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা বুঝায়, যা দ্বারা দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হবে না।

৭৮৬. সকলের রিযিকের মালিক আল্লাহ

(١) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا - كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ -

১. পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেননি, আর তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। এ সবই একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে লেখা আছে। (১১–সূরা হূদ : ৬)

(٢) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ - وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ -

২. আমি পৃথিবীতে তোমাদের জন্যেও রিযিকের সংস্থান করেছি এবং তাদের জন্যও যাদের রিযিকদাতা তোমরা নও, এমন কোনো বস্তু নেই যার ভাণ্ডার আমার নিকট নেই, যার থেকে আমি এক পরিকল্পিত হিসেব অনুসারে বিভিন্ন সময়ে রিযিক নাযিল করে থাকি। (১৫–সূরা হিজর : ২০-২১)

(٣) وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّاتَحْمِلُ رِزْقَهَا - اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ - وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

৩. অসংখ্য জীব রয়েছে যারা কোনো মজুদ খাদ্যভাণ্ডার বয়ে বেড়ায় না অথচ আল্লাহই এদের রিযিক দিয়ে থাকেন। তিনি তোমাদেরও রিজিকদাতা। আর তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী। (২৯–সূরা আল আনকাবুত : ৬০)

(٤) اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ -

৪. নি:সন্দেহে আল্লাহ তায়ালাই রিযিকদাতা মহাশক্তিশালী ও পরাক্রান্ত। (৫১ সূরা আয যারিয়াহ : ৫৮)

৭৮৭. দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা বৈধ নয়

(١) وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا -

১. তোমরা অভাবের আশঙ্কায় সন্তানকে হত্যা করো না। আমি তাদের এবং তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকি। তাদের হত্যা করা নি:সন্দেহে মহা অপরাধ। (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : ৩১)

৭৮৮. রিযিকের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর হাতে

(١) لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَقْدِرُ ـ

১. আসমান ও জমিনের যাবতীয় সম্পদ একমাত্র তাঁর আয়ত্তাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রাচুর্য দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে অভাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। (৪২ সূরা আশ শূরা : ১২)

৭৮৯. যারা আগমন করবে তাদেরকে ঠেকানো সম্ভব নয়

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) اَنَّهٗ قَالَ اَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمَّ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَنَا وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ مَامِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا وَهِىَ كَائِنَةٌ ـ

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের হাতে কিছু সংখ্যক দাসী এলো, আমরা আযল করলাম এবং এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, তোমরা কি এরূপ করো? তোমরা কি এরূপ করো? তোমরা কি এরূপ করো? কিয়ামত পর্যন্ত যে সব শিশু জন্ম নির্ধারিত আছে, তারাতো জন্মাবেই। (বুখারী ৮ম খণ্ড, অ: বিয়ে-শাদী, পৃ: নং-৪৭৯, মিশকাত-৩০৪৮)

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَامِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ خَلْقَ شَيْئٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ ـ

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, সবটুকু পানিতে সন্তান সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তায়ালা যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন কোনো কিছুই তা রোধ করতে পারে না। অর্থাৎ আযল করার সময় স্ত্রীর যৌনাঙ্গে বীর্যের সামান্য অংশও পতিত হলে সন্তানের জন্ম হবে। তবে কেন অনর্থক আযল করতে চাও? (সহীহ্ মুসলিম, মিশকাত হাদীস-৩০৪৯)

৭৯০. মানসম্মত অধিক সন্তান নিতে রাসূলের উৎসাহ

(١) عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَوِّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ -

১. মাকাল ইবন ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমরা প্রেমময়ী অধিক সন্তান সম্ভাব্য নারীকে বিয়ে করবে। কারণ, আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মাতের উপর গর্ব করব। (আবু দাউদ-১৭৮৯, নাসায়ী-৩২২৭ হাসান সহীহ)

৭৯১. আযল করা

(١) عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ -

১. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আযল করতাম আর এমতাবস্থায় কুরআন নাযিল হত। (মুসলিম, বুখারী ও মিশকাত হাদীস-৩০৪৬)

৭৮. যিনা-ব্যভিচার (اَلزِّنَا وَالْفَحْشَاءُ)

ইসলামের মানবিক অপরাধসমূহের যে সব শাস্তি আল-কুরআনে নির্ধারিত রয়েছে তন্মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি সব চাইতে কঠোর ও গুরুতর। ব্যভিচার একটি মহা অপরাধ যা অনেক অপরাধের সমষ্টি। ব্যভিচার বা যিনা বলতে বুঝায় একজন পুরুষ ও একজন নারী বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী হওয়া ছাড়াই অবৈধভাবে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া। ধর্মীয়, সামাজিক ও আদর্শিক সব মাপকাঠিতেই এটি জঘন্য অপরাধ। বলার অপেক্ষা রাখে না, নারীর সতীত্বের হিফাযত ও খিয়ানতের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যত প্রজন্মের পবিত্রতা। বিয়ে বহির্ভূত সন্তানরা পৃথিবীতে পা রাখে পিতৃপরিচয়হীন ঘৃণার পাত্র হয়ে। আবার সামাজিকভাবে যিনাকারী ও যিনাকারিণীকে

যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তাতে তাদের বেঁচে থাকাই দায় হয়ে যায়। তাই এই অপরাধ থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যেই এই ঘৃণ্য পাপের কঠিন শাস্তির বিধান করেছে ইসলাম।

৭৯২. যিনা একটি অশ্লীল কাজ

(١) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ـ

১. আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং অসৎ পন্থা। (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : ৩২)

(٢) وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَاوَمَا بَطَنَ ـ

২. লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে এর নিকটেও যেয়ো না, তা প্রকাশ্যেই হোক আর গোপনেই হোক। (৬–সূরা আল আনআম : ১৫১)

৭৯৩. যিনাকারীকে একশ বেত্রাঘাত মারা

(١) اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

১. ব্যভিচারিণী (নারী) ও ব্যভিচারী (পুরুষ) তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশত বেত্রাঘাত করবে, আর আল্লাহর বিধান পালনে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক, আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি অবশ্যই প্রত্যক্ষ করে। (২৪–সূরা আন নূর : ২)

৭৯৪. যিনাকারীর সাক্ষ্য কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না

(١) وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّلَاتَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

১. আর যারা সতী-সাধ্বী রমণীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অত:পর চারজন (পুরুষ) সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করবে না। আর ওরাই তো ফাসেক। (২৪–সূরা আন নূর : ৪)

৭৯৫. যিনা না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাসূলের হাতে বাইয়াত

(١) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لَّا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَاتَسْرِقُوْا وَّلَاتَزْنُوْا وَّلَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَّلَا تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَ لَا تَعْصَوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِى الدُّنْيَا ـ

১. 'উবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক দল সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঘিরে বসেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করো এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো জিনিসকে অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না এবং তোমাদের নিজেদের সন্তানদেরকে (কন্যা সন্তান) হত্যা করবে না। কারো প্রতি জেনে-শুনে মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোনো ন্যায়সঙ্গত উত্তম কাজের ব্যাপারে আমার অবাধ্য হবে না। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ (এ সকল অঙ্গীকার) পূরণ করবে, তার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে। আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটিতে লিপ্ত হবে সে এর জন্য দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করবে। (বুখারী ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ২০)

৭৯৬. সাতটি বিশেষ পাপের অন্যতম হলো যিনা

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ ـ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَالْقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا

وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغٰفِلاَتِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে বিরত থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সে সাতটি পাপ কী কী? তিনি বললেন, এগুলো হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, শরীয়তের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং (অসচেতন) পবিত্র ঈমানদার মহিলাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৯. ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

যুগে যুগে যারাই আল্লাহ তা'য়ালাকে মনে-প্রাণে প্রকৃত প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদেরকেই কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে যখন যারা আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে শরীক হয়েছে তখন তাদেরকে জান-মাল, মান-সম্মানের কুরবানী করতে হয়েছে। আর আল্লাহ তা'য়ালারও ইচ্ছা তাঁর প্রকৃত বান্দাদের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে যাচাই-বাছাই করা। যারা এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা পরকালের চূড়ান্ত সফলতার সুসংবাদ দান করেছেন। সুতরাং একজন প্রকৃত ঈমানদার হতে হলে তাকে অবশ্যই কোনো না কোনো কঠিন বাধা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং যারা বাধাকে পায়ে দলে উপেক্ষা করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অটল অবিচল থাকে মূলত তারাই প্রকৃত ঈমানের পরিচয় বহন করে।

৭৯৭. ঈমানের পরীক্ষা

(١) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ . اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ .

১. আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসলের বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের, যখন তারা বিপদে পড়ে, তখন বলে : নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। (২-সূরা আল-বাক্বারা : ১৫৫-১৫৬)

৭৯৮. আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করা

(১) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ـ

১. মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে– যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (২–সূরা আল-বাক্বারা : ২০৭)

৭৯৯. অবশ্যই প্রত্যেক মানুষকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে

(১) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ـ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ـ

১. তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের ওপর তোমাদের পূর্ববতীদের ন্যায় বিপদ-আপদ উপনীত হয়নি। তাদের ওপর বহু কষ্ট, কঠোরতা ও কঠিন বিপদ মুসিবত উপনীত হয়েছে। তাদেরকে অত্যাচারে-নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন রাসূল এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ আর্তনাদ করে বলেছিলেন, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? তখন তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে, জেনে রেখ আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। (২–সূরা আল বাক্বারা : ২১৪)

(২) اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْاۤ اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ـ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ـ

২. মানুষেরা কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, অথচ তাদের কোনো পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছি। ঈমানের দাবিতে কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী, আল্লাহ অবশ্যই তা জেনে নেবেন। (২৯–সূরা আল আনকাবুত : ২-৩)

(٣) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ

৩. আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করব। যেন আমি তোমাদের অবস্থার যাচাই করতে পারি এবং তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ ও নিজ স্থানে অবিচল তা জানতে পারি। (৪৭–সূরা মুহাম্মদ : ৩১)

(٤) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَ لَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

৪. তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে (তাঁর পথে) যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে? আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (৯–সূরা আত-তাওবাহ্ : ১৬)

৮০০ জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করা হয়েছে পরীক্ষার জন্যই

(١) تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ـ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ـ

১. পুণ্যময় তিনি, যার হাতে রাজত্ব। তিনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন; কে তোমাদের মধ্যে আমলে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (৬৭–সূরা আল-মূলক : ১–২)

৮০১. যে যত বড় মুমিন সে তত বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হবে

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضٰى وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخْطُ ـ

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে তার প্রতিদানও তত মূল্যবান (এ শর্তে যে মানুষ

বিপদে ধৈর্যহারা হয়ে হক পথ হতে যেন পালিয়ে না যায়) আর আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্যে তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অত:পর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে সন্তুষ্টি চিত্তে মেনে নেয় এবং ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষা আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ তা'য়ালাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (জামে' তিরমিযী-২৩৯৬ হাদীস হাসান)

(٢) عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّهِيْدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ ثَلَاثًا وَلِمَنِ ابْتُلِىَ فَصَبَرَ فَوَاهًا ـ

২. মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নি:সন্দেহে সে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে পরীক্ষার ফিতনা হতে মুক্ত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন বার এ কথাটি উচ্চারণ করলেন। আর যে ব্যক্তিকে পরীক্ষায় ফেলা সত্ত্বেও সত্যের ওপর অবিচল রয়েছে তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। (আবু দাউদ-৪২৬৩, মিশকাত-৫৪০৫)

৮০২. ঈমান রক্ষা করা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মত

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ ـ

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মানুষের ওপর এমন এক যুগ আসবে যখন দ্বীনদারের জন্যে দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। (জামে' তিরমিযী-২২৬০)

৮০৩. আল্লাহর অনুমতিতেই সবকিছু সংঘটিত হয়

(١) مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَمَنْ يُّؤْمِنْ م بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ـ

১. আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ দেখান। আর আল্লাহ সব বিষয়ে অবগত রয়েছেন। (৬৪–সূরা আত্ তাগাবুন : ১১)

৮০৪. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষাস্বরূপ

(١) اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ -

১. তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। (৬৪–সূরা আত্-তাগাবুন : ১৫)

৮০৫. হারানো জিনিস নিয়ে দুঃখ করা ঠিক নয়

(١) مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ - لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتٰكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ -

১. পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর কোনো বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্যে দু:খিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তার জন্যে উল্লাসিত হয়ো না। আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (৫৭–সূরা আল-হাদীদ : ২২-২৩)

৮০৬. যে রাসূল ﷺ -কে ভালবাসে দরিদ্রতা তার দিকে দ্রুত আসে

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ اُحِبُّكَ - قَالَ اُنْظُرْ مَاتَقُوْلُ - فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ اِنْ كُنْتَ صَدَقًا فَاَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْنَفًا لَلْفَقْرُ اَشْرَعُ اِلَى مَنْ حُبَّنِىْ مِنَ السَّيْلِ اِلٰى مُنْتَهَاهُ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে ভালোবাসি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– তুমি কি বলছ তা ভালো করে ভেবে দেখো। সে বলল, আল্লাহর কসম আমি আপনাকে ভালোবাসি, একথা সে তিনবার বলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে দারিদ্র্যের মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুতি নাও। কেননা যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে বন্যার পানির চাইতে দ্রুত গতিতে দরিদ্রতা তার দিকে এগিয়ে আসে। (জামে' তিরমিযী-২৩৫০)

৮০৭. যত বিপদ-আপদ তত গুনাহ্ মাফ

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَزَلُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَبِالْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهٖ ـ وَوَلَدِهٖ وَمَالِهٖ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মু'মিন নর-নারীর ওপর বালা-মুসিবত আসে, কখনও তার নিজের উপর, কখনো তার সন্তান মারা যায়, আবার কখনো তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়। অবশেষে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হয় যে, তার আমলনামায় আর কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। (বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণের কারণে গুনাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। (জামে' তিরমিযী-২৩৯৯ হাদীস হাসান)

৮০. বিশুদ্ধ নিয়ত (اَلنِّيَّةُ الْخَالِصَةُ)

نِيَّةٌ (নিয়ত) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ– اَلْقَصْدُ وَالْاِرَادَةُ তথা ইচ্ছা, স্পৃহা, সংকল্প। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কোনো কাজ বা আমলের দিকে মনোনিবেশ করাকে নিয়ত বলে। মূলত প্রতিটি কাজের একমাত্র উদ্দেশ্যই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। সুতরাং কাজটি যতই সুন্দর হোক না কেন, যদি নিয়তের শুদ্ধতা না থাকে, তবে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। অতএব প্রতিটি মু'মিন বান্দার প্রতিটি আমলের পিছনে বিশুদ্ধ নিয়ত থাকা প্রয়োজন।

৮০৮. উচ্চমানের চিন্তা-চেতনা থাকা উচিত

(١) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ـ

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যে সম্পদ উপার্জন করেছ এবং যা কিছু যমীন হতে উৎপন্ন করেছ, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর জন্য খরচ কর। আর তা থেকে নিকৃষ্টতম বিষয়কে তোমরা নিয়ত কর না। কেননা সেই জিনিসই যদি তোমাদেরকে কেউ দেয়; তবে তা তোমরা গ্রহণ করবে না; বরং তা উপেক্ষা করবে। সুতরাং তোমরা জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ বহুসম্পদশালী এবং স্বপ্রশংসিত। (২–সূরা আল বাক্বারা : ২৬৭)

৮০৯. মানুষ যা চায় তা পায়

(١) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ـ

১. আর তার কর্ম অচিরেই তাকে দেখানো হবে। (৫৩–সূরা আন নাজম-৪০)

(٢) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى ـ

২. আর এ যে, মানুষ তাই পায়, যার সে চেষ্টা করে। (৫৩–সূরা নাজম-৩৯)

৮১০. অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহই

(١) هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلاَّ الْاِحْسَانُ ـ

১. উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (৫৫–সূরা আর রহমান-৬০)

৮১১. যে পরকাল চায় সে পরকাল পায়

(١) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ـ

১. যে কেউ পরকালীন ফসল চায়, তার ফসল আমি বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল চায়, তাকে দুনিয়া হতেই দান করি; কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য হবে না। (৪২–সূরা আশ-শুরা : ২০)

৮১২. যে দুনিয়া চায় সে দুনিযা পাবে

(١) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَانَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ـ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ـ

১. যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়ত রাখবে, আমি তাকে ইহজগতে যতটুকু ইচ্ছা প্রদান করব, অত:পর তার জন্য দোযখ নির্ধারণ করব, সে এতে দুর্দশাগ্রস্ত বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আখেরাতের নিয়ত রাখবে এবং তার জন্য যেমন চেষ্টার প্রয়োজন তেমন চেষ্টাও করবে। যদি সে মু'মিন হয় এরূপ লোকদের চেষ্টা কবুল হবে। (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : ১৮-১৯)

(٢) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِىءٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ـ

২. ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের ওপরেই নির্ভর করে। আর প্রতিটি লোক (পরকালে) তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যেই হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো স্বার্থ উদ্ধারের কিংবা কোনো রমণীকে পাওয়ার নিয়তে করে, মূলত তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে যার দিকে সে হিজরত করেছে। (বুখারী ও মুসলিম);

নোট : এ হাদীসটি বুখারী শরীফে ৬ বার আছে।

৮১৩. আল্লাহ শুধু অন্তর দেখেন

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَايَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তোমাদের সৌন্দর্য ও সম্পদের দিকে দেখেন না; বরং তোমাদের অন্তকরণ ও কাজের দিকে লক্ষ্য করেন। (সহীহ মুসলিম)

৮১৪. নেক কাজের নিয়্যাতেই নেকি আর গুনাহের কাজ না করা পর্যন্ত কোন গুনাহ নেই

(١)عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا اَرَادَ عَبْدِىْ اَنْ يَّعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوْهَا عَلَيْهِ حَتّٰى يَعْمَلَهَا فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا بِمِثْلِهَا وَاِنْ تَرَكَهَا مِنْ اَجْلِىْ فَاكْتُبُوْهَا لَهٗ

حَسَنَةً وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةٍ ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দা কোনো গুনাহের কাজ করার নিয়ত করলে তা না করা পর্যন্ত তার জন্য কোনো গুনাহ লিপিবদ্ধ কর না। তবে সে যদি গুনাহের কাজটি করে ফেলে, তাহলে কাজটির অনুপাতে তার গুনাহ লিখ। আর যদি আমার কারণে তা পরিত্যাগ করে, তাহলে তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। সে যদি কোনো নেকীর কাজ করার জন্যে ইচ্ছা (নিয়ত) করে কিন্তু এখনো তা করেনি তাহলে তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করো। আর যদি কাজ টি সে করে তাহলে তার জন্যে দশগুণ থেকে (আন্তরিকতা অনুপাতে) সাতশ গুণ পর্যন্ত নেকী লিপিবদ্ধ কর। (সহীহ্ বুখারী)

৮১৫. বাহ্যিকভাবে মানুষ ভাল করলে ভাল আর অন্তরের বিষয় আল্লাহর নিকট

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) يَقُوْلُ اِنَّ نَاسًا كَانُوْا يُؤْخَذُوْنَ بِالْوَحْيِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّ الْوَحْىَ قَدْ اِنْقَطَعَ وَاِنَّمَا نَاْخُذُكُمْ الْاٰنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ اَعْمَالِكُمْ فَمَنْ اَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا اَمَّنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيْرَتِهِ شَيْئٌ اَللّٰهُ يُحَاسِبَهُ فِىْ سَرِيْرَتِهِ وَمَنْ اَظْهَرَ لَنَا سُوْءً فَلَمْ اَمَنَّاهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَاِنْ قَالَ اِنَّ سَرِيْرَتَهُ حَسَنَةٌ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে উকবা ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময়ে (তার জীবদ্দশায়) লোকদের যাচাই করা হতো অহী দ্বারা। কিন্তু (তার ইন্তেকালে) অহী বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমরা তোমাদেরকে তোমাদের বাহ্যিক কাজ দ্বারা যাচাই করব। অতএব কেউ আমাদের সামনে বাহ্যত ভালো কাজ করলে

আমরা তাকে বিশ্বাস করব এবং আমাদের নিকটবর্তী বলে গ্রহণ করব, তার অন্তরের (নিয়তের) অবস্থা অনুযায়ী বিচারের জন্যে তো মহান আল্লাহই রয়েছেন। আর কেউ আমাদের সামনে বাহ্যত খারাপ কাজ করলে আমরা তাকে মানব না এবং তাকে বিশ্বাসও করব না। সে যতই বলুক তার অন্তরের অবস্থা খুবই ভালো অর্থাৎ সে খুবই ভালো মানুষ। (সহীহ বুখারী)

৮১. সন্ত্রাসবাদ (اَلْاِرْهَابُ)

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম কখনো সন্ত্রাস, জুলুম, অন্যায় ও অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেয় না; বরং এগুলোকে চরমভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। মূলত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং সন্ত্রাসবাদকে মূলোৎপাটন করার জন্যেই ইসলাম বিনা কারণে হত্যার পরিবর্তে হত্যা তথা কিসাসকে জায়েয করেছে। ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজকে বিশৃংখলা সৃষ্টি করাই মূলত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এসব কিছুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের আপোষহীন হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

৮১৬. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা পুরো জাতিকে হত্যার সামিল

(١) مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

১. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যার পরিবর্তে হত্যা করা বা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্যে হত্যা ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করল এবং যে কারো জীবন রক্ষা করল সে যেন সব মানুষের জীবন রক্ষা করল। (৫–সূরা আল মায়েদা : ৩২)

৮১৭. যে কাউকে হত্যা করল সে চিরকাল জাহান্নামী

(١) وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ـ

১. যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম। তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার উপর রাগ হন, তাকে অভিসম্পাত করেন এবং তার জন্য ভয়াবহ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৪–সূরা আন্ নিসা : ৯৩)

৮১৮. ধ্বংসের কাজের দিকে বিন্দুমাত্রও যাওয়া যাবে না

(١) وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ج وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

১. তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। আর মানুষের প্রতি সদাচরণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সদাচরণকারীদের ভালোবাসেন। (২–সূরা আল-বাক্বারা : ১৯০)

৮১৯. জালিম ও বিদ্রোহীরাই অপরাধী

(١) اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

১. অভিযুক্ত শুধু তারাই যারা মানুষের উপর জুলুম-অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। (পরকালে) তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে। (৪২–সূরা আশ্ শূরা : ৪২)

৮২০. সামান্য জমিও জবর দখলকারীর করুণ পরিণাম

(١) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ ـ

১. সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি কারো সামান্য জমিও অন্যায়ভাবে দখল করে নেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সাত তবক জমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৮২১. যার জিহবা ও হাত থেকে অন্যরা নিরাপদ কেবল সেই মুসলিম

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ ـ

১. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : যার জিহ্বা ও হাত হতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকতে পারবে সেই প্রকৃত মুসলিম। আর যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে সেই প্রকৃত মুহাজির। (বুখারী ও মুসলিম)

৮২২. দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চেয়ে একজন মুসলিমকে হত্যা করা গুরুতর পাপ

(١) لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ ـ

১. আল্লাহর নিকট সারা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চাইতেও গুরুতর বিষয় হচ্ছে কোনো মুসলিমকে হত্যা করা। (জামে' তিরমিযী)

৮২৩. সন্ত্রাসীদের কলিজা মুখের নিকট এসে যাবে

(١) وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ ـ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ـ

১. হে নবী! তুমি তাদেরকে সেদিন সম্পর্কে ভয় দেখাও যা অতি নিকটে, যখন কলিজা মুখের নিকট এসে যাবে আর লোকেরা-চুপচাপ দু:খ হজম করে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঐ অবস্থাতে অত্যাচারীদের কোনো বন্ধু হবে না যে তাতে শাফায়াত করতে পারে এবং যার কথা মেনে নেয়া হবে! (৪০–সূরা আল মুমিন : ১৮)

৮২. ইসলামে নির্বাচন (اَلْاِنْتِخَابُ فِى الْاِسْلَامِ)

ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো পদে প্রার্থী হওয়া বা নিজেকে প্রার্থীরূপে দাঁড় করানোর অধিকার নেই। কিন্তু কোনো পদের জন্যে অন্য ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করা শরীয়তে সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা, তাতে নিজের কোনো লোভের সম্ভাবনা থাকে না। ব্যক্তি নিজের প্রার্থী হওয়া শরীয়তে অবৈধ এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি যদি প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দেয়, শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কল্যাণকর মনে হয়, তাহলে তখন তা আর নাজায়েয হবে না; বরং তখন নিজেকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাটা ফরজের পর্যায়েও পড়ে। যেমনটা ইউসুফ (আ) করেছিলেন। আর বর্তমান কালের অনেক সময় জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলো এমন জটিল হয়ে দেখা দেয় যে, অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থী না হলে চলে না। জনসাধারণকে ভালোভাবে জানাতে হবে যে, সমাজের মধ্যে কোন লোকেরা সত্যিই নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য। এরূপ অবস্থায় ব্যক্তি

নিজেকে কোনো পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য জনগণের সামনে পেশ করার অর্থ হবে জনগণের জানিয়ে দেয়া যে, কী ধরনের লোককে নির্বাচিত করতে হবে। আর ইসলামে নির্বাচনের মূল শ্লোগান হল আল্লাহর আইন চাই সৎ লোকের শাসন চাই।

৮২৪. মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি

(১) وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ـ

১. আর স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন তোমার রব ফিরিশতাদের বললেন, আমি জমিনের বুকে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে আগ্রহী। (২–সূরা আল-বাকারা : ৩০)

৬২৫. আল্লাহ প্রতিনিধি নির্বাচন করেন

(১) اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ـ

১. আল্লাহ ফিরেশতাদের মধ্য হতে পয়গামবাহক নির্বাচিত করেন এবং মানুষের মধ্য হতেও নির্বাচিত করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শুনেন ও দেখেন। (২২–সূরা হজ্ব : ৭৫)

৮২৬. যথাযথ স্থানে ভোট প্রদান করতে হবে

(১) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا ـ

১. (হে ঈমানদারগণ!) আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। (৪–সূরা আন-নিসা : ৫৮)

৮২৭. ইবরাহীম (আ) ছিলেন আল্লাহ কর্তৃক পরীক্ষিত নেতা

(২) وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ط قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ط قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ـ

২. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীমকে তার রব নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অত:পর তাতে তিনি উত্তীর্ণ হলেন তখনি আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতা নির্বাচন করতে চাই। ইবরাহীম বলল, আমার বংশধর থেকেও নেতা করিও। আল্লাহ উত্তরে বললেন, জালেমরা কখনই এ পদ পাবে না। (২–সূরা আল্ বাক্বারা : ১২৪)

৮২৮. তিনজন হলেও একজন আমীর বানিয়ে নাও

(١) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَالْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ.

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, তিনজন এক সাথে সফরে বের হলে একজনকে নেতা বা আমীর মনোনীত করবে। (আবু দাউদ-২৬০৮, ২৬০৯ হাদীস হাসান)

৮২৯. প্রকৃত মুমিনরা দায়িত্বশীল হতে চায় না

(١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الْأَمْرِ حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ.

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলূল্লাহ ﷺ বলেছেন : যারা পদকে ভীষণভাবে অপছন্দ করে অত:পর যখন তাতে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন তাদেরকে সর্বোত্তম লোক হিসেবে পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৮৩০. নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া যায় না

(١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَسْئَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

১. আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিবে না। কেননা তুমি যদি চেয়ে নেতৃত্ব লাভ কর তাহলে তোমাকে উক্ত পদের হাওয়ালা করা হবে। (সে অবস্থায় তুমি আল্লাহর কোনো সাহায্য পাবে না।) আর যদি কোনো রকম প্রার্থনা করা ব্যতীত তুমি নেতৃত্ব লাভ কর, তাহলে আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাকে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৮৩. তাসাউফ-তাযকিয়ায়ে নাফস/আত্মশুদ্ধি

(تَزْكِيَةُ النَّفْسِ)

ফিক্‌হের সম্পর্ক হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য কার্যকলাপের সাথে। আর মনের অবস্থার সাথে যার সম্পর্ক সে জিনিসটাকে বলা হয় তাসাউফ। যেমন– কেউ সালাত আদায় করছে, সেখানে ফিকহ্ কেবল এতটুকুই দেখেছে যে, সে ঠিকমত অযূ করল কিনা, কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াল কিনা, সালাতের সবগুলো অপরিহার্য শর্ত পালন করল কিনা ইত্যাদি। কিন্তু এক্ষেত্রে তাসাউফ দেখে যে, ইবাদতে তার দিলের অবস্থা কি ছিল? সে আল্লাহ্‌র দিকে নিবিষ্টচিত্ত ছিল কিনা? তার দিল পার্থিব চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত ছিল কিনা? সালাত থেকে তার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভীতি অর্জিত হলো কিনা? আত্মাকে কতটা পরিশুদ্ধ করেছে? তার চরিত্র কতটা সংশোধন করেছে? ইত্যাদি। কুরআন মজীদে এ জিনিসটির নাম দেয়া হয়েছে 'তাযকিয়া' ও 'হিকমত' আর হাদীস শরীফে একে বলা হয়েছে 'ইহ্‌সান' এবং পরবর্তী লোকেরা একে অভিহিত করেছেন 'তাসাউফ' নামে। যা বান্দাকে আল্লাহ্‌র নিকটে পৌছিয়ে দেয়।

৮৩১. নিজেকে পরিশুদ্ধ করার গুরুত্ব

(١) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ـ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ـ

১. নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে সেই ব্যক্তি, যে শুদ্ধ হয় এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে। অত:পর সালাত আদায় করে। (৮৭–সূরা আলা : ১৪-১৫)

(٢) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ـ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ـ

২. নি:সন্দেহে সেই ব্যক্তি সফলতা অর্জন করতে পেরেছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পেরেছে। আর ঐ ব্যক্তি ব্যর্থ হয়েছে যে নিজকে কলূষিত করে। (৯১– সূরা আশ্‌-শাম্‌স : ৯-১০)

(١) صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَّنَحْنُ لَهٗ عَابِدُوْنَ ـ

১. আমরা আল্লাহ্‌র রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌র রং-এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে? আর আমরা তাঁরই ইবাদত করি। (২–সূরা বাক্বারা-১৩৮)

৮৩৩. যাকাত দেয়ার মাধ্যমে পরিশুদ্ধি অর্জন

(١) خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ـ اِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ـ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

১. তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং তা দ্বারা তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে পার। আর তুমি তাদের জন্যে দোয়া কর। নিশ্চয়ই তোমার দোয়া তাদের জন্যে সান্ত্বনাস্বরূপ। অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। (৯–সূরা আত্-তাওবা : ১০৩)

৮৩৪. রাসূল প্রেরণের চারটি উদ্দেশ্য

(٣) هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ ـ

৩. তিনিই আল্লাহ যিনি নিরক্ষরদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ। তাদেরকে পবিত্র-পরিশুদ্ধ করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইত:পূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। (৬২–সূরা জুমুআ : ২)

৮৩৫. ভালো মানুষের বেশ ধারণ করলেই ভালো হওয়া যায় না

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ الْاِيْمَانُ بِالتَّمَنِّىْ وَلاَ بِالتَّحَلِّىْ وَلٰكِنْ هُوَ وَقَرَ فِى الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ ـ

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ বলেছেন : মুমিন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা এবং মুমিনের মতো বেশভূষা বানিয়ে নিলেই ঈমান সৃষ্টি হয় না। বরং ঈমান সে সুদৃঢ় আকীদা যা হৃদয়ের মাঝে পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং যাবতীয় কাজ তার সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে।

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَايَنْظُرُ اِلىٰ صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ -

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ রাসূল ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও ধন-সম্পদের দিকে তাকান না বরং তিনি তোমাদের মন-মানসিকতা ও কাজ কর্মের দিকেই তাকান। (সহীহ মুসলিম)

৮৪. ইসলামী ছাত্রসংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও পাঁচ দফা কর্মসূচি

মুমিন জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম ইসলামী ছাত্রসংগঠন নির্ধারণ করেছে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী মানুষের গোটা জীবনকে সাজানোর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই হচ্ছে এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে তারা পাঁচ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। কুরআন হাদীসের আলোকে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পাঁচ দফা কর্মসূচি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

৮৩৬. লক্ষ্য–উদ্দেশ্য

আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল ﷺ প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী মানুষের সার্বিক জীবনের পূর্ণ বিন্যাস সাধন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

৮৩৭. আল কুরআন

(١) اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

১. আমি তো একমুখী হয়ে নিজের লক্ষ্য সেই মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করছি, যিনি আসমান ও যমীনসমূহকে সৃষ্টি করছেন এবং আমি কস্মিনকালেও মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। (৬–সূরা আনআম : ৭৯)

(٢) قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

২. বল, আমার সালাত, আমার যাবতীয় ইবাদত, আমার জীবন ও মৃত্যু সব কিছুই সারা জাহানের রব আল্লাহরই জন্যে। (৬–সূরা আনয়াম : ১৬২)

(٣) وَمَالِىَ لاَ اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ

৩. আমার জন্য এমন কী কারণ থাকতে পারে যে আমি সেই সত্তার ইবাদত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা সকলেই (মৃত্যুর পর) তাঁর নিকটই ফিরে যাবে? (৩৬–সূরা ইয়াছিন : ২৩)

(٤) وَ مَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ـ

৪. আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, কেবল এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার বন্দেগী করবে। (৫১–সূরা যারিয়াহ : ৫৬)

(٥) اِنَّا اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ـ

৫. (হে নবী!) এই কিতাব আমি তোমার প্রতি পরম সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি। অতএব তুমি এক আল্লাহরই বন্দেগী কর, দ্বীনকে কেবলমাত্র তারই জন্য খাঁটি করে দিও। (৩৯–সূরা আয্ যুমার : ২)

৮৩৮. আল হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ ـ

১. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির ভালোবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না করা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই হয়ে থাকে, সে ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার। (বুখারী)

(٢) عَنْ عَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رضـ) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَّضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً ـ

২. আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ ﷺ কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (বুখারী ও মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান ১১৭)

(٣) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ وَفِىْ رِوَايَةِ اَلْمُؤْمِنُوْنَ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ ـ

৩. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। অপর বর্ণনায় আছে, মুমিনগণ পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রথম দফা : দাওয়াত

৮৩৯. আল কুরআন

(١) يَـاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَـا اُنْزِلَ اِلَيْـكَ مِنْ رَّبِّكَ ـ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَـهٗ ـ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ـ

১. হে রাসূল! তোমার রবের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা লোকদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। তুমি যদি তা না করো, তবে তা পৌঁছিয়ে দেয়ার 'হক বা দায়িত্ব' তুমি আদায় করলে না। লোকদের ক্ষতি ও দুষ্কৃতি হতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন না। (৫–সূরা মায়েদা : ৬৭)

(٢) وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

২. তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে? যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং ঘোষণা করে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। (৪১–সূরা হামীম-আস-সাজদা : ৩৩)

(٣) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ

৩. তোমাদেরকে উত্তম জাতি হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের কাজ হলো, তোমরা মানুষকে সৎ পথে আহবান করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবে। (৩–সূরা আলে-ইমরান : ১১০)

(٤) اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

৪. ডাক তোমার প্রভুর দিকে হিকমত ও উত্তম কথার মাধ্যমে এবং তর্ক করো (যুক্তিসহ) সর্বোত্তম পন্থায়। (১৬–সূরা নহল : ১২৫)

(٥) يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ـ وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ـ

৫. হে নবী! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীস্বরূপ, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে। (৩৩–সূরা আল-আহযাব : ৪৫-৪৬)

৮৪০. আল হাদীস

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو(رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ ـ

১. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ হতে প্রচার কর। আর বনী ইসরাঈল হতে বর্ণনা কর। তাতে দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যারোপ করে, তার নিজ ঠিকানা চিরস্থায়ী জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত। (তিরমিযী হাদীস-২৬৬৯, বুখারী হাদীস-১০৭, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৬, আবু দাউদ-৩৬৫১)

(٢) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا بَشِّرُوْا وَلَاتُنَفِّرُوْا ـ

২. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা (দ্বীনের দাওয়াত) সহজ কর, কঠিন কর না। সুসংবাদ দাও, বিতশ্রদ্ধ কর না (নিরাশ করো না)। (বুখারী ১ম খণ্ড অ: ইলম, পৃ: নং-৫৭)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَ لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তির দাওয়াতে কেউ হিদায়েদপ্রাপ্ত হয় তাহলে দা'য়ীর জন্য (পুরস্কার) প্রতিদান হলো হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির সমান। এতে তার অংশের কোনো কমতি হবে না। (মুসলিম)

(٤) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ ذُكِرَلِىْ اَنَّ اَلنَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ لَايُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ اَلَا اُبَشِّرُبِهِ النَّاسَ قَالَ لَا اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَتَّكِلُوْا ـ

৪. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ মু'আয (রা)-কে বলেছেন : সে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শিরক না করে তার সাথে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। (একথা শুনে) মু'আয বললেন 'আমি কি লোকদেরকে সুসংবাদ দেব না? তিনি বললেন, 'না, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা এর উপরই ভরসা করে বসে থাকবে। (বুখারী ১ম খণ্ড, অ: ইলম পৃ: নং-৯০)

(٥) عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِنِ الْبَدْرِيِّ (رضى) اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَسْتَحْمِلُهٗ فَقَالَ : اِنَّهٗ قَدْ اُبْدِعَ بِىْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِئْتِ فُلَانًا، فَاَتَاهُ فَحَمَلَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ ، اَوْ قَالَ عَامِلِهٖ ـ

৫. আবু মাসউদ বাদ্‌রী (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একটি সওয়ারী চাইতে এসে বলল : আমার বাহনটি তো ধ্বংস হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অমুক লোকের নিকট যাও। সে উক্ত লোকটির নিকট গেল অতঃপর সে তাকে একটি বাহন দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কেউ যদি কোনো ভালো কাজের পথ দেখায় তবে ঐ কাজ যে ব্যক্তি নিজে করল তার সমান সে সওয়াব পাবে। (তিরমিযী হাদীস-২৬৭১ হাদীস সহীহ)

দ্বিতীয় দফা : সংগঠন

৮৪১. আল কুরআন

(١) وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ـ

১. তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (দ্বীনকে) আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আল্লাহর সে অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন, তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে, তিনি তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, ফলে তোমরা তারই অনুগ্রহে পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। (৩–সূরা আলে-ইমরান : ১০৩)

(٢) وَاِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ـ

২. (হে রাসূলগণ!) আপনাদের এই যে জাতি সব তো একই জাতির (ধর্মের) অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা। অতএব আমাকে ভয় করুন। (২৩–সূরা আল-মু'মিনুন : ৫২)

(٣) وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

৩. আর তাদের মতো হয়ো না, যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য হিদায়েত পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। তাদের জন্যই রয়েছে ভয়ানক আযাব। (৩–সূরা আলে-ইমরান : ১০৫)

(٤) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

৪. তবে যারা তওবা করবে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে ও আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীনকে খালেস করে নেবে, এমন লোকই মুমিনদের সঙ্গী হবে। আল্লাহ মুমিনদেরকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করবেন। (৪–সূরা আন নিসা : ১৪৬)

(٥) فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ـ

৫. অতএব সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। তিনি কতই না উত্তম মালিক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী। (২২-সূরা আল হজ্জ : ৭৮)

৮৪৩. আল হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ ـ

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনজন লোক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কোথাও বের হলে তাদের একজনকে নেতা নির্বাচন করে নেয়া উচিত। (আবু দাউদ-২৬০৮, ২৬০৯ হাসান সহীহ)

(٢) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ

২. আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে যেন ইসলামের রজ্জু হতে সরে গেল। (আবু দাউদ-৪৭৫৮, আহমদ)

(٣) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ لَا اِسْلَامَ اِلاَّ بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ اِلاَّ بِاِمَارَةٍ وَلَا اِمَارَةَ اِلَّا بِطَاعَةٍ ـ

৩. ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সংগঠন ব্যতীত ইসলাম নেই, আর নেতৃত্ব ব্যতীত সংগঠন নেই এবং আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্ব নেই। (আসার)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً ـ

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্যকে অস্বীকার করে জামায়াত পরিত্যাগ করল এবং সেই অবস্থায় মারা গেল, সে যেন জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (সহীহ্ মুসলিম)

(٥) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَاَنَّ رَاْسَهٗ زَبِيْبَةٌ ـ

৫. আনাস ইবন্ মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি তোমাদের উপর এরূপ কোনো হাবশী দাসকেও নিযুক্ত করা হয়, যার মাথাটি কিশমিশের ন্যায় তবুও তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর। (বুখারী ১০ম খণ্ড, অ: আহকাম পৃ: ৪০৭)

তৃতীয় দফা : প্রশিক্ষণ

৮৪৩. আল কুরআন

(١) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ـ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

১. হে আমাদের রব! তাদের প্রতি তাদের জাতির মধ্য হতেই এমন একজন রাসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয় তুমি বড় শক্তিমান ও বিজ্ঞ। (২ সূরা আল বাক্বারা : ১২৯)

(٢) وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ـ

২. এবং আল্লাহ্ তাঁকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করবেন, তাওরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। (৩–সূরা আলে ইমরান : ৪৮)

(٣) هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ـ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ

৩. তিনি সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদেরকে তার আয়াতসমূহ পড়ে শুনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ ইতোপূর্বে তারা সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল। (৬২–সূরা আল জুময়া : ২)

(٤) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ط وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ـ

৪. আমি লোকমানকে হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করেছি এই মর্মে যে, সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। আর যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয় (জেনে রেখো) আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (৩১–সূরা লোকমান : ১২)

(٥) اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ـ

৫. তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর। (২–সূরা আল বাক্বারা : ৪৪)

৮৪৪. আল হাদীস

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْهٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, একজন সমঝদার আলেম শয়তানের নিকট এক হাজার আবেদের চেয়ে অধিক ভয়াবহ।
(তিরমিযী হাদীস-২৬৮১, নাসায়ী হাদীস-২২২, মিশকাত হাদীস-২১৭)

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ـ

২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা যাকে কল্যাণ দান করেন, তাকে তিনি দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও সমঝ দান করেন। (বুখারী-৭১, মুসলিম-১০৩৭, ইবনে মাযাহ-২২১, আহমদ-১৬৩৯২)

(٣) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَنْ عَلِمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا اَوْ قَدْ عَصٰى ـ

৩. উকবাহ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি তীর চালানো প্রশিক্ষণ নিল তারপর তা ঢেকে দিল (অন্যকে প্রশিক্ষণ দিল না এবং প্রশিক্ষণ কাজে লাগাল না) সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অথবা তিনি বলেছেন, সে পাপের কাজ করল। (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : উল্লেখ্য যে, তীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অন্যায় কাজে ব্যবহার করা যাবে না; বরং ন্যায় কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ব্যবহার করতে হবে।

(٤) عَنْ اَبِىْ عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شَفِيٍّ الْهَمَدَانِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ (رضـى) يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ اَلرَّمْىُ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ اَلرَّمْىُ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ اَلرَّمْىُ ـ

৪. আবু আলী সুমামা ইব্ন শাফী আল্ হামাদানী হতে বর্ণিত। তিনি উক্বা ইব্ন আমির আল জুহানী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিম্বরে দাড়িয়ে খুত্বা দেয়ার সময় বলতে শুনেছেন : (পবিত্র কুরআনের নির্দেশ) "তোমরা শত্রুর মোকাবিলার জন্য সাধ্যমত শক্তি অর্জন করো"–মনে রেখ, শক্তি হলো তীরন্দাজী। মনে রেখ, শক্তি হলো তীরন্দাজী। মনে রেখ, শক্তি হলো তীরন্দাজী।

নোট : তখনকার দিনে তীর নিক্ষেপ করার কৌশলই ছিল রণক্ষেত্রের বিজয়ের অন্যতম হাতিয়ার। বর্তমানে বন্দুক, মেশিনগান, তোপ, কামান ও পারমাণবিক ইত্যাদি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ গ্রহণ এর অন্তর্ভূক্ত হবে।
(আবু দাঊদ হাদীস-২৫১৪)

(٥) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَ جَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلٰثَةَ نَفَرٍ اَلْجَنَّةَ صَانِعَهُ

يَحْتَسِبُ فِىْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِىْ بِهٖ وَمُنَبِّلِهٖ وَارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَاَنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ وَاِلاَّ ثَلٰثٌ تَادِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهٗ وَمُلاَعَبَتُهٗ اَهْلَهٗ وَرَمْيُهٗ بِقَوْسِهٖ وَنَبْلِهٖ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْىَ بَعْدَ مَا عَلِمَهٗ رَغْبَةً عَنْهُ فَاِنَّمَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا اَوْ قَالَ كَفَرَهَا ـ

৫. উকবা ইবনে আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ একটি তীরের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ১. তীর প্রস্তুতকারীকে, যে যুদ্ধে ব্যবহারের সৎ উদ্দেশ্য তৈরি করেছে; ২. তীর নিক্ষেপকারীকে; ৩. তীরের ঝুড়িবাহককে, যে প্রতিবার তীর নিক্ষেপকারীকে ব্যবহারের জন্য তীর সরবরাহ করে থাকে।

তোমরা তীর নিক্ষেপ কর ও ঘোড়ায় চড়। তোমাদের তীর নিক্ষেপের জন্য ঘোড়ায় আরোহণ করার চাইতে তীর নিক্ষেপেই আমার নিকট অধিক প্রিয়। তিন প্রকারের বিনোদন ছাড়া অন্য কোনো প্রকার বিনোদন অনুমোদিত নয়। ১. পুরুষের জন্য তার ঘোড়াকে কৌশলের প্রশিক্ষণ দান; ২. স্বীয় স্ত্রীর সাথে আমোদ-প্রমোদ করা; ৩. তীর ধনুক পরিচালনার প্রশিক্ষণ নেয়া। যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নেয়ার পর তার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে তার ব্যবহার ছেড়ে দেয়, সে যেন একটি উত্তম নি'আমত ত্যাগ করল। অথবা তিনি বলেছেন, নি'আমত অস্বীকার করল ও অকৃতজ্ঞ হলো। (আবূ দাউদ হাদীস-২৫১৩ হাদীস দুর্বল)

চতুর্থ দফা : ইসলামী শিক্ষা ও ছাত্র সমস্যা

৮৪৫. আল কুরআন

(١) اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ـ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ـ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ـ

১. পড় (হে নবী)! তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাঁধা রক্তের এক পিণ্ড হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানত না। (৯৬–সূরা আলাক : ১-৫)

(٢) اَلرَّحْمٰنُ ـ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ـ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ـ

২. তিনিই পরম করুণাময় আল্লাহ্ যিনি এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন। (৫৫–সূরা আর-রাহমান : ১-৪)

(٣) يَرْفَعِ اللّٰـهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ـ

৩. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন করে দেবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (৫৮–সূরা আল মুযাদালাহ : ১১)

(٤) قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ -اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ

৪. আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না– তারা কি সমান হতে পারে? জ্ঞানবান লোকেরাই কেবল নসীহত গ্রহণ করে থাকে। (৩৯–সূরা আয যুমার : ৯)

(٥) اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ـ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ـ

৫. নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নি:সন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (৩৫–সূরা আল-ফাতির : ২৮)

৮৪৬. আল হাদীস

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰـهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ـ

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপরই ইলম অর্জন করা ফরয। (ইবনে মাযাহ-২২৪)

(٢) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰـهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ ـ

২. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণে বের হয়, সে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই থাকে। (তিরমিযী হাদীস-২৬৪৭ দুর্বল)

(٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلٰثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার আমলও বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য তখনো তিন প্রকারের নেক আমল বাকি থেকে যায়। ১. সদকায়ে জারিয়া, অর্থাৎ এমন দান-সদকা যদ্বারা মানুষ দীর্ঘদিন পর্যন্ত লাভবান হতে থাকে; ২. এমন ইলম, যদ্বারা ফায়দা লাভ করা যেতে পারে এবং ৩. এমন সচ্চরিত্রবান সন্তান, যারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (মুসলিম ৫ম খণ্ড, অ: ওসিয়ত, পৃ: নং-৪৯)

(٤) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ(رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ لَايَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ ـ

৪. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহও তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না। (সহীহ্ বুখারী)

(٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ ـ

৫. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম সন্ধান করে পথ চলে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। (তিরমিযী হাদীস-১৪১৫, মুসলিম-২৬৯৯, ২৭০০)

পঞ্চম দফা : ইসলামী বিপ্লব

৮৪৭. আল কুরআন

(١) إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ ـ

১. আল্লাহ্ তো ভালোবাসেন সেই লোকদেরকে যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর। (৬১–সূরা আছ ছফ : ৪)

(٢) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

২. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা এমনিতে বেহেশতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ্ এখন পর্যন্ত তা দেখেন নি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আল্লাহর পথে প্রাণপণে লড়াই করতে প্রস্তুত এবং তাঁরই জন্য ধৈর্যশীল। (৩–সূরা আলে-ইমরান : ১৪২)

(٣) وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ـ اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ

৩. তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে লড়াই করো যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। কিন্তু সে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন কর না, কেননা আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (২–সূরা আল বাক্বারা : ১৯০)

(٤) اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ- ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

৪. তোমরা বের হয়ে পড় হালকা কিংবা ভারী সরঞ্জামের সাথে, আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও নিজেদের প্রাণ দিয়ে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (৯–সূরা আত্ তওবা : ৪১)

(٥) وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ـ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ـ

৫. হে ঈমানদার লোকেরা! কাফেরদের সাথে লড়াই কর ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহরই জন্যে হয়ে যায়। পরে তারা যদি ফেতনা থেকে বিরত থাকে তবে তাদের আমল আল্লাহ্ দেখবেন। (৮–সূরা আল আনফাল : ৩৯)

৮৪৮. আল হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَـالَ قُلْتُ يَا رَسُـوْلَ اللّٰـهِ ﷺ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! কোন আমলটি (আল্লাহর নিকট) সবচেয়ে উত্তম? রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

(٢) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَـالِكٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَـالَ لَغَـدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহর পথে একটা সকাল ও একটা বিকেল ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। (সহীহ্ বুখারী ৫ম খণ্ড, অ: জিহাদ পৃ: ১১৫)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদে শরীক হলো না, কিংবা জিহাদ সম্পর্কে কোনো চিন্তা-ভাবনাও করল না, আর এই অবস্থায়-ই যদি সে মারা গেল, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করল। (সহীহ্ মুসলিম)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ فَقَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ ـ

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন আমলটি উত্তম? তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। তারপর তাকে আবার প্রশ্ন করা হল তারপর কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর রাহে জেহাদ করা। আবার প্রশ্ন করা হলো তারপর কোনটি? তিনি বললেন : মকবুল হজ্ব। (বুখারী ১ম খণ্ড, অ: ঈমান পৃ: নং-২৫)

(৫) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا .

৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, '(মক্কা) বিজয়ের পর আর হিজরত নেই বরং রয়েছে কেবল জিহাদ ও নিয়্যাত। যদি তোমাদের জিহাদের ডাক দেয়া হয়, তাহলে বেরিয়ে পড়।' (বুখারী ৫ম খণ্ড, অ: জিহাদ পৃ: নং-১১০)

৮৫. বিশেষ আলোচনা

৮৫০. ইসলামী আন্দোলনের ৩ দফা দাওয়াত ও ৪ দফা কর্মসূচি

শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ দ্বীন ইসলামের যে বাস্তব নমুনা কায়েম করে দেখিয়ে গেছেন সে আদর্শেই ইসলামী আন্দোলন এ দেশকে গড়ে তুলতে চায়। আর তাই এ ইসলামী আন্দোলন দেশবাসীকে সে দাওয়াতই দেয়। ইসলামী সংগঠন কোনো নতুন দাওয়াত দিচ্ছে না। যুগে যুগে নবীগণ যে বিপ্লবী কালেমার দাওয়াত দিয়েছেন ইসলামী সংগঠন সেই কালেমায়ে তাইয়্যেবার দাওয়াতই অব্যাহত রেখে তা মানুষের মাঝে পৌঁছে দিচ্ছে।

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ .

'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা হুকুমকর্তা নেই, মুহাম্মদ ﷺ তাঁরই রাসূল বা বাণীবাহক।' এ কালেমার দাবি যে করে, তাকে অবশ্যই অন্য সকল প্রকার দাসত্ব ত্যাগ করে আল্লাহকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মনিব মানতে হবে এবং তাঁর রাসূল যেভাবে আল্লাহর দাসত্ব করার নমুনা দেখিয়ে গেছেন, সেভাবেই দাসত্ব করতে হবে। অর্থাৎ পূর্ণরূপে রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে।

৮৫১. কালেমার এ বিপ্লবী দাওয়াতকেই ইসলামী আন্দোলন নিম্নরূপ ৩টি দফায় প্রকাশ করে

১. দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র ইলাহ (হুকুমকর্তা) ও মুহাম্মদ ﷺ-কে একমাত্র আদর্শ নেতা মেনে নিন।

২. আপনি যদি সত্যি তা মেনে নিয়ে থাকেন তাহলে আপনার জীবন থেকে ইসলামের বিপরীত চিন্তা, কাজ ও অভ্যাস দূর করুন এবং আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে কারো আনুগত্য না করার সিদ্ধান্ত নিন।

৩. এ দুটো নীতি অনুযায়ী খাঁটি মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করতে চাইলে সংঘবদ্ধ হয়ে অসৎ ও আল্লাহ বিমুখ লোকদেরকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে ঈমানদার, আল্লাহভীরু সৎ ও যোগ্য লোকদের হাতে নেতৃত্ব অর্পন করুন।

৮৫২. বৃহত্তম ইসলামী আন্দোলনের ৪ দফা কর্মসূচি

বাংলাদেশের বৃহত্তম ইসলামী সংগঠন ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ৪ ধরনের কাজ করে যাচ্ছে।

১. দাওয়াতের মাধ্যমে চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পূর্ণগঠনের কাজ : ইসলামী আন্দোলন কুরআন ও হাদীসের সঠিক শিক্ষাকে বলিষ্ঠ যুক্তির সাহায্যে তুলে ধরে জনগণের চিন্তার বিকাশ সাধন করছে। তাদের মধ্যে ইসলামকে অনুসরণ ও তা কায়েম করার উৎসাহ ও মনোভাব জাগ্রত করছে।

২. সংগঠন ও প্রশিক্ষণের কাজ : ইসলামী আন্দোলন ইসলাম কায়েমের সংগ্রামে আগ্রহী ব্যক্তিদের সুসংগঠিত করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার যোগ্য করে গড়ে তুলছে।

৩. সমাজ সংস্কার ও সেবার কাজ : ইসলামী আন্দোলন ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজের সংশোধন, নৈতিক পুর্নগঠন ও সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন করছে।

৪. সরকার সংশোধনের কাজ : গ্রাম ও ইউনিয়ন থেকে শুরু করে শাসন ব্যবস্থার সকল স্তরে আল্লাহদ্রোহী, ধর্মনিরপেক্ষ, যালেম ও অসৎ নেতৃত্বের বদলে আল্লাহভীরু, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব কায়েমের জন্য গণতান্ত্রিক পন্থায় চেষ্টা চালাচ্ছে।

ইসলামী আন্দোলনের ৩ দফা
দাওয়াত ও তার দাবি

৮৫৩. ১ম দফা : দাওয়াত

"দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি পেতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালাকে একমাত্র ইলাহ (হুকুমদাতা) ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে একমাত্র আদর্শ নেতা মেনে নিন।"

এ দফায় মূল দু'টি বিষয় রয়েছে। তাওহীদ এবং রেসালাত। মূলত আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাঁর দেয়া বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনা করাই তাওহীদের দাবী। এ দাবি পূরণে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে মেনে নিতে হবে। আর আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ মেনে নেয়া দ্বারা তিনটি বিষয় অতি সহজেই মেনে নিতে হয়। আল্লাহকে একমাত্র রব, তিনিই সমস্ত ভালো গুণের অধিকারী এবং একমাত্র তিনিই উপাস্য।

ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো যাতে মানুষের সামনে ঈমানের সঠিক রূপ, ঈমান বিরোধী ধ্যান-ধারণার অবসান এবং ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার উৎসাহ পাওয়া যায়।

১. একমাত্র রব বা প্রতিপালক

দেশের বৃহত্তম ইসলামী সংগঠন মানুষের সামনে এ দাওয়াত পেশ করে যে, আল্লাহ একমাত্র রব বা প্রতিপালক। সৃষ্ট জগতের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। এ কথার গুরুত্বের জন্য প্রতিদিন প্রতিবেলার সালাতের প্রত্যেক রাকআতেই اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আয়াতটির তিলাওয়াত ওয়াজিব হওয়াই যথেষ্ট। যেখানে আল্লাহকে সৃষ্ট জগতের একমাত্র প্রভু হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহই মানুষকে মাতৃগর্ভে প্রতিপালন করেন। সেখানে না আছে কোনো পাহারাদার আর না আছে কোনো ডাক্তার-কবিরাজ। না কোনো আহার , না পানীয়। অক্সিজেন ছাড়াও মানুষ বাঁচতে পারো না। অতএব, বুঝা যায় যে, দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম উপেক্ষা করেও যিনি সংরক্ষণ এবং প্রতিপালন করেন তিনিই একমাত্র আল্লাহ। মাতৃগর্ভ দিয়েই আল্লাহর প্রতিপালন শুরু। এরপর দুনিয়ার জিন্দেগীতে এসে তাকে বড় করা, তার বুদ্ধিমত্তা দেয়া, অসুখে সুস্থতা দান করা, ভয়ে নিরাপত্তা দেয়া এই সবই আল্লাহর কাজ। আল্লাহ বলেন–

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ـ

সুতরাং তাদের উচিত এ কাবা ঘরের মালিকের এবাদত করা যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দান করেছেন এবং ভয়ের সময় নিরাপদে রেখেছেন। (১০৬–সূরা কুরাইশ: ৩-৪)

মুখ দিয়ে যখন দু' একটি করে মায়া বিজড়িত শব্দ বেরুচ্ছে, তখন মুসলিম মাতা-পিতা প্রথমে 'আল্লাহ' বলতে শিখায়। আর অমুসলিম মাতা-পিতা অন্য কিছু শিখায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ যথার্থই বলেছেন—

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُّوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْيُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ ـ

প্রত্যেক সন্তান মুসলিম হয়ে জন্ম নেয়, তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী অথবা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসক বানায়।

পূত:পবিত্র মা'সুম সন্তানটি তার পিতা-মাতা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সন্তানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতা নির্ভর করে মাতা-পিতার বলিষ্ঠ ভূমিকার উপর। পিতা-মাতার

চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো সন্তান পরিবেশ বা সামাজিক নেতৃত্বের কারণে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এর জন্য মাতা-পিতা দায়ী নয়; বরং সমাজের ঐ নেতারাই দায়ী হবে যাদের অনুকরণ করে নষ্ট হয়েছে এবং দোযখের উপযুক্ত হয়েছে। হাশরের দিন বিচারের সময় এরা বলবে—

وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ. رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا.

তারা বলবে হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের সরদার ও নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করেছি আর তারা আমাদেরকে হিদায়াতের পথ হতে গোমরাহ করে রেখেছে। হে রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের উপর কঠিন অভিশাপ বর্ষণ কর। (৩৩–সূরা আহযাব : ৬৭-৬৮)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, আজ যারা স্বেচ্ছায় আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে মেনে নেয় না সেদিন তারা নিরূপায় হয়ে করুণার আশায় আল্লাহকে প্রতিপালক বলে স্বীকৃতি দিবে। কিন্তু ঐ সময় এমন স্বীকৃতির কোনো মূল্য হবে না। আল্লাহ বলেন-

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّاتَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّ لَايُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ -

তোমরা ভয় কর ঐ দিনকে (কিয়ামত) যেদিন কোনো মানুষ অন্য মানুষের কোনো দাবি পরিশোধ করতে পারবে না, কবুল করা হবে না কারো পক্ষ থেকে কারো জন্য কোনো সুপারিশ, গ্রহণ করা হবে না কারো পক্ষ থেকে কোনো বিনিময় এবং তাদেরকে কোনো সাহায্যও করা হবে না। (২–সূরা আল-বাকারা : ৪৮)

২. স্থায়ী গুণের একমাত্র অধিকারী

কুরআনে হাকীমে বর্ণিত আল্লাহর সকল স্থায়ী নাম ও বিশেষণ আল্লাহর সাথে বিশেষিত। আল্লাহর সকল গুণাবলির আলোচনা এখানে সংক্ষিপ্তাকারে দেয়া সম্ভব নয় বিধায় এমন কয়েকটি গুণের উল্লেখ করা হলো যেগুলো কোনো ব্যক্তির মধ্যে আসতে পারে না এবং এগুলোর আলোচনা দ্বারা বাকিগুলোর বুঝতে সহজবোধ হবে। কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে এবং এই ৯৯টি গুণের চমৎকার সমাবেশ তাঁর মধ্যে রয়েছে। বুখারী শরীফের হাদীসে আল্লাহর ৯৯টির অধিক গুণবাচক নামের কথা বলা হয়েছে।

ক. خَالِقٌ বা সৃষ্টিকর্তা

ইসলামী সংগঠনের আক্বীদা হচ্ছে মহান আল্লাহ্ই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তারা এই দাওয়াতই জনগণের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দিয়ে আসছে। আল্লাহ্র এই গুণটির কিছু ব্যাখ্যা পেশ করা প্রয়োজন–

দুনিয়ার কোনো সৃষ্টজীব আজ পর্যন্ত নিজেকে খালেক বা সৃষ্টিকর্তা বলে দাবি করার দু:সাহস দেখায়নি। ফেরাউন নিজেকে 'রব' ঘোষণা করেছিল, কিন্তু 'খালেক' বলার সাহস করেনি। কেননা সমাজে মিথ্যুক ও অপমানিত হবার জন্য 'খালেক' দাবিই যথেষ্ট। কারণ সবাই বলবে যে, তুমি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই আমরা সকল বস্তুকে সৃষ্ট হিসেবে পেয়েছি। তুমি মিথ্যুক, তুমি প্রতারক।

কিন্তু শয়তান ও তার দোসররা বসে নেই। আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নেয়ার পরিবর্তে প্রকৃতিকে সৃষ্টিকর্তা বলছে। এরা সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা করে না, যদি করত অবশ্যই তাদের সামনে একথা প্রতিভাত হতো যে, আল্লাহ্ই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। এরা কুরআনের উপস্থাপিত বিভিন্ন দলীলের প্রতি যদি দৃষ্টি দিত তাহলে অবশ্যই তাদের সামনে ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে পরিষ্কার হয়ে যেত। আল্লাহ্ বলেন–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا .

তারা কি কুরআন সম্বন্ধে কোনো চিন্তা-গবেষণা করে না? না তাদের অন্তরসমূহে তালা পড়ে গিয়েছে? (৪৭–সূরা মুহাম্মদ : ২৪)

দুনিয়ার সকল সৃষ্টি আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নিয়েছে। শুধু মানুষের মধ্য হতে ঐ ঘৃণিত অংশই অস্বীকার করছে, কুরআনের ভাষায় যাদের পরিচয় হলো—

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ .

তারা আসলে জন্তু-জানোয়ারের মতো বরং তাদের থেকেও অধিক বিভ্রান্ত। এরা চরম গাফিলতির মধ্যে নিমগ্ন রয়েছে। (৭–সূরা আ'রাফ : ১৭৯)

আল্লাহ্ মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চান যে, তোমরা মানব-সৃষ্টির প্রতি একটু দৃষ্টি ফেরাও আর চিন্তা করো আমাকে খুঁজে পাবে।

পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ . الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ .

হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার সেই মহান রবের ব্যাপারে ধোঁকায় নিমজ্জিত করেছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাকে সুস্থ সঠিক বানিয়েছেন, তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন এবং যে প্রকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে সংযোজিত করেছেন। (৮২-সূরা আল ইনফিতার : ৬-৮)

উক্ত আয়াতে মানব সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যতা বর্ণিত হয়েছে। মানুষ স্বীকার করুক আর না-ই করুক আল্লাহ তাঁর করুণা দিয়ে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। কত আশা আর ইচ্ছা যে মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে ভুলবে না। তিনি মানুষের ওপর ঈমান গ্রহণকে চাপিয়ে দেননি; বরং এখতিয়ার দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ তার এই এখতিয়ারের মতো মহান আমানত রক্ষায় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। যার কারণে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

এই বিষয়টি আপনিও একটু চিন্তা করুন এভাবে যে, একশ লোকের ভরণ-পোষণের সামর্থ্য আপনার আছে; আপনি করুণাবশত এই একশ লোকের যাবতীয় খরচ বহন করার দায়িত্ব নিলেন। দায়িত্ব মোতাবেক তাদের খানা-পিনা, দেখাশুনা যাবতীয় কাজের আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। কষ্ট কি জিনিস তা তাদেরকে কখনো বুঝতে দেননি। অসুখ হলে সাথে সাথে ডাক্তার দেখান। মোট কথা তাদের কোনো প্রয়োজন আপনি বাকি রাখেনি। এখন তারাই আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করল। আপনার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পরিবর্তে ক্ষতি সাধন করল, আপনার জায়গা-জমি মালিকানা তারা দাবি করে বসল। এমতাবস্থায় আপনার যদি প্রশাসনিক শক্তি থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে আপনার ভূমিকাটা কেমন হবে আপনিই চিন্তা করুন। সে ক্ষেত্রে অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ কেবল ধৈর্যের পরিচয়ই নয় বরং রীতিমতো মানুষকে নিজ দায়িত্বে ক্ষমা করে চলছেন। নতুবা মানুষ দুনিয়াতেই পাকড়াও হতো।

খ. رَزَّاقٌ বা রিযিকদাতা

ফেরেশতা ছাড়া সকল সৃষ্ট জীবের খাদ্য রয়েছে। সৃষ্টির সাথে সাথে কার কি খাদ্য হবে আল্লাহ তা নির্ধারণ করে রেখেছেন। প্রত্যেক জীব নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে নির্ধারিত রিযিক গ্রহণ করে যাচ্ছে। তাদের কখনো খাদ্যাভাব ঘটেনি। গরু-ছাগল ইত্যাদিকে মানুষের অনুগত করে দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে তারা তাদের আহার ভোগ করে যাচ্ছে। কখনো ঘাসের অভাব অনুভব করেনি। আজকে যেখানে ঘাস খেয়েছে, দুদিন পর আবার সেখানে খেতে পায়। বন-জঙ্গলে হাজারো জন্তু রয়েছে। তাদের কখনো মিছিল বের করতে শোনা যায়নি। তারা রেশনের দাবী ও করেনি। আল্লাহ বলেন-

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ـ

আর পৃথিবীতে এমন কোনো বিচরণশীল প্রাণী নেই, যার জীবকার দায়িত্ব আল্লাহ নেননি। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। এ সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে। (১১–সূরা হুদ : ৬)

কিন্তু রিযিকের অসামঞ্জস্যতা নিয়ে চিন্তা করলে অবাক হতে হয়। কেউ অট্টালিকায় বসবাস করছে, আর কেউ খোলা আকাশের নিচে জীব-জন্তুর ন্যায় জীবন-যাপন করছে। কেউ টাকার পাহাড় গড়েছে আর ব্যাংক ব্যালেন্সের অভাব নেই, আর কেউ পথের ভিখারী। কেউ সুঠাম দেহের অধিকারী, আর কেউ হীনস্বাস্থ্য ও রোগশোকে মুহ্যমান । কেউ জ্ঞান-গরীমায় ভরপুর, আর কেউ নির্বোধ।

রিযিকের এই বিরাট ব্যবধানে বিরাট প্রশ্ন এসে আল্লাহর 'রায্‌যাক' সীফাত সম্পূর্ণ ঈমানে ধাক্কা দেয়, এক আল্লাহর সৃষ্টিতে কেন এই বৈষম্য ও বৈপরিত্য? এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায়–

১. সামাজিক উদ্দেশ্য : মানুষকে আল্লাহ সামাজিক জীব করে সৃষ্টি করেছেন, সামাজিকতা রক্ষার্থে মানুষের উপর প্রতিনিয়ত কত প্রকারের দায়িত্ব বা কাজ যে এসে চাপ দেয়, তার কোনো ইয়াত্তা নেই। যদি সব মানুষকে আল্লাহ একই যোগ্যতা আর একই ধন-সম্পদ দিয়ে পাঠাতেন, তাহলে কেউ কারো কাছে যেত না। প্রত্যেকে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত। একটি বোঝা মাথায় উঠিয়ে নেয়ার মতো কোন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যেত না। সমাজ শব্দটা অভিধান থেকে কেটে দেয়ার প্রয়োজন হতো।

২. ভালোবাসা উদ্দেশ্য : বিভিন্ন রকমের যোগ্যতা দান করে আল্লাহ প্রত্যেককে প্রত্যেকের সাহায্যকারী করেছেন। ধনী তার মাল বহন করার জন্য গরিবের সাহায্য কামনা করে। অপরদিকে গরিব তার কাজের বিনিময়ে ধনীর নিকট থেকে ন্যায্য অধিকারের প্রত্যাশা করে। গড়ে উঠে ধনী গরিবের মধ্যে ভালোবাসা। আবদ্ধ হয়ে যায় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে।

৩. শুকরিয়া প্রাপ্তি উদ্দেশ্য : সবল দুর্বলকে দেখে শুকরিয়া আদায় করবে। শুকরিয়ার অর্থ শুধু 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা নয়। বরং 'আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ

আমায় সবল করেছেন' বলার সাথে সাথে দুর্বলের প্রতি যথাযথ হক বা দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে। আর যখনই সবল দুর্বলের সেবায় এগিয়ে আসবে তখনই দুর্বল ব্যক্তি মনে করবে যে, পরস্পরের মধ্যে এহেন ভ্রাতৃত্ব আর সহমর্মিতার পরম নিদর্শন দেখানোর উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ আমাকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন।

৪. তিতা ছাড়া মিষ্টির কদর হয় না। 'জাহেল' ছিল বলেই জ্ঞান নিয়ে নবী প্রেরণ অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল।

৫. সবাই যদি জ্ঞান-গরীমায় সমান হতো, তাহলে সমাজ জীবনে কেউ কারো কথা মানত না।

৬. আল্লাহ্-ই জানেন, তিনি কেন এভাবে বৈপরিত্য রেখেছেন। যদি কারো তা মনপুত না হয়, তাহলে তার উচিত দুনিয়ার সবাইকে জ্ঞান-গরীমায় সমান করে দেয়া, ধনী বানিয়ে দেয়া, সুশ্রী চেহারা করে দেয়া, এক রংয়ের করে দেয়া, সুস্থ করে দেয়া। যারা নিজেদেরকে ভুলের উর্ধ্বে মনে করে তারা নিজেদের তৈরি করা আইন দিয়ে সব কিছু চালাতে চায়। অতএব, শুধু আর্থিক সমতা নয়, শারীরিক, মানসিক ও অন্যান্য ব্যাপারে সমতার বিধান করা প্রয়োজন।

৭. মানব সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তাদের সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, তাদের জন্য একটি চিরন্তন ও শাশ্বত বিধান হবে, সৃষ্টির এই বৈপরিত্য না থাকলে সেই বিধান কায়েম সহজ ছিল না। আল্লাহর রাসূল বলেন—

قَدَّرَ اللّٰهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ .

আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি জগতের সকলের তাকদীর বা ভাগ্য তার সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন।

গ. مَالِكٌ বা মালিক

যেহেতু আল্লাহ্ হলেন সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টজীবের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য রিযিকদাতা, সেহেতু তিনি ছাড়া কেউ মালিক হতে পারে? যদি কেউ নিজেকে বা অন্যকে মালিক মনে করে তাহলে তাকে নিমকহারাম– কাফির বলা যায়।

কোনো কিছুর চিরস্থায়ী মালিক হতে হলে তার মধ্যে ৫টি স্থায়ী গুণ একই সময় উপস্থিত থাকা অত্যাবশ্যকীয়। তাহলো চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, সকল বস্তুকে ধারণকারী, অতন্দ্র অনিদ্রা ও পূর্বাপর সকল কিছু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। এ কয়েকটি গুণ আল্লাহ ছাড়া কারো মধ্যে পাওয়া যায় না । আল্লাহ্ বলেন–

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ -

আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্ত্বা, যিনি সমগ্র চরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করে না নিদ্রা, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে? যা কিছু বান্দাদের সম্মুখে রয়েছে তাও তিনি জানেন, আর যা কিছু তার অগোচরে সে সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিফহাল। তাঁর জ্ঞাত বিষয়সমূহের মধ্য হতে কোনো জিনিসই তাদের আয়ত্তাধীন হতে পারে না। বরং কোনো বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকে জানাতে চান (তবে তা ভিন্ন কথা) তাঁর সাম্রাজ্য সমগ্র আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। ঐ সবের রক্ষণাবেক্ষণ এমন কোনো কাজ নয় যা তাকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। বস্তুত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠতম সত্ত্বা। (২–সূরা আল বাকারা : ২৫৫)

অত্র আয়াত দ্বারা মালিক হওয়ার পাঁচটি গুণের কথা বলা হয়েছে।

i. اَلْحَىُّ বা চিরঞ্জীব হওয়া। মরণশীল কখনো কোনো বস্তুর মালিক হতে পারবে না। সুতরাং আল্লাহ্ই ঐ সত্ত্বা যিনি চিরঞ্জীব। কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে– كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ আল্লাহর সত্ত্বা ছাড়া সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। (২৮–সূরা কাসাস : ৮৮)

ii. اَلْقَيُّوْمُ বা ক্ষমতাবান হওয়া। চিরঞ্জীব হয়ে মালিকানা সত্ত্ব পেলেই যথেষ্ট হয় না। বরং তাকে অবশ্যই মহান ক্ষমতা ধারণকারী হতে হবে। অর্থাৎ সকল বস্তুকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পরিচালনা করার ক্ষমতাবান হওয়া।

iii. এরই সাথে সাথে এই বিশ্ব-পরিচালনার জন্য যে গুণটি অত্যাবশ্যক তা হলো– সামান্যতম তন্দ্রাভাব না আসা। لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ অর্থাৎ তাকে তন্দ্রা স্পর্শ করবে না।

একটি বাসের সকল যাত্রী সজাগ ও সচেতন হয়ে নিজ নিজ সীটে মজবুত হয়ে বসে আছে। তারপরও প্রত্যেক যাত্রীর মধ্যে কখনো কখনো অলসতা, তন্দ্রাভাব বা অন্য মনস্কত দেখা যায়। তাতে গাড়ির কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু নেই কোনো তন্দ্রাভাব গাড়ির চালকের। যদি ক্ষণিকের জন্যও তন্দ্রা আসে তাহলে সকল যাত্রীর কী অবস্থা হবে সেটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তেমনি গোটা বিশ্বের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যদি একটু তন্দ্রাভাব আসে, তাহলে ঐ বাসের মতো সারাবিশ্ব নিমিষেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

vi. وَلَانَوْمٌ চতুর্থ যে গুণটি থাকা দরকার তা হলো নিদ্রা না আসা। যে নিজেই নিদ্রা যায়, সে কীভাবে তার বাড়ি রক্ষা করতে পারে? বাড়ি পাহারাদার যদি বসে বসেও ঘুমায়, বাড়ি নিরাপদ নয়। যে কোনো সময়ে অঘটন ঘটে যেতে পারে। এই বিশ্ব চরাচরের সকল লোক এক সময় ঘুমায় না। যখন কোনো দেশে মানুষ ঘুমায় তখন অন্য দেশে এ সময়েই মানুষ কাজে ব্যস্ত থাকে। এমতাবস্থায় মহা-রক্ষাকারী আল্লাহ্ তায়ালা যদি মুহূর্তের জন্য নিদ্রা যান, তাহলে যে বিশ্বের কি অবস্থা হবে সেটা সহজেই অনুমেয়। এছাড়া তন্দ্রা এবং নিদ্রা তো ক্লান্তির কারণে এসে থাকে। ক্লান্তি আসা আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহ বলেন—

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ـ

আমি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলকে এবং এই দু'টির মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জিনিসকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তাতে কোনো ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি' (৫০–ক্বাফ : ৩৮)

v. মালিক হতে হলে পঞ্চম যে গুণটি অত্যাবশ্যকীয়, তা হলো– সকল বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত বাস্তব জ্ঞান। অতীতে বস্তুর কি অবস্থা ছিল, বর্তমানে কি অবস্থায় আছে এবং ভবিষ্যতে কি হবে, সবকিছু জানতে হবে। আজ কত গতিতে, কোন অবস্থায় কতটা কাজ করছে এবং আগামী কাল কত গতিতে, কোন অবস্থায় কতগুলো কাজ করবে তা জানতে হবে। কবে কার মৃত্যু হবে, কে কতটুকু হায়াত পাবে, বিশদভাবে জানতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ج وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ ط وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط وَمَاتَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ

কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহরই নিকট রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, মায়েদের গর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন। কোনো প্রাণীই জানে না যে, আগামীকল্য সে কী কামাই করবে, না কেউ জানে যে, তার মৃত্যু হবে কোন যমীনে। আল্লাহই সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। (৩১–সূরা লোকমান : ৩৪)

যদি কোনো সৃষ্ট জীব ভবিষ্যৎ জানত, তাহলে দুনিয়ায় কোনো এক্সিডেন্ট বা দুর্ঘটনা ঘটত না।

ঘ حَاكِمٌ বা বিধানদাতা

যার মধ্যে উল্লিখিত তিনটি গুণ (খালিক, রায্যাক ও মালিক) বর্তমান থাকবে, তিনিই হলেন বিধান রচনার যোগ্য। কেননা, তিনিই জানেন তাঁর তৈরি বস্তুকে কীভাবে চালাতে হবে। রেডিও প্রস্তুতকারী যে নিয়ম লিখে রেডিও চালানোর জন্য দিয়ে দিয়েছেন তদানুযায়ীই তা চলতে পারে। ক্রেতা যদি বলে আমার অধীনের বস্তু আমার ইচ্ছেমতোই চালাব, অন করার চাবিকে যদি অফ ধরে আর অফ কে অন ধরে সারাজীবন চেষ্টা করেও সে রেডিও থেকে উপকৃত হতে পারবে না। অথচ সে মালিক বৈধ, ক্রেতাও বৈধ। তাকে অবশ্যই প্রস্তুতকারীর বিধান মেনে চলতে হবে; তবেই না রেডিও থেকে ফায়দা অর্জন করা সম্ভব।

যদি তা-ই হয়, তাহলে যিনি মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টিকর্তা, রিযিক দিয়ে লালনকর্তা এবং একচ্ছত্র মালিক তাঁর দেয়া নিয়ম-নীতিকে উপেক্ষা করে নিজেদের মনগড়া খেয়ালখুশির নিয়ম-নীতি কীভাবে গ্রহণ করা যায়?

নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্ট জীবকে সৃষ্টি করে লাগামহীন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চলাফেরা করার জন্য ছেড়ে দেননি। বরং সকল সৃষ্ট জীবকে চলার পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। কার কী কাজ হবে, কে কী খাবে, কে কবে মরবে, কাকে কীভাবে চালাতে হবে, কে কীভাবে চলবে সকল কিছু তিনি সুন্দরভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ মানুষ ছাড়া সকল জীবকে অলিখিত সংবিধান দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করছেন। আম গাছকে আম, জাম গাছকে জাম, গাভীকে দুধ ও বাচ্চা দানের নির্দেশ দিয়েছেন। তারা স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কোনো দিন দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়নি। মানব-শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গকে মানুষের ইচ্ছার পক্ষে পরিচালিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোনো অঙ্গ তাঁর বিরোধিতা করেনি। সবাই আল্লাহর বিধান মেনে চলছে। আল্লাহ বলেন–

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ أَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ .

এসব লোক কি আল্লাহর আনুগত্য করার পন্থা ছেড়ে অন্য কোনো পন্থা গ্রহণ করতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিয়েছে। আর তাঁরই দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে। (৩–সূরা আলে ইমরান : ৮৩)

আল্লাহ্ মানব জাতিকে সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করেছেন। যেমন বলেছেন—

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً ـ

আদম সন্তানকে আমরা শ্রেষ্ঠত্ব-বৈশিষ্ট্য দান করেছি, তাদেরকে স্থল ও জল পথে যানবাহন দান করেছি এবং তাদেরকে পবিত্র বস্তু দ্বারা রিযিক দান করেছি। আর অনেক সৃষ্টির উপর সুস্পষ্ট প্রাধান্য দান করেছি। (১৭–সূরা বনী ইসরাইল : ৭০)

আল্লাহর বিধান আঁকড়ে ধরে মানব জাতি তার এই শ্রেষ্ঠত্ব এবং বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। কিন্তু যদি তারা আল্লাহর বিধান না মানে, তাহলে তারা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে পশুত্বের কাতারে এসে দাঁড়াবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন—

اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ـ

তারা তো আসলে জন্তু-জানোয়ারের মতো, বরং তা হতেও অধিক বিভ্রান্ত।

৩. একমাত্র উপাস্য

মানবজাতির মধ্যে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী আল্লাহকেই খালিক, মালিক এবং অন্যান্য গুণের অধিকারী মনে করে। মুশরিকগণ পর্যন্ত আল্লাহকে স্বীকার করে। যেমন আল্লাহ্ বলেন—

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ .

তুমি যদি এ লোকদের নিকট জিজ্ঞেস কর যে, পৃথিবী ও আকাশ-মণ্ডলকে কে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে তারা বলবে এগুলোকে সেই প্রবল মহাজ্ঞানী সত্তা সৃষ্টি করেছেন। (৪৩–সূরা আয যুখরুফ : ৯)

কিন্তু তাদের ও মুমিনদের মাঝে পার্থক্য হলো ইবাদতের (উপাসনার) প্রক্রিয়া মাত্র। মুমিনদের যেমন উপাস্য আল্লাহ, মুশরিকদের উপাস্যও আল্লাহ। তারা তাদের মূর্তিকে উপাস্য মনে করে না বরং শুধুমাত্র মাধ্যম মনে করে। যেমন—

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ـ

আমরা তো ওদের ইবাদত করি কেবল এজন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটতম করে দেবে। (৩৯–সূরা আয্ যুমার : ৩)

এ দ্বারা বুঝা যায় যে, মুমিন আল্লাহর নিকট পৌঁছতে কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে মাধ্যম মনে করবে না । শুধু ইবাদতকে মাধ্যম মনে করবে। তাই তারা বলে যে, আল্লাহ একমাত্র উপাস্য। আর মুশরিকগণও আল্লাহকে উপাস্য মনে করে, কিন্তু একমাত্র উপাস্য নয়, মাধ্যম উপাস্য। কোনো পাথর মূর্তি বা ব্যক্তি মাধ্যম হবে। যে তাদেরকে আল্লাহ নিকটতম করে দিবে। শিরক এবং ঈমানের মধ্যে এ সূক্ষ্ম পার্থক্য যারা বুঝতে সক্ষম হয়নি, তারাই আজ মানব পূজা তথা শিরকের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ কোনো প্রকারেই শিরককে ক্ষমা করবেন না।

আল্লাহ বলেন—

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا .

আল্লাহ কেবল শিরক্ গুনাহই ক্ষমা করেন না, তা ব্যতীত আর যত গুনাহ আছে– যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করল সে তো মিথ্যা রচনা করল এবং কঠিন গুনাহের কাজ করল। (৪–সূরা আন নিসা : ৪৮)

সুতরাং প্রথমে অন্তরকে সকল প্রকার অন্ধকার ও শিরক মুক্ত করতে হবে। তারপর সেখানে তাওহীদের বীজ বপন করতে হবে। তাহলে একদিন সেই বীজ গাছ হয়ে ফলে ফুলে সু-শোভিত হয়ে উঠবে। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।" কালেমায়ে তাইয়্যেবার মধ্যেও لَا اِلٰهَ "নেই কোনো উপাস্য" বলে অন্তরকে সমস্ত পথ ও মত, মন্ত্র ও তন্ত্র, শিরক ও কুফরী থেকে পবিত্র করতে হয়। আর اِلَّا اللّٰهُ বলে একমাত্র আল্লাহকে স্থান দিতে হয়। সালাত, রোযা, হজ্জ্ব, যাকাত এবং আল্লাহর অন্যান্য নির্দেশ পালন করে বান্দা আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য এবং নিজেকে উপাসক বলেই পরিচয় দিচ্ছে।

রিসালাত

ইসলামী আন্দোলনের ১ম দফা দাওয়াতের দ্বিতীয় দিকটি হলো রিসালাত। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, রিসালাত বা নবুয়্যত হচ্ছে একটি রহমত। কেননা,

রিসালাতের মাধ্যমেই মহান রাব্বুল আ'লামীনের পক্ষ থেকে বান্দার কাছে রহমত অবতীর্ণ হয়। মানুষের অন্তর তার মাধ্যমেই সঞ্জীবতা লাভ করে। আল্লাহ আর বান্দার মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টির শিক্ষা একমাত্র রিসালাতই বহন করে।

নবী রাসূলগণ দুনিয়ার মানুষকে সঠিক পথের তথা আলোর পথের সন্ধান দিয়েছেন। নবীদের মুখে নিজেদের কোনো বাণী ছিল না, ছিল আল্লাহর বাণী। উত্তম এবং সফলতার পথ তারাই মানুষের জন্য তৈরি করে গিয়েছেন। দিয়ে গেছেন বাস্তব এবং অনুকরণ যোগ্য কর্মসূচি। আল্লাহ বলেন—

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ .

আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও হিদায়াতসহ পাঠিয়েছি এবং সেই সাথে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি যেন লোকেরা সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। (৫৭–সূরা আল হাদিদ : ২৫)

নবীগণ মানুষের কাছে নাজাতের রশ্মি বহন করেন। মানুষ যখন জীবনের নৌকায় দোদুল্যমান টলমলে, দিশেহারা হয়ে রাস্তার এপাশ-ওপাশ ঘুরপাক খায় তখন নবী-রাসূলদের পথ তাদেরকে স্থিরতা দান করে, উঠিয়ে দেয় তীরে, চলতে পারে সঠিক-সোজা পথে। আর যদি ঐ পথের তোয়াক্কা না করে, তাহলে কিছুক্ষণ পরই পানির অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়, অথবা দুর্ঘটনায় নিপতিত হয়। তাইতো আল্লাহ বলেন—

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى .

যে কেউ সঠিক পথ গ্রহণ করে, তার এই হিদায়াত প্রাপ্তি তার নিজের জন্যই কল্যাণকর। আর যে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, তার এই ভ্রষ্টতার খারাপ পরিণাম তারই উপর পড়বে। কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। (১৭–সূরা বনী ইসরাইল : ১৫)

এই সত্য এবং কল্যাণের পথকে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি উপেক্ষা করতে পারে না। শুধুমাত্র ঐ সব ব্যক্তিরাই উপেক্ষা বা বিরোধিতা করে, যারা মনে করে যে, তা গ্রহণ করলে আমাদের মাতুব্বরী শেষ হয়ে যাবে; এটি প্রতিষ্ঠিত হলে

আমাদের কর্তৃত্ব চলে যাবে। এখন যেভাবে দাপটের সাথে যা-তা করে যাচ্ছি তখন এগুলো করতে পারব না। এই কারণে ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়, যারাই নবী রাসূলদের তথা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকারীদের বিরোধিতা করেছে, তারা হচ্ছে রাজা-বাদশাহ এবং কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী।

যদি তারা চিন্তা করত তাহলে অবশ্যই বুঝাতে পারত যে, কোনো নবী তাদের ক্ষমতাকে নিজের হাতে কুক্ষিগত করতে আসেননি, তাদের সম্পদকে নিজের হাতে নিয়ে আসার জন্য আগমন করেননি। কোনো রাসূল রাজা-বাদশাহ হতে আসেননি। সম্পদ কুড়িয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে আসেননি। সুন্দর বালাখানা কিংবা প্রাসাদ নির্মাণ করতে আসেন নি। বরং নবীদের দাওয়াত, জিহাদ এবং যুদ্ধ কেবলমাত্র মানুষের কল্যাণের জন্যই। ন্যায়-ইনসাফ এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁদের আগমন ঘটেছে। ন্যায়-নীতিবান শাসকের শাসনকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেই তাঁরা এসেছিলেন। সকল নবী ও রাসূলের দাওয়াত ছিল একই। যেমন নূহ (আ) বলেছিলেন—

يَاقَوْمِ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ -

হে আমার জাতির জনগণ। আমি তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী (নবী)। (৭১–সূরা নূহ : ২)

শুয়াইব (আ) বলেছিলেন—

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ -

হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। (১১–সূরা হুদ : ৮৪)

হুদ (আ) বলেছিলেন :

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ -

এমনিভাবে ছালেহ (আ)ও বলেছিলেন—

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ -

মূসা (আ) বলেছিলেন–

يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ -

হে আমার জাতির জনগণ! তোমরা আমাকে কেন পীড়া দিচ্ছ? অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল হয়ে এসেছি। (৬১–সূরা আছ ছাফ : ৫)

আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ নবী হয়ে আসার সাথে সাথে ঘোষণা করেছেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ

হে মানবজাতি! আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসেবে এসেছি। (৭-সূরা আল আরাফ : ১৫৮)

সুতরাং মুহাম্মদ ﷺ হলেন আমাদের নবী ও রাসূল। আর ইসলামী আদর্শই একমাত্র রহমত এবং শান্তি। সেই রহমত এবং শান্তির বাস্তব রূপ দেখিয়েছিলেন মহানবী ﷺ। এর কোনো দিককেই বাদ দেয়া যাবে না। তাকে শুধু ধর্মীয় আদর্শ মানা মুনাফিকীর পরিচায়ক। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেমন মহান আল্লাহকে একমাত্র বিধানদাতা মানতে হবে, তেমনি বিশ্বনবী ﷺ-কে জীবনের সর্বস্তরে একমাত্র আদর্শ নেতা হিসেবে মেনে নিতে হবে। তিনি যেভাবে আল্লাহর দাসত্ব করার নমুনা দেখিয়ে গেছেন, সেভাবেই দাসত্ব করতে হবে। এ কারণে তিনি বলেছিলেন—

خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ ـ

তোমরা তোমাদের ইবাদতের নিয়মাবলি আমার নিকট থেকেই গ্রহণ কর।

৮৫৪. ২য় দফা (দাওয়াত)

আপনি সত্যিই মুসলিম হবার দাবিদার হলে আপনার বাস্তব জীবন থেকে ইসলামের বিপরীত চিন্তা, কাজ ও অভ্যাস দূর করুন এবং আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে কারো আনুগত্য না করার সিদ্ধান্ত নিন। এই দফায় দিক দু'টি রয়েছে।

২য় দফা দাওয়াতের ১ম দিক–

সকল কাজে মুনাফিকী পরিহার করতে হবে। কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে। প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি অন্তরের বিশ্বাস না থাকে, তাকে 'নিফাক্ব' বলে। নিফাকের শাস্তি কুফরের চেয়েও মারাত্মক। আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ـ

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে স্থান পাবে। (৪-সূরা আন নিসা : ১৪৫)

মুনাফিক চেনার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে : অহী দ্বারা এবং কার্যকলাপের দ্বারা। নবী আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে অহী দ্বারা মুনাফিক চিনার পদ্ধতি বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পদ্ধতি দ্বারা এখনো মুনাফিক চেনা যায়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْ نِفَاقٍ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ .

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, যার মধ্যে ৪টি ব্যাপার পাওয়া যাবে, সে প্রকৃত মুনাফিক। আর যদি কারো মধ্যে একটি পাওয়া যায়, না ছাড়া পর্যন্ত সে নিফাকের চরিত্র বহন করে চলবে। (৪টি হলো) : যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন চুক্তি করে-ভঙ্গ করে, যখন অঙ্গীকার করে- খেলাফ করে এবং যখন তর্ক করে-অশ্লীল কথা বলে।" (মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ১৩৫)

অন্য বর্ণনায় وَاِذَا اُئْتُمِنَ خَانَ যখন আমানত রাখা হয় খেয়ানত করে।

উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজে দু ধরনের মুনাফিক দেখা যায়। মুনাফিক ফিল-আমল' কাজে-কর্মে মুনাফিক এবং মুনাফিক ফিল ই'তেক্বাদ-বিশ্বাসে মুনাফিক।

কাজে-কর্মে মুনাফিকীর বর্ণনা আল্লাহ তাআলা এভাবে দিচ্ছেন যে,

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

হে মুমিনগণ! তোমরা কেন সেই কথা বল যা কার্যত কর না? আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত ক্রোধের ব্যাপার এই যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা করো না। (৬১–সূরা আছ ছাফ : ২-৩)

মূলত যারা কাজে-কর্মে মুনাফিক তাদেরকে বাহ্যিক মুমিন বলা হয়েছে। এদের উপর মুমিনদের সকল বিধান জারী করা যাবে। অন্যায় করলে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক তাদের উপর বিচার কার্য চলবে। পরকালে এদের বিচার হবে কঠিন। জাহান্নামে এরা নিক্ষিপ্ত হবে। শাস্তি পাবার পর জান্নাতে যাবে। বিশ্বাসে যারা মুনাফিক তারা মূলত কাফির। তবে যতদিন তাদের এই নিফাক ধরা না যাবে ততদিন তারাও মুমিনদের কাতারে থাকবে। পরকালের অনন্ত জীবনে তারা জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে। অনুরূপভাবে আন্তরিক বিশ্বাসে যদি মৌখিক স্বীকৃতি এবং আনুগত্য না থাকে তবে কুরআনের ভাষায় একে কুফুরী বলা হয়েছে। যেমন :

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ ـ

যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি তারা রাসূল ﷺ-কে এমনভাবে চিনে যেমনভাবে তাদের সন্তানকে চেনে। (২–সূরা আল বাকারা : ১৪৬)

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ـ

তারা আমার নিদর্শন বা আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে। অথচ তাদের অন্তরে এর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাদের এ আচরণ অন্যায় এবং গর্হিত। (২৭–সূরা আন্ নামল : ১৪)

আলোচ্য আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলাম গ্রহণকারী ও ঈমানের দাবিদার সকল মানুষের বাস্তব জীবনের সকল কাজে মুনাফেকী ও কর্ম-বৈসাদৃশ্য পরিহার করে খাঁটি ও পূর্ণ মুসলিম হতে হবে। কেননা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর ঘোষণা-ই হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া অন্য কিছু চলতে পারে না। যে যতটুকু অন্যায়কে আশ্রয় দেবে বা অন্যায় করবে সে ততটুকু মুনাফিক হিসেবে পরিগণিত হবে।

২য় দফা দাওয়াতের দ্বিতীয় দিক–

আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে কারো আনুগত্য করা যাবে না। এ ব্যাপারে কুরআনের ভাষা হলো–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

হে মুমিনগণ! আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে উলিল আমর বা দায়িত্বশীল তাঁর আনুগত্য কর। (৪–সূরা আন-নিসা : ৫৯)

এ ব্যাপারে হাদীসের ভাষ্য হলো–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ اَطَاعَ اَمِيْرِىْ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ عَصَا اَمِيْرِىْ فَقَدْ عَصَانِىْ.

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমাকে আমান্য করল সে আল্লাহকে-ই অমান্য করল। যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করল সে আমার-ই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্য হলো সে আমারই অবাধ্য হলো। (ইবনে কাছীর, ইবনে মাজাহ-২৮৫৯)

আনুগত্যের সীমানা ঠিক করে আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَ لاَطَاعَةَ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, দায়িত্বশীলের কথা শোনা এবং মানা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য, চাই তা তার মনপুত হোক আর না হোক, যতক্ষণ না সে আল্লাহর নাফরমানী কাজের নির্দেশ দেয়। যদি নাফরমানী কাজের নির্দেশ দিয়ে ফেলে, তাহলে সেখানে আনুগত্য করা যাবে না। (আবু দাউদ হাদীস-২৬২৬)

একটি ব্যাপার অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে কোনোরূপ শর্ত নেই। বরং আদেশ আসার সাথে সাথে বিনা বাক্য ব্যয়ে তা পালন করতে হবে। মনপুত হয়েছে কিনা বা বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে কিনা তা ভেবে দেখার অবকাশ নেই। কিন্তু আমীরের নির্দেশের ক্ষেত্রে শর্ত রয়েছে। তা হতে হবে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পন্থায়। যদি সাংঘর্ষিক হয়, তবে তা বর্জনীয়। যে কোনো সংগঠনের জন্য আনুগত্য হচ্ছে মূল উপাদান। যে সংগঠনে যত বেশি আনুগত্য থাকবে সে সংগঠন তত মজবুত এবং শক্ত হবে।

৮৫৫. ৩য় দফা (দাওয়াত)

উল্লিখিত দু'টি দফা অনুযায়ী খাঁটি মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করতে চাইলে জামায়াত বদ্ধ হয়ে অসৎ ও খোদা বিমুখ লোকদের নেতৃত্ব খতম করুন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে ঈমানদার, খোদাভীরু ও যোগ্য লোকের নেতৃত্ব কায়েম করুন। এ দফার তিনটি দিক রয়েছে :

১. জামায়াতবদ্ধ হওয়া,

২. খোদাদ্রোহী লোকদের নেতৃত্ব খতম করা ও

৩. মুত্তাকী লোকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

১. জামায়াতবদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো : সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপন করা, একাকী জীবন পরিহার করে একত্রে বসবাস করা। জামায়াতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম, মুসলিম হিসেবে ইসলামী জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইসলাম কায়েমের জন্য কাজ করা ফরয। জামায়াতী যিন্দেগী 'ফরয হওয়ার জন্য কুরাআনুল কারীমের একটি আয়াতই যথেষ্ট।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لاَتَفَرَّقُوْا .

তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে জামায়াতবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধরো, বিচ্ছিন্ন হয়ো না (৩–সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

জামায়াতবদ্ধ ছাড়া ইসলামের কোনো অনুশাসন মানা সম্ভব নয়। সালাত কায়েম করতে হলে, চুরির বিচার করতে হলে, সুদের বিচার করতে গেলে জামায়াতবদ্ধ হতেই হবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّسْكُنَ بَحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ

যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থান করে আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তার জন্য সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক।

এ কথাকেই গুরুত্বভাবে অনুভব করেছিলেন উমর (রা)। তাই তিনি বলেন—

لاَ اِسْلاَمَ اِلَّا بِالْجَمَاعَةِ وَلاَجَمَاعَةَ اِلَّا بِالاِمَارَةِ وَلاَ اِمَارَةَ اِلَّا بِالطَّاعَةِ .

জামায়াত ব্যতীত ইসলাম হতে পারে না, নেতৃত্ব ছাড়া জামায়াত হতে পারে না। আর আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব দেয়া যায় না।

আল্লাহর রাসূল আরও বলেন–

اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ اَلْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْخَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهٖ اِلَّا اَنْ يَّرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ فَهُوَ مِنْ جُثٰى جَهَنَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى قَالَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَ زَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ .

আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর সেগুলো হলো জামায়াতবদ্ধ হয়ে থাকা নেতার কথা শুনা, নেতার আদেশ মানা, আল্লাহর অপছন্দীয় সকল কিছু ত্যাগ এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামায়াত ত্যাগ করে এক বিঘৎ পরিমাণও দূরে সরে যায়, সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেলে। তবে যদি জামায়াতে

প্রত্যাবর্তন করে তাহলে স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের প্রতি আহবান জানায় সে জাহান্নামী। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত কায়েম এবং রোজা পালন করা সত্ত্বেও? উত্তর দিলেন, সালাত কায়েম, রোজা পালন এবং মুসলিম হিসেবে দাবি করা সত্ত্বেও। (আহমদ ও তিরমিযী-২৮৬৩)

কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বক্তব্য দ্বারা এ কথাই বুঝা গেল যে, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান রাসূল ﷺ -এর নির্দেশিত পন্থায় সমাজে বাস্তবায়ন করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করতে হলে জামায়াতবদ্ধ জীবনের বিকল্প নেই। [বাকি আলোচনা বিশদভাবে ৪ দফা কর্মসূচির মধ্যে বিবৃত হবে।] (ইনশাআল্লাহ)

২. সমাজে মুসলিম হিসেবে বাঁচতে হলে অবশ্যই অসৎ নেতৃত্ব এবং খোদাদ্রোহী লোকদের যাবতীয় কার্যাবলি রুখতে হবে। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলার দাবি এটাই। কেননা এ দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে আবু জাহেল, আবু লাহাবের মতো খোদাদ্রোহী শক্তিরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তারা বুঝেছিল যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বললে বা এর আলোকে সমাজের লোক তৈরি হয় গেলে আমাদের নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে। বাস্তবিক তা-ই হয়েছিল। ১৪ বছরের মাথায় খোদাদ্রোহী নেতৃত্ব অপসারিত হয়ে মদীনার যমীনে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-এর ভিত্তিতে তৈরি মুসলিম বাহিনীর ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়েছিল। খোদাদ্রোহী শক্তিকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য আল্লাহ বলেন—

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ

মুশরিকদের যেখানেই পাও সেখানে হত্যা কর। (৯–সূরা আত্ তাওবা : ৫)

৩. অসৎ নেতৃত্ব উৎখাত হয়ে গেলে উক্ত স্থানে খোদাভীরু এবং সার্বিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে হবে। শুধু ভীরু লোক হয় কাপুরুষ, তারা যে কিছুকেই ভয় করে। এরা মুত্তাকী নয়। মুত্তাকী হলো যে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে। দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি বা অন্য কিছুকে কোনো প্রকার ভয় করে না। যেমন- আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা) ছিলেন খোদাভীরু। আবার যখন তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যান তখন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপরিচালনা করেন। যেমন আল্লাহ বলেন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ .

তাঁরা এমন লোক, যাদেরকে আমরা ক্ষমতা দিলে ১. সালাত কায়েম করবে, ২. যাকাত প্রদান করবে, ৩. সৎ কাজের আদেশ দিবে ও ৪.অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর সব বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে। (২২-সূরা আল-হজ্জ্ব : ৪১)

ইসলামী আন্দোলনের ৪ দফা কর্মসূচি ও তার কাজ

"দেশের বৃহত্তম ইসলামী সংগঠন" দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত। বাংলাদেশের বুকে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মহান উদ্দেশ্যে নিয়ে তারা কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানব জাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি ও সমাজকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা এ সংগঠনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলামী আন্দোলন যুগোপযোগী ৪ দফা কর্মসূচি নিয়েছে। দফা ভিত্তিক কাজগুলোকে নিম্নে পেশ করা হলো।

৮৫৬. ১ম দফা কর্মসূচি : দাওয়াত ও তাবলীগ (চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুর্ণগঠন)

সর্বশ্রেণীর মানুষের নিকট ইসলামের প্রকৃত রূপ বিশ্লেষণ করে চিন্তার বিশুদ্ধি করণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত করা।

এ দফার ৩টি দিক রয়েছে

ক. সকল মানুষকে ইসলামের সঠিক ধারণা দান,

খ. ব্যক্তি ও সমাজের ভেতর ইসলাম বিরোধী ধ্যান-ধারণার অবসান এবং

গ. ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান।

এ দফা বাস্তবায়নের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ-

১. ব্যক্তিগত যোগাযোগ

আল্লাহর নির্দেশ : وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের সতর্ক কর। (২৬-সূরা শুয়ারা : ২১৪)

এ নির্দেশ পাবার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেয়া শুরু করেন। পরিচিতি, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ শুরু করে দেব। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে ঈমান গ্রহণ করেছিলেন খাদীজা, আলী, যায়েদ ইবনে হারেসা, আবু বকর (রা) প্রমুখ।

২. গ্রুপ ভিত্তিক যোগাযোগ

মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর একটি নিয়ম হলো গ্রুপভিত্তিক যোগাযোগ। মূসা (আ) তার ভাই হারুন (আ)-কে নিয়ে ফিরাউনকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। এই গ্রুপভিত্তিক যোগাযোগের পূর্ণ আলোচনা সূরায়ে 'ত্বহা'র ৪৭তম আয়াত থেকে শুরু করে ৫৯তম আয়াত পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে। ৪৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন– রাসূলে করীম ﷺ কয়েক জনের গ্রুপ করে বিভিন্ন গোত্র বা এলাকা প্রেরণ করতেন। দাহিয়াতুল কালবীর নেতৃত্ব একটি গ্রুপকে রোম সম্রাটের নিকট দাওয়াতের উদ্দেশ্যে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এমনিভাবে হাতিব ইবনে আবি বাল্তায়ার নেতৃত্ব মিসরে, আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফার নেতৃত্বে পারস্যে, আমর ইবনে উমাইয়ার নেতৃত্বে হাবশাতে, আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে আম্মানে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন।

৩. প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ

দাওয়াতী উদ্দেশ্যে প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এর ফলে প্রশাসনিকভাবে এর পরিধি বৃদ্ধি পেতে পারে। আল্লাহর রাসূল ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মদীনায় ফিরে গিয়ে বিভিন্ন রাজা-বাদশার কাছে চিঠি পাঠিয়ে যোগাযোগ করেছেন। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

৪. ইসলামী সাহিত্য বিতরণ

কথায় সব সময় কাজ হয় না। সাক্ষাতের মাধ্যমে ইসলামের সকল কথা তুলে ধরাও সম্ভব নয়। তাই মানুষকে ইসলাম বুঝাতে হলে ইসলামী সাহিত্য বিতরণ করতে হবে।

ইসলাম বুঝানোর জন্য আল্লাহ নবী-রাসূলের কাছে কিতাব প্রেরণ করেছেন। সকল মানুষের সকল সমস্যার সমাধানকল্পে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ ব্যাপারটি মানুষ যখন ইসলামী সাহিত্য পড়ে বুঝতে পারবে, তখন তারা কুরআন হাদীস পড়া ও বুঝার জন্য চেষ্টা করবে।

৫. বই বিলিকেন্দ্র স্থাপন ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা

প্রতিটি সক্রিয় ইউনিটে দাওয়াতি বই সম্বলিত একটি বই বিলিকেন্দ্র থাকবে। কর্মীগণ এলাকার লোকদেরকে টার্গেট করে কাজ করার সময় এসব বই পড়তে দিবেন। আবার সর্বসাধারণের পড়ার জন্য এলাকার উৎসাহী লোকদেরকে নিয়ে ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। আল্লাহর বাণী–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

যে একটি সৎ কর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে। (৬–সূরা আনয়াম : ১৬০)

৬. বই বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও ব্যক্তিগতভাবে বই বিক্রয়

ইসলামী বই কেনার জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করাও দাওয়াতী কাজের একটা অংশ। এক্ষেত্রে একঢিলে দুই পাখি মারার মতো হবে। যিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নন তিনি এমন উদ্যোগ নিলে তার দাওয়াতী কাজও হলো আবার পরিবার চলাফেরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হলো।

৭. পরিচিতি, লিফলেট বিতরণ, দেয়াল লিখন ও পোস্টারিং

ইসলামী সংগঠনের পরিচয় কী এবং তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য কী কী কাজ করছে এ নিয়ে পরিচিতি বই, লিফলেট বিলি, দেয়াল লিখন ও পোস্টারিং করতে হবে। যখন যেখানে সুযোগ পাওয়া যাবে সেখানেই পরিচিতি বিতরণ করা উচিত। ইসলামের প্রথম যুগে কাগজ কলমের এরূপ ব্যাপকতা ছিল না বিধায় রাসূল ﷺ বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ব্যক্তিদের সাথে বাইতুল্লাহর পাশে মিনায়, মুযদালিফায়, আরাফাতে সাক্ষাত করে নিজের এবং ইসলামের পরিচিতি পেশ করতেন। আকাবার ১ম, ২য় ও ৩য় শপথ তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

৮. মাসিক সাধারণ সভা

দেশের বৃহত্তম ইসলামী সংগঠন সাধারণ মানুষের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার জন্য মাসে ১টি করে সাধারণ সভা করে থাকে। এতে নতুন লোক বেশি থাকে। আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কার লোককে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে খাওয়া শেষে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। সাফা পর্বতে আরোহন করে তাদেরকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন।

اِنِّىْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ .

আমি তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে সতর্ককারী।

"দারুল আরকাম" ছিল রাসূল ﷺ-এর সভাস্থল। নতুন মুসলমানদের প্রশিক্ষণের জন্য বাড়িটি ব্যবহৃত হতো।

৯. দাওয়াতী জনসভা ও ইসলামী মাহফিল

আল্লাহর ঘোষণা : وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

আর হে নবী! তুমি বারবার স্মরণ করিয়ে দাও। কেননা এই স্মরণ মুমিনদের উপকারে আসবে। (৫১–সূরা যারিয়াত : ৫৫)

দাওয়াতী জনসভা সাধারণত পরিকল্পনাভিত্তিক হয়। জনসভার জন্য বেশ সময় হাতে নিয়ে তারিখ নির্ধারণ করে জনসভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। দাওয়াতি

জনসভারই মতো আরেকটি প্রোগ্রাম হলো ইসলামী মাহফিল। সাধারণ ও নিরক্ষর মানুষ, শ্রমিক এলাকা ও বাস্তহারা এলাকায় ইসলামী মাহফিলের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

১০. দাওয়াতী ইউনিট গঠন

দেশের বৃহত্তম ইসলামী আন্দোলন আদর্শ সমাজ কায়েমের দাওয়াত গ্রামে-গঞ্জে, মহল্লা ও বস্তিতে পৌছিয়ে দেবার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে দাওয়াতী ইউনিট গঠন করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে তাদের এক বা একাধিক কর্মী বা দায়িত্বশীল কোনো নতুন এলাকায় চলে যায়। সেখানে গিয়ে এলাকার লোকদেরকে কোনো একস্থানে একত্রিত করে সংগঠনের উদ্দেশ্যে লক্ষ্য, দাওয়াত ও কর্মসূচি তাদের নিকট পেশ করেন। তাদের এই দাওয়াত কবুল করলে তাদেরকে সহযোগী সদস্য ফরম পূরণ করে তাদের মধ্য থেকে একজন যোগ্য লোককে সভাপতি করে একটি দাওয়াতী ইউনিট গঠন করে।

১১. আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ

ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতের বিশেষ মাধ্যম হলো আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ। আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে এমন আলোচনা সভা মসজিদে নববীতে করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

১২. সিরাতুন্নবী ﷺ মাহফিল

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনী আলোচনা সিরাতুন্নবী ﷺ মাহফিল নামে পরিচিত। সাধারণত রবিউল আউয়াল মাসে সিরাতুন্নবী ﷺ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ মাসেই মহানবী ﷺ শান্তির বার্তা নিয়ে ধরায় আগমন করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনীতে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। (৩৩-সূরা আহযাব : ২১)

১৩. ইসলামী দিবস পালন

সাধারণত মুহররাম (আশুরা), শবে মেরাজ, লাইলাতুল কদর ইত্যাদি ইসলামী দিবসগুলোর পূর্বে থেকে আলোচনার জন্য বক্তা নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা ঠিক করে যাথারীতি দাওয়াত দিয়ে বহু লোকের আগমন ঘটিয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়।

১৪. আল কুরআনের দারস ও তাফসীর মাহফিল

আল কুরআনের দারস ও তাফসীরের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান দাওয়াতের একটি উত্তম মাধ্যম।

আল্লাহর বাণী- مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى

আমি কুরআন এই জন্য আপনার প্রতি অবতীর্ণ করিনি যে, এই কুরআন পাবার পরও আপনি হতভাগা থাকবেন। (২০-তোহা-২)

সুতরাং যোগ্যতা সম্পন্ন দারস দানকারী ও মুফাসসের পাওয়া গেলে এই ধরনের প্রোগ্রাম করা হয়ে থাকে।

১৫. মসজিদভিত্তিক দাওয়াতি কাজ ও সংগঠিতকরণ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মুসলমানদের দাওয়াতী কাজসহ সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দু হলো মসজিদ। মসজিদ জনপ্রিয় দ্বীনি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এখানে দ্বীনদার লোকসকল নিয়মিত উপস্থিত হন। তাদের ইসলামী সমাজ কায়েমের দায়িত্ব বুঝিয়ে তাদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করে থাকেন বাংলাদেশ বৃহত্তর ইসলামী সংগঠন। অথচ আমাদেরকে বলা হয় মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা হারাম। (আল হাদীস) এটা আল হাদীস নয় বরং জাল হাদীস।

১৬. প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংস্থাসমূহ ব্যবহার

আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনায় গিয়ে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করে যেভাবে দাওয়াতি কাজ করেছিলেন ; ইসলাম আন্দোলন এখানে ঠিক সেই কাজটি করে থাকেন। ক্লাব বা সমিতির নামে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে গড়ে ওঠেছে, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়ার কাজটাকে এ সংগঠন সহজ মনে করে।

১৭. সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা সৃষ্টি

পরোক্ষভাবে দাওয়াতী কাজ করার জন্য এগুলো অত্যন্ত ভালো মাধ্যম। এর মাধ্যমে অবশ্য বিলম্বে ফল পাওয়া যায়। তবুও এটি দাওয়াতী কাজের জন্য একটি উত্তম কৌশল।

১৮. পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দাওয়াত সম্প্রসারণ

আদর্শ প্রচারের জন্য পত্র-পত্রিকায় আধুনিক যুগে এক গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম। তাই আদর্শের পতাকাবাহী দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলোর মাধ্যমেও এ সংগঠন দাওয়াত সম্প্রসারণের কাজ করে থাকে।

১৯. দাওয়াতী সপ্তাহ পালন ও দাওয়াতী অভিযান

পরিকল্পনা মোতাবেক কর্মীগণ বছরে এক বা একাধিকবার দাওয়াতী সপ্তাহ বেছে নিয়ে গ্রুপে গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সারা এলাকায় ছড়িয়ে জনগণকে দ্বীনের পথে টেনে আনার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

২০. জুম'আর বক্তৃতা ও ঈদগাহে আলোচনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত জুমআর খুতবায় বা ঈদগাহে দিতেন। তাই জুমআর খুতবার পূর্বে উপস্থিত মুসল্লীদের সামনে দ্বীন সম্পর্কে আলোচনা পেশ

করার ব্যবস্থা করে সংগঠন। ইমাম যদি আন্দোলনের কর্মী হন তবে এ কাজ খুবই সহজ হয় । ঠিক ঈদগাহে ও সমবেত মুসল্লিদের সামনে সংগঠনের দায়িত্বশীল বা ইমাম দ্বীন সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন।

২১. দাওয়াতী চিঠি

অনেক সময় আপনজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে চিঠি দিয়ে এ সংগঠন দাওয়াতের কাজ করে থাকেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণ এই পন্থা অবলম্বন করেছেন।

২২. দাওয়াতী বই উপহার প্রদান

উপহারে মানুষের মন গলে খুব তাড়াতাড়ি। তাই আল্লাহর রাসূল উপহার তথা হাদিয়া পদ্ধতি চালু করেছেন, এ দিকটি সামনে রেখেই বই ও বিভিন্ন জিনিস উপহার প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন দাওয়াতী কাজ করে থাকে।

২৩. ইফতার মাহফিল

রমযান মাসের রোযার সময় আন্দোলনের কর্মী ও দায়িত্বশীলগণ ব্যক্তিগতভাবে বা সংগঠনের মাধ্যমে এলাকার লোকজনকে নিয়ে ইফতার মাহফিলের ব্যবস্থা করে থাকে।

২৪. সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম

ইসলামী আন্দোলন দাওয়াতকে বিশেষ লোকদের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম করে থাকে। সেমিনারে বৃহত্তম ইসলামী সংগঠনের তিন দফা দাওয়াত ও চার দফা কর্মসূচি এবং আনুসঙ্গিক বিষয়ের উপর এক বা একাধিক বক্তা বক্তৃতা করে থাকেন।

২৫. চা-চক্র ও বনভোজন

সব মানুষকে একইভাবে আন্দোলনে আকৃষ্ট করা যায় না। বিভিন্ন রুচি ও প্রকৃতির মানুষ নিয়েই সমাজে মানুষের বসবাস। তাই মানুষকে দাওয়াতের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য চা-চক্র ও বনভোজন করে থাকে।

اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرِئُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔

এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের কাছে আরয করল ইসলামের কোন অভ্যাসটি উত্তম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অপরকে খানা খাওয়ানো এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

২৬. হামদ ও নাত ইত্যাদি চর্চা

এ কর্মসূচির মাধ্যমে সংগঠন লোকের ভেতর ইসলামের সৌন্দর্য ঈমানের দাবি রাসূল ﷺ-এর প্রতি মহব্বত, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ইত্যাদির অনুভূতি জাগিয়ে তোলার কাজটি করে থাকে।

২৭. বর্তমান প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার

বর্তমান সময় হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। যুগের চাহিদার আলোকে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন- وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ – তোমরা শত্রুদের মোকাবেলায় যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ কর। (৮–সূরা আনফাল : ৬০)

দাওয়াতী ক্যাসেট তৈরি ও প্রচার আধুনিক যুগে রেডিও টেলিভিশন, ক্যাসেট ও ফিল্ম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। রেডিও, টেলিভিশন সরকারি নিয়ন্ত্রণে। তাই ক্যাসেট সিডি ও ভিসিডির মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াত, হামদ নাত, গজল ইসলামী গান ও দাওয়াতী বক্তৃতা দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে সহজে প্রচার করে থাকে। এছাড়াও বর্তমান সময়ের আলোকে মোবাইল থেকে এস এম এস, ইমেল, ফেইস বুক ও কম খরচে মোবাইলের মাধ্যমেও দাওয়াতী কাজ করা হচ্ছে।

২৮. দাওয়াতী ফিল্ম তৈরি ও পরিবেশনা

সাধারণ মানুষ ও নিরক্ষর জনগণের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করার লক্ষ্যে কোনো বিশেষ বিষয় বা ভাবকে কেন্দ্র করে দাওয়াতী ফিল্ম তৈরি করে উপস্থাপন করে থাকে।

২৯. প্রদর্শনী

স্লাইড শো, চার্ট রাসূলে করীম ﷺ-এর শিক্ষা ও জীবনী এবং ইসলামের ইতিহাসের উপর প্রদর্শনী, পুস্তক প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে সংগঠন দাওয়াতী কাজ করে থাকে।

৩০. মিছিল

উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পরপরই মিছিলের সূচনা হয়। দুই কাতার হয়ে প্রকাশ্য ধ্বনি দিয়ে নতুন মুসলিমগণ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেন। এছাড়া আরো কিছু কাজ রয়েছে যা ইসলাম প্রচারের সহায়ক হবে, যেমন- তাফসীর মাহফিল, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। মোটকথা কুরআন-হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয় অথবা ইসলামী আকীদার বহির্ভূত নয় এমন কিছু দাওয়াতী কর্মসূচিতে থাকা দোষণীয় নয়।

৮৫৭. ২য় দফা কর্মসূচি : তানযীম ও তারবিয়াত (সংগঠন ও প্রশিক্ষণ)

ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে আগ্রহী সৎ ব্যক্তিদেরকে সংগঠিত করা এবং তাদেরকে জাহেলিয়াতের যাবতীয় চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও ইসলাম কায়েম করার যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীরূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

এ দফায় প্রধানত দুটো দিক রয়েছে

১. সংগঠন, ২. প্রশিক্ষণ

১. সংগঠন : আরবি جَمَاعَةٌ শব্দের বাংলা হলো সংগঠন। ইতোপূর্বে কুরআনের আয়াত ও হাদীসে রাসূল পেশ করে সংগঠনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে; দেশের বৃহত্তর ইসলামী সংগঠনের চূড়ান্ত লক্ষ্য এ নয় যে, দুনিয়ায় ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা হোক; বরং ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর আইন সর্বস্তরে পালনপূর্বক আল্লাহর সন্তোষ অর্জনই এ সংগঠনের লক্ষ্য। তাই এ সংগঠনকে মজবুত করা এবং একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মী তৈরি করার জন্যই এ সংগঠন কর্মীদের বিন্যাস স্তর সিস্টেম চালু করেছে। জামায়াত বা সংগঠনের গুরুত্বের জন্য আল্লাহর বাণী যা সূরা আল ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে– وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَاتَفَرَّقُوْا ই যথেষ্ট। সংগঠনের কর্মীদের লব্ধ বিদ্যা স্তর হলো, সহযোগী সদস্য, সক্রিয় সহযোগী সদস্য, কর্মী ও সদস্য। মূলত আল্লাহর রাসূল তাঁর জীবনে যে মুসলিম বাহিনী তৈরি করেছিলেন তারা ছিলেন চরম ধৈর্যশীল, নির্ভীক ও বলিষ্ঠ মুমিন। শত নির্যাতন, দুঃখ-কষ্ট তাদের জীবনে এসেছে। পরীক্ষায় যখন তাঁরা পাস করেছিলেন তখনই আল্লাহ তাদের শক্তির মূল্যায়ন করে শুভ সংবাদ হিসেবে নাযিল করলেন—

اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ .

যদি তোমাদের মধ্য হতে ধৈর্যশীল বিশ জন হয়, তবে দু'শ জনের উপর বিজয় লাভ করবে। (৮–আনফাল : ৬৫)

আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর যমীনে বাস্তবায়নের জন্য তাদের ত্যাগ তিতিক্ষা এবং ধৈর্যের তুলনা নেই। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার মানসিকতা তাদের ছিল না বরং দ্বীন প্রতিষ্ঠা হোক, এ ছিল তাদের পূর্ণ মানসিকতা। তারা রাসূলের প্রত্যেকটি বক্তব্য মন দিয়ে শুনতেন। তাঁদের অবস্থা অংকন করে আল্লাহ বলেন–

وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ .

যখন তারা রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বাণী শুনতে পায় তখন তুমি দেখতে পাও যে, সত্যকে উপলব্ধির কারণে তাদের চক্ষুসমূহ অশ্রু ধারায় সিক্ত হয়ে যায়। তারা বলে উঠে, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি আমাদের নাম সাক্ষ্যদাতাদের সাথে লিখে নাও। (৫–মায়িদা : ৮৩)

এমন ধরনের একটি গ্রুপ তৈরি করতে পারলে তাদের উপর নাযিল হবে রহমত। আল্লাহ্ বলেন—

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

যখন কুরআন পঠিত হবে তখন তোমরা মন-কান দিয়ে শুনবে এবং চুপ করে থাকবে, তাহলে তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হবে। (৭–সূরা আরাফ : ২০৪)

এ দলের ব্যাপারেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সু-সংবাদ দেয়া হচ্ছে–

فَبَشِّرْ عِبَادِ ـ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ـ

আমার ঐ বান্দাদের সু-সংবাদ দিন, যারা কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে, অত:পর উত্তম কথার অনুসরণ করে। (৩৯–সূরা যুমার : ১৭-১৮)

একটি দল ঐ পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত কোনো এলাকায় বা রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েম সম্ভব নয়। এ কারণেই ইসলামী সংগঠন তার কর্মীদের চারটি ধাপ স্থির করেছে, এ ধাপকেই ক্যাডার বলে।

সংগঠন একদিকে ব্যাপক ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি ও প্রকাশনার পদক্ষেপ নিয়েছে। অপরদিকে ইসলামী সাহিত্য যথাযথভাবে অধ্যয়নের জন্য একটি সুন্দর সিলেবাস প্রণয়ন করেছে। যাতে কর্মী বাহিনী যুগ-জিজ্ঞাসার সকল পরিস্থিতিতে তৈরি থাকতে পারে।

i. ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ

আল্লাহ্ বলেন–

اِقْرَاْ كِتَابَكَ ـ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ـ

আপন কর্মের রেকর্ড পড়। আজ তোমার নিজের হিসাব করার জন্য তুমিই যথেষ্ট। (১৭–বনী ইসরাঈল : ১৪)

এ আয়াতের দিকে তাকালে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখা মুসলিম ব্যক্তির অন্যতম কাজ। যদ্বারা ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। আজ যে কাজ সে করতে পারেনি, আগামীকাল তা করতে উৎসাহী হবে। ইসলামী আন্দোলনের জন্য কতটুকু কাজ আমার করা দরকার, কতটুকু করতে পেরেছি তারই একটি খতিয়ান ব্যক্তিগত রিপোর্টে সংরক্ষিত হয়। জীবনটাকে সম্পূর্ণ

ভারসাম্যপূর্ণ করতে এ রিপোর্টের জুড়ি নেই। কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন এবং সাংগঠনিক কার্যকলাপ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সকল কাজের ভিতরে সম্পাদন করা কম কথা নয়। এটা একটা অভ্যাসের প্রয়োজন। এ অভ্যাস যার তৈরি হয়, সে ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব ইসলামী নেতৃত্ব।

ii. মুহাসাবা

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন– اَلْمُؤْمِنُ مِرْاٰةُ الْمُؤْمِنِ মুমিন মুমিনের আয়না। আয়না যেভাবে এক ব্যক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি নোংরা অগোছালো অবস্থাকে তুলে ধরে, একজন মুমিনও সেভাবে অন্য ভাইয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে ধরিয়ে দেবে। এরই নাম আরবিতে মুহাসাবা।

মুহাসাবা ব্যক্তিগতভাবেই করা উচিত। তবে সতর্ক না হলে সামষ্টিক ফোরামে আনা যাবে। মুহাসাবার ভাষা হতে হবে অত্যন্ত নরম ও কোমল। ভাষায় কোনোরূপ তেজ বা ক্ষোভ থাকবে না, মুহাসাবা মেনে নেয়ার জন্য উদার মনের পরিচায়ক হতে হবে। সংকীর্ণমনা–কাপুরুষ লোক কখনো মোহাসাবা গ্রহণ করে নিতে পারে না। সংগঠনে মুহাসাবার এই সুন্দর নিয়ম প্রচলিত থাকার কারণে অনেকে মানে পৌছতে পারে না। হ্যাঁ জযবা আসতে পারে, কিন্তু ইসলামের মৌলিক দিকগুলোর জ্ঞান ঈমানের সাথে সাথে আসতে পারে না এগুলো আস্তে আস্তে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আসে।

২. প্রশিক্ষণ (তারবিয়াত)

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচির উপর গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে প্রশিক্ষণ। আল্লাহ বলেন—

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ـ

যেমন আমি তোমাদের প্রতি স্বয়ং তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত তিলাওয়াত করে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতের প্রশিক্ষণ দেয় এবং যে সমস্ত ব্যাপারে তোমরা অজ্ঞ তা তোমাদের জানিয়ে দেয়। (২–সূরা বাকারা : ১৫১)

নবীদের প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য হলো উম্মতকে আল্লাহর দ্বীনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এই প্রশিক্ষণ পেয়ে তারা নিজের জীবন উদ্ভাসিত করবে, পরিশুদ্ধ করবে। নবী আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই এ দায়িত্ব ওলামা সমাজ তথা ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের স্কন্ধে বর্তিয়েছে। দেশের বৃহত্তম ইসলামী

সংগঠন একটি পরিপূর্ণ ইসলামী আন্দোলন। পরিপূর্ণ ইসলাম সমাজে বাস্তবায়িত হোক এবং এরই মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন এ সংগঠনের লক্ষ্য। তাই পরিপূর্ণ ইসলামের প্রশিক্ষণের জন্য নবী-রাসূলদের কায়দায় সংগঠন তার কর্মী বাহিনীকে কুরআন, হাদীস এবং ইসলামের বিভিন্ন দিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যেন সমাজে গিয়ে তারা যোগ্যতার সাথে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়। এই প্রশিক্ষণের জন্য কোনো ধরা-বাধা সময় নেই। ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী তার পিছনে সময় ব্যয় করা হবে। তাই সংগঠন তার কর্মীদের প্রয়োজন ও মান অনুযায়ী এক ঘন্টার তারবিয়াতী বৈঠক (সামষ্টিক পাঠ, মাসায়েল আলোচনা, দুআ ও কিরাতের তা'লীম) ২ঘন্টার নির্দিষ্ট বিষয়ের পাঠচক্র, ৬ ঘন্টার শিক্ষা বৈঠক, তিন থেকে ৭ দিনের শিক্ষা শিবির এবং এক রাতের 'শববেদারী'র প্রোগ্রাম করে থাকে। এর দ্বারা وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ এর কাজটি করা সহজ হয়।

প্রশিক্ষণের কয়েকটি দিকের আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো—

সিলেবাসভিত্তিক ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন ইসলামের সঠিক ধারণা লাভের জন্য প্রয়োজন কুরআন, হাদীস ও ইসলামী-সাহিত্য অধ্যয়ন। নবুয়্যতের প্রথম বাণীই ছিল, اِقْرَأْ তথা পড়ো। দিন দিন কর্মীদের যোগ্যতা যেমন বাড়ছে, সংখ্যাও অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তদুপরি কর্মীদের মাঝে ভালোবাসাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১. সামষ্টিক পাঠ

কোনো বিষয়কে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সামষ্টিক পাঠ অত্যন্ত ফলপ্রসূ। একা একা বই পড়ে অনেক সময় বিষয়কে আয়ত্বে আনা যায় না। একা একা পড়তে অনেক সময় আনন্দও পাওয়া যায় না। সামষ্টিক পাঠের মাধ্যমে ঐ বিষয়টি সহজে আয়ত্বে আসে এবং আনন্দও পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কিরামের অভ্যাস ছিল যে, তারা একত্রিত হতেন, একজন পড়তেন এবং অন্যরা শুনতেন, আবার কোনো সময় একজন পড়তেন রাসূল ﷺ সহ কয়েকজন শুনতেন। যেমন—

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِقْرَأْ عَلَىَّ قَالَ قُلْتُ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ اُنْزِلَ ؟ قَالَ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهٗ مِنْ غَيْرِىْ فَقَرَأَ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى وَ صَلَتُ اِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَابِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا قَالَ حَسْبُكَ فَاِذَا عَلَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার সামনে একটু পড়। আমি বললাম, আমি আপনার সামনে পড়ব, অথচ তা আপনার উপর নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন, অন্যের কাছ থেকে শুনতে ভালো লাগে। অত:পর আমি সূরায়ে নিসার এ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করলাম।

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَابِكَ عَلٰى هٰٓؤُلاَءِ شَهِيْدًا

আমাকে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। আমি দেখলাম, তার উভয় চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। (আবু দাউদ হাদীস-৩৬৬৮)

সামষ্টিক পাঠের এই ধারায় প্রশংসা করে আল্লাহ বলেছেন–

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ .

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, স্বয়ং তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন নবী বানিয়েছেন যে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়।

২. পাঠচক্র

ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য তথা ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য মুমিনদের মধ্য হতে একদল গবেষক প্রয়োজন। যারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের গভীরে পৌছে গবেষণা করবে। আল্লাহ বলেন–

فَلَوْ لاَ نَفَرَمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَارَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ .

কেন এরূপ হবে না? যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ হতে কিছু লোক বেরিয়ে আসবে ও দ্বীনের সমঝ লাভ করবে এবং ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকার বাসিন্দাদেরকে সাবধান করবে, যেন তারা ভয় পায়। (৯–তাওবা : ১২২)

কোনো বিষয়ের গভীরে পৌছার জন্য প্রশিক্ষণ হিসেবে এ সংগঠন পাঠচক্রের ব্যবস্থা করে। নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস কি বলছে বা কুরআন ও হাদীসের আলোকে কোন বিষয়ের মূল্যায়ন করাই পাঠচক্রের মূল উদ্দেশ্য। কেননা, কুরআনে হাকীমে দ্বীনি সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। পাঠচক্রের দ্বারা তা খুঁজে বের করা সম্ভব। আল্লাহ বলেন—

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ .

আর আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়েরই বর্ণনা দানকারী এবং হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ সেসব লোকের জন্য যারা আত্মসমর্পন করেছে। (১৬–সূরা নাহ্‌ল : ৮৯)

৩. শবেবেদারী

আল্লাহ্‌র সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করার একটি উপায় হচ্ছে একাকী উঠে নৈশ ইবাদাত করা । আল্লাহ্ বলেন–

يَٓا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ . قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلاً . نِصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً .اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً .

হে কম্বলওয়ালা! রাত্রে সালাতে দাড়াও কিন্তু কম, অর্ধেক রাত্র অথবা তা থেকে কিছু কম, অথবা তা থেকে কিছুটা বেশি। আর ধীরে ধীরে কুরআন পড়। (৭৩–মুযাম্মিল : ১-৪)

এখানে রাতের কিয়দংশ জেগে ইবাদত করতে বলা হয়েছে। তবে পূর্ণ রাত্রি নয়, অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ অথবা দু-তৃতীয়াংশ। সংগঠন তার কর্মীদেরকে ইবাদতে অভ্যস্ত করার নিমিত্তে শবেবেদারীর প্রোগ্রাম করে থাকে। তাদেরকে তাহাজ্জুদের জন্য তৈরি করে। যে তাহাজ্জুদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তার রাসূল ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন–

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا .

আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়। এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত। অসম্ভব নয় যে, তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহমুদে প্রেরণ করবেন। (১৭–সূরা ইসরাঈল :৭৯)

৪. শিক্ষা শিবির

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই যুগে কর্মী বাহিনীকে দক্ষ ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংগঠন শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করে। ৩ দিন থেকে ৭ দিন পর্যন্ত এই প্রোগ্রাম হয়ে থাকে। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে কর্মী বাহিনীকে শিক্ষা প্রদান করে থাকে। ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে ছিলেন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

৫. বক্তৃতা অনুশীলন

যে কোনো বক্তব্য সঠিকভাবে ও সুবিন্যস্তভাবে বলতে সক্ষম হলেই প্রয়োজনীয় কথা লোকদেরকে ভালোভাবে বুঝানো সম্ভব। এ ছাড়া অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট করাও সংগঠন পছন্দ করে না। অল্প কথায় সুন্দরভাবে সংগঠনের বক্তব্য জনগণের কাছে পৌছিয়ে দেবার জন্য সকলের সুবক্তা হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহর রাসূলের বাণীকে সংগঠন এক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়। রাসূল ﷺ বলেছেন- اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا -নিশ্চয়ই কোনো কোনো বক্তৃতায় যাদু আছে।

৬. আত্মসমালোচনা

নিজেকে গড়ে তোলার জন্য আত্মসমালোচনা উপযুক্ত মাধ্যম।

আল্লাহর বাণী- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى কল্যাণ লাভ করল ঐ ব্যক্তি যে নিজ কে পরিশুদ্ধ করল। (৮৭-সূরা আ'লা-১৪)

অতএব ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য নিয়মিত আত্মসমালোচনা অপরিহার্য। সত্যিকার খাঁটি মুমিনদের নিজের ব্যাপারে সর্বদাই সতর্ক থাকা উচিত। আত্মসমালোচনা তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করে।

৮৫৮. ৩য় দফা কর্মসূচি : ইছলাহে মুয়াশারা

ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধন, নৈতিক পুনর্গঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন এবং দুঃস্থ মানবতার সেবা করা।

আল্লাহ বলেন- وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

তোমরা কল্যাণমূলক কাজ কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সফল হবে (২২-সূরা হজ্জ : ৭৭)

এ দফার আলোচনা তিন ভাগে বিভক্ত হবে। যথা-

১. সামাজিক সংশোধন,

২. অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটন ও

৩. দুঃস্থ মানবতার সেবা।

১. সামাজিক সংশোধন

প্রচলিত সমাজকে ভেঙ্গে দিয়ে ইসলামী আদর্শের আলোকে সমাজকে আলোকিত করার জন্য ইসলামী আন্দোলন যুগযুগ ধরে চলে আসছে। নিম্নোক্ত কাজগুলো সমাজ থেকে চিরতরে উৎখাত করা একান্তই প্রয়োজন।

ক. প্রচলিত কুসংস্কার সম্পর্কে সতর্কীকরণ

ইসলামের আলো পৌঁছলেও আমাদের দেশে অনেক কুসংস্কার চালু রয়েছে। এমনকি ইসলামের নামেও অনেক কুসংস্কার ছড়িয়ে আছে যদ্বারা মানুষ না বুঝে শিরক ও বিদ্‌য়াতে জড়িয়ে যায়। এগুলোকে ভালো মনে করে করছে তাদেরকে তা থেকে ফেরাতে হবে। আল্লাহ্ বলেন–

عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ـ

হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের অপছন্দীয় মনে হলো, অথচ তা-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে এও হতে পারে যে, কোন জিনিস তোমাদের ভালো লাগল অথচ তা তোমাদের জন্য খারাপ। (২–সূরা বাক্বারা : ২১৬)

মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা যায়।

১. সকল জাহেলী চিন্তা দূর করা

জাহেলী মতবাদ তথা খোদাদ্রোহী মতবাদ যে সময় চলতে থাকে ঐ সময়কে জাহেলী যুগ এবং যে স্থানে চলে সে স্থানকে জাহেলী সমাজ বলা হয়। যে কোনো সমাজে যতটুকু জাহেলী মতবাদ থাকবে ঐ সমাজ ততটুকু জাহেল।

সমাজ থেকে সকল প্রকার জাহেলী চিন্তা-ভাবনা ও কার্যাবলিকে দূর করতে হবে। অশ্লীল কর্মকাণ্ডকে উৎখাত করতে হবে। ইসলাম বিরোধী জাহেলী আচরণসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে হবে।

ড. শাওকী বলেন– জাহেলী যুগ হলো, ইসলামের অবৈধ বস্তুকে যে সময়ে বৈধ মনে করা হয় এবং প্রাক-ইসলাম যুগ ও তার কার্যাবলি যে যুগে পাওয়া যায়।

আল্লামা শাওকানী জাহেলী যুগের চরম অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরে বলেন : জাহেলী যুগের মহিলাদের এমন অবস্থা ছিল, যে অঙ্গগুলো প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল তারা ঐগুলো উন্মুক্ত করে চলত। এমনকি একজন মহিলা তার স্বামী ও তার বন্ধুর সাথে বিনা দ্বিধায় একই আসনে বসত। এরপর তার বন্ধু নাভী থেকে উপরের অংশ দ্বারা তৃপ্তি গ্রহণ করত, আর তার স্বামী নিচের অংশ নিয়ে তৃপ্তি লাভ করত। কোনো কোনো সময় তারা দু'জন উপভোগের অংশ বদলের প্রস্তাব দিত। (ফাতহুল কাদীর : ৪র্থ খণ্ড-২৭৮)

কিন্তু জাহেলী আচরণকে পরাভূত করে বর্তমান সমাজ আরও অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। বর্তমান জাহেলিয়াত প্রাক ইসলাম যুগের জাহেলিয়াত থেকেও মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক।

জাহেলী যুগের লোকেরা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও খারাপ অভ্যাসের কারণে মূর্তি, পাথর, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির ইবাদাত করত। কিন্তু বর্তমান জাহেলগণ ঈমানের লেভেল আঁটিয়ে কবরে সেজদা করছে, কবরবাসীর কাছে নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রার্থনা করছে; তাদের নাম নিয়ে চিৎকার করছে; তাদের কাছে সন্তান কামনা করছে; বিবাহ চাচ্ছে এবং কবরের মাটি বরকতের জন্য নিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে মুসলমান নামের কেউ নারী-পুরুষ একত্রে উঠা-বসা, কথাবার্তা বলাকে কিছু মনে করে না। তবে কেন আল্লাহর এই বাণী?

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ -

হে নবী! মু'মিন পুরুষদের বলুন! তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে। এটি তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি। যা তারা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবহিত। (২৪-সূরা আন-নূর : ৩০)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا -

আর হে নবী! মু'মিন স্ত্রীলোকদের বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে ও নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রদর্শন না করে। (২৪-সূরা আন-নূর : ৩১)

অতএব বুঝা যায় যে, প্রাক-ইসলাম যুগের জাহেলীয়াতকে পাশ কাটিয়ে বর্তমান জাহেলিয়াত সামনে অগ্রসর হয়ে মানুষের ঈমান আকীদাকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলছে, যা তারা টের পেয়েও পাচ্ছে না। ইসলামী আন্দোলন মানুষকে এই ধ্বংস থেকে মুক্ত করে স্বচ্ছ ঈমান উপহার দিচ্ছে, সেখানে জাহেলী চিন্তার কোনো গন্ধমাত্র নেই; জাহেলী কর্মের কোনো ক্ষেত্রও নেই।

২. ইবাদত হবে একমাত্র মাধ্যম

আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য রাসূল ﷺ প্রদর্শিত পন্থাই একমাত্র মাধ্যম বা اَلْوَسِيْلَةُ। ইবাদত যথাযথ পালনপূর্বক ব্যক্তি সরাসরি আল্লাহকে পেতে পারে। আর কোনো ব্যক্তির মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ বলেন—

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ـ

হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি নিকটে। আমাকে যে ডাকে, আমি তার ডাক শুনি এবং তার উত্তর দিয়ে থাকি। কাজেই আমার আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের কর্তব্য। হয়ত তারা সত্য পথের সন্ধান পাবে। (২–সূরা বাকারা : ১৮৬)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তাকে পাওয়ার সঠিক রূপরেখা তুলে ধরেছেন। তাঁকে সরাসরি ডাকার জন্য বলেছেন। তবে আল্লাহ্ উপায় ধরতে বলেছেন–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তার দরবারে নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর; আশা করা যায়, তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে। (৫–সূরা মায়িদা : ৩৫)

বিবেকবান প্রত্যেক ব্যক্তি এ কথার সাথে ঐক্যমত যে, উল্লিখিত আয়াতে اَلْوَسِيْلَةُ -এর ব্যাখ্যায় রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরাম এবং গ্রহণযোগ্য তাফসীর-কারকদের ব্যাখ্যাই যথেষ্ট। এছাড়া কারো কোনো মনগড়া কথা মানা যাবে না। বিভিন্ন তাফসীরকারক বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন তাহলে এক একটি করে উল্লেখ করা যাক।

১. اَلْوَسِيْلَةُ হলো বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থান। যেমন–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَىَّ فَاسْئَلُوْا لِىَ الْوَسِيْلَةَ قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَسِيْلَةُ ؟ قَالَ اَعْلٰى دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا اِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَاَرْجُوْاَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যখন তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করবে তখন আমার জন্য "অসীলা' চাও।" বলা হলো, হে রাসূল ﷺ অসীলা কি? বলা হলো বেহেশতের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান, যা এক ব্যক্তি অর্জন করবে, আমি আশা করছি যে, আমিই সে ব্যক্তি হব। (মুসলিম)

২. কাতাদাহ (রা) বলেন– اَلْوَسِيْلَةُ হলো আনুগত্য, উপাসনা এবং আল্লাহর নির্দেশিত কার্যাবলি—

قَالَ قَتَادَةُ :اَىْ تَقَرَّبُوْا اِلَيْهِ بِطَاعَتِهٖ وَالْعَمَلِ بِمَايَرْضِيْهِ ـ

কাতাদাহ (রা) বলেন, অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য-উপাসনা এবং তাঁর মর্জি মোতাবেক আমলের মাধ্যমে তার নৈকট্য অনুসন্ধান কর। (তাফসীরে ইবনে কাছীর)

৩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : اَلْوَسِيْلَةُ الْقُرْبَةُ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, "অসীলা অর্থ নৈকট্য।" এমনি ধরনের সমস্ত তাফসীরের পাতা উল্টিয়ে দেখলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, যারা 'অসীলা' শব্দকে কোনো ব্যক্তির সাথে খাছ করে, তাদের পথ কুরআন হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম তথা সলফে ছালেহীনের পথ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মুখে ইসলামের জন্য মায়াকান্না, কিন্তু কাজে তার বিরোধিতা। ইবাদতকে প্রাধান্য না দিয়ে ব্যক্তিকে অসীলা মনে করা কি একথা প্রমাণ করে না যে, প্রাক-ইসলাম যুগের জাহেলীয়াত আর এদের জাহেলিয়াতে কোনো পার্থক্য নেই? বরং এদের জাহেলিয়াতে ১° ডিগ্রী বেশি। কেননা তারা মাধ্যম মনে করত এমন মূর্তিকে যার কোনো রূহ নেই। আর এর মাধ্যম মনে করে রূহ বিশিষ্ট মানব মণ্ডলীর মধ্য থেকে একটি সত্তাকে। আল্লাহ বিষয়টিকে আরো সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন—

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلاَ يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّعَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيْلاً . اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ـ

বলুন, যাদেরকে তোমরা ছাড়া কিছু (নিজেদের কর্মকর্তা) মনে কর তাদেরকে (একটু) ডেকে দেখ। তারা তোমাদের কোনো কষ্ট লাঘব করতে পারবে না, পারবে না তা বদলাতে। এরা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতিপালকের নিকট পৌছবার অসীলা খোঁজ করছে যে, কে তাঁর অধিক নিকটবর্তী হবে। তারা তাঁর রহমতের প্রত্যাশী এবং আযাবকে ভয় করে। (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : ৫৬-৫৭)

আয়াতদ্বয় দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, মুশরিকদের যেসব উপাস্য ও ফরিয়াদ শ্রবণকারীর উল্লেখ এখানে করা হয়েছে তারা পাথরের মূর্তি নয়। হয় তারা ফেরেশতা না হয় অতীতকালের বুযুর্গ লোক।

ব্যক্তি-মাধ্যম যদি সামান্যতম বৈধ হতো, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ কে শেখাতেন। আর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছ থেকে শিখে আমল করতেন। তবে দ্বীন শেখার জন্য মাধ্যম বৈধ। কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে দ্বীন শিখতে হবে। দ্বীনের বাস্তব নমুনা ব্যক্তির মাধ্যমে আসবে।

অতএব, কুরআন হাদীসে এবং রাসূল ﷺ-এর বাস্তব জীবনে যেই মাধ্যমে খোঁজ পাওয়া যায় না, তাকে শরীয়তের বিধান মনে করা বা ঐ মাধ্যমকে নাজাতের একমাত্র উপায় মনে করা চরম অন্যায় এবং মারাত্মক ধৃষ্টতা।

৩. যবেহ হবে আল্লাহর নামে

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে বা কারো সম্মানে যবেহ্ করা হারাম। যদি করে, তাহলে তা হারাম বলে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন– فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (হে নবী) অতএব, তুমি তোমার রবের জন্যই সালাত আদায় কর এবং কুরবানী দাও। (১০৮–সূরা কাওসার : ২)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ـ

আর যে জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়নি তার গোশত খেও না। তা ফাসেকী (পাপের) কাজ। (৬–সূরা আনয়াম : ১২১)

عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهٗ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ ـ

আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহর অভিশাপ ঐ ব্যক্তির উপর, যে তার পিতাকে অভিশাপ দেয় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করে।" (সহীহ মুসলিম)

ইমাম নববী বলেন, গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করার উদাহরণ হলো, মূর্তির জন্য, মূসা (আ)-এর জন্য এবং কা'বার জন্য যবেহ্ করা। এরূপ যবেহ্ করলে ঐ জন্তু হারাম হয়ে যাবে। চাই যবেহকারী মুসলিম হোক আর ইহুদী হোক অথবা নাসারা হোক। এমনকি ঐ সমস্ত স্থানে আল্লাহর নামে যবেহ করাও যাবে না, যেখানে গাইরুল্লাহর নামে যবেহ হয়ে থাকে।

৪. সুপারিশের ব্যাপার

আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় কাউকেও এতখানি প্রভাবশালী বা শক্তিমান মনে করবে না যে, তার সুপারিশে আল্লাহর ফায়সালা পরিবর্তিত হতে পারে। কেননা তাঁর

রাজ্যে সকলেই ক্ষমতাহীন প্রজা মাত্র। পরকালে শুধুমাত্র আল্লাহর অনুমতি নিয়ে সুপারিশ হবে। আবার তা হবে অত্যন্ত সীমিত। এই বক্তব্যের বিপরীত বক্তব্য হলো মুশরিকী ধারণা। কেননা, মুশরিকরা মনে করত যে, আল্লাহ্ মহান হওয়ার কারণে তাঁর নিকট আমাদের সরাসরি আবেদন সম্ভব নয়। তাই আমরা কোনো ব্যক্তি বা পাথরকে সুপারিশকারী হিসেবে পেশ করি।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ -

এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন জিনিসের উপাসনা বা দাসত্ব করে, যা না তাদের ক্ষতি করতে পারে, না কোনো উপকার করতে পারে তারা বলে যে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী। (১০–সূরা ইউনুস : ১৮)

৫. আল্লাহ্ ছাড়া অনিষ্টকারী বা কল্যাণকারী কেউ নেই

আরবদের বিশ্বাস ছিল যে, মূর্তি তাদের অনেক উপকারে আসে, অথবা তাদের ক্ষতি করতে পারে। তারা বলত যে, কোনো গোত্রের উপর আক্রমণ হলে মূর্তির এই শক্তি আছে যে, সে তা রহিত করে দিতে পারে। যুদ্ধের ময়দানে তারা মূর্তিকে মাথায় বহন করে নিয়ে যেত, তাদের ধারণা মূর্তি তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে সাহস জোগায়, সেনাপতির কাজ করে। শক্তি পাওয়ার জন্য 'ইয়া লাত' ইয়া উজ্জা, বলে চিৎকার দেয়। মুসলিমদের কাজ হলো 'ইয়া আল্লাহ্' বলা।

অতএব, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকেও অনিষ্টকারী বা কল্যাণকারী মনে করবে না, কারো সম্পর্কে অন্তরে ভীতি অনুভব করবে না, কারো উপর নির্ভর করবে না। যেমন আল্লাহ্ বলেন—

قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا.

বলুন আমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই সবকে কি ডাকব যারা আমাদের না উপকার করতে পারে, না পারে ক্ষতি করতে? (৬–সূরা আনআম : ৭১)

৬. আল্লাহ্ ও রাসূল ﷺ সম্পর্কে কু-ধারণার অপনোদন

প্রত্যেক যুগের অশিক্ষিত, বর্বর ও কট্টর জাহেলগণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে কিছু কুধারণা পোষণ করে আসছে। আল্লাহ্ বলেন–

وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ -

একটি দল যার নিকট সব গুরুত্ব হচ্ছে, একমাত্র স্বার্থের, আল্লাহ্ সম্পর্কে নানা জাহেলী মনোভাব পোষণ করতে লাগল, যা হচ্ছে সত্যের সুস্পষ্ট খেলাফ। (৬–সূরা আনয়াম-১৫৪)

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করে ইসলামকে আঘাত করছে, তারা বলছে, আল্লাহর এ দ্বীন ঐ যুগের জন্য হয়তো যথেষ্ট ছিল বর্তমানে তা চলে না। চললেও সংস্কার প্রয়োজন। এদেরকে আল্লাহ মুনাফিক ও মুশরিক অ্যাখ্যা দিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছেন–

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّلَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ـ

এবং সে সব মুনাফিক পুরুষ ও স্ত্রী এবং মুশরিক পুরুষ ও স্ত্রীদেরকে শাস্তি দিবেন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে। তারা নিজেরাই দোষ ও খারাবীর আবর্তনে নিপতিত হয়েছে। আল্লাহর গযব তাদের ওপর এবং তিনি তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। তাদের জন্য জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছেন যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। (৪৮–সূরা ফাতাহ : ৬)

৭. গাইরুল্লাহর নামে কসম

কা'ব (রা) বলেন, হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা কথায় কথায় শিরক কর। যেমন বলে থাক তোর বাপের কসম, তোর জীবনের কসম, কা'বা শরীফের কসম ইত্যাদি।

বর্তমান সমাজে আরও কয়েকটি শব্দ প্রচলিত রয়েছে। যেমন– বিদ্যার কসম, আমার যেন্দেগীর কসম, তোর মায়ের দিব্যি, আমার সন্তানের মাথা দিব্যি, তোর বাপের কসম ইত্যাদি।

সমাজের লোকেরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ যে, এমনি ধরনের বললে শিরক হবে। তাদের অজান্তেই শিরক্ হয়ে যাচ্ছে। অথচ শিরক্ আল্লাহ মাফ করেন না। এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান হলো আল্লাহ বা আল্লাহর যে কোনো গুণবাচক নাম নিয়ে কসম করবে। কেননা, কসম দ্বারা যে সম্মান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা একমাত্র আল্লাহর জন্য।

৮. বরকত গ্রহণ হবে আল্লাহর নামে

বর্তমান সমাজে কিছু প্রথা রয়েছে, যাত্রা করার পূর্বে কবর মুছে, কদম মুছে, ঘর কুড়ায়, সামনে থেকে ঝাড়ু সরায় ইত্যাদি। এ কাজগুলো অত্যন্ত মারাত্মক। মুসলিম নারী-পুরুষদের কাজ হবে تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ (তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ) بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ (বিসমিল্লাহে ওয়াআলা বারাকাতিল্লাহ) অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা, আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর নামের বরকতে ইত্যাদি বলে যাত্রা শুরু করা। নূহ (আ) যথার্থই বলেছিলেন তাঁর কিস্তির বিষয়ে–

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

এমনিভাবে অনেক বিষয় রয়েছে যেখানে আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে বরকত নিতে পারি, সেখানে আমরা তা করছি না। মনগড়া নিয়মনীতি তৈরি করে চলছি।

৯. গর্ববোধ হবে বৈধ বিষয় নিয়ে

প্রাক-ইসলাম যুগের জাহেলগণ মূর্তির উল্লেখ করে গর্ববোধ করত কার মূর্তি কত বড়। এ নিয়ে পাল্লা চলত। কুরাইশরা অত্যন্ত বড় করে 'উয্যা' নামক মূর্তিটি তৈরি করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। বনী ছাকীফ 'লাত' নিয়ে গর্ব করত।

উহুদ যুদ্ধে আবু সুফিয়ান গর্ব করে বলেছিল- لَنَا الْعُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ "হে মুসলিম আমাদের উয্যা আছে, তোমাদের উয্যা নেই।" মুসলিম বাহিনী উত্তর দিয়েছিলেন- اَللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ 'আল্লাহ আমাদের সহায়, তোমাদের কোন সহায় নেই। (বুখারী)

বর্তমান সভ্য সমাজের চিত্র আরও একটু উন্নত। তারা হাজার হাজার টাকা খরচ করে গ্লাস দিয়ে শো-কেইছ তৈরি করে সেখানে স্থাপন করে বিভিন্ন মূর্তি। কার শো-কেইছ কত সুন্দর আর কত বেশি প্রকারের মূর্তি স্থান পেয়েছে তা নিয়ে অঘোষিত প্রতিযোগিতা চলে। সন্তানদের যেন অন্যের কাছে খাটো না হতে হয়, তারা তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখেন। মুশরিকদের মূর্তি ছিল ১টি করে, কিন্তু বর্তমানে সভ্য লোকের মূর্তি অসংখ্য শো কেইছ ভরা।

১০. বিড়ি সিগারেট (ধূমপান)

ধূমপানে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি : ডাক্তারদের বক্তব্য হলো : ধূমপানকারীর যক্ষ্মা, ফুসফুসের ক্যান্সার, যৌনক্ষমতা হ্রাস, চেহারা ফ্যাকাসে, অকালে দাত নষ্ট, শ্বাস কষ্ট, অল্প বয়সে অলসতা ইত্যাদির মতো মারাত্মক রোগ হয়।

সম্পদের ক্ষতি : ধূমপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের আয়ের এক-চতুর্থাংশ এতে ব্যয় হয়। এমনকি কোনো কোনো মাসে মেহমানের ভিড় হলে এর পরিমাণের উন্নতি হয়ে অর্ধেকেও এসে যায়।

শরয়ী বিধান : এ ব্যাপারে শরয়ী বিধান হলো, সকল ফকীহ এবং মুজতাহেদীন একমত যে, যা দ্বারা ক্ষতি হয় এবং ধ্বংস টেনে আনে তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব আর ঐ কাজ করা সম্পূর্ন হারাম। নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে যা বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ এবং ইবনে মাজাহ- لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ এবং নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা সাধারণ বিধান- وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ অর্থাৎ নিজের হাতেই নিজেদের ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না।

সমাজের স্বচ্ছ আবহাওয়াকে ধূমপান করে দেয় কলুষিত। স্বচ্ছ আবহাওয়ার লালিত ব্যক্তির মুখে দুর্গন্ধ হওয়া স্বাভাবিক নয়। কিন্তু ধূমপানের কারণে ধূমপায়ীর মুখ হয় মারাত্মক দুর্গন্ধযুক্ত। যে গন্ধকে একজন রুচিশীল ব্যক্তি কোনো প্রকারেই গ্রহণ করে নিতে পারে না। তাই সকল ফকীহদের মতে, ধূমপান হারাম।

১১- মুসলমানী আচার-অনুষ্ঠান চালু

সামাজিক সংশোধনের একটি প্রধান দিক হলো, অনৈসলামী কার্যকলাপকে উঠিয়ে দিয়ে মুসলমানী কার্যকলাপ চালু করা। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে

১. বিবাহ

বিবাহ অনুষ্ঠান মানব জীবনের অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়। যার মাধ্যমে মানব জীবনের বৈধ ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকে। সেই অনুষ্ঠান হতে হবে অত্যন্ত পুত:পবিত্র। ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে এমন কাজটি সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিবাহের পূর্বে, পরে এবং আক্দের সময় দুটি কাজ ইসলাম সমর্থন করে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ تَزَوَّجَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَأَتَتْنِى أُمِّى فَأَدْخَلَتْنِى الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فِى الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ -

আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে বিবাহ করলেন। অত:পর আমার আম্মা আসলেন এবং আমাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের ভিতরে কয়েকজন আনসারী মহিলা উপস্থিত ছিল। তারা বলে উঠল, "আলাল- খাইরি ওয়াল বারাকাহ্

ওয়া আলা খাইরি তা-ইর।" কল্যাণ বরকত ও সুখী জীবনযাপন কর। (বুখারী ৮ম খণ্ড অ: বিয়ে-শাদী পৃ: ৪৪২) বিবাহের পর বরের বাড়ীতে অলীমার অনুষ্ঠান করা সুন্নাত। আর কনের বাড়ীতে কোন অনুষ্ঠান না করাই সুন্নাত। কারণ কনের বাড়ীতে হয় হরণ আর বরের বাড়ীতে হয় বরণ।

২. গান : প্রফুল্লতার জন্য এমন গান পরিবেশন বৈধ, যাতে বেহায়াপনা নেই, অবাঞ্ছিত বক্তব্য নেই, খারাপ কথা নেই, বাদ্য যন্ত্র নেই।

২. প্রচলিত ওরশ

মূলত ওরশ আরবি عُرْسٌ -এর বিকৃত উচ্চারণ। উচ্চারণ 'উরস'। এর অর্থ, বৈবাহিক উৎসব, বিয়ের ভোজ (ফরহঙ্গে রব্বানী : ৪২১ পৃ:)

কেননা, যারা ওরশ করে তাদের ধারণা হচ্ছে– তাদের পীর সাহেব কবরে নতুন বর-এর মতো শুয়ে আছেন। আমরা নতুন বরকে নিয়ে বছরে একবার ফূর্তি করি।

عُــــرْسٌ-এর দ্বিতীয় অর্থ, "ফকির দরবেশের উদ্দেশ্যে উপহার বা বলি।" (ফরহঙ্গে রব্বানী : ৪২১ পৃ:)

ফকীর দরবেশ যদি জীবিত হন, আর তার জন্য যদি কোনো উপহার দেয়া হয় তা বৈধ (জায়েয)। যদি তিনি মৃত হন তার আওলাদকে দেয়া বৈধ। তার কবরে এনে নিক্ষেপ করা হারাম।

ওরশের নামে যে সকল অপকর্ম সমাজে প্রচিলত, এগুলোর একটিও বৈধ নয়। যেমন : গান-বাদ্য, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, কবরের উপর সেজদা অথবা কবরকে সেজদা, কবরকে হাত দিয়ে মুছে বরকত গ্রহণ, কবর থেকে ফয়েযের আশা, বেপর্দায় মহিলাদের উপস্থিতি ইত্যাদি। এগুলো থেকে বা এমন ওরশ থেকে মুসলিমের সতর্ক থাকতে হবে। আর ওরশের কার্য বাদ দিয়ে ওয়ায মাহ্ফিল চালু করতে হবে।

৩. খাতনা দিবস পালন

সমাজে অনেক বিদআত চালু রয়েছে, যেমন– খাতনা অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন দিবস পালনে, সন্তান জন্মে, সফরে, কবর যিয়ারতে, দিনকাল নির্ধারণে ইত্যাদি।

খাতনার জন্য খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান এবং সেখানে হাদিয়া তোহ্ফার নিয়ম ইসলামে স্বীকৃত নয়।

দিবস পালন ইসলাম সমর্থন করে না। তবে সাধারণ কোনো দোষ নেই। জন্ম অথবা মৃত্যু দিবসই করতে হবে-এমন হলে তা ইসলামে স্বীকৃত নয়।

সন্তান জন্ম নিলে কানে আযানের ধ্বনি দেয়া, সপ্তদিনে আকীকা করা, নাম রাখা, খাতনা করা সুন্নাত। মাইক এনে বাদ্য বাজানো, সন্তান এবং তার মাকে

আলাদা পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখা, উপঢৌকন কুড়ানো বা দেয়ার নিয়ম ইসলামে নেই।

দিনকাল নির্ধারণে সমাজে কুপ্রথা প্রচলিত আছে। রবিবারে বাঁশ কাটা যাবে না। শনিবারে বাইরে রওয়ানা করবে না, বৃহস্পতিবার মরা ভালো নয় ইত্যাদি। মানুষের সামনে সালাতের, কুরআন তেলাওয়াতের, শবে মি'রাজের ও রমজানের গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে।

খ. অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটন

পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির সয়লাবে মুসলিম যুবকরা আজ ভেসে যাচ্ছে। ইসলামী সংস্কৃতি তাদের কাছে নেই। শবে বরাতে আর দু'ঈদের সময় টুপি পরিধান করে মসজিদে আর ঈদগাহে যাওয়াই তাদের কাছে ইসলামী সংস্কৃতি। সন্তান হলে ডাক নাম শয়তানের হোক না কেন, আসল নাম ইসলামী হলেই ইসলামী সংস্কৃতি। শুরু আর শেষ করার সময় কুরআন তিলাওয়াত করলেই রেডিও, টিভি ইসলামী সংস্কৃতির হাতিয়ার হয়ে যায়; মাঝখানে যা-ই করুক না কেন। এ ধরনের শত শত বিকৃত ধারণা যুব-সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সমাজকে একটি চিড়িয়াখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। এ ধরনের অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া প্রতিটি মুসলিম নাগরিকের ঈমানী দায়িত্ব। না হয় এমন একটি সময় আসবে যেদিন ইসলামী সংস্কৃতি বলতে কিছুই থাকবে না। অপসংস্কৃতি রোধের জন্য জনমত সৃষ্টি করাই বড় কাজ। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে।

১। প্রিন্টমিডিয়া

অশ্লীল পত্র-পত্রিকা যে বিশেষ করে দেশের মেরুদণ্ড যুবসমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তা জনগণের দৃষ্টিপাতে আনতে হবে। তাদের চরিত্রকে যে হনন করছে, তাদের অর্থ যে লুট করে নিচ্ছে এবং অর্থ লোলুপ ব্যক্তিদের যে কারসাজি তা জনগণকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিতে হবে।

২. ইলেকট্রনিক মিডিয়া, রেডিও-টেলিভিশন ও সিনেমা-ভিসি আর

বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কার হলো রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার ইত্যাদি। এগুলো দ্বিমুখী হাতিয়ার। ভালো কাজে ব্যবহার করা যায়, মন্দ কাজেও। বুদ্ধিমান কোনো ব্যক্তি এ ব্যাপারে মতবিরোধ করবেন না, যদি এ আবিষ্কারগুলোকে জ্ঞান বিতরণ, ইসলামী আক্বীদার প্রসার, উত্তম চরিত্র প্রদর্শন, পূর্ব যুগের লোকদের উত্তম

চরিত্র তুলে ধরা, মুসলিম ইতিহাস তুলে ধরা, পারিবারিক ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা প্রচার এবং যেগুলো দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ হয় সেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাহলে এগুলো অত্যন্ত ভালো এবং বৈধ। যদি ফেৎনা সৃষ্টি, যুব চরিত্র ধ্বংস, সমাজকে মানবিক দিক থেকে দূরে সরিয়ে পশুত্বের সমাজে উপনীত করে, তাহলে একজন বিবেকবান মুসলিম ব্যক্তি, যে আল্লাহ, রাসূল ও পরকালে বিশ্বাস করে, একে কোনো প্রকারেই গ্রহণ করে নিতে পারে না। রেডিও, টিভিসহ প্রত্যেকটি আবিষ্কার মূলত: আল্লাহর নিয়ামত। এ নিয়ামত তখনি স্বার্থক হবে, যখন এগুলো দ্বীন প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বর্তমানে অনুষ্ঠানগুলো এমনভাবে চলছে যে, কোনো বিবেকবান পিতা আর ছেলে, মা আর মেয়ে, ভাই আর বোন একসাথে বসে তা দেখা সম্ভব নয়।

৩। বিদেশী গণ-মাধ্যমগুলো যে মিথ্যা প্রচার করে, এগুলোর দ্বারা তারা আমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়ে দুর্বল করে রাখতে চায়, এ ব্যাপারে সকলকে সজাগ করতে হবে।

৪। এক শ্রেণীর অসৎ লোকেরা হাউজী, জুয়াও প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেশকে দেউলিয়া করে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সমাজের মানুষদের নিয়ে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

৩. দু:স্থ মানবতার সেবা

যেহেতু ইসলাম রোহবানিয়াত বা বৈরাগ্যবাদকে কোনো প্রকারেই সমর্থন করে না, সেহেতু কোনো মুসলিমই সমাজ সংসার ত্যাগ করতে পারে না। সমাজের প্রত্যেক মানুষের সাথে তাদের হবে ঘনিষ্ট সম্পর্ক। সম্পর্ক সৃষ্টির একটি অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে 'সেবা'। আল্লাহ বলেন—

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

নিকটাত্মীয়, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককে তাদের হক দাও। অপচয় করো না। সেবা বলতে শুধু রোগীর সেবা উদ্দেশ্য নয় বরং এর উদ্দেশ্যে হবে–

১. পরস্পর দয়ার্দ্র হওয়া : যেমন–

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ .

আর যারা পরস্পরকে ধৈর্যধারণের ও (সৃষ্টিকূলের প্রতি) দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয় মূলত তারাই দক্ষিণপন্থী। (৯০–সূরা বালাদ : ১৭-১৮)

২. অন্যের প্রতি ইহসান করা

مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ـ

যে মালই তোমরা খরচ করবে, নিজের পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য, আর যে মঙ্গলজনক কাজই তোমরা করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (২–সূরা বাকারা : ২১৫)

৩. ক্ষমা করা : যেমন আল্লাহ বলেন–

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ـ

(মুত্তাকী তারা) যারা ক্রোধকে হযম করে এবং অন্যান্য লোকদের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। (৩–সূরা আলে-ইমরান)

৪. ভালো এবং কল্যাণের পথে আহ্বান করা এবং খারাপ থেকে বিরত রাখা : আল্লাহ বলেন–

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ـ

পুণ্য ও খোদাভীতিমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং যা গুনাহ্ ও সীমালংঘনের কাজ তাতে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করো না। (৫–সূরা মায়িদা : ২)

৫. মানুষের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা

আল্লাহ্ বলেন—

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ـ

আল্লাহ্ তায়ালা সুবিচার-ইন্সাফ ও অনুগ্রহের নির্দেশ দিচ্ছেন। (১৬–সূরা নাহ্ল : ৯০)

৬. কর্যে হাসানা প্রদান

কুরআনে কারীমের ১২টি আয়াতে কর্যে হাসানার কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রত্যেক স্থানেই কর্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

مَنْ ذَالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ـ

তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আল্লাহকে কর্যে হাসানা দিতে প্রস্তুত, তিনি তাকে কয়েক গুণ বেশি ফিরিয়ে দেবেন। (২–সূরা আল বাক্বারা : ২৪৫)

৭. রুগীর সেবা করা ও জানাযায় অংশগ্রহণ করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ اِذَا مَاتَ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْشَهِدَ .

আবু হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। যথা ১. যখন কোনো মুসলিম অসুস্থ হয়ে পড়ে তার সেবা করা, ২. মৃত্যুবরণ করলে দাফন-কাফনে উপস্থিত হওয়া. ৩. দাওয়াত দিলে গ্রহণ করা, ৪. সাক্ষাৎ হলে সালাম দেয়া ৫. হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা এবং ৬. উপস্থিত বা অনুপস্থিত সকল অবস্থায় মুসলিমের মঙ্গল কামনা করা। (নাসায়ী-১৪৩৩, বুখারী)

৮৫৯. ৪র্থ দফা কর্মসূচি : ইছলাহে হুকুমাত

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠাকল্পে গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বাঞ্ছিত সংশোধন আনয়নের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরে সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা বলতে ইসলামের প্রতিটি দিক ও বিভাগের বাস্তবায়নকে বুঝায়। অর্থাৎ মানব জীবনের বিশ্বাসমূলক, চিন্তামূলক, নৈতিক ও ব্যবহারিক সমগ্র দিককে পুরাপুরি প্রতিষ্ঠা করাই সংগঠনের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হলে বর্তমান প্রতিষ্ঠিত সরকারকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হবে। বসাতে হবে একটি ইসলামী সরকার। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে অন্যায়-অবিচার, যুল্ম-নির্যাতন। মানুষ আজ হাহাকার করছে শান্তির কূলে নৌকা ভিড়বে কিনা-মানুষ এ ব্যাপারে অত্যন্ত নিরুৎসাহিত। মাঝ সাগরে জাহাজ ডুবে গেলে যাত্রীদের যে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়, গোটা জাতি আজ সে অবস্থায় নিপতিত। সংগঠন মানুষকে সেই কূলে ভিড়াতে বা সমুদ্র থেকে উদ্ধার করতে নেমেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই জাহাজ ছাড়া কূলে উঠা সম্ভব নয়। যে জাহাজ তিনি তৈরি করেছিলেন মদীনায় গিয়ে, যে মাঝিদের তৈরি করেছিলেন মক্কায় বসে; সে জাহাজ আর ঐ ধরনের মাঝি ছাড়া কূলে উঠা কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়।

প্রথমে এ ঘোষণা সকলকেই দিতে হবে : إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ "আল্লাহ ছাড়া পরিচালনার ক্ষমতা কারো নেই। (১২–সূরা ইউসূফ : ৪০)

নদী ও সমুদ্র থেকে উদ্ধার করার একমাত্র আল্লাহই আছেন। অতএব, মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আল্লাহর বিধানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো রয়েছে :

১. পারিবারিক বিধান

এর মূলে রয়েছে বিবাহ, বিবাহের ব্যাপারে ইসলামের বিধান হলো—

فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ـ

তোমাদের পছন্দমত দুই দুই, তিন তিন, চার চারজনকে বিবাহ কর।

পুরুষের দায়িত্ব হলো–

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ.

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّامَا اٰتٰهَا ـ

স্বচ্ছল অবস্থায় মানুষ নিজের স্বচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয় করবে। আর যার রিযিক কম সে তার ঐ কম থেকে খরচ করবে যা তাকে আল্লাহ দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন, তার বেশি ব্যয় করার দায়িত্ব আল্লাহ তাকে দেন না। (৬৫–সূরা তালাক : ৭)

এই আয়াত দ্বারা যৌতুক ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করা হয়েছে।

মহিলাদের দায়িত্ব হলো–

وَالْمَرْاَةُ رَعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا ـ

নারী তার স্বামীর গৃহ রক্ষণাবেক্ষণকারী। (বুখারী ও মুসলিম)

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللّٰهُ ـ

যারা সতী তারা আনুগত্যপরায়ণা এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে আল্লাহর আদেশে সতীত্ব সংরক্ষণ করে। (৪–সূরা নিসা : ৩৪)

২. সামাজিক বিধান

বর্তমানে সমাজ নিজে খাই; নিজে বাঁচি নীতিতে চলছে। আমাদেরকে ইসলামী সমাজের রূপরেখা জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। যেমন বলতে হবে– সকল মানুষের মূল এক–

يٰاَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ـ

হে মানব জাতি! তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন। (৪–সূরা নিসা : ১)

অতএব মানুষের মাঝে সাদা-কালো, আরব-অনারব বলে কোনো ভেদাভেদ করার কারণ নেই।

১. সবাই ভাই ভাই : আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ ـ

নিশ্চয়ই মুমিনরা ভাই ভাই। (৪৯–সূরা আল হুজুরাত : ১০)

২. তারা ত্যাগী হবে : ত্যাগ স্বীকার না করলে সমাজে বাস করা দুষ্কর। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন —

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ـ

তারা নিজেদের চেয়ে অন্যকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তারা নিজেরা অনাহারে থাকে।

৩ বিদ্রূপ রহিত হবে : বিদ্রূপ সমাজ ভাঙ্গনের একটি হাতিয়াত। আল্লাহ বলেন–

لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَانِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

কোন পুরুষ সম্প্রদায় অপরকে বিদ্রূপ করবে না, হতে পারে যে, ওরা তাদের তুলনায় ভালো হবে। আর না স্ত্রীলোকেরা অন্যান্য স্ত্রীলোকদের নিয়ে বিদ্রূপ করবে। হতে পারে যে, ওরা তাদের চেয়ে ভালো হবে। (৪৯–সূরা হুজরাত : ১১)

৪. নিন্দা হবে পরিত্যাজ্য : নিন্দা সমাজ থেকে অবশ্যই দূর করতে হবে। নিন্দা থাকলে সমাজ জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে, এমনকি নিন্দা নিয়ে সমাজ শব্দের কল্পনাই করা যায় না।

وَلَايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

তোমাদের কেউ যেন অপরের নিন্দা না করে। (৪৯–সূরা হুজুরাত : ১৩)

৫. পরস্পর কল্যাণকামী হবে : কল্যাণ কাজে সহযোগিতা করবে–

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى

তোমরা সৎ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা কর। (৫–সূরা মায়েদা : ২)

এমনিভাবে সমাজ জীবনে যত বিধানের প্রয়োজন রয়েছে সবগুলোর ইসলামী বিধান কুরআনে কারীম এবং হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।

৩. অর্থনৈতিক বিধান

ইসলামের যে অর্থনৈতিক বিধান রয়েছে তা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত এবং সর্বকালের সর্বস্থানের জন্য উপযুক্ত। যারা একথা বলে যে, ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক দিক তথা বস্তুগত দিককে গুরুত্ব দেয় না, তারা স্পষ্ট অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত। বেচা-কেনা থেকে শুরু করে মানব জীবনের প্রত্যেকটি আর্থিক দিকে ইসলামের বক্তব্য সুস্পষ্ট। যেমন–

১. রোজগার হালাল হতে হবে: طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ হালাল রুযী অন্বেষণ করা ফরয। (বায়হাকী)

২. ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয় :

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى ـ

উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। (আবু দাউদ হাদীস-১৬৪৮)

৩। বৈধ প্রত্যেকটি পন্থা প্রত্যেকের জন্য উন্মুক্ত: চাষাবাদ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি বৈধ কাজ প্রত্যেকেই করতে পারে। কারো জন্য কোনো কাজ নির্দিষ্ট নয়–

خَلَقَ لَكُمْ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا۔

এ যমীনে সকল কিছু তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। (২–সূরা বাকারা : ২৯)

৪। ব্যবসায় ধোকা পরিত্যাজ্য : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا۔

যে গ্রাহককে ধোকা দিবে সে আমার দলভুক্ত নয়। (মুসলিম)

৫. সুদ হারাম :

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ـ

আল্লাহ বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। (২–সূরা বাকারা : ২৭৫)

৬. ধনীদের সম্পদে অভাবীদের হক আছে

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ـ

তাদের (ধনীদের) সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। এভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রত্যেকটি দিকের সমাধান কুরআনে রয়েছে। (৫১–সূরা জারিয়াত : ৫১)

৪. রাষ্ট্রীয় বিধান

শাসন ও রাষ্ট্র একমাত্র আল্লাহর। মানুষ তাঁর প্রজা ও দাস মাত্র। যেমন আল্লাহ বলেন–

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ـ

হুকুম-ফয়সালা শাসন করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব না করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর রাষ্ট্রকে পরিচালনার জন্য কয়েকটি দিক

১। আল্লাহ তাঁর রাষ্ট্রকে সরাসরি না চালিয়ে রাসূলের মাধ্যমে চালিয়েছেন। তিনিই তাঁর প্রতিনিধি এবং তাঁর আইন রচনাকারী। তিনি যা উপস্থাপনা করেছেন, তা-ই আমাদের জন্য পালনীয়। আল্লাহ বলেন–

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ

রাসূল তোমাদের জন্য যা এনেছেন তা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।

২. রাসূলের অনুপস্থিতিতে খলিফা

রাসূল মানুষ হিসেবে চিরঞ্জীব নন। তাঁর পর তাঁরই রেখে যাওয়া দ্বীন পরিচালনা করবে তার আনীত বিধানে গড়া লোকেরা তাদেরকেই কুরআনের ভাষায় 'উলিল আমর' اُولِى الْاَمْـرِ বলা হয়েছে। এদেরকে আমীর, খলীফা বা ইমাম বলা যায়।

৩. খলিফা ও জনতার মধ্যে সম্পর্ক হবে অত্যন্ত কোমল

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ـ

আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুবই নম্র স্বভাবের লোক হয়েছেন। অন্যথায় আপনি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তবে এসব লোক আপনার আশপাশ থেকে সরে যেত। অতএব, এদের ক্ষমা করে দিন এবং এদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন। (৩–আলে ইমরান : ১৫৯)

৪. ইসলামী রাষ্ট্রে পরামর্শের গুরুত্ব

পরামর্শ ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার বড় হাতিয়ার। তাই আল্লাহ বলেন —

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ـ

কাজ কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতপর যখন আপনি দৃঢ় সংকল্প হবেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। (৩–সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

৫. ন্যায় প্রতিষ্ঠা

ইনসাফ বা ন্যায় প্রতিষ্ঠা ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক দিক। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ـ

আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (দাঁড়িপাল্লা) ভারসাম্যের মানদণ্ড নাযিল করেছি যাতে করে মানুষ ইনসাফের সাথে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং আমি নাযিল করেছি লোহা (রাজ দণ্ড) যার মধ্যে রয়েছে খুবই কঠোরতাপূর্ণ শক্তি এবং জনগণের জন্য রয়েছে যথেষ্ট উপকারিতা। (৫৭–সূরা হাদীদ : ২৫)

এছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের অনেক নীতি রয়েছে, যা এই ছোট গ্রন্থে উল্লেখ সম্ভব নয়।

৫. আইন ব্যবস্থা

ইসলামী আইন ব্যবস্থার মৌলিক বিষয় হলো দু'টি। কুরআন ও সুন্নাহ।

কুরআন : যেমন–

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ـ

আল্লাহ যে আইন অবতরণ করেছেন (কুরআন) তার ভিত্তিতে যারা বিচার ফায়সালা করে না তারা দ্বীন অস্বীকারকারী কাফির। (৫–সূরা মায়িদা : ৪৪)

আল্লাহ বলেন : وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

রাসূল তোমাদের জন্য যা এনেছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, বিরত থাক। (৫৯–সুরা হাশর)

এখানে রাসূলের আনীত কুরআন ও হাদীস উভয়টি শামিল। এছাড়া আল্লাহ বলেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُوْحٰى ـ

তিনি নিজের থেকে কোনো কিছু বানিয়ে বলেন না, যা বলেন তা একমাত্র অহী। অতএব হাদীসও অহী।

এছাড়া ইসলামের আরো দুটি মৌলিক বিষয় রয়েছে, তা হলো ইজমা' ও কিয়াস।

ইজমা : রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلٰى ضَلَالَةٍ ـ

আমার উম্মত কোনো গোমরাহীর উপর ঐকমত্য পোষণ করবে না। এটা দ্বারা বুঝা যায় যে, উম্মতের মধ্যে ইজমা হবে, তবে তা গুমরাহীর উপর হবে না।

(সহীহ বুখারী, সহীহ তিরমিযী হাদীস-২১৬৭)

কিয়াস : কিয়াস মূলত কুরআন হাদীসের বাইরের কোনো বিষয় নয়; বরং কুরআন হাদীসের মধ্য হতেই কিয়াস হবে। [বিস্তারিত উসুলের কিতাবে দ্রষ্টব্য]

৮৬. মাসয়ালা-মাসায়েল

৮৬০. তাইয়াম্মুমের ফরয : তাইয়াম্মুমে তিন ফরয

১. নিয়ত করা,

২. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করা এবং

৩. দুই হাতের কনুইসহ একবার মাসেহ করা।

৮৬১. গোসলের ফরয : গোসলে তিন ফরয

১. কুলি করা,

২. নাকে পানি দেয়া এবং

৩. সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধৌত করা।

৮৬২. অযুর ফরয : অযুতে চার ফরয

১. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধোয়া,

২. দুই হাতের কনুইসহ একবার ধোয়া,

৩. কানসহ মাথা মাসেহ করা এবং

৪. দুই পায়ের টাখনুসহ একবার ধোয়া।

(বি: দ্র: তিনবার করে ধোয়া সুন্নাত এবং সমস্ত মাথা মাসেহ করা মুস্তাহাব।)

৮৬৩.অযু করার সুন্নাত তরীকা

১. নিয়ত করা,

২. বিসমিল্লাহ্ পড়া,

৩. দুই হাতের কব্জিসহ তিনবার ধোয়া,

৪. তিনবার মিসওয়াক করা (দাঁত মাজা),

৫. তিনবার কুলি করা,

৬. তিনবার নাকে পানি দেয়া,

৭. সমস্ত মুখমণ্ডল তিনবার ধোয়া,

৮. ডান হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া,

৯. বাম হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া,

১০. দু'হাতের ভিজা আঙুলগুলো মাথার সামনে থেকে পেছনে ও পেছন হতে সামনে বুলিয়ে সমসত মাথা মাসাহ্ করা।

১১. কান মাসেহ্ করা,

১২. ডান পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া এবং

১৩. বাম পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া,

(বি: দ্র: হাত ও পা ধোয়ার সময় আঙ্গুল খিলাল (আঙ্গুলের গোড়াগুলো ঘসে পরিষ্কার) করা এবং দাড়ি থাকলে মুখমণ্ডল ধোয়ার সময় তা খিলাল করা।

৮৬৪. অযু ভঙ্গের কারণ : অযু ভঙ্গের কারণ সাতটি

১. পায়খানা বা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়া কোনো কিছু বের হওয়া,

২. মুখ ভরে বমি হওয়া,

৩. শরীরের কোনো জায়গা হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া,

৪. থুথুর সাথে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া,

৫. চিৎ বা কাত হয়ে হেলান দিয়ে ঘুমানো

৬. পাগল, মাতাল বা অচেতন হলে এবং

৭. সালাতে উচ্চ:স্বরে হাসলে।

৮৬৪. সালাতের ফরয : সালাতের বাহিরে এবং ভিতরে তের ফরয।

সালাতের বাহিরে সাত ফরয

১. শরীর পাক,

২. কাপড় পাক,

৩. সালাতের জায়গা পাক,

৪. সতর ঢাকা,

৫. কিবলামুখী হওয়া,

৬. ওয়াক্ত মতো সালাত পড়া এবং

৭. সালাতের নিয়ত করা।

সালাতের ভিতরে ছয় ফরয

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা,
২. দাঁড়িয়ে সালাত পড়া,
৩. রুকু করা,
৪. কিরাত পড়া,
৫. দুই সিজদা করা এবং
৬. আখেরী বৈঠক,
(এই তেরটির কোনো একটি বাদ পড়লে সালাত পুনরায় পড়তে হবে।)

৮৬৫. সালাতের ওয়াজিব : সালাতের ওয়াজিব চৌদ্দটি

১. সূরা ফাতিহা সম্পূর্ণ পড়া,
২. সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো,
৩. রুকু সিজদায় দেরী করা,
৪. রুকু হতে সোজা হয়ে খাড়া হওয়া,
৫. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা,
৬. দরমিয়ানি বৈঠক,
(তিন বা চার রাকায়াত বিশিষ্ট সালাতে প্রথম দুই রাকায়াতের পর বসা।)
৭. উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া,
৮. ইমামের জন্যে কিরাত আস্তে বা জোরে পড়া,
(যোহর ও আসরের সালাতে কিরাত আস্তে এবং ফজর, মাগরিব ও এশার সালাতে জোরে পড়া নিয়ম)
৯. দুয়া কুনুত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ওয়াজিব নয়।
১০. দুই ঈদের সালাতে ছয় বা বার তাকবীর বলা,
১১. প্রত্যেক ফরয সালাতের প্রথম দুই রাকাতে ক্বিরাত পড়া।
১২. প্রত্যেক রাকাতের ফরযগুলোর তারতীব (ধারাবাহিকতা) ঠিক রাখা।
১৩. প্রত্যেক রাকায়াতের ওয়াজিবগুলোর তারতীব (ধারাবাহিকতা) ঠিক রাখা এবং
১৪. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাত শেষ করা।

১নং নিয়ম : এই ১৪টির কোনো একটি বাদ পড়লে কিংবা কমবেশি হলে সাহু সিজদা দিতে হবে।

২নং নিয়ম : আত্তাহিয়্যাতু, দুরুদ শরীফ ও দু'আ মাসুরা পড়ে ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরানোর পর পুনরায় দুই সিজদা করলে সালাত শেষ হয়ে যাবে আবার আত্তাহিয়্যাতু দুরুদ ও দোয়া মাসূরা পরার প্রয়োজন নেই।)

৮৬৬. সালাতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বারটি

১. দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো,
২. দুই হাত বাঁধা (বুকে অথবা নাভির উপরে বাধা।)

৩. সানা পড়া,
৪. আউযুবিল্লাহ্ পড়া,
৫. বিসমিল্লাহ্ পড়া,
৬. প্রত্যেক রাকায়াতে বসতে আল্লাহু আকবার বলা,
৭. রুকুর তাসবীহ্ বলা,
৮. রুকু হতে উঠবার সময় সামিআল্লাহু লিমান হামিদা, রব্বানা লাকাল হামদ বলা। (জামায়াতে সালাত পড়লে ইমাম বলবে সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ, মুসুল্লিরা বলবে রাব্বানা লাকাল হামদ্)
৯. সিজদার তাসবীহ্ বলা,
১০. দুরুদ শরীফ পড়া,
১১. দোয়া মাসুরা পড়া একং
১২. সূরা ফাতিহা শেষে আমিন জোরে বলা।

<u>সালাত ভঙ্গের কারণ :</u> সালাত ভঙ্গের কারণ উনিশটি।

১. সালাতে ক্বিরাত অশুদ্ধ পড়া।
২. সালাতের ভিতর কথা বলা।
৩. কোনো লোককে সালাম দেয়া।
৪. সালামের উত্তর দেয়া তবে হাতের ইশারায় উত্তর দেযা যাবে।
৫. উহ্-আহ্ শব্দ করা।
৬. বিনা কারণে কাশি দেয়া।
৭. আমলে কাসীর করা। (আমলে কাসীর এমন কাজ যা সালাতের ভিতর করলে বাহিরের কেউ দেখে সালাতী মনে করে না।)
৮. বিপদে বা ব্যথায় শব্দ করে কাঁদা।
৯. তিন তাসবীহ্ পরিমাণ সতর খুলে থাকা (তিন বার তাসবীহ্ পাঠ করতে যে সময় লাগে সে সময় পরিমাণ সতর খুলে থাকা।)
১০. মুক্তাদী ব্যতীত অপর ব্যক্তির লোকমা লওয়া। (ইমামের জন্য জামায়াত বহির্ভূত অন্য কারো ভুল সংশোধনী গ্রহণ করা।)
১১. সুসংবাদ বা দু:সংবাদের উত্তর দেয়া।
১২. নাপাক জায়গায় সিজদা করা।
১৩. সাংসারিক কোনো বিষয়ে প্রার্থনা করা।

১৪. সালাতে খাওয়া বা পান করা।
১৫. হাঁচির উত্তর দেয়া।
১৬. কিবলার দিক হতে সিনা (বুক) ঘুরে যাওয়া।
১৭. সালাতে শব্দ করে হাসা। (এমতাবস্থায় অযু ও সালাত দুটিই নষ্ট হয়ে যায়।)
১৮. সালাতে কুরআন মজীদ দেখে পড়া তবে সুন্নাত নামাযে কুরআন দেখে পড়া যাবে।
১৯. ইমামের আগে মুক্তাদির দাঁড়ানো। (ইমামের সাথে বরাবর বা একটু এগিয়ে দাঁড়ানো এবং ইমামের রুকু সেজদার যাওয়ার আগে যাওয়া কিংবা তার রুকু সিজদা থেকে উঠার আগে উঠা)

৮৬৮. রোযা ভঙ্গের কারণ

১. রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সহবাস করলে।
২. স্বেচ্ছায় পুংমৈথুন করলে।
৩. স্বেচ্ছায় পানাহার করলে।

৮৬৯. যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হলে قَضَاءٌ ও كَفَّارَةٌ উভয়ই ওয়াজিব হয়

নিম্নলিখিত কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং সাথে সাথে রোযার কাযা ও কাফফারা উভয়ই আদায় করা ওয়াজিব হয়।

১. রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সহবাস করলে।
২. স্বেচ্ছায় পানাহার করলে।
৩. স্বেচ্ছায় পুংমৈথন করলে।
৪. পিচকারী বা শিংগা নেয়ার পর রোযাদার যদি মনে করে যে, তার রোযা নষ্ট হয়ে গেছে, অত:পর সে স্বেচ্ছায় পানাহার করে।

৮৭০. যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হলে শুধু قَضَاءٌ ওয়াজিব হয়

নিম্নলিখিত কারণে রোযা ভঙ্গ হলে রোযার পরিবর্তে রোযাই রাখতে হবে। কাফফারা দিতে হবে না।

১. কোনো অখাদ্য বস্তু খেয়ে ফেললে। (যেমন পাথর ও লোহার টুকরা ইত্যাদি)
২. জোরপূর্বক রোযাদারকে কিছু খাওয়ানো হলে।
৩. ভুলক্রমে কোনো কিছু খেতে আরম্ভ করে রোযা নষ্ট হয়েছে মনে করে পুনরায় আহার করলে।
৪. কুলি করার সময় পেটে পানি প্রবেশ করালে।
৫. পেশাব-পায়খানার রাস্তায় ঔষুধ বা অন্য কিছু প্রবেশ করালে।
৬. ঘুমন্ত অবস্থায় কিছু খেয়ে ফেললে।
৭. সন্ধ্যা মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বেই ইফতার করলে।

৮. অনিচ্ছায় মুখ ভরে বমি করলে।
৯. মুখে বমি এনে পুনরায় তা পেটে প্রবেশ করালে।
১০. দাঁতের ফাঁক হতে কোনো খাদ্য কণা বের করে খেয়ে ফেললে।
১১. বৃষ্টির পানি মুখে পড়লে তা গিলে ফেললে।
১২. শরীরের কোনো ক্ষতস্থানে ওষুধ প্রবেশ করালে।
১৩. নাকে বা কানে ওষুধ প্রবেশ করালে তা অভ্যন্তরে পৌঁছলে।
১৪. স্ত্রীকে চুম্বন বা স্পর্শ করার কারণে বীর্যপাত হলে।

৮৭১. রোযার কাফফারার পরিচয়

রোযার মধ্যে শরীয়তের বিধি লঙ্ঘন করার কারণে রোযাদারের উপর অতিরিক্ত দণ্ডস্বরূপ যে কার্য সম্পাদন করতে হয়, তাকে রোযার কাফফারা বলে। রোযার কাফফারা হচ্ছে–

* ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা রাখতে হবে।
* এতে সক্ষম না হলে ষাট জন মিসকিনকে মধ্যম ধরনের খাদ্য খাওয়াতে হবে।
* এতেও সক্ষম না হলে একজন গোলাম আযাদ করতে হবে।

হজ্জের আহ্কাম

৮৭২. হজ্জের ফরয তিনটি

১. ইহ্রাম বাধা বা আনুষ্ঠানিকভাবে হজ্জের নিয়ত করা।
২. আরাফাতে অবস্থান (উকূফ) ৯ যিলহজ্জের সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে ১০ যিলহজ্জের ফজরের পূর্ব পর্যন্ত যেকোনো মুহূর্তের জন্যে হলেও।
৩. তাওয়াফে যিয়ারত, ১০ যিলহজ্জের ভোর থেকে ১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত যে কোনো দিন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা।

এ তিনটি ফরযের একটি যদি ছুটে যায় তাহলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছরে তার কাযা আদায় করতে হবে।

৮৮৩. হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

১. মীকাতের আগেই ইহ্রাম বাঁধা।
২. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতে উকূফ বা অবস্থান করা।
৩. কিরান বা তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তির শোকর আদায় করা এবং তা রমী ও মাথা মুণ্ডানোর মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা।
৪. সাফা মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা এবং সাফা থেকে সাঈ আরম্ভ করা।
৫. মুযদালিফায় উকূফ বা অবস্থান করা।

৬. তাওয়াফে যিয়ারত আইয়্যামে নহরের বা কুরবানীর দিনের মধ্যে সম্পাদন করা।
৭. রমী বা শয়তানকে কংকর মারা।
৮. মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাটা। আগে রমী ও পরে মাথা মুণ্ডানো।
৯. মীকাতের বাইরের লোকদের জন্য তাওয়াফে সদর বা বিদায়ী তাওয়াফ করা।

এগুলোর কোনো একটিও ছুটে গেলে হজ্জ হয়ে যাবে তবে দম দিতে হবে। অর্থাৎ কাফ্ফারা স্বরূপ কুরবানী দিতে হবে। এছাড়া হজ্জের অন্যান্য কার্যাদি সুন্নাত, মুস্তাহাব বা হজ্জের আদব পর্যায়ের।

৮৭৪. হজ্জের সুন্নাতসমূহ

১. মীকাতের বাইরের লোকদের মধ্যে যারা ইফরাদ বা কিরান হজ্জ করেন তাদের জন্যে তাওয়াফে কুদুম করা।
২. তাওয়াফে কুদুমে রমল করা। এ তাওয়াফে রমল না করে থাকলে তাওয়াফে যিয়ারত অথবা বিদায়ী তাওয়াফে তা করে নিতে হবে।
৩. ইমামের জন্যে তিন স্থানে খুতবা প্রদান করা। অর্থাৎ ৭ যিলহজ্জ মক্কা মুকাররমায়, ৮ যিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে এবং ৯ যিলহজ্জ মিনায়।
৪. ৮ যিলহজ্জ দিবাগত রাতে মিনায় অবস্থান।
৫. ৯ যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় যাওয়া।
৬. আরাফাতের ময়দান থেকে ইমামের রওয়ানা হওয়ার পর রওয়ানা হওয়া।
৭. আরাফাত থেকে ফেরার পথে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা।
৮. আরাফাতে গোসল করা।
৯. মিনার কাজকর্ম সম্পাদনকালে মিনায় রাত্রি যাপন করা।
১০. মিনা থেকে ফেরার পথে মুহাসসার নামক স্থানে অল্পসময়ের জন্য হলেও অবস্থান করা।

৯৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর শেখানো দৈনন্দিন দু'আসমূহ

৮৭৫. হালাল উপার্জনের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ .

হে আল্লাহ! হারাম ছাড়া হালালকেই আমার জন্যে যথেষ্ট করে দিন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা সবকিছু থেকে অভাবমুক্ত করে দিন। [তিরমিযী হাদীস-৩৫৬, হাদীসটি হাসান]

৮৭৬. নিদ্রা যাওয়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى ـ

হে আল্লাহ! আমি আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করি (নিদ্রায় যাই) এবং আপনার নামেই জীবিত (জাগ্রত) হই। (মুসলিম ৭ম খণ্ড যিকর, দু'আ, তাওবা ও ইসতিগফার অ: ও বুখারী ৯ম খণ্ড অ: দু'আ পৃ: ৫৫৫) (বু-৬৩১৪, তি-৩৪১৭ আবু দাউদ-৫০৪৯।

৮৭৭. নিদ্রা থেকে উঠার পর দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি মৃত্যুর (নিদ্রার) পর আমাদেরকে জীবিত করেছেন এবং তার নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (বুখারী ৯ম খণ্ড অ: দু'আ পৃ: ৫৫৫)

৮৭৮. পায়খানায প্রবেশের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

হে আল্লাহ! সব রকম অপবিত্রতা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।

(তিরমিযী ১ম খণ্ড পৃ: ৯১১ ও বুখারী ৯ম খণ্ড অ: দু'আ পৃ: ৫৬১)

৮৭৯. ইস্তিন্জার পরের দু'আ (বের হওয়ার দু'আ)

غُفْرَانَكَ ـ – হে আল্লাহ! তোমার কাছে ক্ষমা চাই।

[তিরমিযী ১ম খণ্ড পৃ: ১১, তিরমিযী-৩০৭]

৮৮০. মসজিদে প্রবেশ করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

[আবু দাউদ-৪৬৫ হাদীসটি সহীহ]

رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আপনার রহমতের দ্বারসমূহ আমার জন্য খুলে দিন। [তিরমিযী-৩১৪ হাদীসটি সহীহ]

৮৮১. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ـ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

[আবু দাউদ-৪৬৫ হাদীসটি সহীহ]

৮৮২. মসজিদে যাওয়ার সময়ের দোয়া

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

আমি আশ্রয় চাই মহান আল্লাহর, তাঁর সম্মানিত চেহারার ও তাঁর অনাদি ক্ষমতার উসিলায় বিতাড়িত শয়তান হতে।

৮৮৩. খাবার শুরু করার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ ـ

আল্লাহ নামে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতের আশায় শুরু করছি।

[ইবনে মাজাহ-৩২৬৪, আবু দাউদ-৩৭৬৭, তিরমিযী-১৮৫৮]

৮৮৪. খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুল গেলে খাবারের মাঝে পড়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ ـ

(খাবার) প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নামে শুরু করছি। [প্রাগুপ্ত]

৮৮৫. খাবার শেষ করে দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا، وَرَزَقَنِيْهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ ـ

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই পানাহার করালেন এবং ইহার সামর্থ্য প্রদান করলেন, যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে উপায়-উদ্যোগ, ছিল না কোনো শক্তি সামর্থ্য।'

(আবু দাউদ, আহমদ, ইবনে মাজাহ- হাসান হাদীস ৩২৮৫; সহীহ আত্-তিরমিযী হাদীস ৩৪৫৮)

৮৮৬. স্মরণশক্তি বৃদ্ধির দু'আ

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ـ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْلِيْ أَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ـ

হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও। হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ (হৃদয়) খুলে দাও। আমার কাজকে সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝে। [সূরা-ত্বহা : ১৪, ২৫-২৮]

৮৮৭. বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

আল্লাহর নামে রওয়ানা দিচ্ছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি, নেই কোনো ক্ষমতা ও শক্তি আল্লাহ ছাড়া। [তিরমিযী-৩৪২৬, মিশকাত-২৪৪৩ সহীহ]

৮৮৮. নৌকায় আরোহণের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

আল্লাহর নামে ও তারই ইচ্ছায় এটা চলবে এবং থামবে, নিশ্চয়ই আমার প্রভু বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। [সূরা হুদ-আয়াত-৪১]

৮৮৯. যানবাহনে উঠার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

সব প্রশংসা আল্লাহর, পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্তার, যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনুগত করে দিয়েছেন অথচ আমরা এর উপর ক্ষমতাবান ছিলাম না এবং নিশ্চয়ই আমরা আমাদের 'রব' -এর নিকট প্রত্যাবর্তন করব। [মুসলিম-১৩৪২]

৮৯০. বাহন থেকে নামার দু'আ

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ـ

হে প্রভু আমার! আপনি বরকতের স্থানে অবতীর্ণ করান। আপনিই উত্তম অবতীর্ণকারী।

৮৯১. বাড়িতে ফেরার পর দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ـ

হে আল্লাহ! ভালো প্রত্যাগমন ও ভালো গমন আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামেই আমাদের গমন ও প্রত্যাবর্তন। আমাদের রব আল্লাহর ওপরই আমাদের ভরসা। [তিরমিযী- সহীহ তারগীব- হাদীস-১৫১৬]

৮৯২. যেকোনো বিপদ ও মুসিবতের সময়ে দু'আ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

হে আল্লাহ্! আপনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আপনি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি অত্যাচারীদের অন্তর্গত। [সূরা আম্বিয়া ২১: ৮৭]

৮৯৩. ইফতারের দুআ

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ

'পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, রগগুলো সিক্ত হয়েছে, সাওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশাআল্লাহ।' (আবু দাউদ-২/৩০৬, সহীহ জামে-৪/২০৯; আবু দাউদ; সনদ হাসান– মিশকাত হাদীস-১৯৯৩)

৮৯৪. কবর যিয়ারতের দু'আ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ (وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاْخِرِيْنَ) اَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ

হে কবরের অধিবাসী মুমিন ও মুসলমানগণ! তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।' (মুসলিম-২/৬৭১, ইবনে মাজাহ– ১/৪৯৪; বন্ধনীর শব্দগুলো আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। মিশকাত তাহকীক আলবানী হাদীস-১৭৬৪)

৮৯৫. মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার দু'আ

(২) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَالْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى ـ

আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। মৃত্যুর জন্যে ভয়াবহ কষ্ট রয়েছে। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে উত্তম বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। [সহীহ বুখারী- হাদীস ৪৪৪০]

জ্ঞাতব্য : পানির বাটিতে হাত প্রবেশ করে হাতের পানি দিয়ে নিজের চেহারা মুছে ফেলতে উপযুক্ত দু'আটি পড়তে হবে।

৮৯৬. কবরে লাশ রাখার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

(আমরা এই লাশ) আল্লাহর নামে এবং রাসূল ﷺ-এর আদর্শের উপর রাখছি।' (আবু দাউদ-৩/৩১৪, সনদ সহীহ)

৮৯৭. আনন্দের সময় দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِعِزَّتِهٖ وَجَلَالِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ـ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যার একমাত্র বিক্রম ও প্রতিপত্তিতে ভালো কাজ সম্পন্ন হয়।

৮৯৮. শোক বা দু:খের সময় দু'আ

يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ـ

হে চিরজীব! হে চিরস্থায়ী! আমি তোমার রহমতের প্রত্যাশী।"

[নাসায়ী-৫৭০, আত-তারগীব-৯৭৩]

৮৯৯. ভয়ের সময় দু'আ

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ـ

আল্লাহ আমার জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি উত্তমভাবে কার্য সম্পাদনকারী। আর তিনিই উত্তম অভিভাবক ও উত্তম সাহায্যকারী। [তিরমিযী-২৪৩১]

৯০০. অযুর শেষে দু'আ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো প্রভু নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীফ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ বান্দা এবং তার রাসূল। হে প্রভু! যারা তওবা করে (অনুতাপ করে বা পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করে) আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো এবং যারা নিজেরা (পাপ এবং শিরক থেকে) পবিত্র, আমাকে তাঁদের মধ্যে শামিল করো। [মুসলিম-৫৭৬, আবু দাউদ-১৬৯, আহমদ-১৭৩১৪]

৯০১. দুশ্চিন্তা হতে বাঁচার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ اَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، اَسْاَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِيْ كِتَابِكَ، اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، اَوِ اسْتَاْثَرْتَ بِهٖ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ، وَجَلَاءَ حُزْنِيْ، وَذَهَابَ هَمِّيْ ـ

হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমার এক বান্দীর পুত্র। আমার ভাগ্য তোমার হাতে, আমার ওপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছ অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ, অথবা তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাকেও যে নাম শিখিয়ে দিয়েছ, অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছ, তোমার নিকট এই বিনীত প্রার্থনা জানাই যে, তুমি কুরআন মজীদকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরণকারী।

(আহমদ-১/৩৯১; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

৯০২. হাঁচির দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ – সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জন্য। [বুখারী ১ম খণ্ড: অ: আচার ব্যবহার পৃ: ৫০৩]

৯০৩. হাঁচির জবাবের দু'আ

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ـ – আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুক। [বুখারী ১ম খণ্ড: অ: আচার ব্যবহার পৃ: ৫০৪]

এবার হাঁচির উত্তর দাতার জন্য দোয়া হাঁচিদাতা কর্তৃক

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ـ

আল্লাহ তোমাকে সুপথ প্রদর্শন করুন এবং তোমার অবস্থা ভালো করুন।

[বুখারী, মিশকাত-৪৫২৭]

৮৮. আল কুরআনে মুনাজাত

৯০৪. আল্লাহর শিখানো মুনাজাতসমূহ

(١) رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

১. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে ও আখিরাতের কল্যাণ দান করো এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। (২–সূরা আল-বাকারা : ২০১)

(٢) رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ـ وَاَرِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

২. (ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপনের সময় দু'আ করেছিলেন) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত করো এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত (উম্মত) দল সৃষ্টি করিও। আমাদের ইবাদতের (হজ্জের) নিয়ম পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের ক্ষমা করো। নিশ্চয়ই তুমি তাওবাহ্ কবুলকারী, পরম দয়ালু। (২-সূরা আল-বাক্বারা : ১২৭-১২৮)

(٣) رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

৩. (যখন তালুত ও তার সেনাবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হলেন তখন দু'আ করলে) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মনে ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো, আর আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করো। (২-সূরা আল-বাক্বারা : ২৫০)

(٤) رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ـ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

৪. হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে তুমি আমাদের অপরাধী করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছিলে; হে আমাদের প্রভু! আমাদের দিয়ে ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদের ক্ষমা করো, আমাদের প্রতি দয়া করো। তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো। (২-সূরা আল-বাক্বারা : ২৮৬)

(٥) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

৫. হে আমাদের প্রতিপালক! হেদায়েতের পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের অন্তরকে বিগড়িয়ে দিও না এবং তোমার কাছ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নির্ধারিত সময়ের ওয়াদা খেলাপ করেন না। (২–সূরা আলে ইমরান : ৮-৯)

(٦) رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

৬. (নেক্কার বান্দাগণ বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ্ ক্ষমা করে দাও। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো। (৩–সূরা আলে-ইমরান : ১৬)

(٧) رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ـ

৭. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ তাতে আমরা বিশ্বাস করেছি এবং আমরা রাসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্য বহনকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও। (৩–সূরা আলে ইমরান : ৫৩)

(٨) رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ـ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ـ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ـ وَاغْفِرْلِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ـ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ـ يَوْمَ لَايَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَابَنُوْنَ ـ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ـ

৮. (ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে প্রজ্ঞা (হিকমাত) দান করো এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের মধ্যে শামিল করো। আর আমাকে পরবর্তীদের জন্যে সত্যভাষী করো এবং আমাকে নি'য়ামতপূর্ণ জান্নাতের অধিকারীদের মধ্যে শামিল করো, আর আমার পিতাকে ক্ষমা করো। তিনি তো পথভ্রষ্টদের অন্তর্গত। পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করো না, যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না, সেদিন উপকৃত হবে কেবল সেই যে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে। (২৬–সূরা আশ্ শুআরা : ৮৩-৮৯)

(٩) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

৯. (মুসা (আ)-এর অনুগত কওমের দু'আ) হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ওপর (ফেরাউনের) এ জালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করিও না। আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে রক্ষা করো এ কাফেরদের কবল থেকে। (১০–সূরা ইউনুস : ৮৫-৮৬)

(١٠) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا.

১০. (মু'মিনদের দু'আ) হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের চোখ জুড়ানো বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ করো। (২৫–সূরা আল-ফুরকান : ৭৪)

(١١) رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

১১. [ইবরাহীম (আ) এর দু'আ] হে আমাদের প্রতিপালক!] আমাকে সালাত কায়েমকারী করো এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও (সালাত কায়েমকারী করিও)। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দু'আ কবুল করো। হে আমাদের পালনকর্তা! যেদিন হিসাব হবে সে দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মু'মিনদের ক্ষমা করিও। (১৪–সূরা ইবরাহীম : ৪০-৪১)

(١٢) رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا.

১২. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ। (২৫–সূরা আল-ফুরকান : ৬৫)

(١٣) رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا. رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَاوَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَاتُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

১৩. (আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা গবেষণাকারী মু'মিনেরা বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, তুমি আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। হে আমাদের পালনকর্তা! যাকে তুমি দোযখে নিক্ষেপ করলে তাকে তো তুমি অপমানিত করলে; আর জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের সকল পাপ ক্ষমা করো এবং আমাদের দোষ-ত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে যে অঙ্গীকার করেছ তা তুমি আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না। (৩–সূরা আলে-ইমরান : ১৯১-১৯৪)

(١٤) رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ـ

১৪. [আদম (আ) এবং হাওয়া (আ)-এর দুআ] হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা (আমি এবং হাওয়া) আমাদের আত্মার ওপর জুলুম করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হব। (৭–সূরা আল-আ'রাফ : ২৩)

(١٥) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَارَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ـ

১৫. হে আমার রব! আমার পিতা-মাতার ওপর রহম করো যেমন করে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছে। (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : ২৪)

(١٦) رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ـ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ ـ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ـ

১৬. [মূসা (আ)-এর দু'আ] হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কাজ সহজ করে দাও। আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (২০ সূরা ত্বহা : ২৫-২৮)

(١٧) لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

১৭. [ইউনুস (আ) মাছের পেট থেকে যে দু'আ করেছিলেন : (হে রব!)] তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তুমি মহান পবিত্র! আমি সীমালঙ্ঘনকারী। (সূরা আল আম্বিয়া : ৮৭)

(১৮) رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ - رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

১৮. [ইবরাহীম (আ) তার পিতার উপকারের কথা বলে দু'আ করেছিলেন] হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই ওপর ভরসা করছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট তো আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্যে পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬০–সূরা আল-মুমতাহিনা : ৪-৫)

(১৯) رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط وَلاَ تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ إِلاَّ تَبَارًا -

১৯. [নূহ (আ)-এর দু'আ] হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা কর এবং জালেমদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করো। (৭১–সূরা আন নূহ : ২৮)

(২০) سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ - وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

২০. (কাফেররা যে দোষারোপ করে) তা হতে (হে নবী!) আপনার প্রতিপালক পবিত্র ও মহান, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। রাসূলগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। (৩৭–সূরা আস্‌-সাফাত : ১৮০-১৮২)

৮৯. সালাতের নিয়তের বিবরণ ও সালাতের কতিপয় দু'আ

৯০৫. অন্তরের ইরাদা বা ইচ্ছাকে নিয়ত বলে। যেমন– আমি ফজর/ যোহর/ আছর/ মাগরিব/এশার দুই/ তিন/ চার রাকয়াত, ফরয/ সুন্নাত/ নফল সালাতের ইরাদা বা ইচ্ছা করলাম, আল্লাহু আকবার। সালাতের জন্য মুখে নিয়ত করা জরুরি নয়। নিয়ত পড়া বা বলার বিষয় নয় বরং তা সংকল্প মাত্র।

তাক্‌বীরে তাহরীমা–اَلتَّكْبِيْرُ وَالتَّحْرِيْمُ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ – আল্লাহ মহান

ছানা–اَلثَّنَاءُ

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসার সাথে। বরকতময় তোমার নাম সুউচ্চ তোমার মহিমা এবং তুমি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। (তিরমিযী হাদীস-২৪৩, আবু দাউদ-৭৭৬, ইবনে মাজাহ-৮০৬)

তাআ'উজ–تَعَوُّذُ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তাসমিয়াহ–اَلتَّسْمِيَةُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

রুকুর তাসবীহ্

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمُ ـ

আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

রুকু হতে উঠার সময় বলতে হয়

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ـ

যে আল্লাহর প্রশংসা করছে আল্লাহ তার প্রশংসা করছেন।

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ـ

হে আমাদের প্রতিপালক! সকল প্রশংসা তোমারই জন্য।

(মুসলিম-৭৭২, তিরমিযী-২৬২, ইবনে মাজাহ-১০০৮, ১০৪৬)

সিজদার তাসবীহ্

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى ـ

আমার সু-মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (মুসলিম হাদীস-৪৮৭)

৯০৬. আত্তাহিয়্যাতু

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

সমস্ত মৌখিক ইবাদত, শারীরিক ইবাদত এবং সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আমাদের প্রতি ও আল্লাহর তা'য়ালার নেক বান্দাদের প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।

(ইবনে মাজাহ-৮৯৯, আবু দাউদ-৮৮৯)

৯০৭. সালাত ও সালাম

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

হে আল্লাহ! তুমি রহমত বর্ষণ কর মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি যেমনিভাবে রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাযিল কর, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি যেমনিভাবে বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (ইবনে মাজাহ-৯০৪, বুখারী-৩৩৭০, ৪৭৯৭, ৬৩৫৭, মুসলিম-৪০৬)

৯০৮. দু'য়ায়ে মাসূরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার ওপর অসংখ্য জুলুম করছি এবং তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। তোমার নিজের পক্ষ হতে আমাকে দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, দয়াবান। (বুখারী ৯ম খণ্ড অ: দু'আ পৃ: ৫৬৩)

৯০৯. বিতর সালাতের দোয়া কুনূত (১)

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ، وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ، اِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ لاَ مَنْجَا مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ ـ

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত দান করো, যাদের তুমি হিদায়াত করেছ তাদের সাথে। আমাকে ক্ষমা করে দাও, যাদের ক্ষমা করেছ তাদের সাথে। আমার অভিভাবক হও, যাদের অভিভাবক হয়েছ তাদের সাথে। তুমি যা আমাকে দান করেছ তাতে বরকত দাও আর আমাকে ঐ অনিষ্ট থেকে বাঁচাও, যা তুমি নির্ধারণ করেছ। তুমি ফায়সালা করো কিন্তু তোমার উপরে কেউ ফায়সালা করতে পারে না। তুমি যার সাথে শত্রুতা রাখ, সে সম্মান লাভ করতে পারে না। নিশ্চয়ই অপমানিত হয় না সে, যাকে তুমি মিত্র গ্রহণ করেছ। হে আমাদের রব! তুমি বরকতময়, তুমি উচ্চ। তোমার কাছে ব্যতীত কোনো আশ্রয়স্থল নেই। নবী ﷺ-এর উপর রহমত অবতীর্ণ হোক। (আহমদ, তিরমিযী, সহীহ আবু দাউদ ১৪২৫; ইরওয়া৷ ৪২৯, ২/১৭২-৭৭; সনদ সহীহ হাসান তাহক্বীক মিশকাত ১২৭৩-এর টীকাসহ দ্রঃ 'বিতর' অনুচ্ছেদ।)

দু'আ কুনূত (২)

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ
وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ ـ وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ـ
اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا
رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তোমার ওপর ঈমান এনেছি এবং তোমার ওপর ভরসা করছি। তোমার উত্তম প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। তোমার শুকর আদায় করছি এবং কখনও তোমার নাশুকরী বা কুফুরী করি না। যারা তোমার নাফরমানী করে তাদের সাথে আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করি এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করে চলি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি (অন্য কারো ইবাদত করি না)। একমাত্র তোমার জন্যে সালাত পড়ি, তোমাকেই সেজদা করি, তুমি ছাড়া অন্য কারো জন্যেও সালাত পড়ি না বা অন্য কারো সেজদা করি না এবং তোমার দিকে দ্রুত ধাবিত হই। তোমার আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকি। তোমার রহমতের আশা করি। তোমার আযাবকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আযাব কাফেরদেরকে পাকড়াও করবে। (মিশকাত, বায়হাকী-২/২১০ সনদ দুর্বল)

৯১০. কবীরা গুনাহ

কবীরা গুনাহ কী?

আল্লাহর কিতাব, রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ ও অতীতের পুণ্যবান মনীষীদের বর্ণনা থেকে যেসব জিনিস আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ বলে জানা যায়, সেগুলোই কবীরা (বড়) গুনাহ। কবীরা ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকলে সগীরা (ছোট) গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে বলে আল্লাহ কুরআনে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন–

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيْمًا .

তোমরা যদি বড় বড় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাক তাহলে আমি তোমাদের (অন্যান্য) গুনাহ মাফ করে দেবো এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো। (সূরা ৪– আন্ নিসা : আয়াত-৩১)

আল্লাহ তায়ালা এ অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দ্বারা কবীরা বা বড় বড় গুনাহ থেকে যারা সংযত থাকে তাদের জন্য স্পষ্টতই জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

সূরা আশ্ শূরাতে আল্লাহ বলেন--

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ .

"আর সেসব ব্যক্তি, যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে সংযত থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে।" (সূরা ৪২– আশ্ শূরা : আয়াত-৩৭)

এবং সূরা আন নাজমে আল্লাহ বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ ط اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ .

আর যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে, তাদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা খুবই প্রশস্ত। অবশ্য ছোটখাটো গুনাহের কথা আলাদা। (সূরা ৫৩– আন নাজম : আয়াত-৩২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "প্রতিদিন পাঁচবার সালাত, জুময়ার সালাত পরবর্তী জুময়া না আসা পর্যন্ত এবং রমযানের রোযা পরবর্তী রমযান না আসা পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের ক্ষমার নিশ্চয়তা দেয়– যদি 'কবীরা গুনাহ'সমূহ থেকে বিরত থাকা হয়।"

এ কয়টি আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমাদের জন্য কবীরা গুনাহসমূহ কি কি তা অনুসন্ধান করা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে আমরা আলেম সমাজের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখতে পাই। কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ সাতটি। তাঁরা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاهُنَّ قَالَ اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتَلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَ التَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন- "তোমরা সাতটি সর্বনাশা গুনাহ থেকে বিরত থাকো।

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা,
২. যাদু করা,
৩. শরীয়াতের বিধিসম্মতভাবে ছাড়া কোন অবৈধ হত্যাকাণ্ড ঘটানো,
৪. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত করা,
৫. সুদ খাওয়া,
৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো, এবং
৭. সরলমতি সতীসাধ্বী মুমিন মহিলাদের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ। (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : এর সংখ্যা সত্তরের কাছাকাছি।

হাদীসে কবীরা গুনাহের কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়না। তবে এতটুকু বুঝা যায় এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত বড় বড় গুনাহের জন্য দুনিয়ায় শাস্তি প্রদানের আদেশ দেয়া হয়েছে, যেমন হত্যা, চুরি, ও ব্যভিচার, কিংবা আখিরাতে ভীষণ আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে অথবা রাসূল ﷺ-এর ভাষায় সে অপরাধ সংঘটককে অভিসম্পাত করা হয়েছে, অথবা সে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ঈমান নেই, বা সে মুসলিম উম্মাহর ভেতরে গণ্য নয়- এরূপ বলা হয়েছে সেগুলো কবীরা গুনাহ।

সাঈদ ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে বলেছিল : কবীরা গুনাহ্ তো সাতটি। ইবনে আব্বাস বললেন : বরঞ্চ সাতশোটির কাছাকাছি। তবে ক্ষমা চাইলে ও তওবা করলে কোন কবীরা গুনাহ্ই কবীরা থাকে না। অর্থাৎ মাফ হয়ে যায়। আর ক্রমাগত করতে থাকলে সগীরা গুনাহ্ও সগীরা থাকে না, বরং কবীরা হয়ে যায়। অপর এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ইবনে আব্বাস বলেছেন : কবীরা গুনাহ্ প্রায় ৭০টি। অধিকাংশ আলেম গণনা করে ৭০টিই পেয়েছেন বা তার সামান্য কিছু বেশী পেয়েছেন।

এ কথাও সত্য যে, কবীরা গুনাহ্র ভেতরেও তারতম্য আছে। একটি অপরটির চেয়ে গুরুতর বা হালকা আছে। যেমন শিরককেও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। অথচ এই গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি চির জাহান্নামী এবং তার গুনাহ্ অমার্জনীয়। আল্লাহ্ তায়ালা সূরা আন নিসায় বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ـ

আল্লাহ্ শিরকের গুনাহ্ মাফ করেন না। এর নিচে যে কোন গুনাহ্ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিতে পারেন। অবশ্য শিরক পরিত্যাগ করলে ভিন্ন কথা।

(সূরা ৪– আন নিসা : আয়াত-৪৮)

কবীরা গুনাহ্সমূহ

১. শিরক করা।
২. হত্যা করা।
৩. জাদু করা।
৪. সালাতে শৈথিল্য প্রদর্শন করা।
৫. যাকাত না দেয়া।
৬. বিনা ওযরে রমযানের রোযা ভংগ করা।
৭. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা।
৮. আত্মহত্যা করা।
৯. পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।
১০. রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করা।
১১. সমকাম ও যৌনবিকার।
১২. ব্যভিচার করা।

১৩. সুদের আদান প্রদান।
১৪. ইয়াতীমের ওপর যুলুম করা।
১৫. আল্লাহ্ ও রাসূলের ওপর মিথ্যা আরোপ করা।
১৬. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা।
১৭. শাসক কর্তৃক শাসিতের ওপর যুলুম করা।
১৮. অহংকার করা।
১৯. মিথ্যা সাক্ষ্য দান করা।
২০. মদ্যপান করা।
২১. জুয়া খেলা।
২২. সতী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা।
২৩. রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাত করা।
২৪. চুরি করা।
২৫. ডাকাতি করা।
২৬. মিথ্যা শপথ করা।
২৭. যুলুম করা।
২৮. জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা।
২৯. হারাম খাওয়া ও হারাম উপার্জন করা।
৩০. মিথ্যা বলা।
৩১. বিচার কার্যে অসততা ও দুর্নীতি করা।
৩২. ঘুষ খাওয়া।
৩৩. নারী-পুরুষের এবং পুরুষ-নারীর সাদৃশ্যপূর্ণ বেশভূষা ধারণ করা।
৩৪. নিজ পরিবারের মধ্যে অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রশ্রয় দেয়া।
৩৫. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করা।
৩৬. প্রস্রাব থেকে যথাযথভাবে পবিত্রতা অর্জন না করা।
৩৭. রিয়া অর্থাৎ অন্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করা।
৩৮. নিছক দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কোন জ্ঞান অর্জন করা।
৩৯. খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করা।
৪০. নিজের কৃত দানখয়রাতের বা অনুগ্রহের খোটা দেয়া।
৪১. তাকদীরকে অস্বীকার করা।
৪২. মানুষের গোপনীয় দোষ জানার চেষ্টা করা।
৪৩. নামীমা বা চোখলখুরি।

৪৪. বিনা অপরাধে কোন মুসলমানকে অভিশাপ ও গালি দেয়া।

৪৫. ওয়াদা খেলাপ করা।

৪৬. ভবিষ্যদ্বক্তা ও জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করা।

৪৭. স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার লংঘন করা।

৪৮. প্রাণীর প্রতিকৃতি বা ছবি আঁকা।

৪৯. বিপদে দুর্যোগে বা শোকাবহ ঘটনায় উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা।

৫০. বিদ্রোহ, ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করা।

৫১. দুর্বল শ্রেণী, দাসদাসী বা চাকর-চাকরাণী ও জীবজন্তুর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা।

৫২. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া।

৫৩. মুসলমানদেরকে উত্যক্ত করা ও গালি দেয়া।

৫৪. সৎ ও খোদাভীরু বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়া।

৫৫. দাম্ভিকতা ও আভিজাত্য প্রদর্শনার্থে টাখনুর নিচ পর্যন্ত পোশাক পরা।

৫৬. পুরুষের স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার করা।

৫৭. বৈধ কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হওয়া ও বৈধ আনুগত্যের বন্ধন একতরফাভাবে ছিন্ন করা।

৫৮. আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নামে জন্তু যবাই করা।

৫৯. জেনেশুনে নিজেকে পিতা ব্যতীত অন্যের সন্তান বলে পরিচয় দেয়া।

৬০. জেনেশুনে অন্যায়ের পক্ষে তর্ক, ঝগড়া ও দ্বন্দ্ব করা।

৬১. উদ্বৃত্ত পানি অন্যকে না দেয়া।

৬২. মাপে ও ওজনে কম দেয়া।

৬৩. আল্লাহ্র আযাব ও গযব নিজের জন্য সাব্যস্ত করা।

৬৪. আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।

৬৫. বিনা ওযরে জামায়াত ত্যাগ করা ও একাকী সালাত পড়া।

৬৬. ওসিয়তের মাধ্যমে কোন উত্তরাধিকারীর হক নষ্ট করা।

৬৭. ধোকাবাজি, ছলচাতুরী ও ষড়যন্ত্র করা।

৬৮. কৃপণতা, অপচয় ও অপব্যয় তথা অবৈধ ও অন্যায় কাজে ব্যয় করা।

৬৯. মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় শত্রুর নিকট ফাঁস করা।

৭০. কোন সাহাবীকে গালি দেয়া।

আরো ৩৫টি গুরুতর কবীরা গুনাহ্

১. ইসলামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা।

২. ইসলামের ব্যাপারে শৈথিল্য ও সীমাতিরিক্ত নমনীয়তা প্রদর্শন করা

৩. বিদয়াতে লিপ্ত হওয়া।

৪. গীবত করা।

৫. মুসলমানদের মতামত গ্রহণ ও পরামর্শ ছাড়া জোর পূর্বক ক্ষমতা দখল করা ও শাসন পরিচালনা করা, কারচুপি ও ছলচাতুরীর মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা, নিজে পদপ্রার্থী হওয়া, পদপ্রার্থীকে নিয়োগ দান এবং অন্যকে ভোট দিতে বাধা দেয়া।

৬. ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সৎ কাজের আদেশ না দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ না করা বা বাধা না দেয়া, সৎ কাজে সহযোগিতা না করা বা বাধা দেয়া, অসৎ কাজে সহযোগিতা করা বা অত্যাচারীকে সমর্থন করা।

৭. সালাতের সামনে দিয়ে যাওয়া।

৮. পরিবেশকে নোংরা ও দূষিত করা।

৯. ইসলামী হুদুদ বা দণ্ডবিধি প্রয়োগের বিরুদ্ধে তদবীর, সুপারিশ বা অন্য কোন পন্থায় বাধা দান ও দণ্ডবিধি প্রয়োগে বৈষম্য করা।

১০. কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী কথা বন্ধ বা সম্পর্ক ছিন্ন রাখা।

১১. আমীরের অর্থাৎ ইসলামের অনুসারী নেতার আনুগত্য না করা ও কোন ইসলামী জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে মৃত্যুবরণ করা।

১২. গান, বাজনা ও নাচ করা।

১৩. পর্দার বিধান লংঘন ও অশ্লীলতার বিস্তার ঘটানো, শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত ছতর তথা শরীরের আবরণীয় অংশ উন্মোচন করা।

১৪. খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিনের বেশী গোলাজাত করে রাখা ও খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে খুশী হওয়া।

১৫. পাওনা পরিশোধে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও গড়িমসি করা ও পাওনাদারকে হয়রানী করা বা মজুরী না দেয়া।

১৬. হিংসা করা ও মানুষের অকল্যাণ কামনা করা।

১৭. মুসলমানদের মধ্যে ভাষা, বর্ণ, বংশ ও আঞ্চলিকতা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভেদ, বৈষম্য ও অনৈক্য সৃষ্টি করা, একে অপরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, বিদ্রূপ করা ও তিরস্কার করা।

১৮. কোন মুসলমানের বিপদে খুশী হওয়া।

১৯. শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা এবং বড়দের সাথে বেয়াদবী করা।

২০. বিনা ওযরে ভিক্ষা করা, পরের সেবা ও সাহায্য চাওয়া ও পরের মুখাপেক্ষী হওয়া ও ঋণ করা।
২১. কাউকে তার পূর্বে কৃত গুনাহ্ লোক সম্মুখে ফাঁস করে দিয়ে লজ্জা দেয়া এবং বিনা অনুমতিতে কারো গোপনীয়তা ফাঁস করা।
২২. কোন মুসলমান সম্পর্কে বিনা প্রমাণে খারাপ ধারণা পোষণ করা।
২৩. মসজিদের অবমাননা করা।
২৪. অজানা বিষয়ে কথা বলা, গুজব রটানো, বিনা তদন্তে গুজবে বিশ্বাস করা ও জানা বিষয় গোপন করা।
২৫. পরিবারের প্রতি শরীয়তসম্মত আচরণ না করা, সুবিচার না করা এবং বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত শরীয়তের বিধান অমান্য করা।
২৬. জেনেশুনে কোন পাপিষ্ঠ ও ইসলামীবরোধী ব্যক্তির সংসর্গে বাস করা, তাকে ভোট দেয়া, প্রশংসা করা ও আনুগত্য করা, সততা ছাড়া অন্য কিছুকে নেতৃত্বের মাপকাঠি মেনে নেয়া।
২৭. ইসলামের তথা আল কুরআন ও হাদীসের অত্যাবশ্যকীয় ও ন্যূনতম জ্ঞান অর্জন না করা।
২৮. নিষিদ্ধ সময়ে ও নিষিদ্ধ অবস্থায় ইবাদাত করা।
২৯. স্বাস্থ্যগত কারণ ও প্রবল জীবনাশংকা ব্যতীত নিছক অভাবের ভয়ে ভ্রূণ হত্যা, গর্ভপাত ও বন্ধ্যাকরণ প্রভৃতি উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা।
৩০. বিনা ওযরে জুময়ার সালাত না পড়া ও জুময়ার নিয়ম লংঘন করা।
৩১. কোরআন ও হাদীসের অবমাননা, অবজ্ঞা ও অবহেলা করা, না জেনে অপব্যাখ্যা করা, অপবিত্রাবস্থায় কোরআন স্পর্শ করা, কোরআন তেলাওয়াতের সময় শ্রবণ না করা, বা শ্রবণ করতে বাধা দেয়া, কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান গোপন করা তথা বিতরণে বিনা ওযরে বিরত থাকা, বা বাধা দেয়া, বিশুদ্ধ হাদীস অস্বীকার ও অমান্য করা, ইসলাম বিরোধী কাজ বিসমিল্লাহ্ বা কোরআন তেলাওয়াত দ্বারা শুরু করা ইত্যাদি।
৩২. সমাজে ফেতনা তথা গোমরাহী ছড়ানো, মানুষ সৎ কাজে নিরুৎসাহিত হয় বা বাধা পায় এবং অসৎকাজে প্ররোচিত বা বাধ্য হয় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।
৩৩. বিনা ওযরে ফেৎরা না দেয়া ও কোরবানী না করা।
৩৪. বিনা ওযরে সালামের জবাব না দেয়া ও কোন কাফেরকে প্রথম সালাম করা।

৩৫. উপযুক্ত পুরুষ থাকতে কোন নারীর হাতে পুরুষদের অথবা নারী ও পুরুষ উভয়ের নেতৃত্ব ও পরিচালনার ভার অর্পণ করা।

রাসূল ﷺ বলেছেন : "যখন নারীর হাতে কর্তৃত্ব অর্পণ করা হবে তখন তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠের চেয়ে ভূগর্ভই উত্তম হবে।"

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন–

لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً .

ঐ জাতি কখনো সফল হবে না যে জাতি (পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের) তাদের নেতৃত্বের ভার কোন নারীর উপর অর্পন করেছে। (বুখারী)

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ .

"পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল।" (সূরা ৪–আন নিসা : আয়াত-৪৬)

কবীরা গুনাহ্ থেকে বাঁচার উপায়

আল্লাহ বলেছেন : "হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

বস্তুত: একনিষ্ঠ তওবার মাধ্যমে সকল গুনাহ্ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়। তবে এ জন্য ৪টি শর্ত রয়েছে–

১. আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া,

২. ভবিষ্যতে আর ঐ গুনাহ্ না করার ওয়াদা করা,

৩. অবিলম্বে উক্ত গুনাহ্ একেবারেই ত্যাগ করা,

৪. গুনাহ্র সাথে মানুষের অধিকার জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি জীবিত থাকে তবে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া এবং প্রয়োজনে তাকে বা তার উত্তরাধিকারীদেরকে সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ দান। আর গুনাহের সাথে যদি আল্লাহকে অধিকার জড়িত থাকে যেমন– যাকাত, রোজা, হজ্জ তাহলে তা কাফফারা ও কাযা আদায় করা।

এই চারটি শর্ত পালন পূর্বক ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৯১১. الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى – আসমাউল হুসনা

হাদীসে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তার ৯৯টি নামের উল্লেখ করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এসব নাম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। কেউ যদি কুরআন ও হাদীস থেকে এসব নাম গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়ে তাহলে সে অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে যে, পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় যদি আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে হয় তাহলে সে জন্য কি ধরনের শব্দ উপযুক্ত হবে?

আল্লাহকে এমন নামে স্মরণ করতে হবে যা তাঁর উপযোগী। তাঁর মহান সত্তার সাথে এমন নাম সংযুক্ত না করা উচিত যা অর্থের দিক দিয়ে তাঁর অনুপযোগী এবং তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়। অথবা যে নামে তাঁর জন্য কোনো ত্রুটি, অমর্যাদা বা শিরকের চিহ্ন পাওয়া যায়। অথবা যাতে তাঁর সত্তা, গুণাবলী বা কার্যাবলী সম্পর্কে কোনো ভুল বিশ্বাস পাওয়া যায়। এজন্য কুরআন মাজীদে আল্লাহ নিজেই নিজের জন্য যেসব নাম ব্যবহার করেছেন অথবা অন্য ভাষায় এ নামগুলোর সঠিক অনুবাদ যে শব্দগলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো ব্যবহার করাই হবে সবচেয়ে বেশি সংরক্ষিত পদ্ধতি।

দুই. সৃষ্টির জন্য যেসব নাম নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা অথবা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত নামগুলো সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যাবে না। আর যদি এমন কিছু গুণবাচক নাম থাকে যেগুলো শুধু আল্লাহর জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত না হয়ে থাকে বরং বান্দার জন্যও সেগুলোর ব্যবহার বৈধ হয় যেমন রউফ (পরম স্নেহশীল), রহীম (পরম করুণাময়), করীম (মেহেরবান), সামী (সবকিছু শ্রবণকারী), বাছীর (সর্বদ্রষ্টা) ইত্যাদি, তাহলে এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য এ শব্দগুলো যেভাবে ব্যবহার করা হয় বান্দার জন্য ঠিক সেভাবে ব্যবহার করা যাবে না।

তিন. পরম শ্রদ্ধা ভক্তি ও মর্যাদাসহকারে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে। এমন কোনো পদ্ধতিতে বা এমন কোনো অবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা যাবে না, যা তাঁর প্রতি মর্যাদাবোধের পরিপন্থী। যেমন হাসি-ঠাট্টা করতে করতে, মলমূত্র ত্যাগকালে অথবা কোনো গোনাহ করার সময় তাঁর নাম উচ্চারণ করা। অথবা এমন লোকদের সামনে তাঁর নাম উচ্চারণ করা যারা তা শুনে বেআদবী করতে থাকবে। এমন মজলিসেও তাঁর নাম বলা যাবে না, যেখানে লোকেরা অশালীন কাজে লিপ্ত থাকে এবং তাঁর নাম উচ্চারিত হবার সাথে সাথে তারা বিদ্রূপ করতে থাকবে। আবার এমন অবস্থায়ও তাঁর পবিত্র নাম মুখে আনা যাবে না যখন আশংকা করা হবে যে, শ্রোতা তাঁর নাম শুনে বিরক্তি প্রকাশ করবে।

ইমাম মালেক (র)-এর জীবনেতিহাসে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, কোনো প্রার্থী তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি যদি তাকে তা দিতে না পারতেন তাহলে সাধারণ লোকদের মতো "আল্লাহ্ তোমাকে দেবেন" একথা না বলে অন্য কোনোভাবে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, প্রার্থীকে কিছু না দিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করলে আসলে তার মনে বিরক্তি ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এ অবস্থায় আল্লাহর নাম নেয়া আমি সংগত মনে করি না। কারণ সে বিরক্তি ও ক্ষোভের সাথে আল্লাহর নাম শুনবে।

মানুষের ভাষায় প্রচলিত যতগুলো শব্দ আল্লাহর জন্য বলা হয়ে থাকে সেগুলো তাদের আসল মৌলিক অর্থের দৃষ্টিতে বলা হয়ে থাকে, তাদের বস্তুগত অর্থের দৃষ্টিতে বলা হয় না। যেমন আমরা তাঁর জন্য দেখা শব্দটি ব্যবহার করি। এর অর্থ এ হয় না যে, তিনি মানুষ ও পশুর মতো চোখ নামক একটি অঙ্গের মাধ্যমে দেখেন। আমরা তাঁর জন্য শোনা শব্দ ব্যবহার করি। এর মানে এ নয় যে, তিনি আমাদের মতো কানের সাহায্যে শোনেন। তাঁর জন্য আমরা পাকড়াও ও ধরা শব্দ ব্যবহার করি। এ অর্থ এ নয় যে, তিনি হাত নামক একটি অংগের সাহায্যে ধরেন। এসব শব্দ সব সময় তাঁর জন্য একটি প্রায়োগিক মর্যাদায় বলা হয়ে থাকে এবং একমাত্র একজন স্বল্প বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এ ভুল ধারণা করতে পারে যে, আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায়, শোনা, দেখা ও ধরার যে সীমাবদ্ধ ও বিশেষ আকৃতি রয়েছে তার বাইরে এগুলোর অন্য কোনো আকৃতি ও ধরন হওয়া অসম্ভব।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে–

(١) قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى .

১. "হে নবী! এদের বলো, তোমরা আল্লাহ্ বলে ডাক কিংবা রহমান, যে নামেই ডাক না কেন তাঁরই জন্য সুন্দরতম নামসমূহ।" [১৭–বনী ইসরাঈল : ১১০]

সূরা ত্বাহায় বলা হয়েছে–

(٢) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى .

২. "তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই।" [সূরা ত্বা-হা : ৮]

আল কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে–

(٣) هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى .

৩. "তিনি আল্লাহ, তিনিই সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী এবং তা বস্তবায়নকারী এবং সে অনুযায়ী আকৃতি দান করেন আর সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই।" [সূরা আল হাশর : ২৪]

এ আয়াতগুলোর তাফসীর প্রসঙ্গে সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় আল্লাহর এমন ৯৯ (নিরানব্বই)টি নাম আছে যেগুলো আয়ত্ত করলে মানুষ জান্নাতে পৌঁছে যাবে। হাদীসগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো–

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ اَحْصَيْنَاهُ وَحَفِظْنَاهُ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহর নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশটি নাম আছে। যে ব্যক্তি সেগুলো আয়ত্ত করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমরা সেগুলো গুণে গুণে মুখস্ত করেছি।' (সহীহ বুখারী, তাওহীদ অধ্যায়)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ اِسْمًا، مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا لاَيَحْفَظُهَا اَحَدٌ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : 'আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে, যে কেউ সেগুলো মুখস্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' আল্লাহ বেজোড় আর তিনি বেজোড়কেই পছন্দ করেন।' (সহীহ্ বুখারী)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ اِسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে, যে ব্যক্তি সেগুলো মুখস্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড়কেই ভালবাসেন।' (সহীহ্ মুসলিম)

৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'আল্লাহর এক কম একশত তথা নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি সেগুলো গুণে গুণে আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ্ মুসলিম)

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

৫. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, 'আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে, যে ব্যক্তি সেগুলো গুণে গুণে আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (তিরমিযী হাদীস-৩৫০৬, ৩৫০৭, ৩৫০৮, মিশকাত-২২৮৮)

৬. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সা) বরেছেন, 'আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে যে ব্যক্ত সেগুলো গুণে গুণে আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে আল্লাহর নামসমূহের যে বর্ণনা এসেছে সেগুলোতে কিছু পার্থক্য রয়েছে। সবগুলো বর্ণনার নামসমূহের সমন্বয় করলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৬টি। আমরা এখানে বুখারী শরীফের তাওহীদ অধ্যায়ে আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের আলোকে আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি নাম উল্লেখ করলাম।

আল্লাহর ৯৯টি (গুণবাচক) সিফাতি নাম ও তার দলিল

(١) اَلرَّحْمٰنُ : هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ -

১. **পরম করুণা :** তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। [৫৯–আল হাশর : ২২]

(٢) اَلرَّحِيْمُ : هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ -

২. **অসীম দয়ালু :** তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। [৫৯–আল হাশর : ২২]

(٣) اَلْمَلِكُ : اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ -

৩. **রাজা, সম্রাট :** তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহাত্ম্যশীল। [৫৯–আল হাশর : ২৩ এবং ২০ : ১১৪]

(٤) اَلْقُدُّوْسُ : اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ -

৪. **পরম পবিত্র :** তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহাত্ম্যশীল। [৫৯–আল হাশর : ২৩ এবং ৬২ : ১]

(٥) اَلسَّلٰمُ : اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ -

৫. **আপাদমস্তক শান্তি :** তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহাত্ম্যশীল। [৫৯–আল হাশর : ২৩]

(٦) اَلْمُؤْمِنُ : اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ -

৬. নিরাপত্তাদাতা : তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহাত্ম্যশীল। [৫৯-আল হাশর : ২৩]

(٧) اَلْمُهَيْمِنُ : اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ـ

৭. তত্ত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক : তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহাত্ম্যশীল। [৫৯-আল হাশর : ২৩]

(٨) اَلْعَزِيْزُ : اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ـ

৮. সবার ওপর বিজয়ী : তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহাত্ম্যশীল।
[৫৯-আল হাশর : ২৩ এবং ৩ : ৬, ৪ : ১৫৮, ৯ : ৪০, ৪৮ : ৭]

(٩) اَلْجَبَّارُ : اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ـ

৯. নিজের হুকুম শক্তি প্রয়োগে বাস্তবায়নকারী : তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহাত্ম্যশীল।
[৫৯-আল হাশর : আয়াত-২৩]

(١٠) اَلْمُتَكَبِّرُ : اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ـ

১০. বাস্তবিক পক্ষে বড়ত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী : তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহাত্ম্যশীল।
[৫৯-আল হাশর : আয়াত-২৩]

(١١) اَلْخَالِقُ : ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ـ

১১. সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী : তিনি তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং

তোমরা তাঁর 'ইবাদত কর; তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

[৬–আল আনআম : ১০২ এবং ১৩ : ১৬; ৩৯ : ৬২; ৪০ : ৬২; ৫৯ : ২৪]

(١٢) اَلْبَارِئُ : هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

১২. আপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী : তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [৫৯–আল হাশর : আয়াত-২৪]

(١٣) اَلْمُصَوِّرُ : هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ

১৩. নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী রূপ দানকারী : তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। [৫৯–আল হাশর : ২৪]

(١٤) اَلْغَفَّارُ : وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى

১৪. ক্ষমাকারী : এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে।

[২০–ত্বহা : ৮২; ৩৮ : ৬৬; ৩৯ : ৫; ৪০ : ৪২; ৭১ : ১০]

(١٥) اَلْقَهَّارُ : قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ـ

১৫. সকলের ওপর বিজয়ী : বল, 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী।' [১৩–রা'দ : ১৬; ১৪ : ৪৮; ৩৮ : ৬৫; ৩৯ : ৪; ৪০ : ১৬]

(١٦) اَلْوَهَّابُ : اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

১৬. প্রকৃত দাতা, স্বতস্ফূর্তভাবে দানশীল : নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।

[৩–আলে ইমরান : ৮; ৩৮ : ৯; ৩৮ : ৩৫]

(١٧) اَلرَّزَّاقُ : اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ـ

(১৭) সকলের জীবিকা প্রদানকারী : আল্লাহ্ই তো রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত। [৫১– আয যারিয়াত : আয়াত-৫৮]

(١٨) اَلْفَتَّاحُ : قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۖ وَهُوَالْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ـ

১৮. পরাক্রমশালী শাসক, নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী : বল, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।'
[৩৪–সাবা : আয়াত-২৬]

(١٩) اَلْعَلِيْمُ : فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ـ

১৯. সর্বজ্ঞ মহাজ্ঞানী : আর কেহ স্বত:স্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ। [২–আল বাক্বারা : ১৫৮ এবং ৩ : ৯২; ৪ : ৩৫; ২৪ : ৪১; ৩৩ : ৪০]

(٢٠) اَلْقَابِضُ : وَ اللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ

২০. হ্রাসকারী, সমবেতকারী : আর আল্লাহ্ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর পানেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। [২– আল বাক্বারা : আয়াত-২৪৫]

(٢١) اَلْبَاسِطُ : مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۖ وَ اللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ

২১. প্রশস্তকারী, বিস্তারকারী, সম্প্রসারণকারী : কে সে, যে আল্লাহ্কে করযে হাসানা প্রদান করবে? তিনি তার জন্য একে বহু গুণে বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ্ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর পানেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। [২– আল বাক্বারা : ২৪৫]

(٢٢) اَلْخَافِضُ : ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ـ

২২. স্বাচ্ছন্দ দানকারী : অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি। [৯৫–ত্বীন : আয়াত-৫]

(٢٣) اَلرَّافِعُ : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا

فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ـ

২৩. পতনকারী, উন্নয়নকারী : হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদিগকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিও, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন এবং যখন বলা হয়, 'উঠে যাও', তোমরা উঠে যাও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। [৫৮–মুজাদালা : ১১ এবং ৬ : ৮৩]

(٢٤) اَلْمُعِزُّ : قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ ۭ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۭ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

২৪. সম্মান দানকারী : বল, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে লও; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। [৩–আলে ইমরান : ২৬]

(٢٥) اَلْمُذِلُّ : قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ ۭ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۭ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

২৫. অপমানকারী : বল, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে লও; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। [৩–আলে ইমরান : ২৬]

(٢٦) اَلسَّمِيْعُ : اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

২৬. সবকিছু শ্রবণকারী : নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞই।'

[২–আল বাক্বারা : ১২৭ এবং ২ : ২৫৬; ৮ : ১৭; ৪৯ : ১]

(২৭) اَلْبَصِيْرُ : اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ـ

২৭. সবকিছু দর্শনকারী : আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

[৪– নিসা : ৫৮ এবং ১৭ : ১; ৪২ : ১১; ৪২ : ২৭]

(২৮) اَلْحَكَمُ : اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ـ

২৮. সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, নিষ্পত্তিকারী : 'তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করে দিবেন।' [২২–আল হাজ্জ : আয়াত-৬৯]

(২৯) اَلْعَدْلُ : وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

২৯. সর্বোত্তম ন্যায়বিচারক, চরম ন্যায়পরায়ণ : সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেহ নাই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [৬–আল আন্আম : ১১৫]

(৩০) اَللَّطِيْفُ : لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ز وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ـ

৩০. গোপন সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত, সবারঅজান্তে নিজের ইচ্ছা পূরণকারী, অনুকম্পাশীল ও দয়ালু : দৃষ্টি তাঁকে অবধারণ করতে পারে না কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।

[৬–আল আন্আম : ১০৩ এবং ২২ : ৬৩; ৩১ : ১৬; ৩৩ : ৩৪]

(৩১) اَلْخَبِيْرُ : وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ـ

৩১. সুবিজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবগত : তিনি আপন বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞাতা। [৬–আন্'আম : ১৮; ১৭ : ৩০; ৪৯ : ১৩; ৫৯ : ১৮]

(৩২) اَلْحَلِيْمُ : وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ـ

৩২. অত্যন্ত সহনশীল : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল।

[২–আল বাক্বারা : ২৩৫ এবং ১৭ : ৪৪; ২২ : ৫৯; ৩৫ : ৪১]

(٣٣) اَلْعَظِيْمُ : وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ـ

৩৩. **মহান, শ্রেষ্ঠ :** তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ। [২–আল বাক্বারা : ২৫৫ এবং ৪২ : ৪; ৫৬ : ৯৬]

(٣٤) اَلْغَفُوْرُ : اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

৩৪. **অত্যন্ত ক্ষমাশীল :** নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

[৮–আল আনফাল : ৬৯ এবং ১৬ : ১১০; ৪১ : ৩২]

(٣٥) اَلشَّكُوْرُ : اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ـ

৩৫. **গুণগ্রাহী :** নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী।

[৩৫–আল ফাতির : ৩০ এবং ৩৫ : ৩৪; ৪২ : ৪৩; ৬৪ : ১৭]

(٣٦) اَلْعَلِىُّ : وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ـ

৩৬. **অতীব উচ্চ মর্যাদাধারী :** তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ।

[২–আল বাক্বারা : ২৫৫ এবং ৪ : ৩৫; ৩১ : ৩০; ৪২ : ৪; ৪২ : ৫১]

(٣٧) اَلْكَبِيْرُ : عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ـ

৩৭. **বড়, মহান, শ্রেষ্ঠ :** যা অদৃশ্য ও দৃশ্যমান তিনি সবই অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। [১৩–রা'দ : ৯ এবং ২২ : ৬২; ৩১ : ৩০]

(٣٨) اَلْحَفِيْظُ : اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ـ

৩৮. **সব জিনিসের রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক :** নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।' [১১–হুদ : ৫৭ এবং ৩৪ : ২১; ৪২ : ৬]

(٣٩) اَلْمُقِيْتُ : وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيْتًا ـ

(৩৯) **শক্তিমান, তত্ত্বাবধায়ক, জীবিকা দাতা, সাক্ষী :** আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। [৪–আন নিসা : ৮৫]

(٤٠) اَلْحَسِيْبُ : وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ـ

৪০. **হিসাব গ্রহণকারী :** হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।

[৪–আন নিসা : ৬ এবং ৪ : ৮৬; ৩৩ : ৩৯]

(٤١) اَلْجَلِيْلُ : وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۔

৪১. **প্রতাপশালী, মহান, শ্রেষ্ঠ :** অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব। [৫৫–আর রাহমান : ২৭ এবং ৩৯ : ১৪; ৭ : ১৪৩]

(٤٢) اَلْكَرِيْمُ : فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ ۔

৪২. **সদাচার ও উপকারকারী, স্বভাবসুলভ মহৎ :** 'আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।' [২৭–আন নামল : ৪০ এবং ৮২ : ৬]

(٤٣) اَلرَّقِيْبُ : اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۔

৪৩. **সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক, :** নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। [৪–আন নিসা : ১ এবং ৫ : ১১৭]

(٤٤) اَلْمُجِيْبُ : اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ۔

৪৪. **জবাবদাতা, গ্রহণকারী :** নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক নিকটে তিনি আহ্বানে সাড়া দেন। [১১–হুদ : ৬১]

(٤٥) اَلْوَاسِعُ : وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۔

৪৫. **উদারমনা, প্রশস্ত দৃষ্টিসম্পন্ন :** আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।
[২–আল বাক্বারা : ২৬৮ এবং ৩ : ৭৩; ৫ : ৫৪]

(٤٦) اَلْحَكِيْمُ : اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۔

৪৬. **অত্যন্ত সূক্ষ্ম জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী ও প্রজ্ঞাময়, সূক্ষ্মজ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী অনুসারে কর্মসম্পাদনকারী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী :** নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, ও প্রজ্ঞাময়।
[৩১–লুকমান : ২৭ এবং ৪৬ : ২; ৫৭ : ১; ৬৬ : ২]

(٤٧) اَلْوَدُوْدُ : اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ۔

৪৭. **অতিশয় স্নেহময় ও প্রেমময় :** নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক তো পরম দয়ালু ও প্রেমময়। [১১–হুদ : ৯০ এবং ৮৫ : ১৪]

(٤٨) اَلْمَجِيْدُ : اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

৪৮. উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, মহীয়ান, গরীয়ান : তিনি তো প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ। [১১–হূদ : ৭৩]

(٤٩) اَلْبَاعِثُ : وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ـ

৪৯. প্রেরণাকারী, উত্থানকারী, মৃতকে জীবন দানকারী : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ উত্থিত করবেন। [২২–আল হাজ্জ : ৭]

(٥٠) اَلشَّهِيْدُ : وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ـ

৫০. সাক্ষী, দর্শক তদারককারী : আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।
[৪–আন নিসা : ১৬৬ এবং ২২ : ১৭; ৪১ : ৫৩; ৪৮ : ২৮]

(٥١) اَلْحَقُّ : فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ـ

৫১. আসল, সত্য, প্রকৃত : মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক।
[২৩–আল মু'মিনুন : ১১৬ এবং ২৪ : ২৫]

(٥٢) اَلْوَكِيْلُ : وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

৫২. কর্ম সম্পাদনকারী, যার কাছে নিজের দায়দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায়, তত্ত্বাবধায়ক : 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।' [৩–আলে ইমরান : ১৭৩ এবং ৪ : ১৭১; ২৮ : ২৮; ৭৩ : ৯]

(٥٣) اَلْقَوِىُّ : اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ ـ

(৫৩) অত্যন্ত শক্তিশালী, পরাক্রমশালী, ক্ষমতাশালী : নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। [২২–আল হাজ্জ : ৪০ এবং ২২ : ৭৪; ৪২ : ১৯; ৫৭ : ২৫]

(٥٤) اَلْمَتِيْنُ : اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ـ

৫৪. অজেয়, অব্যর্থ, অনমনীয় যাঁকে কেউ নাড়াতে পারে না, দমাতে পারে না, পরাজিত করতে পারে না : নিশ্চয়ই আল্লাহ রিযিক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত। [৫২–তূর : ৫৮]

(٥٥) اَلْوَلِىُّ : وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ز وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ـ

৫৫. সহায়, রক্ষক, সংগী, বন্ধু, প্রভু, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী, তদারককারী ও তত্ত্বাবধায়ক : অভিভাবকত্বে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং সাহায্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। [৪–আন নিসা : ৪৫ এবং ৭ : ১৯৬; ৪২ : ২৮; ৪৫ : ১৯]

(٥٦) اَلْحَمِيْدُ : فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ـ

৫৬. স্বত: প্রশংসিত, প্রশংসনীয় গুণাবলী সম্পন্ন : আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ। [১৪–ইবরাহীম : ৮ এবং ৩১ : ১২; ৩১ : ২৫; ৪১ : ৪২]

(٥٧) اَلْمُحْصِىُ : وَاَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا ـ

৫৭. প্রতিটি জিনিসকে যিনি গুণে গুণে রাখেন : তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসেব রাখেন। [৭২–আল মুজ্জাম্মিল : ২৮ এবং ৭৮ : ২৯; ৮২ : ১০-১২]

(٥٨) اَلْمُبْدِئُ : اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ـ

৫৮. প্রাথমিক অস্তিত্ব দানকারী : বরং তিনি, যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন, অত:পর উহার পুনরাবৃত্তি করবেন। [২৭–আন নামল : ৬৪ এবং ২৯ : ১৯; ৮৫ : ১৩]

(٥٩) اَلْمُعِيْدُ : قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ـ

৫৯. পুনরুজ্জীবনকারী, পুন সৃজনকারী : বল 'আল্লাহ্ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন এবং পরে তার পুনরাবর্তন ঘটান।

[১০–ইউনুস : ৩৪ এবং ২৭ : ৬৪; ২৯ : ১৯; ৮৫ : ১৩]

(٦٠) اَلْمُحْيِىْ : لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَيُحْيِ وَيُمِيْتُ ـ

৬০. জীবনদাতা : তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। [৭–আল আ'রাফ : ১৫৮ এবং ১৫ : ২৩; ৩০ : ৫০; ৫৭ : ২]

(٦١) اَلْمُمِيْتُ : وَاللّٰهُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ ـ

৬১. প্রাণ সংহারক, মৃত্যুদাতা : আল্লাহই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। [৩–আলে ইমরান : ১৫৬ এবং ৭ : ১৫৮; ১৫ : ২৩; ৫৭ : ২]

(٦٢) اَلْحَىُّ : اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ـ

৬২. চিরঞ্জীব, স্বয়ম্ভু : আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। [২–আল বাক্বারা : ২৫৫ এবং ৩ : ২; ২৫ : ৫৮; ৪০ : ৬৫]

(٦٣) اَلْقَيُّوْمُ : اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ـ

৬৩. আপন শক্তি বলে যিনি টিকে থাকেন, বিশ্বনিখিলের রক্ষক : আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক।

[২–আল বাক্বারা : ২৫৫ এবং ৩ : ২; ২০ : ১১১]

(٦٤) اَلْوَاجِدُ : اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ـ

৬৪. বিদ্যমান, উপস্থিত, প্রাপক : নিশ্চয়ই আমি তাকে ধৈর্যশীল পেলাম।

[৩৮–স-দ : ৪৪]

(٦٥) اَلْمَاجِدُ : ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ـ

৬৫. মহিমান্বিত, মহান, শ্রেষ্ঠ, সম্মানিত : 'আরশের অধিকারী ও সম্মানিত।

[৮৫–আল বুরূজ : ১৫ এবং ১১ : ৭৩]

(٦٦) اَلْوَاحِدُ : وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ـ

৬৬. একক, একাকী, এক : তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্।

[২–আল বাক্বারা : ১৬৩ এবং ৫ : ৭৩; ৯ : ৩১; ১৮ : ১১০]

(٦٧) اَلْاَحَدُ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ

৬৭. একক, অদ্বিতীয় : বল, 'তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।

[১১২–আল ইখলাস : ১]

(٦٨) اَلصَّمَدُ : اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ

৬৮. অভাবহীন, মুখাপেক্ষিহীন, স্বয়ম্ভব : 'আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। [১১২–আল ইখলাছ : ২]

(٦٩) اَلْقَادِرُ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ ـ

৬৯. পূর্ণাংগ শক্তি ও ক্ষমতার মালিক : বল, 'তোমাদের উর্ধ্বদেশ অথবা পাদদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে তিনি সক্ষম।

[৬–আল আন'আম : ৬৫ এবং ৩৬ : ৮১; ৪৬ : ৩৩; ৭৫ : ৪০]

(٧٠) اَلْمُقْتَدِرُ : وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا ـ

৭০. মহাশক্তিধর, মহা পরাক্রমশালী : আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।
[১৮–আল কাহ্ফ : ৪৫ এবং ৫৪ : ৪২; ৫৪ : ৫৫]

(٧١) **اَلْمُقَدِّمُ** : فَاِذَا جَاۤءَ اَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلاَيَسْتَقْدِمُوْنَ ـ

৭১. অগ্রিম সতর্ককারী : অত:পর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করতে পারে না। [১৬– আন নাহ্ল : ৬১ এবং ১৭ : ৩৪]

(٧٢) **اَلْمُؤَخِّرُ** : اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاۤءَ لاَيُؤَخَّرُ ـ

৭২. অবকাশ দানকারী : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না। [৭১– নূহ : ৪]

(٧٣) **اَلاَوَّلُ** : هُوَ الاَوَّلُ وَالاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ـ

৭৩. সবার প্রথম : তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। [৫৭– হাদীদ : ৩]

(٧٤) **اَلاٰخِرُ** : هُوَ الاَوَّلُ وَالاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ـ

৭৪. সর্বশেষ, যখন কিছুই থাকবে না, তখন তিনি থাকবেন : তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। [৫৭– হাদীদ : ৩]

(٧٥) **اَلظَّاهِرُ** : هُوَ الاَوَّلُ وَالاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ـ

৭৫. সর্বাধিক প্রকাশ্য : তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। [৫৭– হাদীদ : ৩]

(٧٦) **اَلْبَاطِنُ** : هُوَ الاَوَّلُ وَالاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ـ

৭৬. সর্বাধিক গুপ্ত : তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। [৫৭– হাদীদ : ৩]

(٧٧) **اَلْوَالِىُ** : وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ـ

৭৭. সমর্থক, রক্ষক ও সাহায্যকারী, শাসক : তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক নেই। [১৩–রা'দ : ১১ এবং ২২ : ৭]

(٧٨) اَلْمُتَعَالِىُ : عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ـ

৭৮. **সর্বাবস্থায় পরাক্রান্ত ও সর্বোচ্চ :** যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। [১৩-রা'দ : ৯]

(٧٩) اَلْبَرُّ : اِنَّهٗ هُوَالْبَرُّ الرَّحِيْمُ ـ

৭৯. **অতিশয় পরোপকারী :** তিনি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু।' [৫২-তূর : ২৮]

(٨٠) اَلتَّوَّابُ : اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

৮০. **অত্যধিক তাওবা কবুলকারী, অত্যধিক ক্ষমাকারী :** নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [২-আল বাক্বারা : ১২৮ এবং ৪ : ৬৪; ৪৯ : ১২; ১১০ : ৩]

(٨١) اَلْمُنْتَقِمُ : اِنَّامِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ـ

৮১. **প্রতিশোধ গ্রহণকারী :** আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। [৩২- আস সাজদা : ২২ এবং ৪৩ : ৪১; ৪৪ : ১৬]

(٨٢) اَلْعَفُوُّ : وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ـ

৮২. **ক্ষমাকারী, নম্রতা ও উদারতা প্রদর্শনকারী :** আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। [৪-আন নিসা : ৯৯ এবং ৪ : ১৪৯; ২২ : ৬০]

(٨٣) اَلرَّؤُوْفُ : وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ـ

৮৩. **অত্যন্ত স্নেহময়, দয়াবান, হিতাকাঙ্ক্ষী, কোমল স্বভাব :** আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র। [৩-আলে ইমরান : ৩০ এবং ৯ : ১১৭; ৫৭ : ৯; ৫৯ : ১০]

(٨٤) مَالِكُ الْمُلْكِ : قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ـ

৮৪. **রাজ্যের অধিপতি, বিশ্বজাহানের শাসক ও মালিক :** বল, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর।

[৩-আলে ইমরান : ২৬]

(٨٥) ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامُ : وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ـ

৮৫. **মহিমান্বিত ও দয়াবান সত্তা :** অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব। [৫৫-আর রাহমান : ২৭ এবং ৫৫ : ৭৮]

(٨٦) اَلْمُقْسِطُ : قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ ـ

৮৬. ন্যায় বিচারক : বল, 'আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের। [৭–আল আ'রাফ : ২৯ এবং ৩ : ১৮]

(٨٧) اَلْجَامِعُ : رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّرَيْبَ فِيْهِ ـ

৮৭. সমবেতকারী : 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমাবেশ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। [৩–আলে ইমরান : ৯]

(٨٨) اَلْغَنِىُّ : وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ـ

৮৮. যে সত্তা কারো মুখোপেক্ষী নয় : কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।

[৩–আলে ইমরান : ৯৭ এবং ৩৯ : ৭; ৪৭ : ৩৮; ৫৭ : ২৪]

(٨٩) اَلْمُغْنِىُ : وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه اِنْ شَآءَ ـ

৮৯. যে সত্তা কাউকে অভাবহীন, অমুখাপেক্ষী করে দেয় : যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। [৯–আত্ তাওবা : ২৮]

(٩٠) اَلْمَانِعُ :

৯০. দান প্রতিহতকারী : এ নামটি কুরআনে নেই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

(٩١) اَلضَّارُّ : وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهٗٓ اِلاَّ هُوَ ـ

৯১. ক্ষতি ও লোকসানের সর্বময় কর্তা : আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই। [৬–আল আন্‌আম : ১৭]

(٩٢) اَلنَّافِعُ : قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ـ

৯২. উপকারকারী ও কল্যাণকারী : আপনি বলুন এটাই যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালাকে কার্যকর হওয়া থেকে বাধা দানের সামান্য ক্ষমতা কি কারো আছে? [৪৮–আল ফাত্হ : ১১]

(٩٣) اَلنُّوْرُ : اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ

৯৩. সমগ্র বিশ্বজগতের আলো : আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি। [২৪–আন নূর : ৩৫]

(٩٤) اَلْهَادِىُ : وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

৯৪. পথপ্রদর্শক : যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্ সরল পথে পরিচালিত করেন। [২২–আল হাজ্জ : ৫৪]

(٩٥) اَلْبَدِيْعُ : بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ

৯৫. আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা : আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা।

[২–আল বাক্বারা : ১১৭ এবং ৬ : ১০১]

(٩٦) اَلْبَاقِىُ : وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ـ

৯৬. চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর : অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব। [৫৫–আর রাহমান : ২৭ এবং ৫৫ : ৭৮]

(٩٧) اَلْوَارِثُ : وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ـ

৯৭. প্রকৃত উত্তরাধিকারী : আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। [১৫–আল হিজর : ২৩]

(٩٨) اَلرَّشِيْدُ : قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ـ

৯৮. সঠিক পথ প্রদর্শনকারী : সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে।

[২–আল বাক্বারা : ২২৬]

(٩٩) اَلصَّبُوْرُ : اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

৯৯. অত্যাধিক ধৈর্য ধারণকারী : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। [২–আল বাক্বারা : ১৫৩ এবং ৩ : ২০০; ১০৩ : ৩]

৯২. আল কুরআনের বিশেষ আয়াতসমূহের ফজিলত

৯১২. আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ـ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ـ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ـ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ـ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে নিদ্রা ও তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রা তো নয়ই। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। এমন কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? দৃষ্টির সামনে এবং পেছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই আয়ত্ত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন । তাঁর আসন সমস্ত আকাশ ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (২–সূরা আল-বাক্বারা : ২৫৫)

ফজিলত

১. রাসূল ﷺ এটিকে কুরআনের সবচেয়ে উত্তম আয়াত বলেছেন। (মুসনাদে আহমদ)

২. রাসূল ﷺ এটিকে কুরআনের সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ আয়াত বলেছেন। (মুসনাদে আহমদ)

৩. রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিতভাবে পাঠ করে তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র অন্তরায় হলো মৃত্যু। (নাসায়ী)

বি: দ্র: আয়াতুল কুরসী ১ আয়াত মতান্তরে ২ আয়াত, মতান্তরে ৩ আয়াত মেশকাত পৃ:–১৮৫ ও নাসায়ী

৯১৩. সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ـ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি গোপন, প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীমদাতা। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক-বাদশাহ, মহান পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্মশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, আকৃতিদাতা। উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (৫৯-সূরা আল হাশর : ২২-২৪)

ফযীলত

তিরমিযীতে মাকাম ইবনে ইয়াসার (রা)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূল ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সকালে তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ। পাঠ করার পর সূরা হাশরের শেষ এই তিন আয়াত তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দু'আ করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সেও এ মর্যাদা লাভ করবে। (মাজহারী, তিরমিযী, যঈফ আলবানী)

৯১৪. সূরা ফাতিহার ফজিলত

(١) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اَلاَ اُخْبِرُكَ بِاَفْضَلِ الْقُرْاٰنِ قَالَ بَلٰى، فَتَلاَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

(১) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সূরার সংবাদ দিব না? অত:পর তিনি তিলাওয়াত করলেন : আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন (সূরাহ ফাতিহা)।(হাকিম-২০৫৬, আত-তারগীব-১৪৫৪)

(٢). قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اُمُّ الْقُرْاٰنِ وَاُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِىْ ـ

(২) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছে: সূরা ফাতিহা হলো উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব এবং বারবার পঠিত সাতটি আয়াত। (আবু দাউদ-১৪৫৭, তিরমিযী-৩১২৪)

(٣). قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا اُنْزِلَتْ فِى التَّوْرَاةِ وَلاَ فِى الْاِنْجِيْلِ وَلاَ فِى الزَّبُوْرِ وَلاَ فِى الْفُرْقَانِ ـ

(৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সেই সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ! সূরা ফাতিহার মত মর্যাদা সম্পন্ন কোন সূরা তাওরাত, ইনজিল, যাবুর, এমনকি কুরআনেও নাযিল করা হয়নি। (তিরমিযী-২৮৭৫, আবু দাউদ-১৩১০, মিশকাত-২১৪২)

৯১৫. সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের ফযিলত

(١). عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِنِ الْاَنْصَارِىِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ـ

(১) আবু মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। (বুখারী-৪৬২৪, মুসলিম-১৯১৪, আবু দাউদ-১৩৯৭)

৯১৬. সূরা মুলক ও (সাজদা) তানযীল আস-সাজদাহের ফজিলত

(١). عَنْ كَعْبٍ (رضى) قَالَ مَنْ قَرَأَ تَنْزِيْلَ السَّجْدَةَ وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ كُتِبَ لَهُ سَبْعُوْنَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا سَبْعُوْنَ سَيِّئَةً وَرُفِعَ لَهُ بِهَا سَبْعُوْنَ دَرَجَةً ـ

(১) কাব (রা) হতে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তানযীল আস-সাজদাহ্ ও সূরাহ মূলক পাঠ করে তার জন্য সত্তরটি সওয়াব লিখা হয়, সত্তরটি মন্দ মিটিয়ে দেয়া হয় এবং তার জন্য সত্তরটি মর্যাদা সমুন্নত করা হয়। (দারেমী-৩৪০৯, সিলসিলাহ-৫৮৫)

৯১৭. সূরা কাহাফের ফযিলত

(١) عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَفِظَ عَشَرَ أيَاتٍ مِّنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عَصَمَ مِنَ الدَّجَالِ ـ

(১) আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহাফের প্রথম দশ আয়াত পাঠ করবে তাকে দাজ্জালের ফিতনাহ হতে নিরাপদ রাখা হবে। (তিরমিযী ও সহীহ মুসলিম)

(٢) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اَضَاءَ مِّنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ـ

(২) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার ঈমানের নূর এক জুমু'আ হতে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হতে থাকবে (বায়হাকীর সুগরা-৬৩৫, সুগরা-৫৭৯২)

৯১৮. সূরা ইয়াসিনের ফযিলত

(١) عَنْ صَفْوَانَ : كَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُوْلُوْنَ : اِذَا قُرِأَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ خَفَّفَ عَنْهُ بِهَا ـ

(১) সাফওয়ান (রা) হতে বর্ণিত : আমাদের শায়খগণ বলতেন : মৃত্যু যন্ত্রণার সময় সূরাহ ইয়াসীন পড়লে আল্লাহ মৃত্যুর যন্ত্রণা আসান করে দেন। (আহমদ-১৬৯৬৯ যঈফ আলবানী)

৯১৯. সূরা ইখলাসের ফযিলত

(١) عَنْ أَنَسٍ (رضى) اَنْ رَجُلاً (رضى) قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَقَالَ اِنَّ حُبَّكَ اِنَّهَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ ـ

(১) আনাস (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সূরা ইখলাসকে ভালবাসি। তখন রাসূল ﷺ বললেন : তোমার এ ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে।(আহমদ-১২৪৩২, তিরমিযী-২৯০১ হাদীস হাসান)

(٢) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ .

(২) আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন : জেনে রাখো, সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।

(বুখারী হাদীস-৪৬২৭, তিরমিযী-২৮৯৯)

(٣) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ ﷺ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ . اَللّٰهُ الصَّمَدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَبَتْ . قُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ قَالَ اَلْجَنَّةُ .

(৩) আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে সূরা ইখলাস পাঠ করতে শুনে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। আবূ হুরায়রা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ রাসূল! কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : জান্নাত। (তিরমিযী হাদীস-২৮৯৭, নাসায়ী হাদীস-৯৯৪)

৯২০. সূরা ইখলাছ, ফালাক ও নাস এর ফযিলত

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوٰى إِلٰى فِرَاشِهٖ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمْ فَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهٖ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهٖ وَوَجْهِهٖ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهٖ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

(১) আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে সারা দেহের যত দূর পর্যন্ত হাত পৌছানো যায় ততদূর পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে এবং তারপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে হাতের ছোঁয়া দিতেন। (বুখারী হাদীস-৪৬৩০)

৯৩. বিবিধ

৯২১. কিয়ামতের দিন ছবি নির্মাতাদের শাস্তি প্রসঙ্গে

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ -

১. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, (কিয়ামতের দিন) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তাদের, যারা ছবি নির্মাণ করে। (নাসায়ী-৫৩৬৪)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَهِ يُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ -

২. আবদুল্লাহ্ ইবনে 'ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যারা এ জাতীয় (প্রাণীর) ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবে : তোমরা যা বানিয়েছিলে তা জীবিত কর।
(নাসায়ী-৫৩৬১, ৫৩৬২)

৯২২. সালাতের কাতার মিলিয়ে বা খালি জায়গা পূর্ণ করার মর্যাদা

(١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً -

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতারা সে সব লোকের প্রতি রহমত নাযিল করেন, যারা সালাতের কাতারগুলো মিলিয়ে রাখে। আর যে ব্যক্তি খালি জায়গা পূর্ণ করে, আল্লাহ্ এর দ্বারা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (ইবনে মাজাহ-৯৯৫)

৯২৩. সালাতে প্রথম কাতারের ফযীলত

(١) عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلاَثًا وَلِلثَّانِىْ مَرَّةً ـ

১. ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথম সারির জন্য তিনবার মাগফিরাত চাইতেন এবং দ্বিতীয় সারির জন্য একবার চাইতেন। (ইবনে মাজাহ-৯৯৬, আহমদ-১৭৪১)

(٢) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ ـ

২. বারা' ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতারা প্রথম সারির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। (ইবনে মাজাহ-৯৯৭, ৯৯৯)

(٣)عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةٌ ـ

৩. আব হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : লোকেরা যদি প্রথম সারিতে কী (মর্যাদা) আছে তা জানত, তবে এ জন্য তারা লটারী করত। (তবরানী আওসাত-৫৯৫৯, মাজমাউল যাওয়ায়েদ-২৫০২)

৯২৪. অজ্ঞতাবশত কিবলা ছাড়া অন্যদিকে ফিরে সালাত আদায় করা

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَاَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ فَصَلَّيْنَا وَاَعْلَمْنَا فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ اِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) ـ

১. আমের ইবনে রবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায়

এবং কিব্‌লা নির্ণয় করা আমাদের উপর কঠিন হয়। তখন আমরা সালাত আদায় করি এবং একটি চিহ্ন রাখি। এরপর যখন সূর্য প্রকাশিত হলো, তখন বুঝতে পারলাম যে, আমরা কিবলা ছাড়া অন্য দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছি। অবশেষে আমরা বিষয়টি নবী করীম ﷺ এর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন : فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

"তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাবে, সে দিকেই আল্লাহ্ বিদ্যমান"। (ইবনে মাজাহ-১০২০ হাদীস হাসান)

৯২৫. সালাত আদায়কারীর থুথু ফেলা

(٢) عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُحَارِبِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلَّيْتَ فَلاَ تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِكَ ، وَلٰكِنِ ابْزُقْ عَنْ يَسَارِكَ ، اَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ ـ

১. তারিক ইবন 'আবদুল্লাহ মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন যখন তুমি সালাত আদায় কর, তখন তোমার সামনে ও ডানদিকে থুথু ফেলবে না। বরং তুমি তোমার বামদিকে অথবা পায়ের নিচে থুথু ফেলতে পার। (ইবনে মাজাহ-১০২১ সহীহ)

৯২৬. জুম'আর বিশেষ ফজিলত

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مِّنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُوْنَ النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ اَلاَوَّلَ فَالاَوَّلَ ـ فَاِذَا خَرَجَ الاِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ فَالْمُهَجِّرُ اِلَى الصَّلٰوةِ كَالْمُهْدِىْ بَدَنَةً ـ ثُمَّ الَّذِىْ يَلِيْهِ كَمُهْدِىْ بَقَرَةً ـ ثُمَّ الَّذِىْ يَلِيْهِ كَمُهْدِىْ كَبْشٍ ـ حَتّٰى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ ـ زَادَ سَهْلٌ فِىْ حَدِيْثِهِ فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا يَجِئُ لِحَقِّ اِلَى الصَّلٰوةِ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জুমু'আর দিন ফিরিশতাগণ মসজিদের সকল দরজায় অবস্থান নেন এবং লোকদের আগমনের ক্রমানুসারে তাদের নাম লেখেন। প্রথম আগমণকারীর নাম প্রথমে। এরপর ইমাম যখন (খুতবা দানের জন্য) বের হন, তখন তাঁরা তাঁদের নথিপত্র গুটিয়ে নেন এবং

মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনেন। সালাতে প্রথম আগমনকারীর সওয়াব উট কুরবানী করার সমান, তার পরে আগমনকারীর সওয়াব গরু কুরবানীকারীর সমতুল্য, এরপর আগমনকারীর সওয়াব দুম্বা কুরবানীকারীর সমতুল্য। এমনকি তিনি মুরগি ও ডিমের কথাও উল্লেখ করেন। সাহ্ল তাঁর হাদীসে এ অংশ বেশি বর্ণনা করেন যে, এরপর যে ব্যক্তি আসে, সে কেবল সালাত আদায়ের সওয়াবের অধিকারী হয়। (ইবনে মাজাহ-১০৯২ সহীহ)

(٢) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَرَبَ مَثَلَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ التَّكْبِيْرِ ، كَنَاحِرِ الْبَدَنَةِ ، كَنَاحِرِ الْبَقَرَةِ ، كَنَاحِرِ الشَّاةِ ، حَتّٰى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ ـ

২. সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর সালাতে পর্যায়ক্রমে আগমনকারীদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন উট কুরবানীদাতা, গরু কুরবানীদাতা, দুম্বা কুরবানীদাতা, এমনকি তিনি মুরগির কথাও উল্লেখ করেন। (ইবনে মাজাহ-১০৯৩, হাসান সহীহ)

(٣) عَنْ اَبِى الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًابِهَا طُبِعَ عَلٰى قَلْبِهِ ـ

৩. আবু জা'দ যামরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অবহেলা করে (বিনা ওজরে একাধারে) তিন জুমু'আ ছেড়ে দেয়, তার অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়। (ইবনে মাজাহ-১১২৫ সহীহ)

(٤) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ ، فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِنِصْفِ دِيْنَارٍ ـ

৪. সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় জুমু'আর সালাত ছেড়ে দেয়, সে যেন এক দীনার সাদকা করে আর যদি সামর্থ্য না রাখে তাহলে অর্ধ দীনার সাদকা করে। (ইবনে মাজাহ-১১২৮ সহীহ হাদীস)

৯২৭. বসে সালাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে

(١) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّبِهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ جَالِسًا ـ فَقَالَ : صَلٰوةُ الْجَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلٰوتِ الْقَائِمِ ـ

১. আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বসে সালাত আদায় করছিলেন, আর এ সময় নবী করীম ﷺ তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন নবী ﷺ বললেন : বসে সালাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে। (ইবনে মাজাহ-১২২৯, আবু দাউদ-৮৭৬)

(٢) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ (رض) اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ قَاعِدًا قَالَ مَنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ ـ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهٗ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ ـ وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهٗ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ ـ

২. ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন– যে বসে সালাত আদায় করছিল। তিনি বললেন : যে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করল, সে উত্তম। আর যে বসে সালাত আদায় করল, তার জন্য রয়েছে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব। আর যে শুয়ে শুয়ে তন্দ্রা অবস্থায় সালাত আদায় করল, তার জন্যে রয়েছে বসে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব। (ইবনে মাজাহ-১২৩১, আবু দাউদ-৮৭৭)

৯২৮. সালাতে উযূ ভঙ্গ হলে যেভাবে বেরিয়ে আসবে

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَاَحْدَثَ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى اَنْفِهٖ ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ ـ

১. আয়েশা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের কারো যদি সালাতের অবস্থায় উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, তা হলে সে যেন তার নাক ধরে পেছনে চলে আসে। (ইবনে মাজাহ-১২২২, আবু দাউদ-১০২০, মিশকাত-১০০৭)

৯২৯. অসুস্থ ব্যক্তির সালাত প্রসঙ্গে

(١) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) قَالَ ، كَانَ بِىَ النَّاصُوْرُ فَسَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ ـ

১. ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি 'নাসূর' রোগে আক্রান্ত ছিলাম। তখন আমি নবী ﷺ-এর কাছে সালাত আদায় সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন : তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর। যদি তুমি এতে সক্ষম না হও, তাহলে বসে আদায় করবে। আর যদি তাতেও সক্ষম না হও, তাহলে পার্শ্বদেশের উপর ভর করে সালাত আদায় করবে।

(ইবনে মাজাহ-১২২৩, আবু দাউদ-৮৭৮)

(٢) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رضـ) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى جَالِسًا عَلَى يَمِيْنِهِ ، وَهُوَ وَجِعٌ -

২. ওয়াইল ইবনে রাসূল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে তাঁর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর ডানদিকের উপর ভর করে সালাত আদায় করতে দেখেছি। (ইবনে মাজাহ-১২২৪ হাদীসটি অধিক দুর্বল)

৯৩০. ইমামের আগে রুকু বা সিজদা থেকে মাথা উঠানো

(١) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رضـى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ يَخْشَى الَّذِیْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা উঠায়, সে কি এই ভয় করে না যে, আল্লাহ্ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিবর্তিত করে দেবেন? (বুখারী-৬৯১, মুসলিম-৪২৭)

(٢) عَنْ اَبِیْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّیْ قَدْ بَدَّنْتُ ـ فَاِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعْتُ فَارْفَعُوْا وَاِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوْا وَلاَ اُلْفِيَنَّ رَجُلاً يَسْبِقُنِیْ اِلَى الرُّكُوْعِ وَلاَ اِلَى السُّجُوْدِ ـ

২. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি ভারী হয়ে গেছি, কাজেই যখন আমি রুকূ করি, তখন তোমরাও রুকূ করবে। আর যখন আমি মাথা উঠাই, তখন তোমরা মাথা উঠাবে। আমি যখন সিজদা করি, তখন তোমরাও সিজদা করবে। আমি যেন কোনো ব্যক্তিকে আমার আগে রুকূ- সিজদা করতে না দেখি। (ইবনে মাজাহ-৯৬২)

(٣) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِیْ سُفْيَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُبَادِرُوْنِیْ بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ . فَمَهْمَا اَسْبِقْكُمْ بِهٖ اِذَا رَكَعْتُ ،

تُدْرِكُوْنِىْ بِهٖ اِذَا رَفَعْتُ . وَمَهْمَا اَسْبِقْكُمْ بِهٖ اِذَا سَجَدْتُ، تُدْرِكُوْنِىْ بِهٖ اِذَا رَفَعْتُ . اِنِّىْ قَدْ بَدَّنْتُ .

৩. মু'আবিয়া ইব্‌নে আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার আগে রুকূতে যাবে না এবং সিজদায় যাবে না। কখনো কখনো এরূপ হয় যে, আমি তোমাদের আগে রুকূ করি, কিন্তু তোমরা আমাকে মাথা উঠাবার আগেই পেয়ে যাও। আবার কখনো কখনো আমি তোমাদের আগে সিজদা করি, কিন্তু তোমরা আমাকে মাথা উঠাবার আগেই পেয়ে যাও। কেননা আমার শরীর ভারী হয়ে গেছে। (ইবনে মাজাহ্-৯৬৩ হাসান সহীহ)

৯৩১. কোনো বিশেষ কারণ ঘটলে ইমাম সালাত সংক্ষেপ করবে

(١) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَدْخُلُ فِى الصَّلٰوةِ وَاِنِّىْ اُرِيْدُ اِطَالَتَهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاَتَجَوَّزُ فِىْ صَلٰوتِىْ مِمَّا اَعْلَمُ لِوَجْدِ اُمِّهٖ بِبُكَائِهٖ .

১. আনাস ইব্‌নে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন আমি সালাত শুরু করি এবং দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা করি। কিন্তু আমি যখন শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনি, তখন তার মায়ের অস্থিরতার কথা খেয়াল করে আমি আমার সালাত সংক্ষেপ করি। (ইবনে মাজাহ্-৯৮৯)

৯৩২. পরিবার ও সন্তান সন্তুতির জন্য খরচ করলেও তা সদকা

(١) عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهٖ يَحْتَسِبُهَا فَهِىَ لَهٗ صَدَقَةٌ .

১. আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মানুষ তার পরিবারের জন্য সওয়াবের নিয়তে যখন খরচ করে তখন তা হয় তার সদকাস্বরূপ। (নাসায়ী-২৫৪৫)

(٢) عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضـ) اَنَّهٗ اَخْبَرَهٗ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِىْ فَمِ امْرَاَتِكَ .

২. সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : 'তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা-ই খরচ কর না কেন, তোমাকে তার সওয়াব অবশ্যই দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও।'

৯৩৩. আল্লাহর সৃষ্টি

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالُ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : মানুষের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। এক পর্যায়ে এমন প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয় যে, এ সৃষ্টি জগত তো আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, তা হলে কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন! যার অন্তরে এমন প্রশ্নের উদয় হয়, সে যেন বলে, "আমি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।" (আবু দাউদ-৪৭২১ সহীহ)

(٢) عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ (رضـ) اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِى الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتّٰى يَقُوْلَ لَهٗ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَاِذَا بَلَغَ ذَالِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ .

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : শয়তান তোমাদের কারো কাছে আসে এবং বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে? পরিশেষে এ প্রশ্নও করে, কে তোমার রবকে সৃষ্টি করেছে? এই পর্যায়ে পৌছলে, তোমরা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করো এবং এ ধরনের ভাবনা থেকে বিরত হও। (মিশকাত হাদীস-৫৯৬০, বুখারী ও মুসলিম)

৯৩৪. নেক কাজের ইচ্ছা করা

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهٗ حَسَنَةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ

لَهٗ عَشْرًا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ وَاِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা করে অথচ সম্পাদন করেনি, তার জন্য একটি সাওয়াব লেখা হয়। আর যে ইচ্ছা করার পর কার্যত সম্পাদন করে, তবে তার ক্ষেত্রে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করে আর তা না করা পর্যন্ত কোনো গুনাহ্ লেখা হয় না; আর তা করলে (একটি) গুনাহ্ লেখা হয়। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত হাদীস-৪০)

৮৩৫. মাতাপিতার আনুগত্য

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَوِ الْعَمَلِ الصَّلٰوةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ـ

১. আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : সালাত সঠিক সময়ে আদায় করা এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম আমল। (বুখারী-৫২৭, মুসলিম-৮৫, তিরমিযী-১৭৩)

৯৩৬. সন্তান হত্যা করা মহাপাপ

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ قُلْتُ لَهٗ اِنَّ ذَالِكَ لَعَظِيْمٌ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ اَىُّ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ اَىُّ قَالَ ثُمَّ اَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ ـ

১. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ্ কোন্টি? তিনি বললেন : আল্লাহ্র জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির করা; অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা তো বড় গুনাহ বটে। এরপর কোন্টি? তিনি বললেন : আপন সন্তানকে এ আশঙ্কায় হত্যা করা যে, সে তোমার আহারের সঙ্গী হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। (তিরমিযী-৩১৮২, আবু দাউদ-২০০০ হাদীস হাসান)

৯৩৭. রাসূলকে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা

(١) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارٰى ابْنَ مَرْيَمَ فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدُهٗ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ ـ

১. আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি উমর (রা)-কে মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে অতিরঞ্জিত করো না, যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) সম্পর্কে খ্রিস্টানরা অতিরঞ্জিত করেছিল। আমি তাঁর (আল্লাহ্র) বান্দা, বরং তোমরা আমার সম্পর্কে বলবে, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল।

৯৩৮. দুটি বিশেষ সাওয়াব

(١) عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَدَّبَ الرَّجُلُ اَمَتَهٗ فَاَحْسَنَ تَاْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهٗ اَجْرَانِ ، وَاِذَا اٰمَنَ بِعِيْسٰى ثُمَّ اٰمَنَ بِيْ فَلَهٗ اَجْرَانِ ، وَالْعَبْدُ اِذَا اتَّقٰى رَبَّهٗ وَاَطَاعَ مَوَالِيَهٗ فَلَهٗ اَجْرَانِ ـ

১. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। যদি কোনো লোক তার দাসীকে আদব-কায়দা শিখায় এবং তা ভালোভাবে শিখায় এবং তাকে দ্বীন শিখায় আর তা উত্তমভাবে শিখায় তারপর তাকে আযাদ করে দেয় অত:পর তাকে বিয়ে করে তবে সে দু'টি করে সওয়াব পাবে। আর যদি কেউ ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে তারপর আমার প্রতিও ঈমান আনে, তার জন্যও দু'টি করে সওয়াব রয়েছে। আর গোলাম যদি তার প্রতিপালককে ভয় করে এবং তার মনীবদেরকে মেনে চলে তার জন্যও দু'টি করে সওয়াব রয়েছে। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত-১০)

৯৩৯. বিশেষ পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র নিকট

(١)عَنْ اِبْنِ عُمَرَ(رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا اللّٰهُ ، لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ اِلَّا اللّٰهُ ، وَلَا يَعْلَمُ

مَافِىْ غَدٍ اِلاَّ اللّٰهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتٰى يَاْتِى الْمَطَرُ اَحَدٌ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَلاَتَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِلاَّ اللّٰهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتٰى تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : গায়েবের কুঞ্জি পাঁচটি, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। ১. মাতৃজঠরে কি গুপ্ত রয়েছে তা জানেন একমাত্র আল্লাহ্। ২. আগামীকাল কি সংঘটিত হবে তাও জানেন একমাত্র আল্লাহ্। ৩. বৃষ্টিপাত কখন হবে তাও একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। ৪. কে কোন্ ভূমিতে মারা যাবে তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। ৫. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে।

৯৪০. রাসূল ﷺ মিরাজে আল্লাহকে দেখেননি

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَاٰى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ، وَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মদ ﷺ স্বীয় প্রতিপালককে দেখেছেন, অবশ্যই সে মিথ্যা বলল। কেননা তিনি (আল্লাহ্) বলেছেন, চক্ষুরাজি কখনো তাঁকে দেখতে পায় না। আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মদ ﷺ গায়েব জানেন, অবশ্য সেও মিথ্যা বলল। কেননা তিনি (আল্লাহ্) বলেন, গায়েব জানেন একমাত্র আল্লাহ্।

(এটি বড় হাদীসের অংশ তিরমিযী, মিশকাত-৫৪১৮)

৯৪১. নিজ সদকাও প্রয়োজনে খাওয়া যায়

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكْتُ ، قَالَ وَلِمَ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى اَهْلِىْ فِىْ رَمَضَانَ ، قَالَ فَاَعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَ لَيْسَ عِنْدِىْ ، قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ لاَ اَسْتَطِيْعُ قَالَ فَاَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ، قَالَ لاَ اَجِدُ فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ اَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ هَا اَنَا ذَا، قَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا ، قَالَ عَلٰى اَحْوَجَ

مِنَّا يَا رَسُولَ اللّٰهِ ، فَوَ الَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَابَيْنَ لاَبَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ مِنَّا ، فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ، قَالَ فَاَنْتُمْ اِذًا ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এলো এবং বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন : কেন? সে বলল : রামযান মাসে আমি (দিবসে) স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেন : একটি দাস মুক্ত করে দাও। সে বলল : আমার কাছে কিছুই নেই। তিনি বললেন : তাহলে একাধারে দু'মাস রোযা রাখ। সে বলল : সে ক্ষমতাও আমার নেই। তিনি বলেন : তবে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে বললো : সে সামর্থ্যও আমার নেই। এ সময় নবী ﷺ-এর কাছে এক বস্তা খেজুর এল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি বললো : আমি এখানে। তিনি বললেন : এগুলো দিয়ে সাদকা কর। সে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের চেয়ে অভাবগ্রস্তকে দিব? সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, মদীনার প্রস্তরময় দু'পার্শ্বের মধ্যে আমাদের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কোনো পরিবার নেই। তখন নবী ﷺ হাসলেন এমন কি তাঁর চোয়ালের দাঁত মোবারক পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল এবং বললেন : তবে তোমাদেরই অনুমতি দেয়া হলো। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত হাদীস-১৯০৭)

৯৪২. ইস্তিখারার সময়ের দু'আ

(١) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الأُمُوْرِ كُلِّهَا كَالسُّوْرَةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ اِذَ هَمَّ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ ، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِىْ بِهٖ وَيُسَمِّىْ حَاجَتَهُ ـ

১. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের যাবতীয় কাজের জন্য ইস্তিখারা শিক্ষা দিতেন, যেমনভাবে তিনি কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। (আর বলতেন) যখন তোমাদের কারো কোনো বিশেষ কাজ করার ইচ্ছা হয়, তখন সে যেন দু'রাকআত সালাত পড়ে এরূপ দু'আ করে। (অর্থ) হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের দ্বারা আমার উদ্দিষ্ট কাজের মঙ্গলামঙ্গল জানতে চাই এবং আপনার ক্ষমতা বলে আমি কাজ করতে সক্ষম হতে চাই। আর আমি আপনার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। কারণ, আপনি ক্ষমতাবান আর আমার কোনো ক্ষমতা নেই এবং আপনার জ্ঞানে এ কাজটিকে আমার দ্বীনের ব্যাপারে, আমার জীবন ধারণে ও শেষ পরিণতিতে; রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন : আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক দিয়ে মঙ্গলজনক বলে জানেন তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন। আর যদি আমার এ কাজটি আমার দ্বীনের ব্যাপারে, জীবন ধারণে ও শেষ পরিণতিতে রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন : দুনিয়ায় আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক দিয়ে, আপনি আমার জন্য অমঙ্গলজনক মনে করেন, তবে আপনি তা আমার থেকে ফিরিয়ে নিন। আমাকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন। আর যেখানেই হোক, আমার জন্য মঙ্গলজনক কাজ নির্ধারিত করে দিন। তারপর আমাকে আপনার নির্ধারিত কাজের প্রতি তৃপ্ত রাখেন। রাবী বলেন, সে যেন এসময় তার প্রয়োজনের বিষয়ই উল্লেখ করে। (বুখারী-১১৬৬, মিশকাত পৃষ্ঠা-১১৬)

৯৪৩. বদ নযর লাগা সত্য

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهٰى عَنِ الْوَشْمِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : বদ নযর লাগা সত্য। আর তিনি উল্‌কী আঁকতে (খোদাই করতে) নিষেধ করেছেন।
(ইবনে মাজাহ-৩৫০৬, ৩৫০৭)

৯৪৪. সাপ কিংবা বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়-ফুঁক দেয়া

(١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ (رضـ) قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ (رضـ) عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ ، فَقَالَتْ رَخَّصَ النَّبِىُّ ﷺ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِىْ حُمَةٍ -

১. আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদের পিতা আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের কারণে ঝাড়-ফুঁক গ্রহণের ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : নবী ﷺ সব রকমের বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়-ফুঁক গ্রহণের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। (ইবনে মাজাহ-৩৫১৬, ৩৫১৭)

৯৪৫. বদ নযরের জন্য ঝাড়ফুঁক করা

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ أَمَرَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ ـ

১. আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে আদেশ করেছেন কিংবা তিনি বলেছেন, বদ নযরের কারণে ঝাড়-ফুঁক গ্রহণের।
(ইবনে মাজাহ্ হাদীস-৩৫১২)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهٖ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، اَذْهِبِ الْبَاْسَ اِشْفِهٖ وَأَنْتَ الشَّافِىْ ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا ـ

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর কোনো কোনো স্ত্রীকে সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে ডান হাত দ্বারা বুলিয়ে দিতেন এবং পড়তেন : হে আল্লাহ্! মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূর কর এবং শিফা দান কর, তুমিই শিফা দানকারী, তোমার শিফা ভিন্ন অন্য কোনো শিফা নেই। এমন শিফা দাও, যা কোনো রোগ অবশিষ্ট থাকে না। (বুখারী-৭৫৭৪২, মিশকাত-১৫৩০ পৃষ্ঠা-১৩৪)

٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْقِىْ يَقُوْلُ : اِمْسَحِ الْبَاْسَ ، رَبَّ النَّاسِ ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لاَ كَاشِفَ لَهٗ اِلاَّ أَنْتَ ـ

৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঝাড়-ফুঁক করতেন। আর এ দু'আ পাঠ করতেন : ব্যথা দূর করে দাও, হে মানুষের পালনকর্তা! শিফাদানের ইখ্‌তিয়ার কেবল তোমারই হাতে। এ ব্যথা তুমি ব্যতীত আর কেউ দূর করতে পারে না। (বুখারী)

৯৪৬. কোনো কোনো ভাষণ যাদু তুল্য

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) أَنَّهٗ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ، اَوْ اِنْ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ ـ

১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার পূর্ব অঞ্চল (নজ্দ এলাকা) থেকে দু'জন লোক এল এবং দু'জনই ভাষণ দিল। লোকজন তাদের ভাষণে তাজ্জব হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কোনো কোনো ভাষণ অবশ্যই যাদুর মতো।

৯৪৭. ইসলামের মৌলিক নির্দশন

(١) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاَبَاطِ ـ

১. আব হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি– ফিত্‌রাত পাঁচটি : খাত্‌না করা, (নাভীর নিচে) ক্ষুর ব্যবহার করা, গোঁপ ছোট করা, নখ কাটা ও বোগলের পশম উপড়ে ফেলা।

(তিরমিযী-২৭৫৬, ইবনে মাজাহ-২৯২)

(٢) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ، وَفِّرُوا اللِّحٰى ، وَاَحْفُوا الشَّوَارِبَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ اَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلٰى لِحْيَتِهٖ فَمَا فَضَالَ اَخَذَهُ ـ

২. আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করবে : দাঁড়ি লম্বা রাখবে, গোঁপ ছোট করবে। ইব্‌নে উমর (রা) যখন হজ্জ বা উমরা করতেন, তখন তিনি তাঁর দাঁড়ি মুট করে ধরতেন এবং মুটের বাইরে যতটুকু অতিরিক্ত থাকত, তা কেটে ফেলতেন। (সহীহ বুখারী)

৯৪৮. দাঁড়ি বড় রাখা

(١) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ ، وَاعْفُوا اللِّحٰى ـ

১. আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা গোঁফ বেশি ছোট করবে এবং দাঁড়ি বড় রাখবে।

(তিরমিযী হাদীস-২৭৬৩)

৯৪৯. কৃত্রিম কেশগুচ্ছ ব্যবহার নিষেধ

(١) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (رضـ) اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بِالْمَدِيْنَةِ يَخْطُبُ يَقُوْلُ : اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ؟ اِنِّىْ سَمِعْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ هٰذِهِ الْقُصَّةِ وَيَقُوْلُ : اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ ـ

১. হুমায়দ ইব্‌নে আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মদীনায় মুআবিয়া (রা)-কে খুতবায় বলতে শুনেছেন যে, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কৃত্রিম কেশগুচ্ছ ব্যবহার করা নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : বনু ইসরাঈল গোত্রের নারীরা যখন এ ধরনের কৃত্রিম কেশগুচ্ছ ব্যবহার করতে শুরু করেছে তখন তারা ধ্বংস হয়েছে। (তিরমিযী হাদীস-২৭৮১)

৯৫০. কৃত্রিম কেশ তৈয়ারকারিণী, কৃত্রিম কেশ ব্যবহারকারিণী উল্‌কী অংকনকারিণী এবং যে মহিলা উল্‌কি অংকন করায় তার পরিণতি

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ مُبْتَغِيَاتٍ لِلْحُسْنِ مُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ ـ

১. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে মহিলা কৃত্রিমকেশ তৈরি করে এবং কৃত্রিমকেশ ব্যবহার করে, উল্‌কি আঁকে এবং উল্‌কি আঁকায়, ভুরু উপড়ায় নিজেকে সুন্দর করার অভিলাষে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তন ঘটায় তাদেরকে নবী ﷺ অভিসম্পাত করেছেন। (তিরমিযী-২৭৮২)

৯৫১. সালাত ও শোকরানা সিজদা প্রসঙ্গে

(١)عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى ، يَوْمَ بُشِّرَ بِرَجَاسِ اَبِىْ جَهْلٍ ، رَكْعَتَيْنِ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবু জাহলের শিরোচ্ছেদের সুসংবাদের দিনে দুই রাক'আত শোকরানা সালাত আদায় করেন। (ইবনে মাজাহ-১৩৯১ হাদীসটি দুর্বল)

(٢) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بُشِّرَ بِحَاجَةٍ ، فَخَرَّ سَاجِدًا ـ

২. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-কে হাজত পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলে তিনি শোকরানা-সিজ্দা আদায় করতেন। (ইবনে মাজাহ-১৩৯২ হাদীসটি হাসান)

(٣) كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : لَمَّا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ خَرَّ سَاجِدًا ـ

৩. কা'ব ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন আল্লাহ্ তাঁর তাওবা কবুল করেন, তখন তিনি শোকরানা সিজ্দা আদায় করেন। (আবু দাউদ-২৪৭৯, ইবনে মাজাহ-১৩৯৩)

(٤) عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَتَاهُ اَمْرٌ يَسُرُّهُ اَوْ يُسَرَّبِهِ ، خَرَّ سَاجِدًا ، شُكْرًا لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ـ

৪. আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট যখন এমন কোনো খবর আসত, যা তাঁকে খুশী করত বা যাতে তিনি খুশী হতেন; তখন তিনি মহান আল্লাহর শোকর হিসেবে সিজ্দা করতেন। (আবু দাউদ-২৪৭৯, ইবনে মাজাহ-১৩৯৪ হাদীসটি হাসান)

৯৫২. উভয় ঈদের সালাতে ইমাম যত তাকবীর বলবে

(١) عَنْ سَعْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْاُوْلٰى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِى الْاٰخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ـ

১. সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই ঈদের সালাতের প্রথম রাক'আতের কিরা'আতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং শেষ রাক'আতে, কিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর বলতেন। (মোট ১২ তাকবীর) (ইবনে মাজাহ-১২৭৭)

নোট : দুঃখজনক হানাফী মাজহাবে এ হাদীসটির আমল নেই।

(٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهٖ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَنَّهُ كَبَّرَ فِىْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ سَبْعًا وَخَمْسًا ـ

২. আমর ইবনে শুআইব-এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ঈদের সালাতে (প্রথম রাকআতে) সাত তাকবীর এবং (দ্বিতীয় রাকআতে) পাঁচ তাকবীর বলেন। (আবু দাউদ-১০৪৫, ১০৪৬, ইবনে মাজাহ-১২৭৮)

৯৫৩. মুসাফিরের সালাত

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ مِنْ هٰذِهِ الْمَدِيْنَةِ لَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ ، حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْهَا ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর মদীনা হতে কোথাও বেরিয়ে গেলে এখানে ফিরে না আসা পর্যন্ত দুই রাক'আতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। (ইবনে মাজাহ-১০৬৭, হাদীসটি হাসান)

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ : اِفْتَرَضَ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا ، وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ -

২. আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবী ﷺ-এর যবানীতে মুকীম অবস্থায় চার রাক'আত এবং মুসাফির অবস্থায় দুই রাক'আত সালাত ফরয করেছেন।

(আবু দাউদ-১১৩৪, ইবনে মাজাহ-১০৬৮)

৯৫৪. সফরে দুই ওয়াক্ত সালাত একত্রে আদায় করা

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِى السَّفَرِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُعْجِلَهُ شَيْئٌ وَلاَ يَطْلُبَهُ عَدُوٌّ، وَلاَ يَخَافُ شَيْئًا -

১. আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে মাগরিব ও 'ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন। আর তাতে থাকত না কোনো তাড়াহুড়া, শত্রুর আশংকা এবং কোনো কিছুর ভয়-ভীতি থাকত না।

(ইবনে মাজাহ-১০৬৯, ১০৭০, আবু দাউদ-১০৮৯)

৯৫৫. মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা

(١) عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، قَالَ اَرْسَلُوْنِىْ اِلٰى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَسْاَلُهُ عَنِ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّىْ - فَاَخْبَرَنِىْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَنْ يَقُوْمَ اَرْبَعِيْنَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ : فَلاَ اَدْرِىْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً اَوْشَهْرًا ، اَوْ صَبَاحًا ، اَوْسَاعَةً -

১. বুসর ইবনে সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোকেরা আমাকে যায়েদ ইবন খালিদ (রা)-এর কাছে এ জন্য পাঠালেন যে, আমি যেন তাঁকে মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি নবী ﷺ-এর সূত্রে আমাকে জানালেন, তিনি (নবী ﷺ বলেছেন : মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত

করার চেয়ে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম। সুফিয়ান বলেন : চল্লিশ শব্দটি দিয়ে তিনি কি বছর কিংবা মাস অথবা সকাল কিংবা ঘণ্টা বুঝাতে চেয়েছেন, তা আমার জানা নেই। (ইবনে মাজাহ হাদীস-৯৪৪, ৯৪৫)

৯৫৬. কুরবানী

(١) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ ، فَاِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

১. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের আগে যবেহ্ করল সে নিজের জন্যই যবেহ্ করল। আর যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পর যবেহ্ করল, তার কুরবানী পূর্ণ হলো এবং সে মুসলমানদের নীতি অনুসরণ করল। (বুখারী ৯ম খণ্ড অধ্যায় কুরবানী পৃ: ১৯৬)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتِ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنُقَدِّمُ بِهِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لاَتَاْكُلُوْا اِلاَّ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ ، وَلَيْسَتْ بِعَزِيْمَةٍ وَلٰكِنْ اَرَادَ اَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় অবস্থানের সময় আমরা কুরবানীর গোশতের মধ্যে লবণ মিশ্রিত করে রেখে দিতাম। এরপর তা নবী ﷺ এর সামনে পেশ করতাম। তিনি বলতেন, তোমরা তিন দিনের পর খাবে না। তবে এটি জরুরি নয়। বরং তিনি চেয়েছেন যে, তা থেকে যেন অন্যদের খাওয়ানো হয়। আল্লাহ্ অধিক অবগত। (বুখারী ৯ম খণ্ড অধ্যায় কুরবানী পৃ ২০৭)

(٣) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمْ هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ وَاَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يُضَحِّىَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَاَظْفَارِهِ ـ

৩. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখতে পাও আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল ও নখকাটা থেকে বিরত থাকে। (মুসিলম ৫ম খণ্ড অধ্যায় কুরবানী পৃ: ৪৩৬)

(٤) عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ (رضى) قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَاكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُسِرُّ اِلَيْكَ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ مَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُسِرُّ اِلَىَّ شَيْئًا يَكْتُمُهَا النَّاسَ غَيْرَ اَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِىْ بِكَلِمَاتٍ اَرْبَعٍ قَالَ فَقَالَ مَاهُنَّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اٰوٰى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْاَرْضِ ـ

৪. আবু তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াসিলা (রা) থেকে বণিত তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, নবী ﷺ আপনাকে গোপনে কী বলেছিলেন? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি রেগে গেলেন এবং বললেন নবী ﷺ মানুষের নিকট থেকে গোপন রেখে আমার একান্তে কিছু বলেননি। তবে তিনি আমাকে চারটি কথা বললেন, ১. যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে লা'নত করে, আল্লাহ্ তাকে লা'নত করে ২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ্ করে, আল্লাহ্ তার উপর লা'নত করেন। ৩. ঐ ব্যক্তির উপরও আল্লাহ্ লা'নত করেন, যে কোনো বিদআতী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় এবং ৪. যে ব্যক্তি যমীনের সীমানার চিহ্নসমূহ পরিবর্তন করে, তার উপরও লা'নত করেন। (মুসলিম ৫ম খণ্ড অধ্যায় কুরবানী পৃ: ৪৩৭)

৯৫৭. ক্ষুধার্ত প্রতিবেশীর প্রতি মু'মিনের দায়িত্ব

(١) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ ـ

১. আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি: তিনি বলেন– ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়, যে ব্যক্তি পেট পুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকে। (মেশকাত-৪৭৭৪ হাদীস সহীহ্)

৯৫৮. কিয়ামত

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ الْهَرْجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْقَتْلُ اَلْقَتْلُ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কিয়ামত সংঘটিত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না 'হারজ' বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন। হে আল্লাহর রাসূল! 'হারজ' কি? জবাবে তিনি বললেন, হত্যা, হত্যা। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অধ্যায় ফিতনাসমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী পৃ: ৩৬৬)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَّغْرِبِهَا فَاِذَا طَلَعَتْ وَرَاٰهَا النَّاسُ اٰمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِيْنَ لاَيَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا اَلاٰيَةُ ـ

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। লোকেরা যখন তা উদিত হতে দেখবে, তখন ঈমান আনলে আর কোনো উপকার হবে না, যদি না সে এর আগে ঈমান আনে, অথবা ঈমান থাকাবস্থায় নেকী অর্জন না করে। (আবু দাউদ হাদীস-৪৩১২ সহীহ)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوا الْيَهُوْدَ حَتّٰى يَقُوْلَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُوْدِىُّ يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِىٌّ وَرَائِىْ فَاقْتُلْهُ ـ

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি কোনো ইয়াহুদী পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকলে, পাথর বলবে, 'হে মুসলিম! আমার পেছনে ইয়াহুদী রয়েছে, তাকে হত্যা কর'। (বুখারী ৫ম খণ্ড অধ্যায় জিহাদ পৃ: ১৮৪)

(٤) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلٰى اَحَدٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ ـ

৪. আনাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, আল্লাহ বলার মতো একটি মানুষ অবশিষ্ট থাকতেও কিয়ামত হবে না। (মুসলিম ১ম খণ্ড অধ্যায় ঈমান পৃ : ১৯১)

৯৫৯. কিয়ামতের দশটি বিশেষ নিদর্শন

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ أُسَيْدِ الْغِفَارِيِّ (رضى) قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذَكَّرُونَ قَالُوْا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ اِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتّٰى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشَرَ اٰيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُوْلَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوْفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاٰخِرُ ذَالِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ اِلٰى مَحْشَرِهِمْ ـ

১. হুযাইফা ইবনে আসাদ আল গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আলোচনা করছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি সম্পর্কে আলোচনা করছ? জবাবে তাঁরা বললেন, আমরা কিয়ামত সম্পর্ক আলোচনা করছি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, কিয়ামত ততক্ষণ কায়েম হবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বিশেষ নিদর্শন দেখবে। অত:পর তিনি ধুম্র, দাজ্জাল, দাব্বা, পশ্চিম দিগন্ত হতে সূর্য উদিত হওয়া, মারইয়াম তনয় ঈসা (রা)-এর অবতরণ, ইয়াজূজ-মাজূজ এবং তিনবার ভূমি ধ্বসে যাওয়া তথা পূর্ব প্রান্তে ভূমি ধ্বস, পশ্চিম প্রান্তে ভূমি ধ্বস, এবং আরব উপদ্বীপে ভূমি ধ্বসের কথা উল্লেখ করলেন। এ নিদর্শনসমূহের পর এক অগ্নি প্রকাশিত হবে, যা তাদেরকে ইয়ামান থেকে হাঁকিয়ে ময়দানে হাশরের দিকে নিয়ে যাবে। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অধ্যায় ফিত্‌নাসমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী পৃ: ৩৭৮)

৯৬০. সর্বনিম্ন জান্নাতীর মর্যাদা

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَدْنَى اَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِيْ لَهُ ثَمَانُوْنَ اَلْفَ خَادِمٍ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُوْنَ زَوْجَةً وَتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوْتٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ اِلٰى صَنْعَاءَ

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীদের মাঝে সর্বনিম্ন যে তারও হবে আশি হাজার সেবক, বাহাত্তর হাজার সঙ্গিনী। মোতী, যমরূদ এবং ইয়াকূত পাথরে নির্মিত জাবিয়া থেকে সান'আ পর্যন্ত দূরত্বের ন্যায় বিস্তৃত এক বিরাট গম্বুজ বিশিষ্ট প্রাসাদ তার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হবে। (তিরমিযী ৫ম খণ্ড অধ্যায় জান্নাতের বিবরণ পৃ: ৪৯)-২৫৬২ দুর্বল হাদীস)

৯৬১. জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন

(١) قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَبُوْ بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَزُبَيْرٌ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنْ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ -

১. রাসূল ﷺ বলেছেন– আবু বকর জান্নাতী, উমর জান্নাতী, উসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবায়ের জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতী, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতী, ও আবু উবায়দাহ ইবনে জাররাহ জান্নাতী। (রাদিয়াল্লাহ আনহুম আজমাইন)

(মুসলিম, তিরমিযী ও মিশকাত হাদীস-৫৮৫৮, ৫৮৫৯)

৯৬২. বিতরের সালাত তিন, পাঁচ, সাত ও নয় রাক'আত হওয়া প্রসঙ্গে

(١) عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ -

১. আবু আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, সালাতুন বিতরকে যে চায়, সে যেন পাঁচ রাক'আত বিতর আদায় করে, যে চায়, সে যেন তিন রাক'আত বিতর আদায় করে আর যে চায়, সে যেন এক রাক'আত বিতর আদায় করে। (ইবনে মাজাহ-১১৯০, আবু দাউদ-১২৭৮)

(٢) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَنْفَصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيْمٍ وَلَا كَلَامٍ -

২. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ সাত কিংবা পাঁচ রাক'আত বিতর আদায় করতেন। তবে এর মাঝখানে তিনি সালাম ফিরাতেন না এবং কোনো কথাও বলতেন না। (ইবনে মাজাহ হাদীস-১১৯২)

(٣) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ ـ

৩. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ রাতে দুই দুই রাক'আত করে সালাত আদায় করতেন এবং বিতরের সালাত এক রাক'আত আদায় করতেন। (ইবনে মাজাহ হাদীস-১১৭৪)

৯৬৩. সালামের পরে বা পূর্বে সাহু সেজদাহ প্রসঙ্গে

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِىْ اَحَدَكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهٖ حَتّٰى لاَيَدْرِىْ زَادَ اَوْنَقَصَ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো কারো কাছে সালাতরত অবস্থায় শয়তান আসে। তারপর সে তার ও তার অন্তরের মাঝে ঢুকে পড়ে ফলে সে জানে না তার সালাত বেশি হয়েছে না কম হয়েছে। যখন এরূপ হয় তখন সে যেন সালামের পূর্বে সাহু সেজদা আদায় করে নেয়, এরপর সালাম ফিরায় (সালাত শেষ করে)

(ইবনে মাজাহ হাদীস-১২১৬, আবু দাউদ হাদীস-৯৪৩, ৯৪৫ সহীহ)

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ (رضى) قَالَ اَحَدُ نَايُصَلِّىْ فَلاَيَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى ـ فَقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِكَمْ صَلّٰى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ـ

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কেউ কেউ সালাত আদায় করে, অথচ সে জানে না কত রাক'আত সালাত সে আদায় করেছে, তখন সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সেজদা আদায় করে।

(ইবনে মাজাহ হাদীস-১২০৪, আবু দাউদ-৯৩৯)

৯৬৪. ইকামাত হয়ে গেলে ফরজ সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাত নেই

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلٰوةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন যখন ইক্বামত দেয়া হয়, তখন ফরজ সালাত ব্যতিরেকে অন্য কোনো সালাত নেই। (ইবনে মাজাহ হাদীস-১১৫১)

বি: দ্র: ফজরের ফরয সালাতের পূর্বের ২ রাক'আত সুন্নাত সালাত যদি ফরযের জামাত শুরু হওয়ার পূর্বে আদায় করা না যায় তাহলে তা ফরয সালাত শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আদায় করা যাবে। (ইবনে মাজাহ হাদীস-১১৫৪, আবু দাউদ-১১৫১)

৯৬৫. দু'জনেও জামায়াত হয়

(١) عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىْ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا ،جَمَاعَةٌ ـ

১. আবু মূসা আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, দুই বা দুয়ের অধিক লোকে জামা'আতে পরিণত হয়। (ইবনে মাজাহ-৯৭২, মিশকাত-১০৮১ হাদীস দুর্বল)

(٢) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخَذَ بِيَدِىَ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ ـ

২. আবুদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর কাছে রাত্রি যাপন করি। তখন রাসূল ﷺ রাতে সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ান এবং আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়াই। এ সময় তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান। (ইবনে মাজাহ হাদীস-৯৭৩)

৯৬৬. মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী আর লড়াই করা কুফুরী

(١)عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলমানকে গালি দেয়া গুনাহের কাজ এবং তার সাথে মারামারিতে প্রবৃত্ত হওয়া কুফুরী। (মুসলিম ১ম খণ্ড, অধ্যায় ঈমান, পৃ: ১৩৮)

৯৬৭. (মৃতের শোকে) গাল চাপড়ানো, জামা ছিঁড়ে ফেলা ও বিলাপ করা হারাম

(١) عَنْ اَبِى بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى (رضى) قَالَ وَجِعَ اَبُوْمُوْسٰى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَاسُهٗ فِىْ حُجْرِ تِمْرَاَةٍ مِنْ اَهْلِهٖ فَصَاحَتِ امْرَاَةٌ مِنْ اَهْلِهٖ فَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَنَا بَرِئٌ مِمَّا بَرِىَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَرِىَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ ـ

১. আবু বুরদা ইব্‌নে আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা (রা) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তার মাথা তাঁর পরিবারের এক মহিলার কোলে ছিল। সে মহিলা চিৎকার করে উঠল। তিনি তাকে তা থেকে বাধা দিতে পারেননি। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে ফেলেন তখন বললেন, আমি তার থেকে সম্পর্কহীন, যার থেকে রাসূল ﷺ সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। যে ব্যক্তি সজোরে রোদন করে, কেশ মুণ্ডন করে এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। (মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬১)

৯৬৮. যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (মুসলিম ১ম খণ্ড পৃ: ১৫৯)

৯৬৯. টাখনুর নিচে কাপড় পরা

(١) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ فَقَرَاَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْ وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ ـ

১. আবু যর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আবু যর আরয করলেন। এরা কারা? তিনি বললেন : এরা হচ্ছে– যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরে, যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয় এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে। (মুসলিম ১ম খ: পৃ: ১৬৩)

৯৭০. মৃত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি দাফন করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوْهَا اِلَى الْخَيْرِ وَاِنْ كَانَ شَرًّا تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি দাফন করবে। যদি সে সৎকর্মশীল হয়, তবে তাকে তোমরা কল্যাণের নিকটবর্তী করে দিলে। আর যদি অন্য কিছু হয় তবে মন্দকে তোমাদের কাধ থেকে সরিয়ে দিলে। (মুসলিম ৩য় খণ্ড পৃ: ২৬২)

৯৭১. জানাযার সালাতে উপস্থিত হওয়া

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (ص) مَنْ صَلّٰى جَنَازَةً فَلَهٗ قِيْرَاطٌ وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتّٰى تُوْضَعُ فِى الْقَبْرِ فَلَهٗ قِيْرَاطَانِ قَالَ قُلْتُ يَااَبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقِيْرَاطُ قَالَ مِثْلُ اُحُدٍ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন. যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করল তার জন্য এক কীরাত পরিমাণ সওয়াব আর যে ব্যক্তি মৃতের সাথে থাকল তাকে কবরে রাখা পর্যন্ত তবে তার জন্য দু'কীরাত পরিমাণ সওয়াব রয়েছে। রাবী বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আবু হুরায়রা! কীরাত কী? তিনি বললেন, উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ। (মুসলিম-৩য় খণ্ড পৃ:২৬৪)

৯৭২. জানাযা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা

(١) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْالَهَا حَتّٰى تُخَلِّفَكُمْ اَوْتُوْضَعُ ـ

১. আমের ইবনে রাবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা জানাযা দেখবে তখন যে পর্যন্ত জানাযা তোমাদের আগে চলে না যাওয়া অথবা (মাটিতে) না রাখা পর্যন্ত দাড়িয়ে থাকবে। (মুসলিম-৩য় খণ্ড পৃ: ২৭৩)

৯৭৩. 'তালবিয়া' বা হজ্বের শ্লোগান

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ ـ

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তালবিয়া হলো : আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির, আপনার কোনো অংশীদার নেই আমি হাযির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোনো অংশীদার নেই। (বুখারী ৩য় খণ্ড, অধ্যায় হজ্ব পৃ : ৮১)

৯৭৪. উটকে দাঁড় করিয়ে কুরবানী করা মুস্তাহাব

(١)عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَتٰى عَلٰى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُبَدَ نَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ـ

১. যিয়াদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত যে, ইবনে উমর (রা) এক ব্যক্তির কাছে এলেন। সে তার উটকে বসিয়ে কুরবানী করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তিনি বললেন, এটাকে দাড় করিয়ে কুরবানী কর। এটাই তোমাদের নবী ﷺ -এর সুন্নাত। (মুসলিম-৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৮)

৯৭৫. মহিলাদের মুহরিমের সঙ্গে হজ্ব অথবা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় সফর করা

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْاَةُ ثَلاَثًا اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مُحْرَمٍ -

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো মহিলা যেন সাথে মুহরিম ব্যক্তি ছাড়া একাকী তিন দিনের সফর না করে। (মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, পৃ:-২০৪)

৯৭৬. মহিলাদের সাথে একান্তে সাক্ষাত করা

(١) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُوْلُ لاَيَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَاَةٍ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْمُحْرَمٍ وَلاَتُسَافِرِ الْمَرْاَةُ اِلاَّمَعَ ذِىْ مُحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ امْرَاَتِىْ خَرَجَتْ حَاجَةً وَاِنِّىْ اُكْتُتِبْتُ فِىْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ اِنْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ اِمْرَاَتِكَ -

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে ভাষণ দিতে শুনেছি : মুহরাম পুরুষ সাথে না থাকা অবস্থায় কোনো পুরুষ লোক যেন কোনো স্ত্রীলোকের সাথে একান্তে সাক্ষাত না করে। কোনো স্ত্রীলোক যেন কোনো মুহরাম পুরুষ ছাড়া একাকী সফর না করে। এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল. বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার স্ত্রী হজ্বের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে এবং আমাকে অমুক সৈন্যবাহিনীতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে-যা. অমুক স্থানে যুদ্ধে যাবে। তিনি বললেন, তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্ব কর। (মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, অধ্যায় হজ্ব : পৃষ্ঠা ২০৮)

৯৭৭. তিনটি মসজিদের বিশেষ মর্যাদা

(١) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰی ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسَاجِدِیْ هٰذَا اَوْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰی

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উটের পিঠে হাওদা আঁটা যাবে না (সফর করা যাবে না) তিনটি মসজিদ ব্যতিত : এই মসজিদ (মসজিদে নব্বী), মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসা। (মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, অধ্যায় হজ্ব : পৃ: ২৪৯)

৯৭৮. বৌভাত অনুষ্ঠান সুন্নাত

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضی) تَزَوَّجَ امْرَاَةً عَلٰی وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَاَنَّ النَّبِیَّ (صـ) قَالَ لَهٗ اَوْلِمْ وَلَوْبِشَاةٍ ـ

১. আনাস (রা) বর্ণিত যে, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা) এক নওয়াত ওজনের সোনার বিনিময়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেন। আর নবী ﷺ বললেন : তুমি অলিমা কর, যদি একটি বকরী দিয়েও হয়। (মুসলিম–৪র্থ খণ্ড, পৃ : ২৮৭)

৯৭৯. বৌভাত অনুষ্ঠানের না যাওয়া অন্যায়

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : নিকৃষ্টতম খাদ্য হলো অলিমার খাদ্য যেখানে আগমনকারীদের বাধা দেয়া হয়। আর অনিচ্ছুকদের দাওয়াত দেয়া হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াতে সাড়া দেয় না সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল-এর নাফরমানী করল। (মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, অধ্যায় বিবাহ; পৃ: ৩০৩)

৯৮০. স্ত্রী সহবাসের দোয়া

(١) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَو اَنَّ اَحَدَهُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَاتِیَ اَهْلَهٗ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَ الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا فَاِنَّهٗ اَنْ يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِیْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرُّهٗ شَيْطَانٌ اَبَدًا ـ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলতে চায় সে যেন বলে "বিসমিল্লাহ হে আল্লাহ! আমাদের শয়তান থেকে রক্ষা করুন, আর আমাদের যা তুমি দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখবে। কেননা এ মিলনে তাদের ভাগ্যে যদি কোনো সন্তান হয় তবে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারবে না। (মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, অধ্যায় বিবাহ; পৃ: ৩০৬)

৯৮১. স্বামীর বিছানা পরিহার করা স্ত্রীর উচিত নয়

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا بَاتَتِ الْمَرْاَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ ـ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, স্বামীর বিছানা পরিহার করে কোনো স্ত্রী রাত্রি যাপন করলে ফজর পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তার প্রতি লা'নত করতে থাকে। (মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, অধ্যায় বিবাহ পৃ: ৩০৮)

৯৮২. মাহে রমযানের পর বিশেষ ৬ টি রোযা রাখা

(١) عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ ـ

(১) আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি রমযানের সিয়াম পালন করে এবং পরে এর পরবর্তীতে শাউয়ালের ছয় দিন (৬ রোজা) সিয়াম পালন করে তবে সে যেন সারা বছরই সিয়াম পালন করল। (তিরমিযী হাদীস-৭৫৯, আবু দাউদ-২৪৪৩, মুসলিম-১১৬৪)

৯৮৩. নিকট আত্মীয়দের দান করার ফযিলত

(١) عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَلصَّدَقَةُ عَلٰى ذِى الرَّحْمِ الْكَاشِحِ ـ

(১) উম্মে কুলছুম (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মনে মনে শত্রুতা পোষণ করে এমন রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়কে সদাক্বাহ করাই হলো সর্বোত্তম সদাক্বাহ। (ইবনে মাজাহ)

৯৮৪. স্বামীর ঘর থেকে স্ত্রীর দান করা যাবে প্রয়োজনে

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُهٗ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ـ

(১) আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন : যদি কোনো নারী নষ্ট না করে স্বামীর ঘর (সম্পদ) থেকে কিছু দান-খয়রাত করে তবে সে পূণ্য লাভ করবে দান করার কারণে এবং তার স্বামীও অনুরূপ পুণ্যের অধিকারী হবে উপার্জন করার কারণে। আর ভাণ্ডার রক্ষকও অনুরূপ পূণ্য পাবে। কিন্তু এতে কারোর জন্য কারোর সওয়াবে কমতি হবে না।(ইবনে মাজাহ-২২৯৪, আবু দাউদ-১৪৭৯)

৯৮৫. সহজে জান্নাতে যাওয়ার পদ্ধতি

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اُعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاَفْشُوا السَّلاَمَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ ـ

(১) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রহমানের ইবাদাত করবে, (ক্ষুধার্তকে) খাবার খাওয়াবে এবং বেশি বেশি সালাম দিবে, তাহলে শান্তির সাথে স্বাচ্ছন্দে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(তিরমিযী হাদীস-৩২৫১, ১৮৫৫, ইবনে মাজাহ-৩৬৯৪)

৯৮৬. ইখলাছপূর্ণ আমল ও ভাল নিয়্যাতের ফযিলত

(١) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَافِيْهَا اِلاَّ مَا اُبْتُغِىَ بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

(১) আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গোটা দুনিয়া অভিশপ্ত, দুনিয়াতে যা কিছু আছে তাও অভিশপ্ত। কেবল আল্লাহর সন্তুটি অর্জনের জন্য ইখলাসের সাথে যা কিছু করা হয় তা অভিশপ্ত নয়।

(তিরমিযী-২৩২২, ইবনে মাজাহ-৪১১২, মিশকাত-৪৯৪৯)

৯৮৭. শাহাদাত বাসনার ফযিলত

(١) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ مِنْ قَلْبِهِ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ ـ

(১) নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌঁছে দিবেন যদিও সে নিজ বিছানাতে মৃত্যুবরণ করে। (ইবনে মাজাহ-২৭৯৭, আবু দাউদ-১৩৬০, মুসলিম)

৯৮৮. সাদা কাপড়ের ফযিলত

(١) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْبَسُوْا ثِيَابَ الْبَيَاضِ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ ـ

(১) সামুরা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো, কেননা ওটাই সব চাইতে পবিত্র ও সর্বাধিক উত্তম। (ইবনে মাজাহ-৩৫৬৭, মিশকাত-৪৩৩৭, আবু দাউদ, নাসায়ী)

৯৮৯. পরিবারের সকলে একত্রে খাওয়ার ফযিলত

(١) قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَاْكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ. قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَاْكُلُوْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ قَالُوْا نَعَمْ. قَالَ فَاجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ ـ

(১) একবার লোকেরা বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খাওয়া দাওয়া করি, কিন্তু তৃপ্তি পাই না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা একসাথে খাও নাকি আলাদা আলাদাভাবে? তারা বললো : আলাদা আলাদাভাবে। রাসূল ﷺ বলেছেন : সকলে একসাথে খাবে এবং বিসমিল্লাহ বলে খাবে, তাহলে তাতে বরকত হবে। (ইবনে মাজাহ-৩২৮৭, সিলসিলাহ-৬৬৪, আবু দাউদ)

৯৯০. খালার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَجُلاً، اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا فَهَلْ لِيْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ ـ قَالَ لاَ ـ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ قَالَ نَعَمْ ـ قَالَ فَبِرَّهَا ـ

(১) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি মারাত্মক গুনাহ করে ফেলেছি। আমার কি তাওবার সুযোগ আছে? নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা জীবিত আছে কি? সে বললো, না। নবী ﷺ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : তোমার খালা আছে কি? সে বললো, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন : তার সাথে সদ্ব্যবহার করো। (তিরমিযী হাদীস-১৯০৪)

৯৯১. কন্যা সন্তানের জন্য ব্যয় করার ফযিলত

(١) عَنْ اَنَسٍ(رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ اَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ. وَاَشَارَ بِاَصْبُعَيْهِ.

(১) আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তান লালন-পালন করবে, আমি এবং সে একত্রে এভাবে পাশাপাশি জান্নাতে প্রবেশ করবো। এই বলে তিনি নিজের হাতের দু'টি আংগুল একত্র করে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন। (তিরমিযী হাদীস-১৯১৪)

৯৯২. ব্যক্তি ভাল বলে স্বীকৃতি পাওয়ার মাপকাঠি স্ত্রীর নিকট

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

(১) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঈমানের দিক দিয়ে সর্বাধিক কামিল মুমিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার চরিত্র ভাল। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে। (তিরমিযী হাদীস-১১৬২)

৯৯৩. একটি মাত্র ভাল কথাও সদকাতুল্য

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ.

(১) আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, সুন্দর কথাও একটি সদাক্বাহ। (বুখারী ও মুসলিম)

৯৯৪. হাসি মুখে কথা বলাও সদকাতুল্য

(١) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ -

(১) আবু যার (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ভাল কাজের ছোট অংশকেও অবজ্ঞা করো না। যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ এর মত বিষয় হয়। (মুসলিম)

৯৯৫. ছয়টি জিনিসের হেফাজত করবে বিশেষভাবে

(١) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِضْمَنُوْا لِىْ سِتًّا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنُ لَكُمُ الْجَنَّةَ اَصْدِقُوْا اِذَا حَدَّثْتُمْ اَوْفُوْا اِذَا وَعَدْتُمْ وَاَدُّوا الْاَمَانَةَ اِذَا اُئْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَغَضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا اَيْدِيْكُمْ -

(১) আবু ওবাদা (রা) হতে বর্ণিত; নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমাকে ছয়টি জিনিসের নিশ্চয়তা দাও আমি তোমাদেরকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিবো। ১. যখন কথা বলবে সত্য বলবে, ২. ওয়াদা করলে তা পালন করবে, ৩. তোমাদের কাছে কোন আমানত রাখা হলে তা রক্ষা করবে, ৪. তোমাদের সতিত্ব রক্ষা করবে, ৫. তোমাদের দৃষ্টি সংযত রাখবে এবং ৬. তোমাদের হাত (কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে) বিরত রাখবে। (আহমাদ, মিশকাত হাদীস-৪৬৫৬)

৯৯৬. নেককার স্ত্রী সবচেয়ে উত্তম সম্পদ দুনিয়া ও আখেরাতের

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ قَالَ اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَا عُهَا اَلْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ -

(১) আবুদল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সমগ্র দুনিয়াটাই সম্পদ। এর মধ্যে সবচাইতে উত্তম সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী। (নাসায়ী-৩২৩২, ইবনে মাজাহ-১৮৫৫, মুসলিম)

৯৯৭. ওজুর পর রুমাল বা গামছা ব্যবহার করা

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوْءِ.

(১) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ-এর কাছে এক খণ্ড কাপড় ছিল। এটি দিয়ে তিনি উযূ করার পর পানি মুছতেন। (তিরমিযী-৫৩ হাদীস দুর্বল)

৯৯৮. ওজুর পর বিশেষ দোয়া

(১) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ ، وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

(১) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন : কোন ব্যক্তি যদি খুব ভাল করে উযূ করে এই দু'আ পড়ে তবে জান্নাতের আটি দরজাই তার জন্য খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়েই সে ইচ্ছা করবে সেটি দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। দু'আটি হল :

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কেউ শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীদের মধ্যে শামিল কর এবং পবিত্রদের অন্তর্ভূক্ত কর।
(তিরমিযী হাদীস-৫৫৪৯৮, ইবনে মাজাহ-৪৭০ সহীহ)

৯৯৯. ইমাম হওয়ার অধিক হকদার যে

(١) عَنْ اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَكْبَرُهُمْ سِنًّا ، وَلاَ يُوَمُّ الرَّجُلُ فِىْ سُلْطَانِهِ، وَلاَ يُجْلَسُ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ .

(১) আওস ইবনে দামআজ আবূ মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন অধ্যয়নে যে অধিক পারদর্শী সে ইমাম হবে। যদি অধ্যয়ন ক্ষেত্রে সকলেই এক বরাবর হয় তবে সুন্নাহ সম্পর্কে যে বেশি জ্ঞানী সে ইমামতি করবে, সুন্নাহ্‌র ক্ষেত্রে সমান সমান হলে যে অগ্রে হিজরত করেছে সে। আর হিজরতের ক্ষেত্রে এক সমান হলে যার বয়স বেশি সে ইমাম হবে। কারো কর্তৃত্বাধীন স্থানে তার অনুমতি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি ইমামতি করবে না এবং কারো বাড়িতে তার নিজস্ব বসার স্থানে অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কেউ বসবে না। (তিরমিযী হাদীস-২৭৯৩, ইবনে মাজাহ-৬৬১ সহীহ)

১০০০. কোন পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বা মহিলার সঙ্গে মহিলার বস্ত্রহীন অবস্থান মিলিত হওয়া নিষেধ

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْاَةُ الْمَرْاَةَ حَتّٰى تَصِفَهَا كَاَنَّمَا يَنْظُرُ اِلَيْهَا .

(১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক নারী আরেক নারীর সাথে বস্ত্রহীন অবস্থায় মিলিত হবে না যাতে পরবর্তীতে তার স্বামীর কাছে সে নারীর এমন বিবরণ দেয় যে, সে (স্বামী) যেন তার দিকে তাকাচ্ছে। (তিরমিযী হাদীস-২৮০০, মিশকাত-৩১১৫ হাদীস দুর্বল)

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْاَةُ اِلٰى

عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ اِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ـ

(২) আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ সাঈদ তাঁর পিতা আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক পুরুষ আরেক পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং এক নারীও আরেক নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। এক কাপড়ে কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে বস্ত্রহীন অবস্থায় শোবে না এবং কোন মহিলাও অন্য মহিলার সাথে এক কাপড়ে বস্ত্রহীন অবস্থায় শোবে না। (তিরমিজি)

১০০১. কখনো উলঙ্গ হওয়া যাবে না

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيْ فَاِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِقُكُمْ اِلاَّ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِي الرَّجُلُ اِلٰى اَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَاَكْرِمُوْهُمْ ـ

(১) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উলঙ্গ হওয়া থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে। কেননা, তোমাদের সাথে এমন কিছু সত্তা আছেন যারা পেশাব-পায়খানা এবং স্ত্রীসঙ্গত হওয়ার সময় ছাড়া আর কোন সময় তারা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। সুতরাং তাদের লজ্জা করবে এবং সম্মান করবে। (তিরমিজি)

১০০২. মৃতকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও কবর খননের ফযিলত

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ لَهُ اللّٰهُ اَرْبَعِيْنَ مَرَّةً، وَمَنْ حَفَرَ لَهٗ فَاَجْرَهٗ اَجْرٰى عَلَيْهِ كَاَجَرِ مِسْكِيْنٍ اَسْكَنَهٗ اِيَّاهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَّنَهٗ كَسَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ ـ

(১) রাসূল ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে গোসল দিবে অত:পর মৃত ব্যক্তির গোপনীয় বিষয় গোপন রাখবে, আল্লাহ ঐ গোসল দানকারীকে

চল্লিশবার ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ববর খনন করবে, অত:পর তাকে দাফন করবে, তাকে বিনিময়ে দেয়া হবে মিসকীনকে বিনিময় দেয়ার সমতুল্য। মহান আল্লাহ বিশেষ করে তাকে ক্বিয়ামতের দিন বাসস্থান দান করবেন। আর যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরাবে, মহান আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন পাতলা মিহি রেশমী ও পুরু স্বর্ণ খচিত জান্নাতী রেমশী কাপড় পরাবেন। (আলবানীর আহকামুল জানায়িজ)

(٢) عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ وَحَمَلَهُ وَصَلّٰى عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَارَاىَ ، خَرَجَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

(২) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মৃতুকে গোসল দেয়, কাফন পরায়, সুগন্ধি লাগায়, বহন করে নিয়ে যায় এবং জানাযার সালাত আদায় করে এবং তার গোপনীয় বিষয় যা দেখেছে, তা প্রকাশ না করে, সে তার গুনাহ থেকে সদ্য প্রসূত সন্তানের মত নিষ্পাপ হয়ে যায়। (ইবনে মাজাহ-১৪৬২ হাদীসটি অধিক দুর্বল)

১০০৩. স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে মৃত্যুর পর গোসল দেয়া

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ لَوْكُنْتُ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَااسْتَدْبَرْتُ مَاغَسَلَ النَّبِىَّ ﷺ غَيْرُ نِسَائِهِ .

(১) 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে বিষয়ে আমি পরে অবগত হয়েছি, তা যদি আগে অবগত হতে পারতাম, তাহলে নবী ﷺ-কে তাঁর স্ত্রীগণ ব্যতীত আর কেউ গোসল দিতে পারত না। (ইবনে মাজাহ হাদীস-১৪৬৪)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْبَقِيْعِ فَوَجَدَ نِىْ وَاَنَا اَجِدُ صُدَاعًا فِىْ رَاْسِىْ وَاَنَا اَقُوْلُ وَارَاسَاهُ - فَقَالَ بَلْ اَنَاه يَا عَائِشَةُ وَاَرَاسَاهُ ثُمَّ قَالَ مَاضَرَّكَ لَوْمِتِّ قَبْلِىْ فَقُمْتُ عَلَيْكَ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ .

(২) 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল ﷺ জান্নাতুল বাকী' থেকে ফিরে এসে আমাকে মাথা যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় পান। আর আমি

বলছিলাম: হে আমার মাথা! তিনি বললেন : হে 'আয়েশা! আমিও মাথা ব্যথায় ভুগছি, হে আমার মাথা! তারপর তিনি বললেন : তুমি যদি আমার পূর্বে ইন্তিকাল করতে, তাহলে তোমার কোন ক্ষতি হত না। কেননা, আমি তোমাকে গোসল করাতাম, কাফন পরাতাম, তোমার জানাযার সালাত আদায় করতাম এবং তোমাকে দাফন করতাম। (ইবনে মাজাহ-১৪৬৫ হাদীসটি হাসান)

১০০৪. মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করা

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى دُمُوْعِهِ تَسِيْلُ عَلٰى خَدَّيْهِ .

(১) আয়েশা (রা)–থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মৃত উছমান ইব্‌ন মাযয়ুন (রা) কে রাসূলুল্লাহ ﷺ চুম্বন করেন। আর আমি যেমন এখনো তাঁর গন্ড মুবারক বেয়ে অশ্রু ঝরতে দেখছি। (ইবনে মাজাহ-১৪৫৬, মিশকাত-১৬২৩)

১০০৫. মৃতের গোসলের বর্ণনা

(١) عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ (رضى) قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ اِبْنَتَهُ اُمَّ كُلْثُوْمٍ فَقَالَ اِغْسِلْهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ، اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّا فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ .

(১) উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কন্যা উম্মু কুলসুমের গোসল দিচ্ছিলাম, এ সময় রাসূল ﷺ আমাদের নিকট এসে বরলেন : তোমরা তাকে তিন বা পাঁচ অথবা ততোধিকবার পানি ও কুল পাতা দিয়ে গোসল দাও। আর শেষ বারে কর্পূর বা কপূর থেকে কিছু লাগিয়ে দাও। যখন তোমরা গোসল দেওয়া শেষ করবে, তখন আমাকে ডাকবে। আমরা যখন গোসল দেওয়া শেষ করলাম; তখন তাঁকে সংবাদ দিলাম। তখন তিনি তাঁর জামা আমাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন : এ দিয়ে তার শরীর বিশেষ ভাবে আবৃত করে দাও। (ইবনে মাজাহ-১৪৫৮)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُغَسِّلَ مَوْتَاكُمْ اَلْمَاْمُوْنُوْنَ ـ

(২) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের মৃতুদের আমানতের সাথে (পর্দার সাথে) গোসল দেবে। (ইবনে মাজাহ-১৪৬১ হাদীসটি জাল)

১০০৬. জীবিত বা মৃত কারো উরুর দিকে তাকানো যাবে না

(١) عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ اِلٰى فَخِذِ حَيٍّ وَّلاَ مَيِّتٍ ـ

(১) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেন : তুমি তোমার উরু খুলে রাখবে না এবং জীবিত ও মৃত কারো উরুর দিকে তাকাবে না। (ইবনে মাজাহ-১৪৬০, ইরওয়াউল গালিল-২৬৯ হাদীসটি অধিক দুর্বল)

১০০৭. মৃতকে গোসল দিলে পরে গোসল করে নিবে

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ـ

(১) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মৃতুকে গোসল দেয়, সে যেন অবশ্যই গোসল করে নেয়। (ইবনে মাজাহ-১৪৬৩, মিশকাত-৫৪১)

১০০৮. রাসূল ﷺ-এর প্রতি (সালাত ও সালাম) দরুদের ফযিলত

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ، فَاِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ ـ

(১) রাসূলূল্লাহ (সা) বলেন : তোমরা আমার ক্বরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। বরং তোমরা আমার উপর দরুদ পাঠ করো। কারণ তোমরা যেখানেই অবস্থান করো না কেন তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌছে যায়।
(আবু দাউদ হাদীস-২০৪২ সহীহ)

(٢) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِّىْ مِنْ اُمَّتِى السَّلاَمَ ـ

(২) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মহান আল্লাহর এমন ধরণের ফিরিশতা রয়েছে যারা পৃথিবীব্যাপী পরিভ্রমণ করে থাকেন। তারা আমার উম্মাতের পেশকৃত সালাম আমার কাছে পৌছে দেন। (নাসায়ী-১২৮২, মিশকাত হাদীস-৯২৪, আহমদ ও দারেমী)

(৩) عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشَرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشَرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشَرُ دَرَجَاتٍ ـ

(৩) আনাস (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমাত নাযিল করবেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করবেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। (নাসায়ী-১২৯৭, মিশকাত হাদীস-৯০২, আহমাদ)

নোট : আমাদের অনেকের এ আক্বিদা যে, রাসূল ﷺ হাযের-নাযের (নাউযুবিল্লাহ) উল্লেখিত ৩টি হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ তার রওজায় শায়িত আছেন। আমরা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই সালাত ও সালাম পেশ করি না কেন তা তার নিকট পৌছানো হয় বিশেষ কিছু ফেরেশতার মাধ্যমে।

১০০৯. বৃক্ষ রোপন করা সদকাতুল্য

(১) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اِلَّا كَانَ مَااُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا اَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ـ

(১) রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান যা রোপন করে তাঁর থেকে যা খাওয়া হয় এটা তাঁর সদকা, তার থেকে যা চুরি করা হয় এটাও তার জন্য সদকা। চতুষ্পদ জন্তু যা খায় সেটাও তাঁর জন্য সদকা এবং পশুপাখি যা ভক্ষণ করে এটাও রোপনকারী ব্যক্তির জন্য সদকা। (বুখারী)

১০১০. দুনিয়ার জীবনের সর্বশেষ কাজ যা হওয়া উচিত

(১) عَنْ ضِيَاءَ الْمَخْدِ سِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ اَحَدِكُمْ فَسِيْلَةٌ فَاِنْ اسْتَطَاعَ اَنْ لَا يَقُوْمَ حَتّٰى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ ـ

(১) জিয়া আল মাখদিসী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কিয়ামত শুরু হয়ে যায়, আর এমতাবস্থায় তোমাদের কারো হাতে একটি গাছের চারা থাকে। তবে যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় সে যেন চারাটি রোপন না করে সেখান থেকে না উঠে। (আল মুখতার)

১০১১. যার যে নাম তাকে সে নামে সম্বোধন করা

কুরআনকে আমাদের অনেকে কুরআন শরীফ বলে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনকে কিন্তু কুরআন শরীফ কোথাও বলেননি। যিনি কুরআন নাজিল করেছেন তিনিই কুরআনকে কারীম ও মাজীদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন–

১. اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ – নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন। (সূরা ওয়াকিআ : ৭৭)

২. بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ – বস্তুত ইহা সম্মানিত কুরআন। (সূরা বুরুজ : ২১)

তাই বলা যায় কুরআনকে যদি আপনি কুরআন মাজীদ বা কুরআন কারীম বলেন তাহলে কারীম (كَرِيْمٌ) বা মাজীদ (مَجِيْدٌ) বলার কারণে সওয়াব পাবেন। যেমন– কারীম (كَرِيْمٌ) বা মাজীদ (مَجِيْدٌ) লিখতে ৪টি অক্ষরের প্রয়োজন হয়। তাহলে ৪টি অক্ষরের বিপরীতে ৪০ নেকি পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে। কিন্তু কুরআনের সাথে শরীফ (شَرِيْفٌ) বললে ৪০ নেকি পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই কুরআন শরীফ (شَرِيْفٌ) না বলে কুরআন মাজীদ বা কুরআন কারীম বলা উচিত। কুরআনের বিশেষণ কারীম বা মাজীদ আল্লাহ্ প্রদত্ত আর শরীফ সাধারণ জনগণ কর্তৃক দেয়া নাম। সুতরাং কুরআন শরীফ না বলার জন্য সকলের বিবেকের প্রতি চিন্তা করার জন্য অনুরোধ করছি। তাছাড়া অনেকে কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ, বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আরো একটু বাড়িয়ে মাজার শরীফ, দরবার শরীফ, খানকা শরীফ বলে থাকেন।

এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ৬টি ক্ষেত্রে শরীফ ব্যবহার করার কোন যৌক্তিকতা নেই, কারণ তাদের বিশেষণ দেয়া হয়েছে– আল্লাহ্, রাসূল ও গ্রন্থকার কর্তৃক। যেমন– কুরআন মাজীদ, হাদীসে নববী, মক্কা মুকাররমা, মদীনা মুনাওয়ারা এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম। আর শেষোক্ত ৩টি মাজার শরীফ, দরবার শরীফ ও খানকা শরীফ এ জাতীয় মাজার, দরবার ও খানকার অস্তিত্ব ইসলামে নেই। মূলত মাজার, দরবার ও খানকা থেকেই যত প্রকার শিরক ও বিদআত আমদানী হয়।